শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩৩শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৮৭ | ২য় সংখ্যা

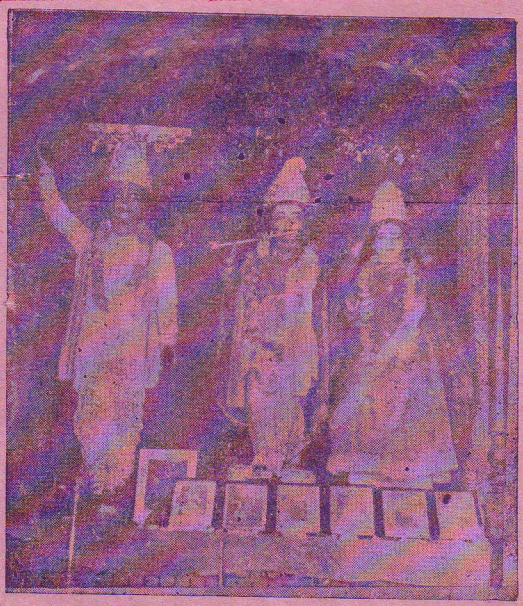

শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে সেবিত

শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা— নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

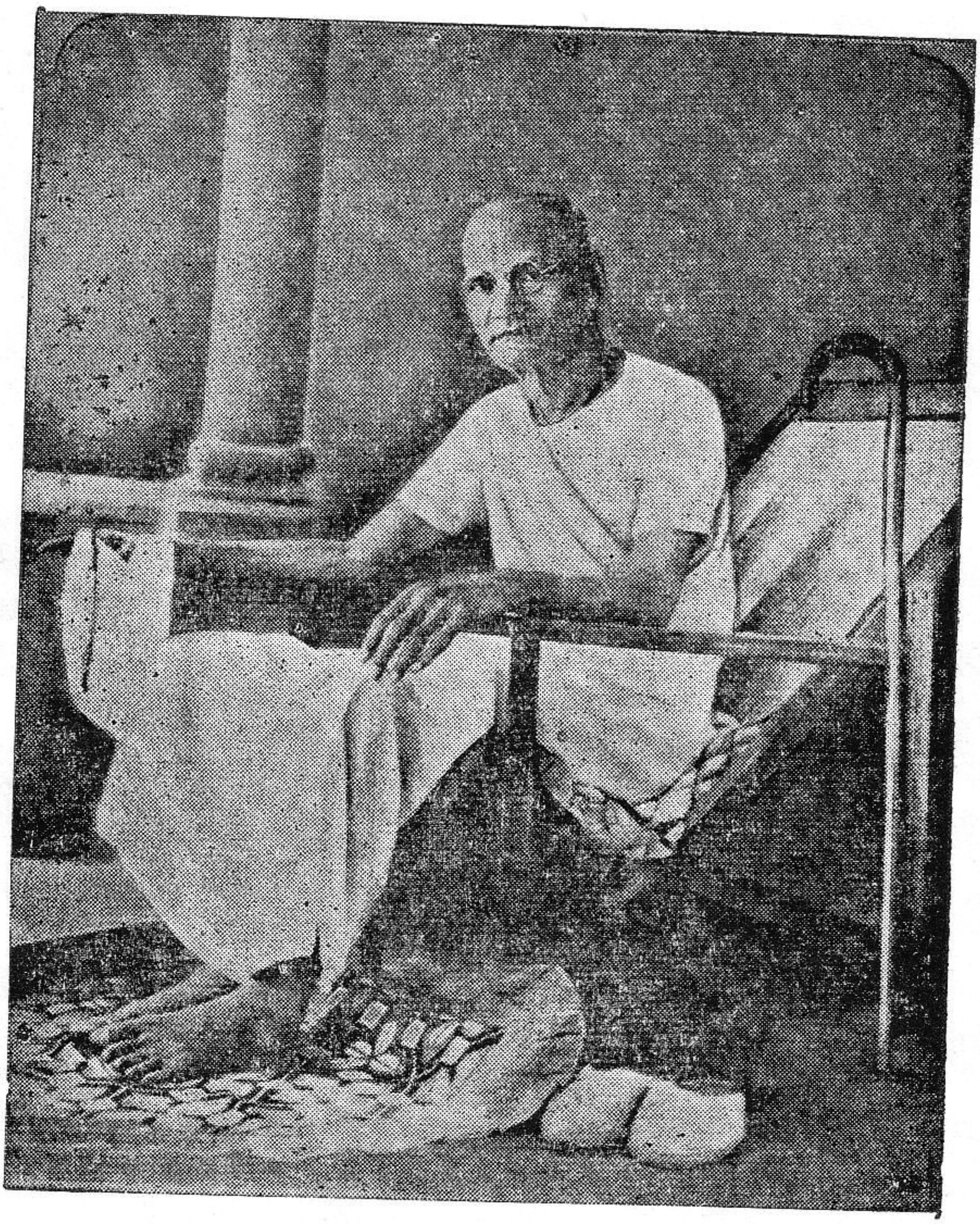

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

ত্রয়োত্রিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৯৫ বিষ্ণু হইতে ৪৯৫ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৮৭ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৮ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৮১ মার্চ্চ হইতে ১৯৮২ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ভেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—১০'০০ টাকা ॥*॥

ত্রয়স্ত্রিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

সূচী-পত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
আচার ও প্রচার [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৮
আমরা যথাযথ ভাবি কি ?	৪।১৩৩
আমার দু'চার কথা	৯।৩২৭
উৎকৃষ্ট ব্যবসায়	৫।১৬৫
উদ্ধারের পথ	১০।৩৬৩, ১১।৩৯২, ১২।৪১৩
ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান—শ্রী	৭।২৩৭
কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়	৮।২৭০, ৯।৩১৭, ১০।৩৪৭
কৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয় পরলোকে	৭।২৫২
কৃষ্ণদাস্য [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৬৬
কৃষ্ণনাম [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৯।৩০১
কৃষ্ণ-প্রণাম-প্রণয়াখ্য-স্তবঃ—শ্রী [শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিতঃ]	১২।৪০১
গভর্ণর অফ্ ওয়েষ্টবেঙ্গলের রাজভবন হইতে পত্র	৯।৩২৮
গীতা ও চণ্ডী-রহস্য	৬।২০৫
গীতার মর্ম্মবাণী [পদ্যানুবাদ]	৯।৩১৩, ১০।৩।৫৫, ১১।৩৯৫
গুরুচরণে প্রার্থনা [কবিতা]—শ্রী	১২।৪২৪
গুরুতত্ত্ব—শ্রীশ্রী	২।৫৬, ৪।১২৪, ৭।২৪২
গুরুসেবা—শ্রী	১।১৯
গোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ পত্র] ৩।১১১, মহোৎসব-বিবরণ	৫।১৮২
গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয়মঠে শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৬।২১৯
গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ [শ্রীল প্রভুপাদ]	৮।২৬১
গৌড়ীয়ের ত্রয়স্ত্রিংশ-বর্ষ [সম্পাদকীয়]	১।৩৫
গৌরকৃষ্ণ অভেদ—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৭।২২৯
গৌরজন্ম-মহোৎসব ও শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—শ্রী [বিবরণ]	২।৭০
[নিমন্ত্রণ-পত্র]	১২।৪২৯

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
গৌরাঙ্গ-সমাজ—শ্রীমদ্ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১১।৩৭৩, ১২।৪০৯
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত	৬।১৯৮
চিত্রকেতুর উপাখ্যান	৬।২০১
চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—শ্রী [শ্লোকসহ পদ্যানুবাদ]	৪।১২২, ৫।১৫৮, ৬।১৯৬, ৭।২৩৩, ৮।২৬৮, ১১।৩৮০, ১২।৪১১
চৈতন্যাষ্টকম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	১।১
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী (পত্র)	৪।১৪৭
[বিবরণ]	৬।১৭
জীবতত্ত্ব	১১।৪২৫
ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব—[শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয়মঠে]	৬।২১৯
তত্ত্ব-সংগ্রহ	২।৫৭
ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস [শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী]	৫।১৭৮
দর্শকের মতামত [Collector of Nadia, Krishnagar]	২।৬৮
দুই বন্ধুর আলাপ	১।৩০, ২।৬১, ৩।৯৭, ৪।১২৭, ৫।১৬০
দেব-দেবীর পূজা ও বলিদান	৮।২৭৬, ৯।৩০৯, ১০।৩৪৩, ১১।৩৮৩, ১২।৪১৭
দেবানন্দ মঠের সেবকবৃন্দের সেবাকার্য্যে অগ্রগতি—শ্রী	২।৬৮
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	২।৭০
[নিমন্ত্রণ] পত্র	১২।৪২৯
পঞ্চোপাসনা [শ্রীল প্রভুপাদ]	৩।৮০
পরলোকে শ্রীকৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয়	৭।২৫২
পরহিংসা ও দয়া [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	২।৪৯
পিতা, আচার্য্য ও গুরু [শ্রীল প্রভুপাদ]	৬।১৮৯
প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিপূজায় [কবিতা]	১।১৭
প্রশ্ন-সংগ্রহ [উত্তরসহ]	৩।৯৪
প্রার্থনা [কবিতা]	৯।৩২৫
প্রেমভক্তি ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৫।১৫৫
বদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্—সানুবাদং শ্রী [শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্]	৭।২২১, ৮।২৫৭, ৯।২৯৩, ১০।৩২৯
বন্দনা-গীতি [কবিতা]	৩।১১০

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বর্ষ-পরীক্ষা [শ্রীল প্রভুপাদ]	৪।১১৬
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে] নিমন্ত্রণ-পত্র ৩।১১১, বিবরণ	৫।১৮২
বৃন্দাবনাষ্টকম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৩।৭৭
বৈষ্ণব-মর্য্যাদা [শ্রীল প্রভুপাদ]	১২।৪০৪
বৈষ্ণব-স্মৃতি [শ্রীল প্রভুপাদ]	৫।১৫২
বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।৮৫
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১১।৪০০
ভক্ত ও ভোগী	১।৯
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিতে [পদ্য]	২।৫১
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথিতে [পদ্য]	১০।৩৪০
ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশব-গোস্বামিনঃ বিরহ-স্বস্তিকা—শ্রীমৎ	৯।১০৭
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৭।২৫৫
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্	৮।২৮৯
"ভক্তি-রত্নাকর"-রত্নরাজি [উদ্ধৃতি]	৪।১৪৬
ভক্তিসিদ্ধান্ত [শ্রীল প্রভুপাদ]	১।৪
ভবরোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়	৪।১৪২
ভয়	৩।৮৯
ভাই সহজিয়া [শ্রীল প্রভুপাদ]	৯।২৯৬, ১০।৩৩১, ১১।৩৬৮
ভ্রম-সংশোধন	৪।১৪৫, ৫।১৭৫
মহাপ্রসাদে বিতর্ক [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৬।১৯২
মেঘালয় গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-মহোৎসব—শ্রী	৮।২৯০
রাধাষ্টকম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৫।১৪৯
রাধিকাষ্টকম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৪।১১৩
রুক্মিণী ও ভীষ্মক রাজার উপাখ্যান	১।২৩
শচীনন্দন-বিজয়াষ্টকম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-বিরচিতম্]	৬।১৮৫

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শান্তি	১।১৩
শিলিগুড়ি-সহরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা [মিলনপল্লীস্থ শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দিরে]	৫।১৮০
শ্রীক্ষেত্র	৬।২১২, ৭।২৩৪
ষ্টেটমেণ্ট (Statement about ownership and particulars about News-paper "Shri Goudiya-Patrika")	১।৪০
সঙ্কর্ষণ-স্তোত্রম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৬।১১শ অঃ]	১১।৩৬৫
সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজায় আহ্বান —শ্রীল	৪।১৪৭, বিবরণ ৬.২১৭
সদাচার	৩।১০৪
সম্প্রদায়-প্রণালী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৪।১২৯
সাধন [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১০।৩৩৬
সাধু একনাথ [কবিতা]	৪।১৪০
সাময়িকী	৫।১৭৩
সারকথা [শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি]	৫।১৭৬
সুনীতি ও দুর্নীতি [শ্রীল প্রভুপাদ]	২।৪৪
স্বকীয় ও পরকীয়বাদ	৭।২৪৫, ৯।৩০৮
স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণবমত	৮।২৮১
হরিকুসুম-স্তবকম্—সানুবাদ —শ্রী [শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	২।৪১
হরিনাম-মহামন্ত্র [শ্রীল প্রভুপাদ)	৭।২২৫
হে মোর চিরসাথী (কবিতা)	৩।৮৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৩শ বর্ষ

২৪ গোবিন্দ, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৪ গৌরাব্দ
৩০ ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৮৭; ইং ১৪।৩।১৯৮১

১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্-ধৃত-মনুজ-কায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন-মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ১॥

শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ পার্ষদরূপে মানব-দেহ ধারণ করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক সতত যাঁহার উপাসনা করিতেন এবং যিনি স্বরূপ-দামোদরাদি প্রিয় ভক্তগণকে স্বীয় বিশুদ্ধ-ভজন-প্রণালী উপদেশ প্রদান করিতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন? ॥ ১ ॥

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত-পটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল-পশুপালাম্বুজ-দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদম্ ॥ ২ ॥

যিনি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অভয়-দাতা, যিনি নিখিল উপনিষদসমূহের লক্ষ্য স্থান অর্থাৎ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি মুনিগণের ঐহিক-পারত্রিকের সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি ভক্তবৃন্দের পক্ষে সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-স্বরূপ এবং যিনি গোপ-সুন্দরীগণের প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনরায় আমি দেখিতে পাইব? ॥ ২ ॥

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত পরমানন্দ-গরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদম্ ॥ ৩ ॥

যিনি ইহ-জগতে অনুপম ভক্ত শ্রীস্বরূপ-দামোদর নামে প্রিয় পার্ষদকে কৃপামৃত-ধারায়, প্লাবিত ও পুষ্ট করিয়াছেন, যিনি শ্রীঅদ্বৈতের অতি প্রিয়, যিনি শ্রীবাস-পণ্ডিতের আশ্রয়-স্বরূপ, যিনি পরমানন্দ নামক সন্ন্যাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, যিনি জগতে মায়ার প্রভাব ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিতাপদগ্ধ দীন-হীনগণকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং যিনি উৎকলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি করুণামৃত-বর্ষণে সমুৎসুক, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার দৃষ্টি-গোচর হইবেন? ॥ ৩ ॥

রসোদ্দামা-কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরণি-কর-বিদ্যোতি-বসনঃ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদম্ ॥ ৪ ॥

যিনি পরম মধুর ভক্তিরসাস্বাদনে উন্মত্ত, যাঁহার অবয়ব কোটি কোটি কন্দর্পের ন্যায় মনোহর ও সমুজ্জ্বল, যিনি সন্ন্যাসিগণের শিরোমণি, যাঁহার বসন প্রভাত-কালীন সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অরুণ-বর্ণ এবং যাঁহার অঙ্গ-কান্তি সুবর্ণ-রাশির অত্যুজ্জ্বল মনোহর কান্তিকেও পরাভব করিয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে পতিত হইবেন? ॥ ৪ ॥

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৫ ॥

যাঁহার রসনায় "হরেকৃষ্ণ" নাম-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইতেছে ও সেই নামের সংখ্যা রাখিবার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটীসূত্রে যাঁহার বামহস্ত সুশোভিত, যাঁহার বিশাল নয়ন-যুগল আকর্ণ-বিস্তৃত এবং যাঁহার বাহু-যুগল আজানুলম্বিত, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনর্ব্বার আমি দেখিতে পাইব? ॥৫॥

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেমবিবশঃ ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬ ॥

সমুদ্র-তীরে উপবন-সমূহ দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায় যিনি প্রেমভরে একেবারে অধীর হইয়া পড়িতেন এবং কোথাও কোথাও বা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে উদিত হইবেন? ॥ ৬ ॥

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচল-পতে-
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণব-জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৭ ॥

রথাধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে পথিমধ্যে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, যিনি মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি আমার নয়ন-গোচর হইবেন? ॥ ৭ ॥

ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র-পুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপ-স্তবক-নব-কিঞ্জল্ক-জয়িভিঃ।
ঘন-স্বেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্ত্তন-সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৮ ॥

সঙ্কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে যাঁহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত হইয়া যাইত, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কদম্ব-কেশর-বিজয়ী পুলক-মালায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত এবং যাঁহার সমস্ত শরীর প্রচুর ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন? ॥ ৮ ॥

অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভ স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল-পদাম্ভোজ-যুগলে
পরিষ্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেম-লহরী ॥ ৯ ॥

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্র-চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণাত্মক এই মঙ্গলময় অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরমানন্দময় সুবিমল শ্রীপাদপদ্মে ঐ ব্যক্তির সুবিশাল প্রেম-লহরী উচ্ছলিত হউক ॥ ৯ ॥

ভক্তিসিদ্ধান্ত

ত্রিবিধ অধিকারে বেদের ত্রিবিধ কাণ্ড

বেদশাস্ত্রে তিনটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। যোগ্যতা বা অধিকার অনুসারে বেদশাস্ত্র ত্রিবিধ কাণ্ডে বিভক্ত। ফলভোগপর রুচি হইতে কর্ম্মকাণ্ডের উদ্গম। ফলত্যাগপর রুচি হইতে জ্ঞানকাণ্ডের প্রবৃত্তি। ঐহিক বদ্ধানুভূতি এই দুইটী বিভিন্ন মার্গের উদয় করাইয়াছে। আমুত্রিক মুক্ত্যনুভূতি এই কাণ্ডদ্বয়কে বহুমানন করেন না। মুক্তাভিমানে যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই বেদের উপাসনাকাণ্ড বা ভক্তিপথ। ঐহিক বদ্ধ-বিশ্বাসে পারলৌকিক উপাসনা-কাণ্ড কর্ম্মকাণ্ডের শাখা-বিশেষ বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার উদয় করায়। জগতের যাবতীয় লৌকিক অনুভূতি পরিণামশীল বা ক্ষরধর্ম্মযুক্ত। যে-পথ অবলম্বনে ক্ষর-ধর্ম্মের মহিমা মলিনতা লাভ করে, উহাই ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা বা ভগবদ্ভক্তিবিদ্যা।

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম-জ্ঞান ভক্তির সহায়ক নহে

লৌকিক ভোগপর কর্ম্মসমূহ, লৌকিক ত্যাগপর জ্ঞান, বেদশাস্ত্রের ভক্তি-কথার সহায়তা করে না। বেদোল্লিখিত ভক্তিকাণ্ডযাজীর নিকট বেদের লৌকিক জ্ঞানপ্রসূত কর্ম্ম ও জ্ঞান-শাখার আদর নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানশাখাময় বৈদিক পথদ্বয় অক্ষর বস্তুর সেবা করিতে অসমর্থ। উক্ত শাখাদ্বয়ে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিশাখায় অবস্থিত মনে করা স্বরূপ-ভ্রান্তির পরিচয় মাত্র। অপরা বিদ্যা সম্বল করিয়া পরাবিদ্যা ভক্তির উপলব্ধি ঘটে না। ভক্তি প্রকৃতির অতীত বস্তু। যাঁহারা লৌকিক বিষয়-সেবায় রুচিবিশিষ্ট, তাঁহারা ক্ষরবস্তুর অনুশীলনে জীবন যাপন করেন।

কর্ম্মের ফল—অনিত্য ভোগ, জ্ঞানের ফল—আত্মবিলোপ ও ভক্তির ফল—কৃষ্ণপ্রেমা

সিদ্ধান্ত বলিলে **পূর্ব্বপক্ষ নিরাসপূর্ব্বক** সিদ্ধপক্ষ স্থাপনকে বুঝায়। ভক্তিশাখা-যজনকারী মনীষীবৃন্দ বলেন যে, বেদশাস্ত্র **সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন** এই ত্রিবিধ সিদ্ধান্তের আবাহন করিয়াছেন।

কর্ম্মশাখানিপুণ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ জানেন, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান অভিধেয় জানিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং প্রয়োজন-সিদ্ধিতে নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ ফল লাভ করেন।

জ্ঞানশাখানিপুণ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ নির্ভেদ ব্রহ্মের সহিত একীভূত সম্বন্ধ করিয়া ষট্‌কসাধন-বলে অথবা হরিতোষণ-বলে প্রাকৃত ভেদহীন জ্ঞানানুশীলন-রূপ অভিধেয় অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ প্রাকৃত অজ্ঞানোত্থ দ্বৈতভাব নিরসনরূপ ফলদ্বারা নিজ বিলোপ সাধন করেন।

ভক্তিশাখাবলম্বী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণের সহিত নিজ অপ্রাকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কৃষ্ণ-সেবনরূপ নিত্য অভিধেয় ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া ফল-স্বরূপে কৃষ্ণপ্রেমা প্রাপ্ত হ'ন।

ভক্তিসিদ্ধান্তের অনভিজ্ঞতায় কর্ম্ম-জ্ঞানের আবাহন

বেদশাস্ত্র সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ফলকামময় কর্ম্ম-বৃত্তিদ্বারা, ফলত্যাগময় জ্ঞানবৃত্তিদ্বারা এবং উভয় ত্যাগময় ভক্তিবৃত্তিদ্বারা বেদশাস্ত্রকে পূজা করিয়া থাকেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী বিপ্রগণের বিভিন্ন রুচিগত পার্থক্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে,

তাঁহারা বেদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে একমত নহেন। নির্ম্মল জ্ঞানের অভাবে অদ্বয়জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞানরূপ দ্বৈতমত গ্রহণ করিতে গিয়া প্রাকৃত ভোগ ও ত্যাগময় রাজ্যে বেদের অপর দুইটী শাখার অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ হইলে তাদৃশ কর্ম্ম ও জ্ঞান-শাখাদ্বয়ের অপ্রাকৃত রাজ্যে অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই বেদের সার বা বেদান্ত

শ্রীমদ্ভাগবত বেদশাস্ত্ররূপ কল্পতরুর প্রপক্ক ফল। বেদের উপাসনাকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সুযোগ্য ভাগবতগণের উপকারের জন্য জানাইয়া দিতে এই গ্রন্থরূপী ভগবানের নামাত্মক-মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই বেদের প্রপক্ক ফলরূপ গ্রন্থে জ্ঞান-শাখার নীরস কষায় এবং কর্ম্মশাখার বৈরস্য বহুমানিত হয় নাই। বেদতাৎপর্য্যে অভিজ্ঞতা হইলেই শ্রীমদ্ভাগবতের উপাদেয়তা কর্ম্মি-জ্ঞানী বৈদিক ব্রাহ্মণগণের স্ব-স্ব পণ্যদ্রব্যের পরিহার করাইতে পারে। এই শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় উদ্দেশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ চরিত্রে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সারগ্রাহী-চূড়ামণি বেদের ভক্তিশাখা-পারঙ্গত ব্রাহ্মণবর্য্য পরমহংস-কুলাধিরাজ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ভগবৎ-পার্ষদগ্রগণ্য শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীগৌরোদ্ঘাটিত রহস্যমূলে লীলাময় শ্রীচৈতন্য-দেবের চরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রচার করিয়াছেন। তিনি সেই অন্যতম বেদে লিখিয়াছেন যে,—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

সিদ্ধান্ত-জ্ঞানাভাব ভক্তির বাধক

যিনি সিদ্ধান্ত-বিষয়ে আলস্য করিয়া বেদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইবেন না, তাঁহার ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশাধিকার অথবা অবস্থান সম্ভবপর নহে। ভক্তিসিদ্ধান্ত না জানিয়া বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডকে ভক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া বসেন। সুতরাং তাঁহার ভক্তিপথকে কণ্টকাকীর্ণ-জ্ঞানে পরিহারপূর্ব্বক অপর দুইটী পথকে ভক্তি-পথ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সিদ্ধান্তানভিজ্ঞ ব্যক্তির আচরিত অনুষ্ঠানসমূহ কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বতো-ভাবে ত্যাজ্য।

বেদের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের আচার্য্যবর্গ

শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ **শ্রীশ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী,** প্রভুর দাসগণের ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য। এই কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ হইয়া **শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভু** 'হরিভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু' নামে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। উহা ভক্তমাত্রেরই জীবন-স্বরূপ। সেই অপ্রাকৃত বেদ-ভাষ্যের অবহেলাক্রমে আজ বর্ত্তমান ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রাকৃত কল্মষ প্রবেশ করিয়াছে। এই শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্যে শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজের উপকারের জন্য **শ্রীশ্রীমৎ জীবগোস্বামী প্রভুপাদ** সম্বন্ধজ্ঞান বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 'ষট্‌সন্দর্ভের' প্রথম চারিটি সন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে **সম্বন্ধ-তত্ত্বের আলোচনা** করিয়াছেন। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্য, আর শ্রীরূপের আনুগত্যে শ্রীদামোদর স্বরূপের কৃপাপাত্র **শ্রীশ্রীমদ্ রঘুনাথ-দাস গোস্বামী প্রভুপাদ** স্বীয় 'স্তবাবলী' প্রভৃতি অপ্রাকৃত গ্রন্থে **অভিধেয়-তত্ত্বের স্বরূপ** প্রদর্শন করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের অভিধেয়-তত্ত্বাচার্য্য-স্বরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছেন। শ্রীরূপানুগত্যেই বেদের শুদ্ধ ভক্তিকাণ্ড প্রচারিত হইয়াছে।

প্রচারেরফল যোগ্যপাত্রেই প্রতিফলিত হয়

প্রচার বলিলেই যে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানিগণ সেই প্রচারের ফললাভ করিবেন এরূপ নহে। যোগ্যপাত্রে সিদ্ধান্ত-আলোক সুষ্ঠুভাবে প্রদীপ্ত হইলেই ভক্তিকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বেদশাখায় অবস্থিত হইয়া শ্রীরূপানুগত্য-করণে সমর্থ হইবেন। ভক্তিসিদ্ধান্তের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ আজ অবৈদিক শূদ্র বলিয়া তাণ্ডব নৃত্যে প্রমত্ত। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-জগৎ তাঁহাদিগকে সৎসিদ্ধান্ত শুনাইয়া বৈদিক-ধর্ম্মের যজনে যোগ্য করুন—ইহাই প্রার্থনা।

—শ্রীল প্রভুপাদ

আচার ও প্রচার

আচারসম্পন্ন প্রচার-প্রধান ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিয়া পণ্ডিতবর শ্রীসনাতন গোস্বামী এইপ্রকার কহিয়াছিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"আপনি আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার॥
আচার-প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥"

সাধু পাঠক! শ্রীসনাতন গোস্বামীর উক্তিটী ভাল করিয়া বিচার করুন্। রুচি অনুসারে ভক্তগণ তিন প্রকার, অর্থাৎ আচার-প্রধান ভক্ত, প্রচার-প্রধান ভক্ত ও আচার-প্রচারসম্পন্ন ভক্ত। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার-প্রচারসম্পন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেবল আচার-প্রধান ভক্ত মধ্যম। কেবল প্রচার-প্রধান ভক্ত কনিষ্ঠ। সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নাম আচার। সেই ধর্ম্ম জগতে অন্য জীবের নিকট প্রচার করার নাম প্রচার। আচার বা প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্মশিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচারকার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

"উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি যঃ।
অপরীক্ষোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥"

ভজনানন্দী অপেক্ষা প্রচারক ভক্তই জগতের অধিক উপকার করেন

স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে এবং নরগণের দৈনন্দিন চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে। গৃহস্থ-ভক্তগণ যেস্থলে আচার্য্য হইয়া সন্ন্যাসলিঙ্গ ও মন্ত্রাদি প্রদান করেন, সেস্থলে সন্ন্যাস-গ্রহীতার বিশেষ অমঙ্গল হয়—তাহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা ভিক্ষাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্মের আচার শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভিক্ষাশ্রমের প্রকৃত গুরু। গৃহস্থদিগের মধ্যে

যাঁহারা নববিধা ভক্তি আচরণে পটু, তাঁহারাই ভক্তিকাণ্ডের আচার্য্যত গ্রহণ করিবার যোগ্য। কোন কোন লোক স্বয়ং শুদ্ধভক্তির আচরণ করেন না, বরং কর্ম্মকাণ্ডাদৃত স্মার্ত্তসম্মত আচার করিয়া থাকেন; তাঁহারা যে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ। প্রচার করিতে হইবে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। রুচিক্রমে যেসকল ভক্তগণ সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার কার্য্যে অনাদর করেন, তাহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন। যথা, শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীহরিদাস-বাক্য,—

"জপকর্ত্তা হইতে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥"

অতএব আচার-প্রচারসম্পন্ন বৈষ্ণবদিগের চরণে আমাদের কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভক্ত ও ভোগী

"নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ।
জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্॥"

শ্লোকটী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, একই জগৎ বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট দর্শকের নিকট বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে জগৎকে সাধুগণ শ্রীভগবানের সেবোপকরণরূপে দর্শন করেন, কামুকগণ তাহাকেই কামিনীময় দর্শন করিয়া থাকে। ভোগিকুল সর্ব্বদা ভোগবুদ্ধিতে প্রধাবিত বলিয়া সেবাদর্শন লাভে একান্ত অক্ষম। তাহারা ত্যাগের চিত্র দর্শন করিয়া তাহাকে কখনও বহুমানন করে, পরন্তু ভোগ-ত্যাগাতীত সেবাবৃত্তি হইতে বঞ্চিত

বলিয়া সেবার স্বরূপ বিষয়ে তাহারা প্রবেশাধিকার পায় না। তাই তাহারা ভোগনেত্রে সেবাকে দর্শন করিয়াও ভোগসাম্যে গ্রহণ করিয়া নিরয়গামী হয়।

"মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ—বিচারটি ভোগিবৃন্দ কখনও বুঝিতে পারে না। ভোগ এবং ত্যাগ—এই দুই ধর্ম্মই স্বরূপের ধর্ম্ম নহে; নৈসর্গিক অনাত্মীয় ধর্ম্মে ইহার স্থিতি। ভোগী যখন ভোগের পরিণাম উপলব্ধি করিতে সক্ষম অর্থাৎ যখন সে "পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং" এর সত্যতা সম্যক্ অবগত হইয়া, ভোগপ্রবৃত্তিই তাহার দুঃখ-কষ্টের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করে, তখন সে "ত্যাগাচ্ছান্তি নিরন্তরম্" এর মোহে পতিত হইয়া তৎপ্রতি প্রধাবিত হয়। পরন্তু ত্যাগের দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি ঘটিলেও শান্তিলাভ সম্ভবপর নহে। দুঃখ-নিবৃত্তি এবং শান্তিলাভ—অবস্থা দুইটি এক নহে। রোগীর বিজ্জ্বর অবস্থা ঘটিলেই যেমন তাহাকে সুস্থ বলা যায় না, তাহার সুস্থশরীর লাভের পক্ষে এখনও সময়ের অপেক্ষা বর্ত্তমান এবং যেমন যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহার পুনরাক্রমণ সম্ভবপর, তদ্রূপ 'নেতি' 'নেতি' বিচার-সম্পন্ন মুক্তাভিমানী ত্যাগীর যে মুক্তি তাহাও নিরাপদ এবং শান্তিপ্রদ নহে।

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন,—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং তত পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"
(ভাঃ ১০।২।৩২)

[অর্থাৎ, হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি'—এই অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে অনাদর করতঃ তাহারা অধঃপতিত হয়।]

সুতরাং ভক্তিশূন্য ত্যাগের দ্বারা কখনও জীবের শান্তিলাভ হয় না—ভোগিকুল ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয়। পরন্তু ভক্তগণ ভোগ ও ত্যাগে আসক্ত নহেন, তাঁহারা তৃতীয় বস্তু—সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত—তাই মুরারির তৃতীয় পন্থা।

পঞ্চতপা প্রভৃতির তামসিক বৈরাগ্য দর্শন করিয়া ভোগিকুল চমৎকৃত হয় এবং ঐপ্রকার অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া ধারণা করে।

কিন্তু ঐপ্রকার বৈরাগ্যের দ্বারা শ্রীভগবানের কোন প্রীতির সম্বন্ধ না থাকায় পরন্তু জড়ীয় প্রতিষ্ঠায় রৌরব-লাভ ঘটে—ইহা দর্শন করিয়া ভক্তগণ ইহা হইতে শত যোজন দূরে অবস্থান করেন। তাঁহারা ঐপ্রকার ত্যাগ দর্শন করিয়া শ্রীগীতার নিম্নোক্ত বাক্যটী স্মরণ করেন,—

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

[অর্থাৎ—যে-সকল ঘোর তপস্যা শাস্ত্র বিহিত হয় নাই, তাহা কাম, রাগ ও বলযুক্ত, দম্ভ ও অহঙ্কার-বিশিষ্ট লোকগণ অবলম্বন করে। যাহারা শরীরস্থ ভূতসকলকে উপবাসাদিরূপ কঠিন তপস্যা দ্বারা কর্ষণ করে, সুতরাং তদন্তঃস্থিত আমার অংশভূত জীবকে দুঃখ দেয়, তাহারা আসুর-নিষ্ঠায় অবস্থিত।]

ভক্তগণ জানেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

অর্থাৎ—

"শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥"

তাঁহারা জানেন, বর্ত্তমান প্রারব্ধ শরীরটী হরিসেবার অনুকূল। সুতরাং তাহাকে অযত্ন করা হরিসেবার প্রতিকূল বিচার। যে-বস্তুদ্বারা সেব্যবস্তুর প্রীতি বিহিত হইয়া থাকে, তাহার প্রতি অনাদর করা সেবকের কর্ত্তব্য নহে। ভগবানের সেবার উপকরণগুলি যত্নপূর্ব্বক সংরক্ষণ এবং তদ্দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বিধান করাই ভক্তগণের কৃত্য। ভক্তের শরীর-রক্ষণাদি ব্যাপারগুলি দর্শন করিয়া ভোগী তাহারই মত ভোগপর বলিয়া উহাকে গ্রহণ করে। পরন্তু ভোগনেত্রে দর্শন করিয়া এক বলিয়া ধারণা হইলেও উহাদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, উহা ভোগী বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ভোগীর আহার-বিহারাদিযুক্ত শরীর রক্ষা-দ্বারা তাহার নিজ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাই চরম লক্ষ্য। সে ভাল ভাল খাদ্য গ্রহণ করিয়া, উত্তম উত্তম

সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস সেবন করিয়া এবং মোটর হস্তী, ঘোটকাদিতে আরোহণ করিয়া তাহার নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকে; আর ভক্ত যদিও উক্ত প্রকার আহার্য্য, শয্যাদি ও যানবাহনাদি স্বীকার করেন তদ্দ্বারা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের প্রীতিই সাধন করেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা হইতে পারে—পিতামাতা তাঁহাদের পাঁচটী পুত্রকে নানা-যত্নে পালন করিলেন। পুত্রগণ উপযুক্ত হইয়া নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রগণসহ পৃথকভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন এবং পিতা-মাতার পালনাদি না করিয়া তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে বিরত থাকিলেন; পাঁচপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রটী যথাশক্তি পিতামাতার সেবা করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে যেমন বলা হয় যে, জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে লালন-পালন করিতে পিতামাতার যে-কষ্ট হইয়াছে তাহা সার্থক হইয়াছে; অন্যগুলিকে লালন-পালন করিতে একইরূপ কষ্ট হইলেও তাহা সার্থক হয় নাই। ঠিক তদ্রূপ, ভক্তগণ শরীর রক্ষার জন্য যাহা কিছু স্বীকার করেন তাহা-দ্বারা শ্রীভগবানের সেবাই সাধিত হয়। আর অভক্তগণ একই উপকরণে শরীর রক্ষাদি করিলেও তাহার দ্বারা ভগবৎপ্রীতি সাধিত হয় না; পরন্তু গীতার "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ" বাক্যানুসারে তাহারা বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের সেবায় সন্তুষ্ট পিতামাতা যেমন সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুশল কামনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকেন। যদিও ভক্তগণ ইহা ভগবানের নিকট কখনও কামনা করেন না, তথাপি ভগবান্ ভক্তের সেবায় বশীভূত হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন। "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই বাক্যই উহার প্রমাণ।

আর অভক্ত ভোগিগণ শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত বলিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও উদরান্নের সংস্থানে অক্ষম হইতেছে। তাহারা মনে করে, নিজের চেষ্টায় তাহারা তাহাদের অসুবিধা দূর করিবে। কিন্তু তাহারা জানে না—

"আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিনা তাহে ফল নাহি ধরে॥"

ভগবদ্ভক্তিহীন ভোগী কাণ্ডজ্ঞানরহিত হইয়া শ্রীভগবানের সেবার উপকরণেও ভোগবুদ্ধি করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। রাবণ যেরূপ ভগবানের অঙ্কশায়িনী সীতাদেবীকেও ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, ভোগী ব্যক্তিগণ তদ্রূপ ভগবৎ-সেবা বন্ধ করিয়া, 'সমাজ-সেবা ও দেশ-সেবা'র নাম করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণকে আবাহন করে। ভক্ত ও ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ভোগীর তাহাতেও লোভ জন্মে কি প্রকারে তাহা তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে লাগাইতে পারা যায়, তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। কিন্তু রাবণের সীতা-হরণের পরিণাম দর্শন করাইয়া ভক্তগণ তাহাদিগকে সততই সাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ (ঈশোপনিষৎ-১)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ**

শান্তি

শম ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় করিলে ভাববাচ্যে **শান্তি** শব্দ নিষ্পন্ন হয়। শাম্যতেঽনয়া ইতি শান্তি অর্থাৎ অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযমের নাম শম এবং এই 'শম' গুণদ্বারা শমিত হওয়ার নামই শান্তি। উহার নামান্তর চিত্তের প্রসন্নতা। কোন ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,—

"My mind to me a kingdom is"

অর্থাৎ আমার মনই আমার রাজত্ব। আমার মনে হয়, এই কারণে আমাদেরও শাস্ত্রে 'মনকে' একাদশ ইন্দ্রিয়াত্মক দেহের রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কথায় আছে, রাজার সুখে প্রজার সুখ। মনরূপ রাজার অশান্তিতে দেহরূপ রাজত্বের সুখ বা শান্তি কোথায়?

বর্ত্তমান জগতে অশান্তির অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই শান্তিহীনতার করাল ছায়া গ্রাস করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে হানাহানি, রাহাজানি, রক্তপাত ও প্রাণপাত সমতালেই চলিতেছে। কোথাও ধনীর গৃহে লুটতরাজ;

কোথায়ও নির্ধন-নিরন্নের ক্ষুধার জ্বালায় কাতর আর্ত্তনাদ; কোথায়ও চিকিৎসালয়ে রোগীর ক্রন্দনের রোল; কোথায়ও বা নিহত সন্তানের জন্য বুকভরা বেদনায় পিতা মাতার দীর্ঘ বিলাপধ্বনি! আজ সারা বিশ্বে 'শান্তি চাই' 'শান্তি চাই' বলিয়া একটা বেশ ধূয়া উঠিয়াছে। এ সংসারে প্রকৃত সুখ বা শান্তি নাই। দরিদ্রের ঘরে অভাবের তাড়না আসর গরম রাখিয়াছে, কিন্তু ধনীর ত তাহা নহে। ধন-জন, পুত্র-পরিবার সবই বর্ত্তমান আছে। তাহাদের অন্তরে শান্তি বা সুখ থাকিবার কথা। অনুসন্ধানে জানা যায়—সংসারে থাকিয়া তাহারা বিন্দুমাত্র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিতেছে না। কখনও পুত্র-কন্যা-স্ত্রীর রোগাক্রমণ বা মৃত্যু কখনও বা অর্থনাশ, কখনও বা নিজ দেহের অসুস্থতা—এইসব উপদ্রবে বিত্তশালীর সুখ নাই, শান্তি ত দূরের কথা। এই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে পিতা বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর উত্তম পাঠবিস্বয়ে প্রশ্নের উত্তরে ভক্তবর প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"তৎসাধুমন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং সদা সমুদ্বিগ্নাধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মাপাতং গৃহান্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥"

(ভাঃ ৭।৫।৫)

অর্থাৎ, হে অসুরশ্রেষ্ঠ! অনিত্যে নির্ভরকারী সর্ব্বদাই উদ্বিগ্নচিত্ত দেহিগণের এই অন্ধকূপসদৃশ নিজ অমঙ্গলকারী গৃহ ত্যাগপূর্ব্বক বনবাসী হইয়া হরিপদ আশ্রয় করাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি।

দেহধারী জীবসকল এই অনাত্মবস্তু দেহ প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে প্রকৃত 'আমি' জ্ঞান করে, তজ্জন্য সর্ব্বদাই চঞ্চল। মনে কোনরূপ শান্তি নাই কারণ কখন নিজের অথবা পুত্র-কলত্রাদির দেহ পতন হইবে, কখন বা ধন-সম্পদ ভ্রষ্ট হইবে—এই সমস্ত চিন্তায় বুদ্ধিহত হইয়া থাকে। এইসব চিন্তার মূল কারণ জড়দেহে 'আমি'—'আমার' এই মিথ্যাভিনিবেশ। জলশূন্য অন্ধকূপ যখন কালক্রমে স্বভাবতঃ মৃত্তিকান্যত নবদূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত থাকে, তখন পশু দূর হইতে উহার চাকচিক্যে প্রলুব্ধ হইয়া ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া কূপ মধ্যে পতিত হয়। পরিণামে অনাহারে তিলে তিলে মরণকে বরণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য অনুস্বাতন্ত্র্যবশতঃ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার মায়াশক্তির পরিণাম এই বিশ্বের মনোমুগ্ধকর ঐশ্বর্য্যভোগবাসনায় ভবকূপে পতিত হইয়াছে। ঈদৃশ আত্মঘাতী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করাই

জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়াছেন—

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্বমাম্ ॥"

অর্থাৎ, এই অনিত্য অসুখকর জগৎ প্রাপ্ত হইয়া আমার ভজন কর। এ ভব-প্রপঞ্চমাঝে সুখ বা আনন্দ নাই। যাহা কিছু আপাতমধুর সৌখ্যের প্রতীতি হয়, তাহা দুঃখেরই প্রতিমূর্ত্তি। আমরা মহাজনের পদাবলীতে দেখিতে পাই,—

ভাল ক'রে দেখ ভাই, (সংসারে) অমিশ্র আনন্দ নাই
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়ার দাস হবে,
হারাইবে পরমার্থ ধন ॥"

অতএব ইহার মর্ম্মার্থ এই উপলব্ধি হয় যে, জাগতিক অর্থের সুখভোগে আসক্তি হইলে পরমার্থরূপ ধনে বঞ্চিত হইতে হয়। কর্ম্মিগণ দুষ্পূরণীয় ভোগ-লালসায় প্রবৃত্ত; যোগিগণ কৈবল্য মুক্তিকামনায় লালায়িত; জ্ঞানিগণ নির্ব্বাণমুক্তিকামী হইয়া সর্ব্বদাই ব্যাকুলিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জানাইয়াছেন,—

"নিষ্কাম কৃষ্ণভক্ত অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত ॥"

কামনা-বাসনাশূন্য না হইতে পারিলে মনের উদ্বেগ দূরীভূত হয় না। কারণ যযাতি রাজার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, কামের উপভোগে কাম শান্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার উদাহরণস্বরূপ দেখাইয়াছেন—"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" অর্থাৎ অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে নির্ব্বাপিত হওয়ার কথা; কিন্তু নির্ব্বাপণের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জীবের কামনা অপূরণীয়া। সুতরাং বাসনাশূন্য না হইতে পারিলে হরিভজনে স্পৃহা জাগে না। পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের মত কলিহত জীবকে উপদেশ দান করিলেন,—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ (গীঃ ২।৭১)

অর্থাৎ কামসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি সমস্ত বিষয়ে স্পৃহাশূন্য, শরীরোপজীবনমাত্রেই মমতাহীন ও শরীরে আত্মাভিমান শূন্য হইয়া যিনি জগতে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আরও বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়াছেন,—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ (গীঃ ১৮।৬২)

অর্থাৎ, হে ভরতবংশীয় অর্জ্জুন! দেহাদি সর্ব্বব্যাপারদ্বারা সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার অনুগ্রহেই পরা-শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞান—গুহ্য, ঐশ্বরজ্ঞান—গুহ্যতর এবং ভগবজ্জ্ঞানই—গুহ্যতম। তাই নির্গুণাভক্তির উপদেশচ্ছলে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

অর্থাৎ "মদ্‌গতচিত্ত, মৎসেবাপরায়ণ হও; কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগী যেরূপ চিন্তা করেন, সেরূপ করিবে না; সমস্ত কর্ম্মেই আমার ভগবৎস্বরূপের যাজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, তাহা হইলেই তুমি আমার সচ্চিদানন্দঘন-স্বরূপের নিত্যসেবা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।"

বদ্ধাবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়, কিন্তু সেই কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাগতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কারণ ভগবন্নিষ্ঠার অধীন হইলে সাধনভক্তি তখন শুদ্ধা কেবলাভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। এই ভক্তিই 'গুহ্যতম' তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের চরম-প্রয়োজন।

অতএব অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে আচরণ করিলে আত্মা সুপ্রসন্ন হয় ও শাশ্বতশান্তি লাভ করে। আর দেহ শান্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি প্রাপ্ত হয়।

ওঁ শান্তিঃ তুষ্টিঃ পুষ্টিরস্তু।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

———

পরমকারুণিক পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের
৮৩তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিপূজায়
প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি

জয় পরমারাধ্য আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল কেশব গোস্বামী,
তব আবির্ভাব-তিথিতে আজিকে তোমায় প্রণমি আমি।
এ'তিথি-পূজার বাসরে আজিকে সর্ব্ব সুমঙ্গল রাজে,
জীবের প্রভূত হিত লাগি' তুমি উদিত এ' ধরা-মাঝে।
তুমি অবাঙ্‌মনসগোচর হয়েও নর-বিগ্রহ ধরি'
আমাদের কাছে নিয়ামকরূপে দেখা দিলে কৃপা করি'।
মোদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানেতে তোমারে বুঝিতে পারি না হায়,
তব কৃপা ছাড়া শ্রীহরির দেখা কেহ কভু নাহি পায়!
গোলোক হ'তে আসি' তথাকার কথা শুনালে মোদের কাণে,
সহস্র সহস্র পাপীতাপীগণে মাতাইলে হরিনামে।
গোলোকে না গিয়া সে ধামের কথা কেহ কি বলিতে পারে?
গোলোকে তুমি যা'দেখেছো নয়নে, কহিলা তা আমাদেরে।
'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রচারিলা 'শ্রীব্যাস' পেয়ে শ্রীহরির দেখা,
তুমিও শ্রীহরির সাক্ষাৎ আদেশে প্রচারিলে হরিকথা।
জানালে মোদেরে শ্রীহরি-সেবাতে সকলেরই প্রীতি হয়,
বিশেষ কাহারও সেবাদ্বারা কভুও অন্যে প্রীত নয়!
ভোগী গৃহব্রত নিজসুখ লাগি' করে সদা সুযতন,
ভক্ত স্বীয়-সুখ ভুলিয়া হরির সেবা করে অনুক্ষণ।
শ্রীহরি তাঁর প্রিয়জন ছাড়া কা'রও সেবা নাহি লন,
তাই ভক্তের মাধ্যমে হরিরে সেবিলে তিনি প্রসন্ন হন।
যে পুত্র সতত স্ব-সুখ লাগিয়া পিতা-পাশে কিছু মাগে,
তা'তে তার পিতা কিবা সুখ পায়? ধিক্ তার ভক্তিমার্গে।
যাদের কেবলই স্বার্থ কামনা তা'রা কি হরিরে চায়?
বৃথাই তাদের হরি-আরাধনা, হরিরে তা'রা না পায়।

আর্ত্ত-অর্থার্থী-জিজ্ঞাসু জ্ঞানীর প্রতি হরি-গুরু কৃপা হ'লে,
তা'দের হৃদ্‌গত কষায় ঘুচিয়া শুদ্ধা ভকতি মিলে।
মায়া-ভয়ে ভীত কাপুরুষেরাই মায়ার খোসামোদ করে,
সাহসী বীরগণ পূজে শ্রীহরিরে সর্ব্বদা প্রীতিভরে।
এ'হেন তোমার উপদেশাবলী ভাসে আজি মোর মনে,
স্মরি' তাহা, তব চরণযুগল পূজি এই শুভক্ষণে।
মালা জপে শালা, মনমে জপে ভাই'—কপট লোকের কথা
শাস্ত্র-প্রমাণে জানালে মোদেরে সংখ্যা-নামের যথার্থতা!
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপিয়া সারা ভূ-ভারত জুড়ে,
শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারিয়া কোল দিলে সবাকারে।
গ্রন্থ-লিখন ও বক্তৃতা মাধ্যমে বেদের নিগূঢ় কথা,
সহজবোধ্য করি' আমাদের কাছে প্রকাশিলে সর্ব্বথা।
গুরুসেবা লাগি' সুকঠিন কাজও করেছিলে অক্লেশে,
প্রভুপাদ-নামের বিজয়-শঙ্খ বাজাইলে দেশে দেশে।
শ্রীপ্রভুপাদের 'কৃতিরত্ন' তুমি,—সার্থক তব নাম,
তব অভূত অপার্থিব দানে তুমি মহামহীয়ান্!
কোটি ভকতের কণ্ঠে আজিকে তব জয়ধ্বনি মাতে,
তোমার সুকীর্ত্তি র'বে ভাস্বর শত শত শতাব্দীতে।
তুমি না জানালে তোমার তত্ত্ব কেহ কি কহিতে পারে?
লঘু নিজজ্ঞানে গুরু বস্তুর পরিচয় দিতে নারে।
মাদৃশ অধমে করুণা করিয়া স্ফুরিত করালে যাহা,
এ'পূজা-বাসরে তোমার চরণে নিবেদিনু আজি তাহা।
তব স্নেহপ্লুত—আশীর্ব্বাদী ফুল' 'শ্রীল বামন মহারাজ',
তাঁর দাস্যে রহি' নমি' তব পদে পুষ্পাঞ্জলি দিনু আজ।
ওগো গুরুদেব পতিতপাবন, ওগো ব্যাস-অবতার,
প্রার্থনা মোর, দিও নিত্যকাল তব সেবায় অধিকার।

শ্রীগুরুকৃপাপ্রার্থী—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীগুরুসেবা

প্রকৃত সদ্‌গুরু-সেবাই একমাত্র ভক্তি। গুরুসেবা ব্যতীত ভক্তি উৎপাত-স্বরূপ। কৃষ্ণপ্রীতিই গুরুসেবার মুখ্যফল এবং ইহাতে আনুষঙ্গিকভাবে সংসার ক্ষয় অবশ্যই হইবে।

বহু বৎসর ধরিয়া শ্রীগুরুদেবের বহু সেবা করার ফলেও যদি শ্রীভগবানে প্রীতি ও আনুষঙ্গিকভাবে সংসার ক্ষয় না দেখা যায়, তাহা হইলে সেবার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ভেজাল অর্থাৎ অন্যাভিলাষ আছে বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ-সেবার ফল অবশ্যই দেখা যাইবে। ইহা কেবল গ্রন্থেই থাকিবে এরূপ নয়। শ্রীগুরু-সেবা-প্রভাবে যদি আমার উত্তরোত্তর শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাতে রুচি না হইল, তাহা হইলে তাহা কিরূপে গুরুসেবা হইতে পারে? "গুর্ব্বাত্মদৈবত" হইয়া অর্থাৎ গুরুকে দেবতা—ঈশ্বর, আত্মা অর্থাৎ প্রীতির পাত্র জানিয়া অমায়ায় গুরুসেবা করিলে 'আত্মাত্মদ' অর্থাৎ নিজেকে নিজে বিলিয়ে দেন এমন যে শ্রীহরি, তিনি তাহাতে তুষ্টি লাভ করেন। ভগবৎ-সুখানুসন্ধানের সহিত গুরুসেবা না করিলে শ্রীগুরুদেবও সুখলাভ করেন না। কারণ শ্রীভগবানের সুখ বাদ দিয়া শ্রীগুরুদেবের সুখ হয় না। স্নেহ-সেবার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের হৃদয় জয় করা যায় এবং তাহার হৃদয়ে স্থান লাভ করা যায়। গুরুর হৃদয়ে স্থান লাভ, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে স্থান লাভ—একই কথা। কারণ গুরুর হৃদয়ই শ্রীকৃষ্ণ। স্নিগ্ধ শিষ্য তাহার স্নেহসেবা-প্রভাবেই গুরুদেবের হৃদয়-সম্পত্তি লাভ করেন। শ্রীগুরুদেবের চিত্ত-বৃত্তির অনুসরণ করাই শ্রীগুরুসেবা। স্নেহসেবাদ্বারাই শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে প্রবেশ করা যায়। তখনই অনুসরণ সম্ভব হয়।

সেইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৩৯)

মহাভাগ্যবান্ জীবই স্নেহ-সেবাদ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রচুর সেবা লাভ করিয়া থাকেন। স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহশীল শিষ্যকেই শ্রীগুরুদেব পরম গোপ্য কথা ব্যক্ত করেন। গুরুদেবের হৃদয় জয় না করিতে পারিলে শ্রীভগবানকে বশীভূত করা অসম্ভব। স্নেহ-সেবাদ্বারা শ্রীগুরুদেবের হৃদয় জয় করিয়া তাঁহার নিকট পরম রহস্যপূর্ণ ভগবৎ-বশীকরণের উপায় না জানিলে কেহই কপট-চূড়ামণি

বাঁকা ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারে না। গুরুর নিকট বিশেষ সতর্কতার সহিত থাকিতে হয়, কারণ গুরুদেব যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে পরম সমর্থ শ্রীহরিও তাহা ক্ষমা করেন না। শ্রীহরি রুষ্ট হইলে কিন্তু গুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন।

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥"

সর্ব্বপ্রযত্ন অর্থাৎ বিশেষ যত্নের সহিত শ্রীগুরুদেবের সন্তোষবিধান করিতে হয়। সাবধান না থাকিলে কৃষ্ণনামাবিষ্টমনা শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করা যায় না। হরিভজনে তৎপরতাই সাবধান। অনুক্ষণ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই হরিভজনে তৎপরতা। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর "সাবধান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন,—

শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।

নিষ্কপট গুরুসেবকের কোথায়ও অসুবিধা হয় না। কারণ তিনি সর্ব্বদা সাবধান।

শ্রীগুরুর আজ্ঞানুসারে এবং তৎসেবার অবিরোধে অপর বৈষ্ণবগণের সেবন শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে, অন্যথা দোষ হয়। যিনি প্রথমে "শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ উক্ত উপলক্ষণ রহিত গুরুর আশ্রয় স্বীকার করিয়াছেন এবং মাৎসর্য্যাদি-বশতঃ তাদৃশ গুরুর নিকট হইতে মহাভাগবতগণের সৎকারাদি অনুমতি লাভ করেন নাই, তিনি প্রথমেই শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া তাহার কথা বিচার করার কিছুই নাই। যেহেতু তাহার সম্বন্ধে উভয় সঙ্কটপাত হইয়া থাকে। এতাদৃশ অভিপ্রায়ে নারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "যিনি ন্যায়রহিত উপদেশ প্রদান করেন এবং যিনি তাহা অন্যায়ভাবে শ্রবণ করেন, তাহারা উভয়েই চিরকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন।" অতএব তাদৃশ গুরুকে দূর হইতেই আরাধনা করিবে। আর তিনি যদি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হন, তাহা হইলে—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥
(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)

"কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-অনভিজ্ঞ, উন্মার্গগামী এবং গর্ব্বিত গুরুকে পরিত্যাগ বিহিত হইয়া থাকে"—এই স্মৃতি-বাক্যানুসারে এবং তাহার বৈষ্ণব-ভাব-রাহিত্যবশতঃ "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" অর্থাৎ অবৈষ্ণব-উপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা পুরুষ নরকগামী হয়।—ইত্যাদি বচনের বিষয়ত্ব-নিবন্ধন তাদৃশ গুরু পরিত্যাজ্যই হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুদেব যদি স্বল্প-বলবিশিষ্ট হন, তবে ততোঽধিক বলবিশিষ্ট মহা-ভাগবতের নিকট বিশেষ ভজন-রহস্য জানিয়া গ্রহণ করিলেও শ্রীগুরুদেবকে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। তিনি পূর্ব্ববৎই পূজ্য—ইহা জানা প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীগুরুদেব যদি অপ্রকট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য? ইহার উত্তরে পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন,—"শ্রীগুরুদেবের অবিদ্যমানে শ্রীগুরুবৎ সমবাসনাযুক্ত এবং নিজপ্রতি কৃপালুচিত্ত কোন মহাভাগবতের নিত্যসেবনই পরম শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে।" মহাভাগবতের উক্ত দুইটী বিশেষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নতুবা সম্যক্ ফল লাভ হয় না।

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ।
স্বকুলোর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ॥ (হরিভক্ত-সুধোদয়)

যে ব্যক্তি যেরূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ করেন, তিনি স্পর্শমণি-সংস্পর্শে কাচ প্রভৃতি যেরূপ তদ্‌গুণ-বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ উক্ত পুরুষের গুণ প্রাপ্ত হন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের উত্তম পুরুষগণেরই সঙ্গ করিবেন। এজন্য সঙ্গ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা প্রয়োজন।

শ্রীগুরুদেব নিত্য। গুরুসেবকও নিত্য। কি এ-জগতে, কি পরজগতে শ্রীগুরুদেবই একমাত্র নিত্যকালের পরম বন্ধু। গুরু ব্যতীত এজগতে বন্ধু বলিয়া আর কেহ নাই। শ্রীগুরুসেবকের কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই—গুরুসেবক পরম নিশ্চিন্ত। তাঁহার কুদর্শন, প্রাকৃত দর্শন বা জড় দর্শন নাই। কারণ গুরুকৃপায় তাঁহার দিব্যচক্ষু লাভ হইয়াছে। আমরা অন্ধ, কারণ সকলের হৃদয়ে ভগবান্ আছেন এবং নিজের হৃদয়েও ভগবান্ আছেন—এ অনুভূতি আমাদের নাই। যেদিন শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিবেন, সেইদিনই সর্ব্বহৃদয়ে যে ইষ্টদেব আছেন তাহা দেখিতে পাইব এবং নিজের হৃদয়েও ইষ্টদেব কি-ভাবে বিলাস করিতেছেন তাহা অনুভবের সৌভাগ্য লাভ করিব। তখন "সর্ব্বত্র কৃষ্ণের কৃপা করে ঝলমল। সে দেখিতে পায় যাঁর আঁখি নিরমল॥"—ইহা অনুভবের

বিষয় হইবে। গুরুসেবকের দৃষ্টিতে ইষ্টদর্শন ব্যতীত অনিষ্ট দর্শন হয় নাই। তাঁহার দর্শন—ইষ্টদেবের বিলাস দর্শন—সুদর্শন; তাই গুরুসেবক পরম নির্ভীক, পরম শান্ত। গুরুসেবকের দম্ভ নাই, তিনি পরম দীন, তাই তিনি বলেন,—

গুরুদেব!

যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥

সদ্‌গুরু লাভ করিয়াও যদি কেহ অহঙ্কারী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। অহঙ্কারের মত অতবড় বাধা আর কিছু নাই।

শিষ্যের প্রথমে গুরুর প্রতি দেবতা অর্থাৎ 'প্রভু'-ভাবটী প্রবল থাকে। তাহার পর শ্রীগুরুদেবের সেবা ও সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহার প্রতি আত্ম অর্থাৎ প্রিয়ত্ববোধ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। শ্রীগুরুদেব কত প্রিয় নিরুপাধিক বান্ধব, তাহা এ-জগতের চিন্তার অতীত।

শ্রীগুরুদেব আলো বস্তু। তাঁহার কৃপালোকেই স্বয়ংরূপ, স্বয়ংরূপা, স্বয়ংরূপাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীস্বরূপ ও সগণ শ্রীরূপ ও নিজের রূপ দেখিতে পারা যায়। তাঁহাদের যে আমার প্রতি কত স্নেহ, তখনই তাহা জানিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

শ্রীগুরুসেবকের নিরাশা-হতাশা বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি পরম আশা-যুক্ত। তিনি শ্রীগুরুদেবের প্রচুর করুণায় "ভগবানকে নিশ্চয় লাভ করিব"—এই পরম আশা হৃদয়ে পোষণ করেন। যিনি এরূপ আশা লাভ করেন নাই, ভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে যাহার সন্দেহ আছে, তিনি প্রকৃত শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করেন নাই জানিতে হইবে। প্রথমে হৃদয়ে আশা পাওয়া যায়, তাহার পর বস্তু লাভ হয়। শ্রীরূপানুগ গুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই শ্রীরাধামাধবের প্রাপ্তি-বিষয়িণী আশা লাভ করা যায়। আশা লাভ হইলেই নিরন্তর ভজন সম্ভব হয়। আশা লাভ না হইলে ভজনে নৈরন্তর্য্য আসে না।

অহো! যে শ্রীগুরুদেবের প্রচুর করুণায় এ জগতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নাম, ইষ্ট মন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন-গৌরহরি, শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু, সগণ শ্রীরূপ গোস্বামি-

প্রভু, শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু, শ্রেষ্ঠ পুরী মথুরা, শ্রীগোষ্ঠভবন শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন এবং শ্রীরাধামাধবের প্রাপ্তি-বিষয়িণী আশা লাভ করা যায়, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপম্
রূপং তস্যাগ্রজমূরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ**

রুক্মিণী ও ভীষ্মক-রাজার উপাখ্যান

বিদর্ভপুরে ভীষ্মক নামে এক রাজা বাস করিতেন। তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তাঁহার একটী পরমাসুন্দরী লক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যা ছিল। তাহার নাম রুক্মিণী দেবী। এই বালিকা পরম রূপবতী ছিল; তাহার বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণসম আলুলায়িত কেশরাশি নবীন মেঘের সৌন্দর্য্যকেও খর্ব্ব করিয়াছিল। তিনি হরিণাক্ষী অর্থাৎ কুরঙ্গলোচনা; তাহার গজেন্দ্রের ন্যায় মন্থর-গতি ও হরিণের ন্যায় চঞ্চল চক্ষু সকলেরই মন হরণ করিত। লক্ষ্মীর অংশ বলিয়া গাত্রে পদ্ম-গন্ধের ন্যায় সুমধুর গন্ধ বিরাজ করিত। শিশুকাল হইতেই এই বালিকার শ্রীকৃষ্ণে রতি মতি ছিল। উষাকাল হইতেই প্রাতঃস্নান করিয়া বিষ্ণুর মন্দির মার্জ্জন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চন্দন, পুষ্পমালা ইত্যাদি বিষ্ণু-সেবার পূজোপকরণ সংগ্রহ এবং শ্রীতুলসী দেবীকে জল দান ও মন্দিরে আলিপনাদি চিত্র অঙ্কিত করিতে সিদ্ধ-হস্তা ছিলেন। ক্রমে এই বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিলে, পিতা মহাভক্ত ভীষ্মক রাজা তাঁহার কন্যাটীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার পুত্র রুক্ম বিষম কৃষ্ণ-বিদ্বেষী ছিল। সে পিতার এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া বৃদ্ধ পিতাকে ভৎর্সনা-পূর্ব্বক বলিল,—"পিতঃ! বৃদ্ধকালে আপনার মতিভ্রংশ হইয়াছে। আমার ভগিনীর উপযুক্ত বর আমি মনোনীত করিয়াছি। চেদীশ্বর দমঘোষের পুত্র শিশুপালই রুক্মিণীর উপযুক্ত বর। আমি শীঘ্রই এই উপযুক্ত সম্বন্ধ ঠিক করিতেছি, আপনি এ'বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ভীরু ভীষ্মক রাজা, দুর্ধর্ষ পুত্রের এই

উক্তিতে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। এবং মনে মনে শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করিয়া,—তিনি যাহাতে এই কন্যাকে গ্রহণ করেন, এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে,—রুক্ম চেদিরাজ্যে গমন করিয়া শিশুপালের সহিত বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া ফেলিল। এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীরুক্মিণী দেবী নির্জ্জনে অহর্নিশ গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ যেন 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে'র ন্যায় তাঁহার কোমল হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি অশ্রু-প্লাবিত নয়নে কৃষ্ণের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে অন্তর্য্যামিন্, আমি মনে মনে তোমাকেই এই দেহ মন সমর্পণ করিয়াছি। তুমি আমাকে এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তুমি যদুসিংহ, সিংহের ভাগ যেন শৃগালরূপী শিশুপাল গ্রহণ না করে। তাহা না হইলে আমি বিষ-পান কিম্বা জলে ঝম্প প্রদান করিয়া এ'পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"—এইরূপ খেদ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিবাহের সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল দেখিয়া শ্রীরুক্মিণী দেবী একটী ব্রাহ্মণকে নিভৃতে ডাকিয়া তাহাকে নিজের গলার বহুমূল্য রত্নালঙ্কার প্রদান করত একটী বিস্তৃত পত্রিকা লিখিয়া দূতরূপে সেই ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। পত্রিকার মর্ম্ম এইরূপ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮।৭৬-৯৭),—

"শুনিয়া তোমার গুণ ভুবনসুন্দর। দূর ভেল অঙ্গতাপ ত্রিবিধ দুষ্কর ॥
সর্ব্বনিধি লাভ তোর রূপ দরশন। সুখে দেখে, বিধি যারে দিলেক লোচন ॥
শুনি' যদুসিংহ তোর যশের বাখান। নিল'জ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান ॥
কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগমাঝে? কাল পাই' তোমার চরণ নাহি ভজে ॥
বিদ্যা, কুল-শীল, ধন, রূপ, বেশ, ধামে। সকল বিফল হয় তোমার বিহনে ॥
মোর ধার্ষ্ট্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়। না পারি রাখিতে চিত্ত তোমারে মিশায় ॥
এতেকে বরিলু তোর চরণ যুগল। মনঃ, প্রাণ, বুদ্ধি তোঁহে অর্পিনু সকল ॥
পত্নীপদ দিয়া মোরে কর নিজ দাসী। মোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী ॥
কৃপা করি' মোরে পরিগ্রহ কর নাথ। যেন সিংহভাগ নহে শৃগালের সাথ ॥
ব্রত, দান, গুরু-দ্বিজ-দেবের অর্চ্চন। সত্য যদি সেবিয়াছোঁ অচ্যুত-চরণ ॥
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর। দূর হউ শিশুপাল, এই মোর বর ॥
কালি মোর বিবাহ হইবে হেন আছে। আজি ঝাট আইসহ, বিলম্ব কর পাছে ॥
গুপ্তে আসি' রহিবা বিদর্ভপুর কাছে। শেষে সর্ব্ব-সৈন্য-সঙ্গে আসিবে সমাজে ॥

চৈদ, শাল্ব, জরাসন্ধ মথিয়া সকল। হরিবেক মোরে দেখাইয়া বাহুবল ॥
দর্প প্রকাশের প্রভু এই সে সময়। তোমার বনিতা-যোগ্য শিশুপাল নয় ॥
বিনি-বন্ধু বধি মোরে হরিবা আপনে। তাহার উপায় বলোঁ তোমার চরণে ॥
বিবাহের পূর্ব্বদিনে কুলধর্ম্ম আছে। নব-বধূজন যায় ভবানীর কাছে।
সেই অবসরে প্রভু-হরিবে আমারে। না মারিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা আমারে ॥
যাহার চরণ-ধূলি সর্ব্ব অঙ্গে স্নান। উমাপতি চাহে,—চাহে যতেক প্রধান ॥
হেন ধূলি-প্রসাদ না কর যদি মোরে। মরিব করিয়া ব্রত, বলিলুঁ তোমারে ॥
যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য চরণ। তাবৎ মরিব শুন কমল-লোচন ॥
চল চল ব্রাহ্মণ সত্বর কৃষ্ণস্থানে। কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে ॥"

ব্রাহ্মণ ঐ পত্র লইয়া সত্বর দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ পত্রিকা প্রদান করত নমস্কার করিয়া কহিলেন,—"হে জগৎপতে! আপনি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া দুষ্টের কবল হইতে দেবীকে রক্ষা করুন।" শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য-বদনে ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি সত্বর বিদর্ভ নগরে যাইয়া দেবীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বল যে, আমি শীঘ্রই দারুককে সারথি করিয়া রথ লইয়া যাইব এবং তাহাকে উদ্ধার করিব।

ভগবান্ কৃষ্ণের এই অভয়বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মণ পরম সন্তোষে বিদর্ভপুরে যাত্রা করিয়া রুক্মিণী দেবীকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন।

শিশুপালের বিবাহ যাত্রা

এদিকে জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতি দুষ্ট-রাজগণ হস্তী, ঘোড়া, নানা সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত করিয়া সাঁনাই, জয়ঢাক, মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্যভাণ্ড ধ্বনিতে দিক্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া জয়-জয়-ধ্বনি করত বিদর্ভপুরাভিমুখে যাত্রা করিল। রক্ত, শ্বেত, নীল, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের পতাকা উড়িতে লাগিল। শিশুপালকে বরবেশে সজ্জিত করিয়া নানারঙ্গে বিভূষিত বিচিত্র দোলায় আরোহণ করাইয়া বিপুল আনন্দে ও সমারোহে সকলেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

শিশুপালের মাথায় টোপর, চোখে কাজল, বিচিত্র জরীর জামা পরিধানে শরীর উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়াছে। গলে সুগন্ধি মাল্য হস্তে বহুমূল্য হীরক-অঙ্গুরী; দোলার উপরে মনোহর চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছিল।

যথাসময়ে বরযাত্রীসহ বর শিশুপাল বিদর্ভপুরে প্রবেশ করিলে রুক্মী বর এবং বরযাত্রীগণকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া, শ্বেত মর্ম্মর-যুক্ত অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় বসাইলেন। আতর, গোলাপ-জল, সুগন্ধি দ্বারা সকলকে অভিষিক্ত করিলেন। বিদর্ভ-নগরে আজ আনন্দের সীমা নাই—ভীষ্মক-রাজকন্যা রুক্মিণীদেবীর বিবাহ।

সহস্র সহস্র শিবির পড়িয়াছে। ঐ সকল বিচিত্র শিবিরে সৈন্য-সামন্ত-দিগকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইয়াছে। 'দীয়তাম্' 'ভুঙ্ক্তাম্' রবে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ পুরি, লুচি, মালপো, পরমান্ন, সরবৎ, পুষ্পান্ন, খেচরান্ন প্রভৃতি উপাদেয় ভোজ্য-সামগ্রী ভোজন করিয়া সকলেই আনন্দে আত্মহারা।—আগামী কল্য শুভবিবাহ।

রুক্মিণী-হরণ

অদ্য অধিবাস বাসরে কুল-প্রথানুযায়ী কন্যাকে লইয়া দেবী-মন্দিরে পূজা করিবার বিধি আছে; সেজন্য ব্রাহ্মণীসকল, কুলবধূবৃন্দ ও বহু সুন্দরী যুবতী মঙ্গল-বরণ-ডালা লইয়া হুলুধ্বনি দিয়া কন্যাকে সুবাসিত জলে স্নান ও নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিয়া দেবী-মন্দিরে অগ্রসর হইতে লাগিল। রুক্মিণী-দেবী শঙ্কিতা হইয়া মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।—এই দেবী-পূজায় স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষের প্রবেশের অধিকার নাই। এজন্য জরাসন্ধ দুষ্টমতি রাজগণকে লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। জরাসন্ধ বলিতে লাগিলেন,—"হে রাজন্যবৃন্দ! হে বন্ধুগণ! আপনারা সকলেই সশস্ত্রে উদ্যোগী হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন; কেননা সেই চোরকে বিশ্বাস নাই, নন্দনন্দন কৃষ্ণ ভয়ানক চতুর; আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।" জরা-সন্ধের এই বাক্য শুনিয়া সকলেই অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন,—"রাজন্! আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। শত-সহস্র অস্ত্রধারী বিরাট্ সৈন্যের মধ্যে বজ্রধারী সহস্রলোচন ইন্দ্রেরও সাধ্য নাই যে, কুমারীকে হরণ করে। এবিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এদিকে রুক্মিণী-দেবী কম্পিত-হৃদয়ে দেবীর পূজার সজ্জা, বরণডালা লইয়া শত-সহস্র রমণীবৃন্দের হুলুধ্বনির মধ্যে দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণীদেবী অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া দেবীর স্তব-পাঠ করিলে, দেবী সাক্ষাৎ হইয়া,—"তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে" এই বলিয়া

আশীর্ব্বাদ-মাল্য রুক্মিণীকে প্রদান করিলেন। রুক্মিণী, দেবীর দুই মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চান্বিত হইলেন।

রুক্মিণীর এরূপ আশ্চর্য্যান্বিত ভাব দেখিয়া দেবী সহাস্যে রুক্মিণীকে বলিলেন,—"বৎসে! তুমি আশ্চর্য্যান্বিতা হইও না—আমার এই দুই মূর্ত্তি আমার কৃপায় তুমি দেখিলে; অন্যের জানিবার শক্তি নাই। আমার সম্মুখের মূর্ত্তির নাম 'যোগমায়া'; এই মূর্ত্তিতে আমি কৃষ্ণের সেবকবৃন্দকে সেবোন্মুখী-বুদ্ধি দিয়া—নিত্যধামে নিত্য সেবার অধিকারী করিয়া থাকি। আর পশ্চাৎস্থিতা মূর্ত্তি 'মহামায়া'; আমি এই মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী অসুরগুলিকে মোহিত করিয়া, ঐ বহির্ম্মুখ জীববৃন্দকে যে-কাল পর্য্যন্ত না তাহাদের চৈতন্যের উদয় হয়—সাধু, গুরু, কৃপা-প্রভাবে তাহারা সেবোন্মুখী না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত যাতনা প্রদান করিয়া থাকি।"

শ্রীরুক্মিণী-দেবী ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম করিয়া যেমন মন্দিরের বাহির হইলেন, অমনি বিদ্যুৎ-গতিতে শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের রথ মন্দিরের নিকট আসিল; সহসা এই অগণিত স্ত্রীবৃন্দের মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া রথোপরি উঠাইয়া দ্রুত-গতিতে রথ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজগণের যুদ্ধযাত্রা

অকস্মাৎ স্ত্রী-মহলে 'হাহাকার'-রব উত্থিত হইল—কে বালিকাকে হরণ করিয়া লইল! বিকট ক্রন্দন-ধ্বনি আরম্ভ হইল। তখন দুষ্ট রাজগণ বলিতে লাগিল,—"বোধ হয়, সেই কৃষ্ণ বালিকাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।" জরাসন্ধ ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন,—"আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না, এই বিপুল সৈন্য-সামন্ত লইয়া সেই মহা-চোরের পলাইবার পথ আটক করুন।"

তখন বিপুল শব্দে রণভেরী বাজিয়া উঠিল—'মার-মার', 'কাট-কাট' ভীষণ শব্দ আকাশে উঠিল। পিপীলিকা-শ্রেণীবৎ অগণিত সৈন্যদল প্রবল বিক্রমে শ্রীকৃষ্ণের গরুড়ধ্বজ রথের চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া ফেলিল; সারথি দারুক আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিল না। অশ্বের হ্রেষারব, গজের বৃংহতিরবে ও সৈন্যদিগের বিকট চিৎকারে দিক্-দিগন্ত কম্পিত হইতে লাগিল,—যেন অকালেই প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীরুক্মিণীদেবী স্বভাবতঃ কোমল-স্বভাবা; এই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে বেতসীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন।

তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাঁসিতে হাঁসিতে দেবীকে বলিলেন,—"অয়ি সতী! ভয় করিও না; এই যে আমার হস্তে সুদর্শন অস্ত্র দেখিতেছ, ইহার প্রভাব তুমি অবগত নহ; যমের কালদণ্ড, দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র-দণ্ড, শঙ্করের ত্রিশূলাস্ত্র, দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের শক্তি-অস্ত্র, বরুণদেবের পাশ-অস্ত্র, এমন কি ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্তও ইহার নিকট তুচ্ছ। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দারুণ সুদর্শন অস্ত্র বিপক্ষ সেনানীর উপর নিক্ষেপ করিলেন। অকস্মাৎ যেন শত-সহস্র সূর্য্য জ্বলিয়া উঠিল—কালান্তক যমের ন্যায় ঐ অস্ত্র কাহারও মুণ্ড, কাহারও হস্তপদ, নাসিকা, কর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, সৈন্যের ছিন্ন মুণ্ডসকল ধরাতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। কালানল-সদৃশ চক্রের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সিংহ-ভয়ে শৃগালের ন্যায় হাহাকার শব্দে সকলে চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভীষ্মক-নন্দন রুক্মী ক্রোধে নিজ বিপুল সৈন্যদল লইয়া প্রবল বিক্রমে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল; রুক্মী ব্যঙ্গভাবে পলায়িত রাজন্যবর্গের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল,—ইহারা ভীরু কাপুরুষ—আমি নিজেই একা ভগ্নিকে উদ্ধার করিব,—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল।

এদিকে দ্বারকায় শ্রীবলদেব কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন; পুরবাসীর নিকট জানিতে পারিলেন কৃষ্ণ অকস্মাৎ রথে দারুককে লইয়া বিদর্ভপুরে যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন।

রোহিণীনন্দন শ্রীবলদেব কনিষ্ঠের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া সাত্যকি, গদ, শাম্ব প্রভৃতি অগণিত যাদব-সৈন্য লইয়া ভ্রাতার সাহায্যের জন্য বিদর্ভপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এদিকে রুক্মিণীদেবী ভ্রাতার এই অসীম সাহস দর্শন করিয়া ভ্রাতৃ-স্নেহবশতঃ অনুপায় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে, সজল-নয়নে কৃষ্ণকে সকাতরে বলিলেন,—"প্রভো! আপনি বন্ধুহন্তা হইবেন না। দয়া করিয়া আমার ভ্রাতার জীবন রক্ষা করুন।" ইত্যবসরে বলদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন; সূর্য্যের নিকট খদ্যোতের ন্যায় রুক্মীর বিপুল সৈন্য ম্লান হইয়া পড়িল। তথাপি কৃষ্ণবিদ্বেষী রুক্মী যুদ্ধ হইতে বিরত না হইয়া পুনঃ পুনঃ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। রুক্মিণীর অদ্ভুত ভ্রাতৃস্নেহ দেখিয়া কৃষ্ণের প্রতি বলদেব হাস্য করিয়া বলিলেন,—দেবীর স্বামীর বিপক্ষ, যেই হউক না কেন, তাহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা উচিত নয়। তবে ইহা রমণী-জনোচিত কোমল স্বভাবের

পরিচয় মাত্র। সুতরাং বিপক্ষ যখন তোমার শ্যালক (সম্বন্ধী) তখন উহাকে একেবারে বিনাশ না করিয়া উহাকে বিকৃতদশায় পরিণত কর।" শ্রীবলভদ্রের এই বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ এমন সম্মোহন অস্ত্র ত্যাগ করিলেন যে, সেই অস্ত্রের প্রভাবে রণক্ষেত্রে সকলেই অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ ছাগের ন্যায় রথের চাকায় রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিলেন এবং অস্ত্র-দ্বারা কেশের বিরূপাবস্থা ও ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মহা-সমারোহে যুদ্ধ জয় করিয়া দ্বারকায় উপনীত হইয়া যথাশাস্ত্র রুক্মিণী দেবীর পাণি গ্রহণ করিলেন। এদিকে—রুক্মী যুদ্ধে পরাজিত এবং অপমানিত হইয়া, অভিমানভরে আর রাজধানীতে প্রত্যাগমন না করিয়া কুণ্ডিন নগরে বাস করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধীর পরিণাম

জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতি পরাজিত হইয়া ক্রোধে পদাহত সর্পের ন্যায় ফোঁস ফোঁস শব্দে হলাহল উদ্গীরণ করিতে লাগিল। দুষ্ট রাজগণ নিভৃতে মন্ত্রণা করিতে লাগিল, কিরূপে এই দারুণ লজ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। পরিশেষে স্থির হইল, শিশুপালকেই বধূ-বেশে সজ্জিত করিয়া দোলায় আরোহণ করাইয়া বাদ্যভাণ্ডসহ সৈন্যদল লইয়া যাত্রা করা যাউক। কন্যা-হরণের পর শিশুপালের কি দশা হইল, তাহা ভাষায় আর বর্ণনা হয় না। সে হতবুদ্ধি হইয়া তখন বলিতে লাগিল, "হায়! হায়!! এমন সুন্দরী কন্যা আমার ভাগ্যে মিলিল না!!"

শিশুপালের সকল আত্মীয়বর্গ তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিল,—"বাপ! আর কাঁদিলে কি হইবে? ভবিতব্যে যাহা লিখা ছিল তাহা হইল। এখন '**কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকাই ভাল**।'—এই ন্যায় অনুসারে তুমি এখন শাঁড়ি পরিয়া, হাতে বালা মাথায় পরচূলা দিয়া, অলঙ্কারাদি পরিয়া সুসজ্জিত পাল্কীর ভিতর উপবেশন কর।"

অনন্যোপায় হইয়া শিশুপাল তাহাই করিতে বাধ্য হইল। সে বধূ-বেশে দোলায় আরোহণ করিলে—'হৈ-হৈ', 'রৈ-রৈ'-শব্দে সকলেই তুমুল কোলাহলে দেশ অভিমুখে যাত্রা করিল। পাল্কীর বাহকগণ পাল্কী হুঁহুঁ-

হুঁহুঁ-শব্দে কম্পিত করিয়া যথাসময়ে চেদিরাজ্যে উপস্থিত হইল। নিরুৎসাহে রাজগণ নিজ নিজ রাজধানীতে গমন করিলেন।

যাহারা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণে'র ভোগে বাধা প্রদান করে, তাহাদের পরিণাম ফল এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

শুক্রাচার্য্য বলিরাজাকে বামনদেবকে সর্ব্বস্ব দান করিতে নিষেধ করায় এক চক্ষু অর্থাৎ কাণা হইয়াছিলেন। 'শ্রুতি এবং স্মৃতি'—দুইই ব্রাহ্মণের শাস্ত্র-চক্ষু। শ্রুতিতে সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা ভগবৎসেবার কথা আছে। সেই শ্রুতির আজ্ঞা পালন না করিলে এক চক্ষু কাণা অর্থাৎ—পরিণামে দুইচক্ষুই নষ্ট হইয়া অন্ধ হইতে হয়।

দুই বন্ধুর আলাপ

দেবেন্দ্র ও নরেন্দ্র বাল্যবন্ধুদ্বয় সায়ংকালে জাহ্নবীতটে পাশাপাশি উপবিষ্ট। পূত-সলিলা জাহ্নবী-দেবী উভয়কেই পবিত্রতা প্রদান করিতেছেন। দেবেন্দ্র তাহা অনুভব করিতে করিতে সর্ব্ব পবিত্রতার আকর-বস্তু শ্রীনাম-গ্রহণে অধিকতরভাবে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেছেন—এমন সময় নরেন্দ্র আবেগভরে বলিয়া উঠিল,—

"ভাই দিবাকর! ঐ যাঃ, ক্ষমা করো ভাই; আমি তোমার পূর্ব্বনামেই ডেকে ফেল্লাম। দেখ ভাই, তুমি যদি দুঃখ না কর, তবে তোমার পূর্ব্বনামে ডাক্‌লেই আমার আনন্দ হয়।"

দেবেন্দ্র—ভাই নরেন, তোমায় আনন্দ দিতে আমি সব কষ্টই স্বীকার করিতে পারি; কিন্তু তুমি যে আপাতঃ আনন্দ লাভ ক'র্ত্তে গিয়ে পরিণামে অসুবিধা বরণ ক'র্‌বে, তা আমি চাই না। তাই তোমায় ব'ল্‌ছি—শ্রীগুরুদেব কৃপা ক'রে আমাকে দীক্ষাকালে ভগবদ্দাস্য-সূচক যে-নাম প্রদান ক'রেছেন, সে নাম যদি তুমি উপেক্ষা কর, তা' হ'লে তোমার গুর্ব্ববজ্ঞা দোষ ঘট্‌বে এবং তোমার ঐ ব্যবহার অনুমোদনের দ্বারা আমিও ঐ দোষে দোষী হব। সুতরাং মানসিক সুখকে ব্যাহত করেও আত্মোন্নতি বরণ করাই আমাদের শ্রেয়ঃ ব'লে আমি বিচার করি।

নরেন্দ্র—আচ্ছা, তোমার এই নাম পরিবর্ত্তন না ক'র্‌লে কিছু দোষ হত ? বা এই নাম পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা কি ?

দেবেন্দ্র—দেখ, ইহ-জগতে পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজন যে নাম রক্ষা করেন, তাহা কাল্পনিক—বাস্তব নহে। যেমন, কানাছেলেকে "পদ্মলোচন" নামেও অভিহিত করা হয়। শ্রীগুরুদেব যে-নাম প্রদান করেন, তাহা তদ্রূপ নহে। শ্রীগুরুদেব তত্ত্বদর্শী ব'লে অণুচৈতন্য জীবের সহিত পূর্ণচৈতন্য শ্রীভগবানের যে-সম্বন্ধ, তাহা দর্শন ক'র্ত্তে সক্ষম। সুতরাং তাঁর প্রদত্ত নাম কাল্পনিক নহে, তাহা চেতনের স্বভাব-ব্যঞ্জক—নিত্য-সত্য। অতএব কল্পনা পরিত্যাগ ক'রে বাস্তবের আদর করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

নরেন্দ্র—আচ্ছা ভাই, বুঝেছি, এখন থেকে আমি আর তোমার পূর্ব্ব নামে তোমাকে ডাক্‌ব না। এখন তোমার নামের কথা থাক্। আমার মনে কয়েকটী প্রশ্ন সর্ব্বদাই জাগে ; যদি তুমি সাহস দাও, তবে তা' তোমায় জানাই।

দেবেন্দ্র—ভাই নরেন, তুমি আমার বাল্যবন্ধু। তোমার কথায় আমি কখনও অসন্তুষ্ট হইব না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম থেকে যে-টুকু সামান্য জ্ঞান লাভ ক'রেছি, তা' দ্বারা জগতের যদি কিছুমাত্র কল্যাণ হয়—তা' কর্ত্তে আমি কখনও কার্পণ্য ক'র্‌ব না। সুতরাং তুমি নিঃসঙ্কোচে তোমার মনোভাব আমার নিকট প্রকাশ কর।

নরেন্দ্র—দেখ, আমি শু'নেছি যাঁরা নাকি শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তাঁরা কখনও লোকের কাছে নিজেদের কথা জাহির করেন না। তাঁরা সর্ব্বদা নিজেকে গোপন রাখ্‌তে চান। কিন্তু তোমরা সর্ব্বাঙ্গে তিলক, গলায় মোটা মোটা মালা, মাথায় মোটা শিখা, হাতে একটী সাদা ধব্‌ধপে ঝোলা নিয়ে এরূপ জাহির কর কেন ? ঐরূপ না ক'রে মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকলে কি ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না ?

দেবেন্দ্র—ভাই, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এরূপ প্রশ্ন, আমার মনে হয়, অনেকেরই অন্তরে উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে শাস্ত্র ও যুক্তি-সম্মত উত্তর শ্রবণ কর।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত কেন, কোন ভক্তই নিজেকে জাহির করেন না। কিন্তু—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব হয় জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥"

তাই ভক্ত না চাহিলেও তিনি সর্ব্বত্রই জাহির হইয়া যান। ভক্ত নিজেকে যতই লুকাইয়া রাখিতে চান না কেন, কোন-প্রকারেই তাহা সম্ভবপর হয় না। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহার আলোক সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত তিলক, মালা, শিখাদি ধারণ করেন না—ইহা সত্য নহে। শ্রীনারদ গোস্বামী একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সকল সম্প্রদায়ই তাঁহাকে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাকে উক্ত প্রকার বৈষ্ণব-চিহ্নসকল ধারণ করিতে সর্ব্বদাই দেখা যায়। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনকাদি সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ উক্ত প্রকার বৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধারণ করিয়া আপনি আচরণ করিয়া অনুগত জন ও জগজ্জনকে তাহা গ্রহণ করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা কোথাও একথা বলেন নাই—এই চিহ্নগুলি কেবল আমরা ধারণ করিব, তোমাদের ইহা ধারণ করিতে হইবে না। পরন্তু ইহা ধারণ না করিলে তোমাদের ভক্তিলাভ হইবে না,—এই প্রকার শিক্ষাই তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন। ভগবদবতার শ্রীব্যাসদেবেরও নির্দ্দেশ এই প্রকার—

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থম্বা রক্ষার্থে চতুরানন।
মৎপূজা-হোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।৭১ শ্লোকধৃত পাদ্মোক্ত শ্রীভগবদ্বচন)

[হে ব্রহ্মন্! আমার ভক্ত ব্যক্তি, চিত্ত স্থির করিয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে আমার পূজা এবং হোম-সময়ে আমার প্রিয়সাধনের নিমিত্ত অথবা মঙ্গল ও রক্ষার জন্য ভয়-নিবারক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নিত্য ধারণ করিবে।]

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।৭২ শ্লোক-ধৃত পাদ্মোক্ত শ্রীনারদবাক্য)

[ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ব্যতিরেকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদপাঠ বা পিতৃলোকের তর্পণ প্রভৃতি যাহা কিছু করা যায়, সে সমুদায়ই বৃথা হইয়া থাকে।]

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ।
তং সর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি॥ (ঐ)

[যে ব্যক্তি উর্দ্ধপুণ্ড্র না করিয়া ইষ্ট ও পূর্ত্ত প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম করে তাহার সে সমুদায়ই বিফল হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া সন্ধ্যাদি কর্ম্ম করে, তৎসমুদয় নিত্য রাক্ষসের নিমিত্ত হয় এবং নরকে গমন করে।]

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ ॥ (ঐ ৭৩ শ্লোক)

[মনুষ্যদিগের যে শরীর উর্দ্ধপুণ্ড্রহীন, তাহাকে দর্শন করিবে না, তাহা শ্মশানের তুল্য।]

যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে নো নরস্য হি।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥
(ঐ ৭৫ শ্লোকধৃত স্কান্দোক্ত কার্ত্তিক-প্রসঙ্গ)

তুলসীমালা গলদেশে ধারণ সম্বন্ধে শ্রবণ কর,—

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥
(ঐ ১২০ শ্লোকধৃত গারুড়-বচন)

[যে-সকল হেতুবাদ-রত, পাপবুদ্ধি মনুষ্য মালা ধারণ না করে, তাহারা বিষ্ণুর কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয় এবং নরক হইতে আর ফিরিয়া আইসে না।]

তুলসীকাষ্ঠমালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচোঽপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয় ॥
(ঐ ১২৫ শ্লোক-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ভগবদ্বচন)

বৈদিক মাত্রেরই শিখা ধারণ কর্ত্তব্য—ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। রাজ্য-বিহীনের যেমন রাজা-নামের সার্থকতা হয় না, তদ্রূপ যাহারা সনাতন-ধর্ম্মের আচার ও বিচার পালন করেন না, তাহাদের সনাতনী বলিয়া অভিমানও নিরর্থক।

যাহা নিন্দিত কর্ম্ম তাহাই গোপনে আচরণের নির্দ্দেশ শাস্ত্রে দেখা যায়। শ্রীহরিনাম গ্রহণ কি তদ্রূপ নিন্দিত কর্ম্ম? শ্রীহরিনাম-গ্রহণ যদি সর্ব্বোত্তম বস্তু হয়, তবে ইহার প্রচার হওয়ায় সমাজের সর্ব্ববিধ মঙ্গল। তজ্জন্য সাদা ধব্‌ধবে মালিকা হস্তে লইয়া নির্দ্দম্ভ ভক্তগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন। তাঁহাদের আদর্শে সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে সুযোগ লাভ করিবেন। ভাই, আমাদের শাস্ত্রে পাপীব্যক্তিকে দর্শন করিতে নিষেধ

আছে এবং দর্শনকারীকে গঙ্গাস্নান ও শ্রীবিষ্ণুস্মরণাদি-দ্বারা পবিত্র হইবার বিধানও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার কারণ পাপীব্যক্তিকে দর্শন-দ্বারা সাধারণতঃ তাহার আচরিত পাপানুষ্ঠান স্মৃতিপটে উদিত হয়, তজ্জন্য চিত্ত কলুষিত হইয়া পড়ে। আবার ভক্তগণের এবং ভক্ত্যনুষ্ঠানের বাহ্য দর্শনেও তদ্রূপ বিপরীতভাবে হৃদয় পবিত্রতা লাভ করে। সেই হেতু সিদ্ধাবস্থা অথবা সাধকাবস্থা যে-কোন অবস্থাতেই ভক্তির অনুষ্ঠান হউক না কেন, তাহার গোপন আচরণ অপেক্ষা প্রকাশ্য আচরণ সমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক।

কনিষ্ঠাধিকারী সাধক তাঁহার ভজনের অনুকূল-জ্ঞানে বৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধারণ করিয়া থাকেন। যে-যে বস্তু তাঁহার ভজনের অনুকূল, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে ভজন-পথে উন্নতি লাভ ঘটে না। ভজনের অনুকূল বস্তু স্বীকার ও প্রতিকূল বস্তু বর্জ্জন—ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। যথা :—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯৭ শ্লোক-ধৃত বৈষ্ণব-তন্ত্রবাক্য)

[কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ, প্রতিকূল বর্জ্জনে সঙ্কল্প, ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও দৈন্য—এই ছয়প্রকার শরণাগতি।]

সর্ব্বাঙ্গে তিলকাদি ধারণ ও বৈষ্ণব-চিহ্নাদি গ্রহণ করিলে সাধক নিজকে "মায়ার দাস"এর পরিবর্ত্তে "ভগবদ্দাস" বলিয়া অভিমান করিতে সহায়তা লাভ করেন। গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কাষায়বস্ত্র পরিধান ও ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসাদি গ্রহণ তাঁহাদের ভজনের অনুকূল বলিয়াই তাঁহারা গ্রহণ করেন। যথা :—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥ (ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

[অবন্তী-দেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত এই পরমাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণ-দ্বারা দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব।]

(ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়ের ত্রয়স্ত্রিংশ-বর্ষ

শ্রীপত্রিকায় আশ্রয় ও বিষয়ের যুগ্ম সমাবেশ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ত্রয়স্ত্রিংশ-বর্ষে প্রবেশ করিলেন। এই বৎসর শ্রীপত্রিকা আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক শুভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। চিল্লীলামিথুন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত; আর এই উভয়ের সেবা-সৌষ্ঠব-প্রকাশকারীরূপেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অধিষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া শ্রীচৈতন্য নহেন, আবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধানদাতা। কৃষ্ণতত্ত্ব হইতেই সমগ্র ব্যক্ত-অব্যক্ত জগৎ প্রকাশিত।

শ্রীগৌর ও কৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ

শ্রীগৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণতত্ত্ব কোন মায়িক বস্তুর বশীভূত নহেন, বরং তাঁহাদেরই বশীভূত—প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্মাদি। তাঁহারা উভয়ে পূর্ণজ্ঞানময় সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম-তত্ত্ব এবং প্রাকৃত ভূতাকাশ সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বাদি-জনক। কার্য্য-কারণবাদ যেখানে সমাপ্তিলাভ করিয়াছে, তাহারই চরমতত্ত্ব শ্রীগৌর-কৃষ্ণের বাস্তব প্রকাশ। প্রাকৃত ইতিহাস তাঁহাদিগকে দেশ-কাল-পাত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ নহে, যেহেতু তাহা পরতত্ত্ব। তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত কাল্পনিক ব্যক্তি নহেন, কিন্তু নাম-নামী অভিন্ন-বিচারের একমাত্র উদ্দিষ্ট বস্তু পরমোপাস্য তত্ত্ব।

শ্রীভগবানের জন্ম ও লীলা অপ্রাকৃত

শ্রীভগবান অজ ও নিত্য হওয়ায় কলি বা দ্বাপরান্তে তাঁহার যে আবির্ভাবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রপঞ্চে প্রাকট্যলীলা মাত্র। তাঁহার জন্ম ও লীলাসমূহ নিত্যকাল অপ্রাকৃত ভূমিকায় বর্ত্তমান। তিনি স্বেচ্ছাময়, তাই অনুগ্রহপূর্ব্বক জগৎ প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া জীবের প্রতি অহৈতুকী করুণা প্রকাশ করেন। প্রয়োজনবোধে সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ বিশ্বের বা জীবের অতি নিকটে ও অতি দূরে এবং ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—স্বয়ং কান্ত হইয়াও ঐকান্তিক জীবাত্মার প্রাণপতি, পিতৃ-মাতৃকুলের উপাস্য শ্রীবালগোপাল; তিনি দীনবন্ধু—জগদ্বন্ধু—তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব বা সখ্যভাব স্থাপন করিতে না পারিলে জীব শত্রুপুরীতে বাস করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত অরিগণকে মিত্র ভাবিয়া বিপদাপন্ন হয়; কৃষ্ণেতর

বস্তুকে ভগবজ্‌জ্ঞানে সেবা করিতে গিয়া অবশেষে সেবক তাহার কাল্পনিক ক্ষয়িষ্ণু সেবাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেব্য হইয়া বসে এবং দুর্দ্দৈববশতঃ জড়াভিমানরূপ জাড্যগ্রস্ত হইয়া পশু, তৃণ-গুল্ম-লতা, অবশেষে প্রস্তরজন্মের অধোগতি বরণ করে।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে শরণাগতিই আত্যন্তিক মঙ্গলের হেতু

এই অধঃপতন হইতে উদ্ধারের নিমিত্তই পরদুঃখদুঃখী পরমদয়াল শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আবির্ভাব এবং তাঁহার শরণগ্রহণ প্রয়োজন। বৃষভানুনন্দিনীই মূল-আশ্রয়বিগ্রহ; এবং তদাশ্রিত শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস ও তদনুগামী একান্তীগণই জগদুদ্ধারণ-লীলায় শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে প্রকাশমান। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা ব্যতীত জীবের বদ্ধাবস্থা হইতে মোচন ও তুরীয় বস্তুর সেবায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভবপর নয়। তজ্জন্যই "তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ" বচন বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। সদ্‌গুরুই সাধক বা সেবকের বাস্তব অভিভাবক যথাসর্ব্বস্ব। তাঁহার অপ্রাকৃত স্নেহদৃষ্টি ও সাহায্য ছাড়া কোনরূপেই সাধন-ভজন-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। এজন্য "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" বাক্যের অবতারণা। যাহারা অজ্ঞ, অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মা, তাহাদের পক্ষে তত্ত্বাবধারণ সদূরপরাহত। সুতরাং সাধু-শাস্ত্র-গুরুবর্গের মঙ্গলাচরণক্ষেত্রে দেখিতে পাই—"হরি-গুরু-বৈষ্ণব—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥"

বদ্ধজীবগণের দুর্গতি ও নিষ্কৃতি লাভের উপায়

বদ্ধজীবগণ স্বীয় দুষ্কৃতিফলেই জন্ম-মৃত্যুরূপ কর্ম্মফল ভোগ করে এবং জড়কর্ম্ম-বাসনার উদয়ে তাহার সংসারদশা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে দৈবক্রমে পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবার ফলে সঞ্চিত সুকৃতি-প্রভাবে গুরুকৃপা লাভ হয়। মায়াবদ্ধ জীব স্বভাবতঃ ভোগোন্মত্ত, অন্যাভি-লাষী, কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণের সেবা করিবে, তথাপি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় তাহাদের রুচি হইবে না। গৃহব্রতগণের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাই কাম্য হওয়ায় ইন্ধন যোগানদারগণকেই তাহারা উপদেষ্টা গুরুরূপে স্বীকারপূর্ব্বক বাসনাময় সংসারেরই আবাহন করে। সুকৃতিশালী জীবের কল্যাণের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ নিজপ্রেষ্ঠজনকে মহান্তগুরুরূপে প্রেরণ করেন, ইহাই কৃষ্ণকৃপা এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবগণকে যে কৃষ্ণসেবা প্রদান করেন, তাহাই শ্রীগুরুকৃপা

বা ভক্তিলতা-বীজ। উক্ত সেবাফলেই শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং উহাই ভক্তিলাভের সুগম পন্থা।

শ্রীগুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক এবং গুরুদ্রোহিতার ফল

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইতে স্বতন্ত্র হইয়া অর্থাৎ দাম্ভিকতা ও মৎসরতাবশে তাঁহাদের আনুগত্য অস্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার ছলনা করিলে উহা পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হয়। কারণ গুরুদেব বিশ্রম্ভ শিষ্যকেই পরমগুহ্য সাধন-ভজন-বিষয়ে উপদেশ করেন, যাহাতে নিষ্কপটভাবে নিযুক্ত হইলে শ্রীভগবৎকৃপা সহজলভ্য হয়। শ্রীগুরুদেবকে হিতকারী বান্ধব ও পরমারাধ্যতম শ্রীহরিস্বরূপ জানিয়া নিষ্কপটে তাঁহার অনুগমন করিলে শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন। ভোগোন্মুখী সেবকাভিমানী ইহার বিরুদ্ধাচরণপূর্ব্বক গুরুর আদেশ-নির্দ্দেশ সমস্তই 'অবিচারপ্রসূত' বলিয়া তাঁহাদের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নরকের পথ প্রশস্ত করে। বিনা বিচারে গুরু-আজ্ঞা পালনের দ্বারাই গুরুকৃপা সহজলভ্য হয়। নতুবা শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের দৃষ্টান্ত বাদ দিয়া রামচন্দ্রপুরীর ন্যায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারপূর্ব্বক গুরুতত্ত্বের প্রতি অবজ্ঞা ও দোষানুসন্ধান-স্পৃহা ভজন হইতে পাতিত্য ঘটায়।

গুরুসেবকের অধিকার ও অনধিকার নির্ণয়

গুরুসেবক বা গুরুদাস বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, শুদ্ধাচারী, বুদ্ধিমান, কাম-ক্রোধাদি দম্ভহীন, গুরু-ভগবৎশ্রদ্ধাভক্তি-সেবাপর, নিরোগ, জিতেন্দ্রিয় ও দয়ালু হইবেন। দম্ভাহঙ্কার শূন্য, নির্ম্মৎসর, আলস্যরহিত, জড়বস্তুতে মমতাহীন, অচঞ্চল, গুণিজনের দোষের অদ্রষ্টা, অপ্রজল্পী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুই গুরুদাস-পদবাচ্য। অলস, অহঙ্কারী, কৃপণ, ক্রোধী ব্যাধিগ্রস্ত, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, পরছিদ্রান্বেষী, মৎসর, বঞ্চক, রুক্ষবাক্, ভক্তবিদ্বেষী, পণ্ডিতাভিমানী, পরদোষ-সূচনাকারী, পরপীড়ক, গুরুর শাসনগ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তি গুরুকৃপা-লাভে অসমর্থ ও বঞ্চিত। এতদ্ব্যতীত ছয়প্রকার হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তিও গুরুদাস হইবার অনুপযুক্ত। গুরুসেবকের সাক্ষাদ্ সেবা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ও নিষিদ্ধ বিষয় এবং গুরু-শাস্ত্রবাক্যানুসারে পালনীয় অনুষ্ঠান ও বর্জ্জনীয় নিষিদ্ধাচারও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীগুরু ও তাঁহার সেবক নিত্য; যেহেতু গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নিত্য। গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতে নাই। জড়াভিনিবেশ বিদূরিত হইলে কৃষ্ণদাসত্বরূপ স্বরূপোপলব্ধি হয়; তখন বৃহচ্চৈতন্য ও অণুচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

গুরু-গৌড়ীয়ের বিশেষ সদ্‌গুণ—মহাপ্রসাদ-বিতরণসেবা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত "গুর্ব্বষ্টকম্"-এর "চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্ত-সঙ্ঘান্"—চতুর্থ শ্লোকের পদ্যানুবাদে দেখিতে পাই, "চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-রসময়, প্রসাদান্ন কৃষ্ণের অতি স্বাদু হয়, ভক্ত-আস্বাদনে নিজে তৃপ্ত রয়, বন্দি সেই গুরুর চরণকমল। উপরিউক্ত শ্লোকের বিশেষ ব্যাখ্যায় জানিতে পারি, অনর্থনির্ম্মুক্ত হরিভক্তসঙ্ঘকে তাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধ সেবা-ভাবানুযায়ী দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চতুর্ব্বিধ ভগবদ্রস আস্বাদন করাইয়া যে-শ্রীগুরুদেব পরমানন্দ লাভ করেন, তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ আমার বন্দনার বিষয় হউক। তাই আমরাও আজ এবম্বিধ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা শিরে ধারণপূর্ব্বক তাঁহারই আদেশ-নির্দ্দেশে বিষয়াশ্রয়ের সমন্বয়কারী গৌড়ীয়ের মহোৎসবের বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিবেশনের আশা হৃদয়ে পোষণ করি। এই গুরুদায়িত্ব কতটুকু সম্পাদনে সমর্থ হইব, তাহা জানি না; তবে হৃদয়ে প্রবল আশা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস, সদ্‌গুরুর কৃপায় পঙ্গু ও গিরিলঙ্ঘনে এবং মূকও কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার লাভ করিতে পারে। মহাপ্রসাদ বিতরণকার্য্য বড়ই দুরূহ ব্যাপার। স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তির শ্রীমহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, শ্রীনাম ও বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় না বলিয়া বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণকে মহাপ্রসাদের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত দ্রবিণাদি দ্বারা বঞ্চনার আদেশ দিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বৈষ্ণব হওয়ায় তাঁহার ভাণ্ডারে বাকী ৩টী বস্তু মজুত আছে। গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা পরিবেশক মাত্র এবং ইহাই আমাদের নির্দ্দিষ্ট সেবা।

ভোগরন্ধনকারিণী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার আনুগত্য

মহাপ্রসাদে দেশ-কাল-পাত্রের বিচার না থাকিলেও অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ইহা প্রদানে নিষেধ আছে; শ্রীগীতা-মাহাত্ম্যে "ইদন্তে নাতপস্কায়" শ্লোকই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এই মহাপ্রসাদ বিতরণ বা পরিবেশন কার্য্যে আমাদের কোন কৃতিত্ব নাই; যাহা কিছু কৃতিত্ব—ভোগরন্ধনকারীর, ভোগ-প্রদানকারীর এবং স্বয়ং ভোক্তা ও তাঁহার কৃপাবশেষ শ্রীমহাপ্রসাদের। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীর ভোগরন্ধনকারিণী স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া এবং শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীকৃষ্ণ-মনোঽভীষ্ট-পূরণকারিণী শ্রীরাধিকার পক্ব অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সামগ্রীই শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য এবং উক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদই শ্রীরাধার

পরম প্রিয় ও তাহাতেই তিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। শ্রীরাধিকার সহচরী ললিতাদি সখীগণই শ্রীরাধার অবশেষের অধিকারিণী। রূপানুগগণেরও সেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ-আস্বাদনে অধিকার রহিয়াছে। রূপানুগশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের অধিকারানুসারে সেই মহাপ্রসাদ আস্বাদন করাইয়া পরিতৃপ্ত হন। কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ভক্ত-ভুক্তশেষ হইলে মহা-মহাপ্রসাদ আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং অসীম ক্ষমতা ধারণ করে। নিগম-কল্পতরুর প্রপক্ক অমৃত ফল শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হওয়ায় অর্থাৎ শ্রীরূপানুগ-গুরুবর্গের মুখসংলগ্ন হওয়ায় মধুর হইতেও সুমধুর আস্বাদযুক্ত হইয়াছে। আমরা সেই সনাতন বস্তু মহা-মহাপ্রসাদেরই পরিবেশন সেবা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। সুতরাং ভোগরন্ধনকারী শ্রীমতী রাধা-ঠাকুরাণী এবং তদনুগতা বার্ষভানবীদয়িতদাস শ্রীরাধার 'নয়নমণি' ও কৃতিরত্ন-গুণান্বিতা 'বিনোদমঞ্জরী'র আনুগত্য ব্যতীত আমাদের কোনদিনই ভোগ-রন্ধন-সেবার সাহায্যকারিণী ও মহামহাপ্রসাদ বিতরণকারিণীর অধিকার মিলিবে না, ইহা ধ্রুবসত্য। আনুগত্য ব্যতীত যে ভোগরন্ধনাদির অপচেষ্টা তাহা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের দগ্ধপিণ্ডাদিই সৃষ্টি করিবে। তাহাতে বাস্তব সেবাফল না মিলিয়া সেবাপরাধেরই আবাহন করে মাত্র।

শ্রীপত্রিকার সেবা-লাভাশা ও বন্দনামুখে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ

বিগতবর্ষে শ্রীপত্রিকায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মমূলক, সামাজিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, জীবনী, স্মৃতি-সদাচার-নিবন্ধসূচক, সৎ-সমালোচনামূলক, পরমতবাদ-নিরসনপর, তাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তপর, গুরু-বৈষ্ণব-ভগবৎ-তত্ত্বাত্মক, পারমার্থিক ভূগোল, ইতিহাস ও গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষেও আমরা আশা করি, অধিকতর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি পাঠকবর্গকে উপহার দিতে সমর্থ হইব।

শ্রীপত্রিকার পঠন-পাঠনকারী গ্রাহকবর্গ, অনুমোদনকারী, যে-কোনপ্রকার সেবানুকূল্য-বিধানকারী ও উপদেষ্টৃগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাইয়া তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

পরিশেষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ, শ্রীলক্ষ্মী-বরাহ-নৃসিংহদেব, শ্রীরাধা-গিরিধারী ও শ্রীগিরিরাজজীউর কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনাপূর্ব্বক বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীপত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

FORM—IV

STATMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER,

"SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math. Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia). W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i.e. once in a month.
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachri, Bhakti-Bhandhav.

   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.

   Address—Shri Devananda Goudiya Math.

   Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
4. Publisher's Name— Do

   Nationality— Do

   Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

   Ntionality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.

   Address—Shri Devananda Goudiya Math.

   Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share-holders holding more than one percent of the total capital, — Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Bramachari*, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./Nabajogendra Brahmachari

Signature of Publisher.

Dated—28. 2. 81

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

শ্রীভাগবত-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৩শ বর্ষ | ২৪ বিষ্ণু, সঙ্কর্ষণ, ৪৯৫ গৌরাব্দ | ২য় সংখ্যা
৩০ চৈত্র, সোমবার, ১৩৮৭; ইং ১৩।৪।১৯৮১

সানুবাদং

শ্রীহরিকুসুম-স্তবকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

গতি-গঞ্জিত-মত্ততর-দ্বিরদং রদ-নিন্দিত-সুন্দর-কুন্দ-মদং।
মদনার্ব্বুদ-রূপ-মদঘ্ন-রুচিং রুচির-স্মিত-মঞ্জরি-মঞ্জু-মুখম্॥১॥

মত্ত-মাতঙ্গের গতি অপেক্ষাও যাঁহার গতি অতি সুন্দর, কুন্দ কুসুমাবলী অপেক্ষাও যাঁহার দশন-পঙ্‌ক্তি অতি মনোজ্ঞ, অর্ব্বুদ-পরিমিত কন্দর্পের শোভা অপেক্ষাও যাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা, এবং যাঁহার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত॥১॥

মুখরীকৃত-বেণু-হৃত-প্রমদং মদ-বল্গিত-লোচন-তাম-রসং।
রসপূর-বিকাশক-কেলি-পরং পরমার্থ-পরায়ণ-লোক-গতিম্ ॥২॥

যিনি বংশীধ্বনি-দ্বারা প্রমদাগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, যৌবন-মদহেতু যাঁহার নয়ন-পদ্ম অরুণবর্ণ হইয়াছে, যাঁহার লীলা—রসপ্রবাহ-প্রকাশক এবং যিনি পরমার্থ-পরায়ণ ভক্তগণের একমাত্র গতি ॥২॥

গতি-মণ্ডিত-যামুন-তীর-ভুবং ভুবনেশ্বর-বন্দিত-চারু-পদং।
পদকোজ্জ্বল-কোমল-কণ্ঠ-রুচং রুচকাক্ত-বিশেষক-বল্গু-তরম্ ॥৩॥

যাঁহার ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চরণচিহ্ন-দ্বারা যমুনার তীরস্থ ভূমি ভূষিত হইয়াছে, বিধি-রুদ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক যাঁহার মনোহর পাদপদ্ম বন্দিত হইতেছে, উজ্জ্বল পদকভূষণ-দ্বারা যাঁহার কোমল কণ্ঠ সুশোভিত এবং গোরচনা-নির্ম্মিত তিলক ধারণ করায় যাঁহার ললাট অতিশয় মনোহর ॥৩॥

তরল-প্রচালক-পরীত-শিখং শিখরীন্দ্র-ধৃতি-প্রতিপন্ন-ভুজং।
ভুজগেন্দ্র-ফণাঙ্গণ-রঙ্গ-ধরং ধর-কন্দর-খেলন-লুব্ধ-হৃদম্ ॥৪॥

ময়ূরপুচ্ছ-দ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত, যিনি বামহস্ত-দ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, ভুজগেন্দ্র কালিয়ের মস্তকে যিনি নৃত্য করেন, গিরি-কন্দরে খেলা করিতে যাহার চিত্ত সমুৎসুক ॥৪॥

হৃদয়ালু-সুহৃদগণ-দত্ত-মহং মহনীয়-কথ-কুল-ধূত কলিং।
কলিতাখিলং-দুর্জ্জর বাহু-বলং বল-বল্লব-শাবক-সন্নিহিতম্ ॥৫॥

সহৃদয় ও সুহৃদ্গণকে যিনি সর্ব্বদা উৎসবযুক্ত করেন, যাঁহার কথা-প্রসঙ্গে কলিযুগের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, যাঁহার বাহুবল সকলের দুর্জ্জেয় এবং যিনি বলরাম ও ব্রজ-বালকগণের নিকটে সর্ব্বদা বিরাজমান ॥৫॥

হিত-সাধু-সমীহিত-কল্পতরুং তরুণীগণ নূতন-পুষ্প-শরং।
শরণাগত-রক্ষণ-দক্ষতমং তমসাধু-কুলোৎপল-চণ্ডকরম্ ॥৬॥

যিনি অনুবর্ত্তী ভক্তগণের বাঞ্ছা পূরণে কল্পতরু, যিনি যুবতীগণের নবীন কন্দর্পস্বরূপ, যিনি শরণাগত-রক্ষণে তৎপর এবং যিনি দৈত্যবৃন্দ-রূপ কুমুদ পুষ্পসকলের ম্লান বিষয়ে সূর্য্যস্বরূপ ॥৬॥

কর-পদ্ম-মিলৎ কুসুম-স্তবকং বক-দানব-মত্ত-করীন্দ্র-হরিং।
হরিণীগণ-হারক-বেণু-কলং কল-কণ্ঠরবোজ্জ্বল-কণ্ঠ-রণম্ ॥৭॥

কুসুম-স্তবকে যাঁহার কর-পদ্ম সুশোভিত, যিনি বকাসুররূপ মত্ত-মাতঙ্গের প্রতি সিংহ-স্বরূপ, যিনি সুমধুর বংশীরবে হরিণীগণকে আকর্ষণ করেন, কোকিলের কলরব অপেক্ষাও যাঁহার কণ্ঠধ্বনি সুমধুর ॥৭॥

রণ-খণ্ডিত-দুর্জ্জন-পুণ্যজনং জন-মঙ্গল-কীর্ত্তি-লতা-প্রভবং ।
ভব-সাগর-কুম্ভজ-নাম-গুণং গুণ-সঙ্গ-বিবর্জ্জিত-ভক্তগণম্ ॥৮॥

যিনি যুদ্ধে দুষ্ট রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ জগতের কল্যাণপ্রদ, যাঁহার নাম, গুণ ও লীলা ভব-সাগর শোষণে অগস্ত্য-মুনিস্বরূপ, যাঁহার ভক্তগণ প্রকৃতি-সঙ্গ-বিবর্জ্জিত ॥৮॥

গণনাতিগ-দিব্য-গুণোল্লসিতং সিতরশ্মি-সহোদরং-বক্ত্রবরং ।
বরদৃপ্ত-বৃষাসুর-দাব-ঘনং ঘন-বিভ্রম-বেশ-বিহারময়ম্ ॥৯॥

দয়া-দাক্ষিণ্যাদি অসংখ্য সুদিব্য গুণগণে যিনি ভূষিত, যাঁহার মুখমণ্ডল শশাঙ্ক-সদৃশ, যিনি অতি গর্ব্বিত বৃষাসুররূপ দাবানল নির্ব্বাপণে মেঘস্বরূপ, যিনি অতিশয় বিলাসী ও তদুচিত বেশ-ভূষাদি করিয়া নিকুঞ্জ-বিহারে তৎপর ॥৯॥

ময়-পুত্র-তমঃক্ষয়-পূর্ণবিধুং বিধুরীকৃত-দানব-রাজকুলম্ ।
কুল-নন্দনমত্র নমামি হরিম্ ॥১০॥

যিনি ময়পুত্র ব্যোমাসুর-রূপ অন্ধকারের ক্ষয়ে পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ, যাঁহা হইতে দানব-রাজবংশ ক্লেশান্বিত হইয়াছে, সেই স্ব-বংশের আনন্দকর শ্রীহরিকে আমি নমস্কার করি ॥১০॥

উরসি পরিস্ফুরদিন্দিরমিন্দিন্দির-মন্দির-স্রজোল্লসিতং ।
হরি-মঙ্গলাতি-মঙ্গল-সচ্চন্দনং বন্দে ॥১১॥

॥ ইতি শ্রীহরিকুসুম-স্তবকম্ ॥

যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধা বিরাজমানা, অলিকুলাকীর্ণ বৈজয়ন্তী-মালায় যিনি সুশোভিত, যিনি যুবতীগণের অতিশয় মঙ্গলকর এবং মলয়াদি অনুলেপনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত, সেই শ্রীহরিকে আমি অভিবাদন করি ॥১১॥

॥ ইতি শ্রীহরিকুসুম-স্তবক সমাপ্ত ॥

সুনীতি ও দুর্নীতি

সুনীতি ও দুর্নীতির সংজ্ঞা নিরুপণ

সংসারে যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্দ্বারা জগতের মঙ্গল হয় বলিয়া উহাকে **'সুনীতি'** বলে। সুনীতি-প্রভাবে সাংসারিক অমঙ্গলের কথা থাকে না; কিন্তু যাহাতে নিজের অপকার ও পরের অপকার হয়, তাহা ন্যায়পুষ্ট নহে। উহা অন্যায় অবৈধ বলিয়া **'দুর্নীতি'** নামে কথিত হয়।

দুর্নীতির উদাহরণ ও তাহার প্রতিকার

যে নীতি বা নীতি-বিগর্হিত ক্রিয়া সংসারের অমঙ্গল সাধন করে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়—সমাজহিতৈষী সকলেই এই কথা সমস্বরে অভিব্যক্ত করেন। মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া লোককে বিপদে পাতিত করা সামাজিকের চক্ষে ন্যায়সঙ্গত নহে, সুতরাং উহা—দুর্নীতি। পরদ্রব্য অপহরণ, পরদার অপহরণ বা ঐ সকল অপকার্য্যের সহায়তা করা, উৎকোচের আদান-প্রদানের দ্বারা নিজেকে বা অপরকে লাভবান্ করা—এসকলই দুর্নীতিপর্য্যায়ে গণিত। নীতিবিরোধী ক্রিয়াগুলি অপরাধ-মধ্যে গণ্য হওয়াতে অপরাধীকে পাপী ও দণ্ডযোগ্য বলিয়া বিচার করা হয়। পরহিংসা, পরদ্রোহ স্থূলসূক্ষ্ম-ভেদে নানা প্রকার পাপ আনয়ন করে। লৌকিক স্মার্ত্তগণ এই সকল পাপের হস্ত হইতে মুক্ত করাইবার জন্য **পাশব-নীতি লগুড়ের** ব্যবস্থা করেন। মানুষ ক্লেশ চায় না, সুতরাং অপর মানুষের বিবেচনায় তাহাকে ক্লেশের অন্তর্ভুক্ত করাইলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিক্ষালাভ ঘটিবে।

সুনীতি-পরায়ণ জনের আদর, দুর্নৈতিকের অনাদরই কর্ম্মীর নীতি

ন্যায়পরায়ণ জনগণকে লোকে আদর করে এবং পুণ্যবান্ বলে। ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপের সংসর্গে আত্মনিয়োগ করেন না। পাপী ও পুণ্যবানের কথা জগতে বহু অনাদর ও আদর লাভ করিয়াছে। ইহা কর্ম্মীদিগের কৃত্যের অন্তর্গত হওয়ায় একজন কুকর্ম্মী, অপর জন সৎকর্ম্মী নামে আখ্যাত হন। পাপের ফলে অধর্ম্মবশে জীবের দুর্গতি ও সমাজের

অমঙ্গল ঘটে। পুণ্য-প্রভাবে আত্মমঙ্গল সাধিত হয় ও জগৎ পুণ্যবানের ক্রিয়ায় উপকৃত হয়। সুতরাং প্রপঞ্চে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পুণ্যের সুখাপ্তি-বাঞ্ছা মানবের চিন্তা-স্রোত অধিকার করে। এইগুলি কর্ম্মীর নীতি মাত্র। নৈয়ায়িকগণ কর্ম্মীর নীতিতে আবদ্ধ হইয়া একপ্রকার তর্কহত-বুদ্ধিবশে সৎকর্ম্মের পক্ষপাতী হন ও ভ্রান্তগণের প্রতিকূলে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। জীব যখন আপনাকে সংসারের, সমাজের অংশ-বিশেষ মনে করেন, তখন তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি উপকারীর সহিত সহযোগ ও অপকারকারীর সহিত অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করে।

জ্ঞানিগণ নীতি-দুর্নীতি হইতে নিরপেক্ষ

জ্ঞানিগণ জাগতিক কোন বস্তুর সহিত প্রীতি স্থাপন বা সৌহার্দ্দ রহিত-ভাবে আবদ্ধ হইবার বিচার করেন না; তাঁহারা প্রকৃতি সর্গের অতীত বিষয়ের জন্য অগ্রসর হন।

নীতি ও দুর্নীতিজাত পাপ-পুণ্যের হস্ত হইতে নিবৃত্তি-লাভের জন্য যোগিগণের যম-নিয়মাদির ব্যবস্থা

এইপ্রকার কর্ম্মাগ্রহীর বিচারে সংসারে যোগপদ্ধতির আহ্বান লক্ষিত হয়। নিবৃত্ত-জীবনই পাপ-পুণ্য হইতে জীবকে রক্ষা করিয়া শান্তি দিবে,—এইরূপ ধারণা প্রবল করায়; তখন তিনি পূর্ব্বের পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্জ্জন-বাস ও জাগতিক কার্য্যে নিরুৎসাহিতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার এতাদৃশ কার্য্য-সমর্থনের জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি আলোচ্য হইয়া পড়ে। **কর্ম্মবীরসমূহ** জাগতিক বিচারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বহির্জ্জগতের স্থূলসূক্ষ্ম বিষয় হইতে স্বীয় চিত্তকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যত্নবন্ত হন। কখনও বা বিচারাশ্রয়ে লৌকিক ন্যায়ানুগমনে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিশেষ বা কৈবল্য-বিচারকে আদর করিতে থাকেন, বুভুক্ষু সম্প্রদায় যেরূপ ভোগ-তাড়নায় আপনাকে ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে নিযুক্ত করে. নিবৃত্তিপরা রুচি সেরূপভাবে জীবকে কর্ম্মবীর সাজাইবার পরিবর্ত্তে ফলভোগ-বাসনা-রহিত **জ্ঞানবীর** সাজাইবার উত্তেজনা-মূলা রুচি প্রদান করে। ইহাও কর্ম্মচেষ্টার রূপান্তর মাত্র।

জ্ঞানীর নৈষ্কর্ম্ম্যবাদে আলস্যের প্রশ্রয়হেতু উহা অনাদরণীয়

তজ্জন্য ইহাকে জ্ঞানচেষ্টা-বিচারে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া জাগতিক জাড্যই আরাধ্য বলিয়া প্রতিবাদন করে। নৈষ্কর্ম্ম-বাদের যে চিত্র নিবৃত্ত-জীবনে কর্ম্মীর নয়নে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রবৃত্ত-কর্ম্মী-সম্প্রদায় কেহ বা ভালচক্ষে, কেহ বা মন্দচক্ষে দেখিয়া থাকেন। আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া যাঁহারা সঙ্গত বিবেচনা করেন না, তাঁহারা ভিক্ষা-জীবিগণকে আদর করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন যে, তাদৃশ নিশ্চেষ্ট-জীবন জীবকে কুকর্ম্মে লইয়া যাইবে, সুতরাং কর্ম্মময় প্রবৃত্ত-জীবনই জীবের পক্ষে বরণীয়-বিচারে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের হেয়তা প্রতিপাদন করিতে রুচি পোষণ করেন। তাঁহারা জ্ঞানিগণকে নির্ব্বিশিষ্ট ও কর্ম্মজগৎ হইতে নিবৃত্ত মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গের আদর করেন না।

নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্মাত্র ও অচিন্মাত্র-বাদের সমন্বয়-চেষ্টা নাস্তিক্য-বাদেরই নামান্তর বলিয়া অনাদরণীয়

আবার বহির্জ্জগতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় যাঁহারা ক্লান্ত হইয়া **"আর নারে বাপ্"** বলিয়া স্তব্ধ হন, তাঁহাদের রুচিও সুযুক্তিপর নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারের অনুমোদন করে। কর্ম্মফল-ভোগপর-বিচার আত্ম-জ্ঞান-রাহিত্যে প্রকৃতিতে লীন হইবার যত্ন দেখায়, আর কতিপয় ব্যক্তি মুক্ত অবস্থায় নির্ব্বিষ্ট-পর বিচারে নিমগ্ন হইয়া কেবল-চেতন-নামক চিন্তা-স্রোতের প্রাধান্য দিয়া থাকেন। নৈষ্কর্ম্ম-বিচারে অচিন্মাত্রবাদ নামক দুইটী বিচারই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, সেই জন্য তাঁহারা পরস্পরের বৈষম্য নিরাকরণপূর্ব্বক সমন্বয়বাদী হইয়া চেতনের নিত্যাধিষ্ঠানে রাহিত্য ও সাহিত্যের মধ্যে ভেদ অপসরণ করেন। এই অচিন্মাত্রবাদী, ও চিন্মাত্রবাদী, উভয়ের অবস্থার বৈষম্য কর্ম্ম-বাদের অন্তরালে দৃষ্ট হইলেও উভয়েই যে নাস্তিক্য ও আস্তিক্য-বাদ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য-স্থাপনের আবশ্যকতা থাকে না বলিয়া চিদ্বিলাস-পরায়ণ সম্প্রদায় এই বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু সম্প্রদায়কে আদর করিতে পারেন না।

চিন্মাত্রবাদীর মুমুক্ষু ও অচিন্মাত্রবাদীর বুভুক্ষু অপেক্ষা চিদ্বিলাসবাদীর শ্রেষ্ঠত্ব ও পার্থক্য স্থাপন

মানবের জাগতিক চিন্তা-প্রাচুর্য্যে অচিন্মাত্র ও চিন্মাত্রবাদে তাহাদের অপূর্ণতা পূর্ণতা লাভ করে; যেহেতু চিদ্বিলাসবাদের অবিমিশ্র অস্তিত্ব

তাহাদের হৃদয়-সিংহাসনরূঢ় হয় না। চিদ্‌বিলাসবাদ চিন্মাত্রবাদের সহিত এক পর্য্যায়ে গণিত হইবার বিচারে অচিন্মাত্রবাদী কর্ম্মচেষ্টাপর জনগণের চক্ষে দৃষ্ট হন। কিন্তু উহাদের পরস্পরের বৈষম্য-নিরূপণ করিতে প্রপঞ্চোন্মত্ত বুভুক্ষু জীবকুল সমর্থ হয় না। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা এবং এতদুভয়ের ন্যায় ও অন্যায়, বৈধ ও অবৈধ বিচার চিদ্‌বিলাস-ভূমিকায় যাইতে অসমর্থ। মুমুক্ষুর জ্ঞান-পদ্ধতির অনুকূলে যে-সকল ন্যায় বর্ত্তমান, তাহার সহিত অচিন্মাত্রবাদী কর্ম্মীর বিচার-প্রণালীর সঙ্গতি নাই। বদ্ধের মোচন-চেষ্টা মুক্তের সেবন-চেষ্টা হইতে পৃথক্, কিন্তু বুভুক্ষু তাহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া চিদ্‌বিলাসবাদকে অচিন্মাত্র-বিলাসবাদে পর্য্যবসিত করিবার জন্য ব্যগ্র হন। আমরা এই প্রকার ন্যায়ের অনুকূলে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে পারি না। জাগতিক ভূমিকায় জাগতিক ভূতাকাশে যে সুনীতি ও কুনীতির বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, সেই বিভাগ চিদ্‌বিলাসের পরব্যোমে লইয়া যাওয়া ক্ষীণবুদ্ধির পরিচয় মাত্র। চেতনের বিলাসে স্থূলতা নাই বা জাগতিক সূক্ষ্মতার প্রতীতির অভাব।

চিন্মাত্রবাদ ও অচিন্মাত্রবাদের অতীত ও পৃথক্ তত্ত্বই চিদ্বিলাসবাদ এবং তাহা মায়াবাদী মুমুক্ষুর আয়ত্তের বাহিরে

জীব যখন বুভুক্ষা-নীতি পরিহার করিয়া মুমুক্ষা-নীতির ঢক্কা-বাদক সাজেন, তখন তিনি অচিন্মাত্রবাদ পরিত্যাগ করিয়া চিন্মাত্রবাদের সম্মান করিতে করিতে যে আত্মবিনাশ করেন, তাহাতে চিদ্‌বিলাস-বিচারের উপযোগিতা নাই। মুমুক্ষুর নীতি ও দুর্নীতি বিচার-পর্য্যায় বুভুক্ষুর পক্ষে সঙ্গত হয় না; আবার বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর নীতির, বুভুক্ষা-মুমুক্ষা-চাঞ্চল্য-রহিত জনগণের পক্ষে উপযোগিতা নাই। চিদ্‌বিলাস-বাদের নীতি মুমুক্ষুর চিন্মাত্রবাদের নীতির সহিত প্রচুর ভাবে ভেদভাব জ্ঞাপন করে। মুমুক্ষু যে-কালে মায়াবাদী সাজিয়া ব্রহ্মবাদ ও প্রকৃতিবাদের বৈষম্য অপসারিত করিয়া অদ্বয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেন, তৎকালে চিদ্‌বিলাসের বিচিত্রতা তাঁহার পক্ষে দুরারোহ হইয়া পড়ে। আধ্যক্ষিক জড়দর্শন ও আধ্যক্ষিক জ্ঞান-প্রমত্ত চিন্মিশ্রদর্শন তাঁহাকে প্রপঞ্চের ধূলিতে লুটাইয়া দেয়। সুতরাং পরব্যোমের বিচিত্রতা তাঁহার দর্শনের অতীত ব্যাপার হইয়া পড়ে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষ —এই বাসনা-পিশাচীদ্বয় তাঁহার অস্মিতার জননী বা ধাত্রী-বিচারে পরিদৃষ্ট না হইলে তিনি ভক্তিসুখ-

সমুদ্রের সন্ধান লাভ করেন ; কিন্তু ভুক্তি ও মুক্তি, পিশাচীদ্বয়ে তাহার জননী বোধ থাকিলে ভক্তির নিরুপাধিক ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের মঙ্গলময়তায় অবস্থান তাঁহার পক্ষে দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে।

চিদ্বিলাসীর প্রতি জ্ঞানীর অবৈধ ধারণা

জ্ঞানীর নীতিতে কর্ম্মপথ বা উপাসনা-পথের আদর নাই। তিনি চিদ্‌-বিলাসময়ী উপাসনাকেও জড়ের বিলাসের সহিত সমস্তরে স্থাপন করায় তাঁহার ন্যায় নৈয়ায়িক চিদ্‌বিলাসের নিত্যবৃত্তি ভক্তিকেও ক্ষণভঙ্গুর কাম-ক্রোধাদি-পর্য্যায়ে গণনা করেন। সুতরাং নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞানীর আত্ম-প্রতারিত বোধের মধ্যে অনাত্মরূপ দুঃসঙ্গ থাকায় সৎসঙ্গাভাবে ভক্তি-সুনীতিকে দুর্নীতি-পর্য্যায়ে গণনা করিবার ধৃষ্টতা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে।

জড়েন্দ্রিয়-তাড়িত জ্ঞানীর ভক্তিবিদ্বেষ দুর্নীতির অন্তর্গত

জড়েন্দ্রিয়ের অসতী উত্তেজনা তাঁহার ধৈর্য্য বিলুপ্ত করিয়া চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের প্রতিকূলে ভক্তিবিচারে দুর্নীতিপুষ্ট জড়নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞানাবলম্বী আসামীমাত্রে পরিণত করে ; সুতরাং নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানীর দুর্ব্বলতা ও কপটতা—ভগবদ্ভক্তি-নীতিপরায়ণের দুর্নীতি মাত্র।

ভক্তের নীতি ভগবৎ-সেবাময়ী

ভক্তিপরের সুনীতি কেবল ভগবৎ-সেবাময়ী ; তাঁহার কেবলা-ভক্তিতে অবস্থান বিষ্ণু-মায়ার সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া এবং বিষ্ণুমায়া-রচিত নির্ব্বিশিষ্ট ভাবমাত্রের প্রতি সমাদর-দ্বারা অপূর্ণতা লাভ করে না। তিনি কর্ম্মীর সুনীতি, জ্ঞানীর সুনীতি, এবং কর্ম্মীর দুর্নীতিকে সমপর্য্যায়ে দেখিবার নিরপেক্ষতা লাভ করায় তাঁহার সুনীতির পরমোচ্চতা দর্শন করিতে কেবল উন্নতিকামী সকলই সমর্থ। জড়ভোগপর কর্ম্মী বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু, প্রকৃতিবাদী, প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী, নাস্তিক, জ্ঞানী চিদ্বিলাস-রাজ্যের সুনীতি ও দুর্নীতির বিচার-সৌষ্ঠব দর্শন করিতে অসমর্থ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

পরহিংসা ও দয়া

পরহিংসা মহাপাপ—বৈষ্ণবে ইহা নাই

সাধারণে ইহাই বিশ্বাস করেন যে, পরহিংসা একটী মহাপাপ। পরহিংসা করিলে নরক গমন হয়। পরহিংসা সর্ব্বপাপের মূল, সুতরাং পাপের অপেক্ষা অধিক গুরুতর। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পরহিংসা থাকে না। যথা—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।

হে ব্যাধ! তোমার অহিংসাদি গুণসকল হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কেননা, যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা পরপীড়ক হন না।

অন্য প্রাণী-বধই পরহিংসার পরাকাষ্ঠা। তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি হয়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যায়॥

জীবহিংসা ভক্তিবিরুদ্ধ ও পরোপকার ভক্তির অনুকূল

যাহাতে পরোপকার আছে, সেই কর্ম্ম ভক্তি-সম্মত এবং যে কর্ম্মে পরহিংসা আছে, তাহাই ভক্তিবিরুদ্ধ। এরূপ কার্য্যে কোন সুফল হয় না। জীব-মাংস ভোজন করিতে হইলে অবশ্য পরহিংসা করিতে হয়, সুতরাং যে-কার্য্যে জীবহিংসা আছে, তাহা ভক্তির প্রতিকূল। মূল তাৎপর্য্য এই যে, চিত্তের আর্দ্রতাই ভক্তিভাবের লক্ষণ। কৃষ্ণভক্তিতে যেরূপ আর্দ্রতা আছে, জীব-দয়াতেও সেরূপ আর্দ্রতা আছে; জীব-দয়া কৃষ্ণভক্তির অঙ্গ-বিশেষ। দয়াহীন ভক্ত হইতে পারে না, তবে ভক্তিহীন দয়ালুতা যাহা দেখা যায়, তাহা কেবল চিত্তের আর্দ্রতার কুণ্ঠভাব মাত্র। কুণ্ঠভাব দূর হইলেই ভক্তি ও জীব-দয়া এক হইয়া প্রতীত হয়; সুতরাং মহাপ্রভুর উপদেশ শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই যে,—

প্রভু বলে,—বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি॥

সর্ব্বভূতে দয়া তিনপ্রকার, যথা—
দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক

সর্ব্বভূতে দয়া তিন প্রকার। (১) জীবের স্থূল দেহ-সম্বন্ধে যে দয়া তাহা সৎকার্য্য মধ্যে গণিত। ক্ষুধিত জীবকে ভোজন-দান, পীড়িত জীবকে

ঔষধ-দান, তৃষিত জীবকে জল-দান, শীত-পীড়িত জীবকে আচ্ছাদন-দান—এই সকলই **দেহ-সম্বন্ধীয় দয়া হইতে** নিঃসৃত। (২) বিদ্যাদান জীবের **মন-সম্বন্ধে দয়া** হইতে নিঃসৃত। (৩) কিন্তু জীবের **আত্ম-সম্বন্ধীয়** দয়াই সর্ব্বোপরি। সেই দয়া হইতে জীবগণকে কৃষ্ণভক্তি দিয়া সংসার-ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন হয়।

কৃষ্ণভক্তি প্রচার বা ভক্তিদানই নিত্য-দয়া; অপর দয়া অনিত্যা

বৈষ্ণবমাত্রেরই সর্ব্বভূত-দয়া একটী মহদ্‌গুণ যাহা ভক্তির উদয়ে উদিত হইবে। তবে সকল ভক্ত সর্ব্বপ্রকার দয়া করিতে পারেন না। ভক্তগণ-মধ্যে যাঁহারা ধনবান্ ও বলবান্ তাঁহারা জীবগণের শরীর ও মন-সম্বন্ধে দয়া করিতে পারেন। **কিন্তু যে-সকল ভক্তের কৃষ্ণভক্তি-ধন ব্যতীত অন্য ধন না থাকে, তাঁহারা জীবের সংসার-নিবৃত্তি ও কৃষ্ণভক্তি-প্রাপ্তির সহায়তায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন। এই প্রবৃত্তি হইতেই নগরে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন হয়;** ভক্তি-প্রচারের অন্য সকল **অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। এই দয়াই নিত্য।** অপর দুইপ্রকার দয়া অনিত্য।

শুদ্ধ ভক্তই দয়ালু; কর্ম্মী-জ্ঞানী প্রকৃত দয়ালু নহেন

শুদ্ধভক্তগণ প্রায়ই জীবের অধোগতি দেখিয়া গলিত হন এবং যথাসাধ্য তাহার শুভগতির জন্য যত্ন করেন। কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যমঙ্গল ততদূর অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহ-সম্বন্ধীয় ও মন-সম্বন্ধীয় দয়াকে অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডী ব্যক্তিগণ মন-সম্বন্ধীয় দয়াকে অধিক আদর করেন। **শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিপ্রচার-দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সাধনের যত্ন করেন।** যাহা হউক, দয়া কখনই ভক্তি হইতে পৃথক্ নয়। মূল বৃত্তি—প্রেম। সেই প্রেম কৃষ্ণে প্রযুক্ত হইলে **ভক্তি**, সৎজীবে প্রযুক্ত হইলে **মৈত্রী**, অমঙ্গল-প্রাপ্ত জীবে প্রযুক্ত হইলে **দয়া** এবং বিদ্বেষী অর্থাৎ দৃঢ় অসৎব্যক্তিতে প্রযুক্ত হইলে **উপেক্ষা**রূপে লক্ষিত হয়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-তিথিবাসরে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

ছিলাম যবে গৃহান্ধকূপে নিমগন,
তিলে তিলে আগুয়ান বরিতে মরণ,
কৃপাময় তথা হ'তে কৈলা উদ্ধারণ,
প্রণমি তোমায় গুরো অধমতারণ।

হেথা রাখি স্নেহডোরে করিয়া বন্ধন,
পরাত্মনিষ্ঠা-বেষ করাইলা ধারণ,
শিখাইলা মোরে ব্রত-মুকুন্দসেবন,
প্রণমি তোমায় গুরো অধমতারণ।

কোকিল অখিল প্রিয় যথা নিজগানে,
গৌড়ীয়-ভুবন মুগ্ধ তব গুণগ্রামে,
নিস্তব্ধিল সারা বিশ্ব তব অন্তর্দ্ধান,
প্রণমি তোমায় গুরো অধমতারণ।

তের-অপসম্প্রদায় ভণিলা তোতাপুরী,
তুমি তায় বর্ণাইলা তিনগুণ করি'
তাদের নাস্তিক্যবাদ করিলা চূর্ণন,
প্রণমি তোমায় গুরো অধমতারণ।

ধর্ম্মসভা-সমিতির যখনি আহ্বান,
ধ্বনি' উঠিলে কেশব-কেশরী গর্জ্জন,
ভয়ে কত সভা ত্যজি করে পলায়ন,
প্রণমি তোমায় গুরো অধমতারণ।

বেদান্তসিদ্ধান্ত-তত্ত্ব করি প্রকাশন,
পাঠাইলা দিকে দিকে প্রচারকগণ,
মায়াবাদ-গর্ত্ত হ'তে তারিলা ভুবন,
প্রণমি তোমায় গুরো অধমতারণ।

স্নেহের পুতুলী সম অনুগত জনে,
বেঁধেছিলে বাহুপাশে অপত্যবন্ধনে,
বুঝাইলে সযতনে সাধন-ভজন,
প্রণমি তোমায় গুরো অধমতারণ।

আচরি' ধর্ম্ম প্রভু যথা জীবেরে শিখায়,
তথা সবে জানাইলে ভবে অমায়ায়,
নিত্যানন্দস্বরূপের মূর্ত্ত প্রকাশন,
প্রণমি তোমায় গুরো অধমতারণ।

নির্ভীকতা, সরলতা আর গুর্ব্বেকনিষ্ঠা
ভূলোকে দেখিয়ে গেলে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা,
(কিন্তু) গোলোকে মঞ্জরীরূপে নিত্য বিদ্যমান,
প্রণমি তোমায় গুরো, ভক্তি দেহ দান।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ।
তাং ৯ই ফাল্গুন, ১৩৮৭

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপাপ্রার্থী—
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)
শ্রীভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব

সর্ব্বাগ্রে আমি মদীয় অভিষ্টদেব মদীশ্বর পরম করুণাময় পতিতপাবন শ্রীভগবানের অভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শ্রীচরণসরোজে অনন্তকোটি ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থণা করত 'শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে সাধু-শাস্ত্র বর্ণিত লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহোদয় গুর্ব্বষ্টকে লিখিয়াছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রিয়তম সেবক, সেই ভগবানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদও লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ)

জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন, শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় সেবাধিকারী হইলেও ভগবানের প্রকাশ স্বরূপ, ভগবানই গুরু। শ্রীগুরুদেব ভগবান্ গৌরাঙ্গদেবের প্রকাশবিগ্রহ বা অভিন্নমূর্ত্তি। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইয়াও ভগবৎপ্রেষ্ঠ, ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীগুরুদেব জীব নহেন, জীবের প্রভু ও আশ্রয়। শ্রীগুরুদেব স্বাংশ শক্তি—স্বরূপ শক্তি, কিন্তু জীব অনুচেতন, তটস্থা শক্তি—বিভিন্নাংশ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও উক্ত আছে যে,—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণে কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

কৃষ্ণ গুরুরূপেই জীবগণকে কৃপা ও আশ্রয় দিয়া থাকেন এবং মায়িক জগৎ হইতে উদ্ধার ও রক্ষা করিয়া থাকেন। নিজের সেবা নিজে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণ গুরুরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হন। এই জন্য গুরুকে কৃষ্ণের ন্যায় ভক্তি করিবে। গুরুকে ভগবানাপেক্ষা কোন অংশে কম্ মনে করিবে না। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের ন্যায় জানা, পূজা করা এবং সেবা করা। যদি আমরা তাহা না করি তবে শিষ্যস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইব।"

শ্রীমদ্ভাগবতে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন, "হে উদ্ধব! শ্রীআচার্য্যদেবকে মৎস্বরূপ বলিয়া জানিবে। মনুষ্য বুদ্ধিতে আচার্য্যকে কদাচ অনাদর করিবে না; কারণ গুরু সর্ব্বদেবময়।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে জগদ্গুরু শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু স্বকৃত শ্রীভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন (২১১-২১২)—"কর্ম্মীভিরপি স্বগুরৌ ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা। ততঃ সুতরামেব পরমার্থিভিস্তাদৃশে গুরৌ ইতি আহ।" "যস্য সাক্ষাদ্-ভগবতে জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥" —(ভাঃ ৭।১৫।২৬) পরমারাধ্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—কর্ম্মী-গণেরই যখন কর্ম্মী-গুরুর প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি করা কর্ত্তব্য তখন পারমার্থীগণ অবশ্যই স্ব-স্ব গুরুতে ভগবজত্ব-জ্ঞান করিবেন, এই হেতু শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—"জ্ঞান প্রদীপপ্রদাতা গুরু সাক্ষাদ্ভগবৎস্বরূপ; যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি, "ইনি মর্ত্ত্য" (মনুষ্য)"—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি করে তবে তাহার সমস্ত শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানতুল্য ব্যর্থ হইয়া থাকে।"

উক্ত শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ-টীকা—কিঞ্চ সত্যাং ভূয়স্যামপি ভক্তৌ গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিত্বে সর্ব্বমেব ব্যর্থং ভবতি। সাক্ষাদ্ ভগবতি-গুরৌ ভগবদংশবুদ্ধিরপি ন কার্য্যা। যদ্বা উপাস্যে ভগবত্যেব সাক্ষাদ্-বিদ্যমানে মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তস্য শ্রুতং ভগবন্মন্ত্রাদিকং-শ্রবণ মননাদিকঞ্চ ব্যর্থং ইত্যর্থঃ।

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্; এজন্য শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের অংশবুদ্ধি করাও উচিত নয়। প্রত্যক্ষ ভগবান্ সেই শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধিরূপ

দুর্ব্বুদ্ধি হইলে হরিকথা শ্রবণ, হরিস্মরণ, মন্ত্রজপ, শাস্ত্রালোচনা ও নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতি সবই ব্যর্থ হয়।

'গুরু'-শব্দের 'গু'—অর্থে অন্ধকার, 'রু'—অর্থাৎ আলোক। যিনি কৃপাপূর্ব্বক সংসার-অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া ভগবজ্জ্ঞান প্রদান করিয়া কোটিচন্দ্র সুশীতল নিত্যসুখময় শ্রীভগবচ্চরণরূপ আলোকে জীবকে পৌঁছাইয়া দেন, সেই প্রেমভক্তি প্রদাতা কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ পারমার্থিক গুরুকে যে ভগবদ্বুদ্ধি করিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। উক্ত শ্লোকে সর্ব্বদেবময় যে শব্দ রহিয়াছে তাহার অর্থ এই যে, যেমন নরানাং দেবঃ নরদেবঃ, সর্ব্বেষাং দেবঃ সর্ব্বদেবঃ অর্থাৎ কৃষ্ণ। গুরু সর্ব্বদেবময়, অর্থাৎ কৃষ্ণময়। যাঁহার অন্তর ও বাহিরে কৃষ্ণদর্শন হয়, তিনিই কৃষ্ণময়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁহার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর আরো বলিয়াছেন, "শ্রীগুরুদেব বিষয়-বিগ্রহ বা মূল আশ্রয় বিগ্রহ নহেন, তিনি মূল আশ্রয়বিগ্রহের প্রকাশমূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ, কিন্তু শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ Dominating Absolute বা ভোক্তা ভগবান্ আর শ্রীগুরুদেব Predominated Absolute বা সেবক ভগবান্—আরাধক ভগবান্। আশ্রয় বিগ্রহ ও সেবা-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণের প্রিয়তম ও কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ—ইহাই গুরুতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান আর শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি। যেহেতু গুরুদেব শক্তিতত্ত্ব, নিত্যলীলায় শ্রীরাধার নিজজন বা প্রিয়সখী—ব্রজের গোপীর মঞ্জরী সেইহেতু তাঁহার শ্রীচরণে তুলসীদান শাস্ত্রবিধি সম্মত নহে। শ্রীগুরুদেবের হস্তে তুলসী দেওয়াই বিধি। একমাত্র বিষয়-বিগ্রহের শ্রীচরণেই তুলসী দেওয়া শাস্ত্রমতে শুদ্ধ-বিচার। অনেক অপসম্প্রদায় এই বিচার না মানিয়া শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করিয়া থাকে।

দীক্ষা ও শিক্ষাভেদে গুরু দ্বিবিধ। যিনি দীক্ষা-মন্ত্র দান করেন তিনি দীক্ষা গুরু, তিনি দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ পূর্ণবস্তুর জ্ঞান প্রদান করেন। "কৃষ্ণই আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস"—এই দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান দীক্ষা-গুরুই দিয়া থাকেন। শিক্ষা-গুরু অনর্থ নিবৃত্তির উপায় বলিয়া দেন ও তৎপরে শুদ্ধভজন-শিক্ষা দেন। উভয় গুরুই আশ্রয়বিগ্রহ, সেবাবিগ্রহ,

কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃপাময়। শাস্ত্রে চৈত্ত্যগুরুর উল্লেখ পাওয়া যায়। হৃদয়বিহারী শ্রীহরিই চৈত্ত্যগুরু।

শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
কিবা বর্ণি, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্য প্রবীণ॥ (চৈঃ চঃ)
আসল কথা ছাড়ি ভাই বর্ণে যে করে আদর।
অসদ্ গুরু করি তার বিনষ্ট পূর্ব্বাপর॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে-কোন কুলে জন্ম হউক না কেন বা যে কোন আশ্রমের বা বর্ণের অন্তর্গত বা বহির্ভূত হো'ন না কেন, যিনি কৃষ্ণ-স্বরূপ, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণনাম প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ অবগত ও কৃষ্ণ-সেবাপর আছেন তিনিই গুরু-শব্দবাচ্য। পদ্মপুরাণ বলেন,—

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরু র্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ধৃত পাদ্মবচন)

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্মনিপুণ এবং মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব হইলে গুরু হইতে পারেন না। কিন্তু চণ্ডালকুলে প্রকটিত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবই গুরু হইবার যোগ্য। পদ্মপুরাণ আরও বলিয়াছেন—

বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন —ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু ভগবৎপ্রিয় অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হইলেও উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরও শ্রীগুরুদেব। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

—

তত্ত্ব-সংগ্রহ

স্ব-ভক্তগণকে নিজ ভজনমুদ্রা প্রদান করিবার জন্য ও অনর্পিত-চর উজ্জ্বল-কৃষ্ণ-প্রেমা জগতের সর্ব্বজীবে প্রদান করিবার জন্য অপার করুণাময় ভগবান্ অভিন্নব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লোকশিক্ষার্থ ও "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ"—এই শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষার জন্য ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ মধ্বমুনিকে বৃদ্ধবৈষ্ণবত্বে অঙ্গীকার করিলেও তাঁহাদের তত্ত্ববাদশাখার অধস্তনগণের উপাসনা-প্রণালী ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তি এক নহে, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৯ম অধ্যায় পাঠে জানিতে পারি, যথা—

"তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে প্রবীণ।
তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥
সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥
আচার্য্য কহে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠগমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্রনিরূপণ॥
প্রভু কহে, শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা ফলের পরম সাধন॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ পুরুষার্থ-সীমা॥
কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
কর্ম্ম হইতে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি কভু নয়॥
পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥
কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন॥
প্রভু কহে, কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥"

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীপাদ জীব গোস্বামি-বিরচিত তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকায় তত্ত্ববাদশাখাস্থ বৈষ্ণবমতের সহিত যে ভেদচতুষ্টয় লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা, এই—

"ভক্তানাং বিপ্রানামেব মোক্ষঃ, দেবা ভক্তেষু মুখ্যাঃ, বিরিঞ্চস্যৈব সাযুজ্যং, লক্ষ্ম্যা জীবকোটিত্বমিত্যেবং মতবিশেষঃ" অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণভক্তের মোক্ষ, ভক্তগণের মধ্যে দেবগণই প্রধান, ব্রহ্মার সাযুজ্য এবং লক্ষ্মীদেবী জীবকোটীর অন্তর্ভুক্তা।' শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগতজন ঐসকল বিচারে মতসাম্য প্রদর্শন করেন না। এ স্থানে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্মধ্বমুনির সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিয়াছেন, অপর তিনটী সম্প্রদায়কে প্রত্যাখ্যান করিলেন কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ঐ মত কেবলাদ্বৈতবাদরূপ ভ্রম হইতে অনেক দূরে থাকে। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় তত্ত্বসন্দর্ভটীকায় লিখিয়াছেন,—"কেনচিৎ শঙ্করেণ সহ বিবাদে মধ্বস্য মতং ব্যাসঃ স্বীচক্রে শঙ্করস্য তু তত্যাজ ইত্যৈতিহ্যমস্তি" অর্থাৎ কোন সময় শঙ্করের সহিত শ্রীল মধ্বমুনির বিবাদ উপস্থিত হইলে শ্রীল ব্যাসদেব মধ্বমুনির মতই স্বীকার করিয়া শঙ্করকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এইরূপ ঐতিহ্য প্রচলিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববাদিগণের কোন কথা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা দেখিতে পাই, যথা শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৯ম অধ্যায়—

"সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্য বিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়॥"

অর্থাৎ তত্ত্ববাদিগণ মায়া-বাদিগণের ন্যায় সত্যবস্তুকে মায়ার অন্তর্গত বিচার করেন না, তাঁহারা জীব ও জড়জগতের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র বলেন না, কিন্তু "সর্ব্বং বস্তু সত্যম" ইতি বাদস্তত্ত্ববাদস্তদুপ-দেষ্টৃণামিত্যর্থঃ। এইত গেল বৈদিক সিদ্ধান্তবিচারের কথা। রসতত্ত্ব বিচারেও আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ সম্প্রদায়ের অধস্তন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দীক্ষাদাতা শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতিতেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত উজ্জ্বল প্রেমভক্তিরসের আবির্ভাব হয় নাই। মধুর রসের কথা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের বাক্যে পাওয়া গেলেও তৎকালে অধিক বিস্তার লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধদ্বৈত-বাদিগণকেই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এরূপও নহে। তাঁহাদের প্রতিও শ্রীল গৌরসুন্দর যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই; এমন কি,

তাঁহাদিগকে "ভক্ত্যেকরক্ষক" বলিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন। এসব কথা চৈতন্য-চরিতামৃত আলোচনা করিলে আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারি।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য-প্রথমপর্য্যায়োদিত শ্রীল বিষ্ণু-স্বামিসম্প্রদায়ের অধস্তন শ্রীধর স্বামী। ইঁহার ভাগবতটীকা মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের কথা পাওয়া যায়—অনেকেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও নির্ব্বিশিষ্ট মায়াবাদ বা কেবল-দ্বৈতবাদের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া তদুভয়ের সাম্য বুদ্ধি করিয়া থাকেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল বল্লভাচার্য্যও ন্যূনাধিক সেইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও তাদৃশ পণ্ডিতাভিমানীর অভাব নাই। পাণ্ডিত্যের স্বভাব এই যে, তাঁহাদের শ্রৌতপন্থা বা আনুগত্য ধর্ম্মের শৈথিল্যনিবন্ধন নিজাধিকারেই সকল কথা বিচার করিতে চান।

কেবলাদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতাবাদের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা উভয়েই বস্তু স্বীকার করেন। কেবলা-দ্বৈতবিচারে বস্তুর শক্তি ও কার্য্য বিবর্ত্তজনিত মিথ্যা-প্রতীতিমাত্র। কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদে বস্তু, বস্তুশক্তি ও কার্য্যের প্রতীতি সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহা বেদসম্মত। কেবলাদ্বৈতবাদ অনেকটা বেদাশ্রয়া নহে। বেদশাস্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত সংখ্যাগত ভেদ বা বৈশিষ্ট্যের উভয় কথাই শ্রবণ করা যায়। বেদের একদেশদর্শনফলে কেহ কোন একটী মতবাদ গ্রহণ করিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন মাত্র, তাঁহাদের বিচার সর্ব্বাংশে সুষ্ঠু নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নিম্বার্ক স্বামী দ্বৈতাদ্বৈত বিচার প্রদর্শন করিয়া শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈতাচন্তা বিচারেও শ্রৌতপথের অসম্পূর্ণ বিচার লক্ষিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদ-বিচারে সর্ব্বশাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। সর্ব্ব শাস্ত্রের সমন্বয় ও বিচারে সুষ্ঠুতা একমাত্র ইহাতেই লক্ষিত হয়। শুধু তাহাই নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাবদান্য, যাহা পূর্ব্বে কখনও প্রদত্ত হয় নাই সেই উন্নত উজ্জ্বল পারকীয় মধুর রসমাধুর্য্য জগতের সর্ব্বজীবে প্রদান করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে সেই রসের আবির্ভাব আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য দ্বিতীয় পর্য্যায়স্থ বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের আবির্ভাব। তাঁহার বাক্যমধ্যে মধুর রসের কথা পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই কথাই পুনরায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অবতারের ও উপদেশের বৈশিষ্ট্য কোথায়? এই বিষয়টী অতীব গূঢ়,

তাহা সাধারণের মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করত উক্ত বিষয়টী বিচার করিয়া বুঝিয়া লইতে পারেন। আমরা এইস্থানে উহার দিগ্‌দর্শন মাত্র প্রদর্শন করিব।

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাক্যে গোপীর আনুগত্য কৃষ্ণ-সম্ভোগ-পিপাসা অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শনলালসা, কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শনলালসা প্রভৃতি ভাবসমূহ স্পষ্টীকৃত হইলেও আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তার চরম শ্রীমতী রাধিকার মহিমা ও তাঁহার দাস্য মাধুর্য্যের উপলব্ধি তাঁহাতে ছিল না। রাধাদাস্যমাধুর্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কোন আচার্য্যই কীর্ত্তন করেন নাই। রাধার দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণলীলায় সম্যক্ প্রবেশাধিকার হয় না। রাধার দাসীগণ ব্যতীত অন্য গোপীগণের সমর্থা রতি নাই। সমর্থা রতিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হইতে পারে, তাহা রাধার কৃপায় তাঁহার দাসীগণমধ্যেই সম্ভব; অন্যের কথা কি, তাহা চন্দ্রাবলীতেও রসোৎকর্ষের জন্য কথঞ্চিৎ প্রতিভাত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সম্ভব হয় না। কৃষ্ণরূপদর্শন-লালসা, কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শন-লালসা সাধারণী-রতি অর্থাৎ কুব্জপরিকরগণের মধ্যেও লক্ষিত হয়, তাহাতে পারকীয় ভাবের কথা থাকিলেও তাহা মহিষীগণের ভাব হইতেও ন্যূন। তাহাতে সম্ভোগপিপাসা অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার উদ্দেশ আছে বলিয়া তাহা রাধা বা রাধার দাসীগণের ভাব দূরে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাবে অবস্থিতি-লীলা প্রদর্শন করিয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাঁহার সহিত অন্যের বাক্যগুলি বিচার করিলে তাঁহার বাক্যের মহত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। শ্রীল বিল্বমঙ্গল তদীয় কর্ণামৃতে ৪৩শ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামম্বুরুহবিলোচনং বালম্।
দ্বাভ্যামপি পরিরব্ধুং দূরে মম হন্ত দৈবসামগ্রী॥

এই বাক্যে তাঁহার কৃষ্ণসম্ভোগলালসা অত্যন্ত প্রবল। অবশ্য তাহা বহু সুকৃতির ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যের মহত্ত্ব তদপেক্ষা আরও অনেক গুণে অধিক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

আমি কৃষ্ণপাদসেবানিরতা কৃষ্ণদাসী, তিনি আমাকে আত্মসাৎ করুন অথবা অদর্শনজন্য মর্ম্মাহত করুন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ, তাঁহার অনুগমন আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমি স্বেচ্ছাচারিণী নহি যে, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে আমার কোন সেবাবৃত্তি দেখাইতে পারি, নিজ সুখদুঃখে উদাসীন থাকিয়া কামদেবের কামনা পুরণেচ্ছাই প্রেমের স্বরূপ, তাহা চৈতন্যচরণাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে প্রবলরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যলীলার আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, বিষয় ও আশ্রয়গত ভগবত্তায় ছোট বড় পরিমাণ আসিয়া উপস্থিত হইলে জীবানুভূতিতে আশ্রয়-গত লীলার অণুত্বের বা ক্ষুদ্রত্বের ধারণা প্রবেশ করে। পূর্ব্বতত্ত্বাচার্য্যগণের বিষয়জাতীয় ভগবানে যতদূর অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তায় তাদৃশ দেখা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে,—

আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তায় প্রেমাধিক্য বশতঃ বিষয়জাতীয় ভগবত্তাপেক্ষা আশ্রয়ের শ্রেষ্ঠতা। সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত সুষ্ঠুরূপে বিচার করিলে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যের সত্যতা ও বিচারের গাম্ভীর্য্য বুঝিতে পারিব।

দুই বন্ধুর আলাপ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৪ পৃষ্ঠার পর]

প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরমাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৭-৮)

সংসার হইতে নিষ্কৃতি-লাভের যে একমাত্র উপায় মুকুন্দ-সেবা, তাহাতে নিষ্ঠা উৎপন্ন করার জন্যই সাধক বেষ গ্রহণ করিবেন। বেষ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সিদ্ধাবস্থা লাভ ঘটিয়াছে এরূপ যদি কেহ মনে করেন, তিনি শাস্ত্রমর্ম্ম-বিষয়ে অজ্ঞতারই পরিচয় দিবেন অথবা মায়াদেবীর প্রধানা সহচরী যে মাৎসর্য্য তদ্দ্বারা তিনি বিশেষভাবে কবলিত হইয়াছেন—ইহাই বুঝিতে হইবে।

কেবলমাত্র সাধক-ভক্তই যে বৈষ্ণবচিহ্নাদি ধারণ করেন তাহা নহে, সিদ্ধভক্তও তাহা ধারণ করিয়া থাকেন—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাই, চিত্ত যাহাকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করে, তাহার আচার-ব্যবহার, বেষ-ভূষা ও স্বভাবাদি সমস্তই তাহার আকর্ষণের বিষয় হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গে তিলক শোভা পাইতেছেন এবং এই তিলক দর্শন এবং তাঁহার প্রিয়া তুলসীর সম্মাননা দর্শনে তাঁহার অতীব সন্তোষ হয়। এই জন্যই সর্ব্ব-প্রকার ভক্ত ঐ চিহ্নাদি ধারণ করেন। নরেন, তোমরা কেন পাশ্চাত্য-দেশীয় পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিতেছ, বল দেখি? তোমরা পাশ্চাত্য-দেশীয় ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর—ইহাই কি তাহার কারণ নহে? কিন্তু ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তদিগকে তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে পারিতেছ না দেখিয়া আমরা সর্ব্বদা তোমাদের জন্য দুঃখ বোধ করিতেছি। যাহা হউক, শ্রেষ্ঠের অনুসরণ অথবা অনুকরণ উভয়ই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীগীতা বলেন,—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (গীতা ৩।২১)

[শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুসরণ করেন। তিনি যাহা প্রমাণ স্বীকার করেন, লোকে তাহাতে অনুবর্ত্তী হয়।]

ভাই, ভগবদ্ভক্তগণ দাম্ভিক নহেন। তাঁহারা ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করত "সোঽহং" বিচারে দম্ভপরায়ণ হইয়া ভগবানের ভগবত্তা গ্রাস করিতে গিয়া আসুরিক প্রবৃত্তির পরিচয় দেন না; পরন্তু তাঁহারা "সোঽহং"-বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য "তৃণাদপি সুনীচতা"র সুষ্ঠুতা সাধনের জন্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিলকাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন-ধারণও ঐরূপ তৃণাদপি সুনীচভাব-সাধক। ভাই, তুমি ভক্তের প্রতি মৎসর-ভাব পরিত্যাগ কর। মৎসরতার ন্যায় অশুভকর এবং ক্লেশদায়ক বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। তৃণাদপি সুনীচতাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ। যতদিন পর্য্যন্ত না জীবের তাহাতে অধিকার লাভ ঘটে, ততদিন তাহার জিহ্বা কখনও শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় না। অন্তরে দাম্ভিকতা পোষণ করত মুখে যে নাম গ্রহণের চেষ্টা, তাহা ব্যর্থতায়ই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তাই কুন্তীদেবী শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্॥ (ভাঃ ১।৮।২৬)

[হে কৃষ্ণ! সৎকুল, বিদ্যা এবং রূপাদিলাভে যাহার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিরভিমান নিষ্কামভক্তের লভ্য তোমার "শ্রীকৃষ্ণ' 'গোবিন্দ' ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয় না।]

ভাই! উচ্চকুলে জন্ম-জনিত মদ, ঐশ্বর্য্য-মদ, বিদ্যা-মদ ও রূপ-মদ—এই চারিপ্রকার মদে যতদিন জীব মত্ত থাকে, ততদিন সে একমাত্র অকিঞ্চনগণের কীর্ত্তনীয় শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনে কখনই অধিকার লাভ করিতে পারে না। তত্তৎমদ তাহাকে দাম্ভিক করিয়া নিষ্কিঞ্চন সাধুদের নিকট প্রপত্তি স্বীকার করিতে দেয় না। সুতরাং আমার একান্ত অনুরোধ—তুমি এই প্রকার মদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা কর। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।

মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকুলে কি ভগবান্ পাওয়া যায় না?—তোমার এই কথাটী হইতে তোমার হৃদয়ের ভাব পরিস্ফুট। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তির অনুকূল ক্রিয়া-মুদ্রা গ্রহণ করিতে তোমার লজ্জা বা ঘৃণা হইতেছে, তজ্জন্য মি ফাঁকির আশ্রয় লইতে চাহিতেছ। ইহা তোমার ভগবৎ-প্রাপ্তি-বিষয়ে অতীব্রতা বা শৈথিল্যের পরিচয় দিতেছে। অথবা জ্ঞান-যোগাদি সাধন প্রভাবে অরূপ-ব্রহ্মও নির্ব্বিলাস পরমাত্ম-গতিকেই ভগবৎ-প্রাপ্তি বলিয়া তুমি জ্ঞান করিতেছ। প্রথমে ক্ষেত্র সম্বন্ধে বক্তব্য হইতেছে—মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে শক্তি লাভ করিবার জন্যই অনুকূল ক্রিয়া-মুদ্রা। এইগুলি সাধকের মনটীকে ভগবৎ-স্মৃতি দ্বারা পবিত্র করিবে। অপবিত্র বা মলিন মনে ভগবৎ স্মৃতি সম্ভব নহে। "মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ" (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৫০)। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১।৭।৪)

ভক্তিযোগের দ্বারা মন সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হইলে পূর্ণ-পুরুষকে ও তদাশ্রিত মায়াকে দর্শন করা সম্ভব হয়। এই ভক্তিযোগই মনকে সম্যক্-রূপে নির্ম্মলতা প্রদান করিতে সক্ষম। এই ভক্তির বহু প্রকার অঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ৬৪ প্রকার প্রধান। মালা-তিলকাদি ধারণ এবং তুলসী-মালিকা-সহযোগে শ্রীহরিনাম গ্রহণ উক্ত ৬৪ প্রকার মধ্যে একবিংশ-তিতম পর্য্যায়। নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি যাহাতে লাভ করা যায়, তজ্জন্যই শ্রীভগবৎ প্রিয়তমা শ্রীতুলসী-দেবীর আনুগত্যে শ্রীতুলসী-মালিকায় নাম-সংখ্যা রক্ষা করা হয়। যদি সংখ্যা রক্ষা না করা হয়, তবে অনর্থগ্রস্ত

সাধক নাম-ভজনে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। অনর্থগ্রস্ত সাধকের মন শ্রীভগবানে রতিবিশিষ্ট নহে বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিতে চাহে না। সে সর্ব্বদা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি বিষয়াকৃষ্ট বলিয়া তদ্বিষয়েই লিপ্ত থাকিতে চাহে। ভগবৎ-চিন্তাদি তাহার রুচিকর হয় না; অথচ এই আপাত অরুচিকর বস্তুই তাহার অরুচি-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ এবং ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত অবস্থার স্বচ্ছন্দ স্বাস্থ্য-সুখ। যেরূপ আপাত রুচিকর কুপথ্য পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণ করিলে ব্যাধিমুক্তি ও স্বাস্থ্যসুখ লাভ হয়, তদ্রূপ শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তি ভবব্যাধির সুচিকিৎসক শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করত শ্রীনাম-ভজনে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে শ্রীনাম-গ্রহণে স্বাভাবিক অরুচি থাকা সত্ত্বেও শিষ্যত্বের লক্ষণ-স্বরূপ গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য তাহার গাঢ় শ্রদ্ধাহেতু সে গুরুদেবের নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে থাকে। শ্রীগুরুদেব তাহাকে শ্রীভগৎ-স্মৃতিতে নৈরন্তর্য্য লাভ করিবার জন্য নামগ্রহণ-কালে প্রথমতঃ সংখ্যা রক্ষা করিতে উপদেশ করেন। শ্রীগুরুবাক্য-রক্ষাব্রতী শিষ্য অনর্থ-যুক্তাবস্থায় অনর্থের আক্রমণে শ্রীনাম গ্রহণ হইতে বিরত হইতে ইচ্ছা করিলেও, সে গুরুবাক্য-রক্ষাব্রতী বলিয়া সংখ্যা অসম্পূর্ণ রাখিতে পারে না। অনর্থের প্রকোপ তাহাকে বাধা দিলেও সে যত্ন-সহকারে সংখ্যা পূর্ণ করিতে থাকে। তৎফলে তাহার অনর্থ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং সাধক নামে রুচিরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া ধন্য হয়। কিন্তু যাহারা এই নাম-গ্রহণে সংখ্যা রক্ষণে যত্নবান্ নহেন, তাহাদের অনর্থ ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে শ্রীনামসেবা হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া বিষয়-সেবায় নিযুক্ত করে। ফলে তাহাদের দুর্ল্লভ জন্ম ব্যর্থ হইয়া যায় এবং নিরয়গামী হইয়া দুঃখ-লাভ ঘটে। ভাই, তজ্জন্য সংখ্যা-রক্ষাপূর্ব্বক নাম-গ্রহণ করাই অনর্থযুক্তাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। এইরূপ সংখ্যাপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে আমরা নিশ্চয়ই ভজন-পথে উন্নত হইতে পারিব এবং ক্রমশঃ নৈরন্তর্য্যযুক্ত ভগবৎ-স্মৃতি লাভ করত ধন্য হইব। শাস্ত্রোপদেশ, যথা—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দয়োঃ ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

ভাই, তোমরা পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় সনাতনধর্ম্ম শাস্ত্রানু-বর্ত্তনে শ্রীহরিনামের মালিকা তোমার নিকট অশোভন বলিয়া বিবেচিত

হওয়া কি ঠিক? দেখ, সনাতনী ব্যতীত পাশ্চাত্য-দেশীয় ধর্ম্মমতেও আমরা মালিকা ব্যবহার-প্রণালী লক্ষ্য করিতে পাই। মুসলমান, খৃষ্টীয়ান (রোম্যান্ ক্যাথলিক), বৌদ্ধ, নানকপন্থী প্রভৃতি অনেকেই ত' এই সংখ্যা-পূর্ব্বক মালা জপার পক্ষপাতী। তুমি মস্তকে শিখা রাখিতে আতঙ্কিত, কিন্তু মুসলমান, খৃষ্টীয়ান ও শিখদের গোঁফ-দাড়ি রাখাকে তদ্রূপ ভয়াবহ বলিয়া বিবেচনা কর না। তুমি বৈরাগ্যসূচক কৌপীন-কাঁথা দেখিয়া কুঞ্চিত হও, কিন্তু পাদ্রীসাহেবের অদ্ভুত আলখেল্লা দেখিলে উৎফুল্ল হইয়া উঠ; গলদেশে তুলসী মালিকা ধারণ তোমার নিকট মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার, কিন্তু নেক্-টাই, ক্রুশচিহ্ন, মুসলমান তাবিজ, শিখদের লোহার বালা, মিলিটারীর নম্বর-পদক তোমায় পীড়ন করে না। ভাই, তোমার এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া বড়ই দুঃখ অনুভব করি। তুমি "হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন" রচয়িতা কবি মাইকেলের উপদেশ অনুসরণ করিয়া নিজস্ব সম্পদে রুচিবিশিষ্ট হইলে তোমার মঙ্গল হইবে; আমরাও আনন্দিত হইব।

নরেন্দ্র—ভাই, তুমি যে বিচার দেখাইতেছ তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি বলিতেছি—আমাদের হিন্দুধর্ম্মে এমন অনেক ভক্তই রহিয়াছেন যাঁহারা তোমাদের ন্যায় তিলক-মালাদি গ্রহণ না করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং তোমার মতটীই যে মত, অন্যটী কিছু নহে—ইহা আমি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। আমরা মহাজন-মুখে শুনিয়াছি—**"যত মত তত পথ"**। সুতরাং তোমার ঐ গোঁড়ামি কেহই বরদাস্ত করিবে না। তোমার ঐ মত ভাল লাগে, তুমি উহা গ্রহণ কর; কিন্তু তাই বলিয়া সকলকেই উহা গ্রহণ করিতে হইবে—এরূপ বিচার সঙ্গত নহে।

দেবেন্দ্র—ভাই নরেন, তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না। তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ। তোমার বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তুমি আমার ২য় অনুমান অনুযায়ী বিচার পোষণ কর। যাহা হউক, এতদুত্তরে আমার বিনীত নিবেদন—আমি তোমার স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা রাখি না। তুমি তোমার স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে চলিবে—ইহাতে আমার লাভ-ক্ষতি কিছু নাই। তবে, ফলাফলভোগী ত' তুমিই হইবে, তজ্জন্য ভবিষ্যৎ বিষয়ে বিচার করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য এবং শুভাশুভ সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া বন্ধুর কৃত্য। **"যত মত তত পথ"** কথাটী দ্বারা সমস্ত মতেরই পরিণতি একইরূপ হইবে—ইহা যদি

তোমার ধারণা হয়, তবে আমি উহা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক—এই তিন গুণের ক্রিয়ার ফল একই প্রকার —ইহা মিথ্যা। নানাদিক্ হইতে রাস্তা আসিয়া কোন বিন্দুতে মিলিত হইতে পারে—ইহা সত্য। ইহা সত্য বলিয়াই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থানের চতুর্দ্দিকে নানা পথ প্রসূত দেখা যাইতেছে এবং আমরা ঐ সংযোগ বিন্দুতে অবস্থান করিতেছি বলিয়াই যে-কোন একটী পথ গ্রহণ করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু ঐ বিভিন্ন পথগুলি-দ্বারা আমরা কখনই একই স্থানে পৌঁছাইতে সক্ষম হইব না, কারণ তাহা বিভিন্নমুখী। তাই নরকগামী রাস্তা অবলম্বন করিয়া নরকেই পৌঁছিব, বৈকুণ্ঠে যাওয়া ঘটিবে না। আবার বৈকুণ্ঠের পথ অবলম্বন করিলে বৈকুণ্ঠলাভই ঘটিবে, তাহাকে নরক দর্শন করিতে হইবে না। সুতরাং বৈকুণ্ঠলাভের পথ—সেটী স্বতন্ত্র; বদ্ধ জীবের ইচ্ছানুসারে যে-কোন একটী গ্রহণ করিলেই চলিবে না।

শুদ্ধভক্তি-পথদ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগমার্গ-দ্বারা সেই একই ফল কখনই পাওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তি-পথে ভগবৎপ্রেম-রূপ পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ হয়। আর ভক্ত্যানুগতাবিহীন স্বতন্ত্র কর্ম্ম জ্ঞান-যোগপথ যথাক্রমে স্বর্গ-নরকরূপ জাগতিক সুখ-দুঃখ, আত্ম-হত্যারূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। শুদ্ধ-ভক্তের স্থান চিন্ময় গোলোক-বৈকুণ্ঠ, জ্ঞানী-যোগীর স্থান আধুনিক অস্ত্রোপচারকের ক্লোরফর্ম্ম করিবার টেবিল-স্বরূপ ব্রহ্মলোক; অর্থাৎ, অস্ত্রোপচার খুব ভালই হইয়াছিল বটে, কিন্তু রোগী মারা গেল। আর কর্ম্মীর স্থান স্বর্গ-নরকাদি চতুর্দ্দশ লোক। সুতরাং সমস্ত পথই একস্থানে পৌঁছিতে পারিতেছে না। একাকার করিয়া গোঁজামিল দিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি দেওয়া যায় বটে, কিন্তু সদ্গুরু-কৃপাপ্রাপ্ত জীব উহা অনায়াসেই ধরিয়া ফেলে।

নরেন্দ্র—ভাই, তোমার কথার শেষাংশটুকু ভালরূপ অনুধাবন করিতে পারিলাম না। তুমি কি ইহা বিস্তার করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিবে?

দেবেন্দ্র—তোমার যখন শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন ইহা তোমাকে না বলিয়া আমি আর কাহাকে বলিব? তবে এখন রাত্র হইয়া পড়িল, সন্ধ্যা অনেক্ষণ অতীত হইয়াছে। অদ্য ঘরে চল, আগামীকল্য পুনরায় এবিষয়ে আলোচনা করিব। **(ক্রমশঃ)**

সেবাকার্য্যে শ্রীদেবানন্দ মঠের সেবকবৃন্দের অগ্রগতি

এই তো সেদিন মঠের মহারাজগণ ঠিক করলেন জনসাধারণের হিতার্থে কতগুলি কার্য্যের বিভাগ কিছু পরিবর্দ্ধন করা প্রয়োজন। প্রধান কর্ম্মস্থল শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরের দক্ষিণাংশের জমি প্রায় ৬০ (ষাট) হাজার টাকা মূল্যে-ক্রয় করা হইয়াছিল। শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের আন্তরিকতার আহ্বানে কতকগুলি ভক্তের সাড়া পাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করিলেন কতগুলি গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য। শুনে নয়, কাগজের নয়, নিজের চর্ম্ম-চক্ষে দর্শন করুন একতলবিশিষ্ট প্রায় ছাব্বিশটি ছাদ-সমেত গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে জনসাধারণের সুকল্যাণের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঘর, গ্রন্থাগার, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী (যাহা সরকার অনুমোদিত), শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত আদর্শ বিদ্যালয়, বহিরাগত যাত্রীর জন্য অতিথিশালা প্রভৃতি খোলা হইয়াছে। ইহাতে পানীয় জলের কল, পায়খানা-প্রস্রাবের সুবন্দোবস্তও করা হইয়াছে এবং একটি বড় সভাকক্ষের নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা গোলোকগত শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আদর্শে প্রনোদিত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থী সভাপতি শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ ও শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজের অদম্য প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের সেবা-কার্য্যে অগ্রগতি আমরা দেখিতেছি। গত ১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সর্ব্বশ্রী নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহারাজ, কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, রামানন্দ ব্রহ্মচারী, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী এবং আরও অনেক ব্রহ্মচারী যেভাবে উদ্ধার-কার্য্য করিয়াছেন, আর্থিক ও আহার্য্যাদি দান করিয়াছেন তাহা স্মরণীয়।

বর্ত্তমানে প্রায় দৈনিক ৫০/৬০ জন রুগীকে দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ দান করা হইতেছে।

উপরোক্ত নির্ম্মাণ কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ভক্তবৃন্দ উপযুক্ত সাহায্য দান করিয়া মহারাজদের কার্য্যে পাশে দাঁড়ান। তাহা হইলে ঐ কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে এবং জনসাধারণ ইহাতে প্রচুর সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন আশা করা যায়।

নদীয়া জেলার একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীভুপেশচন্দ্র বণিক মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাদি বিশদভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে প্রশংশা-পত্র দিয়াছেন তাহা অত্র এতৎসহ প্রকাশ করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করা হইল।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়
চারিচারাপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

GOVERMENT OF WEST BENGAL
COLLECTOR OF NADIA. KRISHNAGAR

From—
Shri B. C. Banik,
Deputy Magistrate &
Deputy Collector, Nadia.

Dated Krishnagar,
the 8th March, 1981

I visited Shri Devananda Goudiya Math, Nabadwip. About hundred desciples are serving to the God Shri Chaitanny Mahaprabhu and Radha-Krishna deities of the temple. This religious organisation is also engaged in the social work including Seva, Puja and Bhajan.

The activites are follows thus :—

1. Free Sanskrit teaching to abouut 25 students coming from different parts of India through a organised Chatuspathi for which Govt. grants are allowed.

2. A Free Primary school is running from 1972 with qualified teachers.

3. Free Library facility avail about fifty local people through a library. A big Library Hall is under construction in southern side of the present Nat Mandir.

4. Rendering Medical help to about 8000 patients annually. An out-door new Dispensary is under construction.

5. A small Dharmasala is existing at present, but a big Public Dharmasala is under construction for entertaining visitors. For this thanks to donars.

The organisation is running smoothly under the guidence of Swami B. V. Baman Maharaj, President-Acharyya and Swami B. V. Narayan Maharaj, Vice-President is takes keen interest for further development of the organisation.

Lastly, I express my heartfelt thanks to my friends Shri Nobajogendra Brahmachari Maharaj and Shri Nilmony Mukherjee in Charicharapara (Nabadwip) who are very kindly showed me the different activites of the organisation.

Sd/— 8. 3. 81

(**Bhupesh Ch. Banik**)

Deputy Magistrate &

Deputy Collector, Krishnagar.

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিসৃতধারায় সমিতির বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অনুকম্পায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত সহস্র সহস্র যাত্রীগণ বর্ত্তমান বৎসরেও শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে সমবেত হইয়া শ্রীগুরুবর্গের এবং শ্রীগৌরহরির উদ্দেশ্যে অনুগ্রহে সুশৃঙ্খল ও নির্ব্বিঘ্নে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিয়া পাদসেবনরূপে ভক্ত্যঙ্গ যাজন করত আপন আপন জীবন ধন্যাতি-ধন্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

হরিকথা-কীর্ত্তনই পরিক্রমার স্বরূপ এবং তদ্বিষয়ে শ্রীমঠের পরমপূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণ কিছুমাত্র কার্পণ্য না করিয়া অহর্নিশ মুক্তকণ্ঠে হরিকথা-কীর্ত্তন এবং শ্রবণ করাইয়া বদ্ধজীবগণের পরম ও চরম কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখতা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাবদান্য এবং তাঁহার ভক্তগণ মহামহাবদান্য। চোখ ঢাকা বলদের ন্যায় গৃহমেধী জীব গৃহ-পরিক্রমা করিতে করিতে নিত্যদেশের নিত্যধামের পরিক্রমার-কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কত চৌরাশি লক্ষ যোনি ঐরূপভাবে এবং গৃহান্ধকূপ-পরিক্রমা করিতে করিতে এতই আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে যে, নিত্যধাম পরিক্রমার সার্থকতা বা তার প্রয়োজন আছে—একথা কিছুমাত্র উপলব্ধির বিষয় হয় না। হতভাগ্য বদ্ধজীবের কৃষ্ণবিমুখতারূপ দুঃখ-দুর্দ্দশাদি দর্শন করিয়া পরদুঃখে দুঃখী পরম দয়াল বৈষ্ণব আচার্য্যগণ সংসার অন্ধকূপ হইতে আকর্ষণ করিয়া শ্রীধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা করত তাহাদের সুকৃতি সঞ্চয়ের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দেন।

বদ্ধজীবের নিকট অপ্রাকৃত ধামের স্বরূপ উপলব্ধি বিষয় হয় না ও তাহাদের প্রাকৃত নয়নের গোচরীভূতও হয় না। প্রাকৃত বুদ্ধি এবং দর্শন-দ্বারা অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীধামকে গ্রামবুদ্ধি ও দর্শন করিয়া শ্রীধামের নিকট অপরাধ করিয়া ফেলে। পরম মুক্তগণের নিকট শ্রীধাম আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে

দেখিবারে পায় ॥" গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণমি ভকত সঙ্গে ॥" প্রণয়িভক্তগণ লীলাময় ভগবানের সঙ্গে অহর্নিশ যোগযুক্ত, তাঁহার অপ্রাকৃত সেবায় রত, সুতরাং সেই সকল প্রণয়িভক্ত-সঙ্গ প্রকৃষ্টরূপে হইলে যে শ্রবণ হয় তাহাদ্বারা প্রকৃতভাবে ধাম দর্শন এবং তত্তত্ত্ব কিছু উপলব্ধির বিষয় হয়। সেইজন্য আচার্য্যগণ জানাইয়াছেন, কর্ণের দ্বারাই শ্রীধাম দর্শন সম্ভব। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে বৈকুণ্ঠ-কথা শ্রবণের সুযোগ ও রুচি হয়, এবং হরিকথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে ইতর কথায় অরুচি উপস্থিত হয় ও হরিকীর্ত্তনে আগ্রহ বৃদ্ধি হয়। জড়-কথায় অরুচিরূপ অশ্রদ্ধাই বদ্ধ জীবের চরম মঙ্গল আনয়ন করে।

ভক্তি-শাস্ত্রে ৬৪ প্রকার সাধন ভক্ত্যঙ্গের কথা বর্ণিত আছে—তন্মধ্যে নববিধা পুনরায় পঞ্চবিধা সাধনাঙ্গের কথা বর্ণিত হইলেও তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ।

শ্রীনবদ্বীপধাম নববিধা ভক্তি যাজনের পীঠস্থান। শ্রীধাম-পরিক্রমার দ্বারা অনায়াসে নববিধা ভক্ত্যঙ্গ যাজন হইয়া থাকে। শ্রীগৌরধাম অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদানকারক, অনর্থযুক্ত জীবগণকে অনর্থ মুক্ত করাইয়া অভিন্ন ব্রজের ভাব প্রকাশ করান। শ্রীব্রজধাম ও গৌরধাম অভিন্ন। শ্রীগৌরধাম পরিক্রমাদ্বারা শ্রীব্রজধামের পরিক্রমা হইয়া যায়। "গৌর-ব্রজজনে ভেদ না দেখিব", ইহাই মুক্ত পুরুষগণের দর্শন। "য এব রাধিকা-কৃষ্ণঃ স এব গৌরবিগ্রহঃ। যত্র বৃন্দাবনং দেবি! নবদ্বীপঞ্চ তৎশুভম্"—শাস্ত্রবাক্য হইতে শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাদ্ শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীবৃন্দাবনই শ্রীনবদ্বীপধাম বলিয়া জানা যায়—উভয় ধাম, উভয় তত্ত্বই নিত্য।

কেবলমাত্র উত্তমাঙ্গদ্বারা শ্রীভগবানের সেবা হয়—এ বিচার নয়, প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেকটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা—'হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে' (ভঃ রঃ শিঃ)—সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধীপতির সেবাই ভক্তি। তাই পায়ের ন্যায় নিকৃষ্ট অঙ্গদ্বারা পরিক্রমারূপ সেবা করা হয়। অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধীপতির সেবা যদিও এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব নহে, তথাপি বদ্ধজীবের ইহাছাড়া আর কিছু উপায় নাই। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে নিষ্কপটে সেইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে সেবন্মুখতা প্রকাশ পাইলে, অপ্রাকৃত-তত্ত্ব হৃদয়ে কিছু পরিমাণে অনুমিত

হয়। শাস্ত্রে ভজনের ক্রমপদ্ধতির কথা বর্ণিত হইয়াছে—আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গ অথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ সমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্ন প্রাদুর্ভাবেৎক্রমঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)।

আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীধাম মায়াপুর হইতে পরিক্রমা-বিধি হইলেও পরম গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশবগোস্বামী মহারাজ কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিযাজন ক্ষেত্রে পরিক্রমার শুভারম্ভ করাইয়াছিলেন—ইহার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব কিছু বিশেষ বিচার-বৈশিষ্ট্য ছিল। কীর্ত্তন হইলে পর ভক্তির অন্যান্য অঙ্গ যাজন সম্ভব—আর কীর্ত্তনই অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের প্রাণস্বরূপ।

পরিক্রমার প্রথমদিবসে অতি প্রত্যুষে পূণ্যসলিলা ভাগীরথী পার হইয়া অপর পারে শ্রীগৌরযোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুরের উদ্দেশে দণ্ডবৎপ্রণতি হইয়া পরিক্রমা-সঙ্ঘ পরিক্রমামুখে গোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত গাদিগাছাগ্রামে সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, সুবর্ণবিহার এবং নৃসিংহপল্লীতে উপনীত হইয়া প্রসাদ গ্রহান্তে পুনরায় হরিহরক্ষেত্র হংসবাহন দর্শন করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গোবর্দ্ধনপূজা-লীলাকালে ইন্দ্রদেব অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলায় ব্যাঘাত ঘটাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধ মার্জ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নদীয়া-লীলাতে পুনরায় তিনি মোহিত না হন এইজন্য সুরভিকে সঙ্গে লইয়া গোদ্রুম অন্তর্গত গাদিগাছা গ্রামে সুরভিকুঞ্জে ভজন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সাতকল্প আয়ু পাইয়া মৃকণ্ডসুত প্রলয় সময় বড়ই দুঃখ পাইয়া সুরভির আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের অপরূপ রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়াছিলেন। স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের ভজন ও সমাধিস্থলী। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মিলিত সঙ্গমস্থান—স্বানন্দসুখদকুঞ্জ সেইরূপ সঙ্গমস্থলী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মিলনস্থান। এইজন্য এই স্থান পরম পবিত্র। ভক্তের কৃপায় শুদ্ধ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ সম্ভব। নিষ্কপটচিত্তে ব্যাকুল অন্তরে শ্রীমতী রাধারাণীর প্রিয় সখী কমলমঞ্জরী-পাদপদ্মে অহৈতুকী কৃপা-ভিক্ষা-যাচ্ঞা সাধক-সাধিকার প্রথম প্রয়োজন। "বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়, এহেন পামর প্রতি হবেন সদয়।" সত্যযুগে বিষয়ী রাজা সুবর্ণসেন নারদ

মুনির কৃপায় শ্রীগৌরলীলা-দর্শন করিয়াছিলেন এবং গৌরলীলায় বুদ্ধিমন্ত খাঁন পার্ষদ নামে মহাপ্রভুর প্রচুর সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীনৃসিংহপল্লী বা দেবপল্লী—ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদপ্রতি অনুগ্রহ করিয়া অসুর-পিতা হিরণ্য-কশিপুরকে বধ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব এইস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। সমস্ত দেবগণ সেইসময় এইস্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীনৃসিংহদেবের স্তুতি করেন। ভক্তি-পথের কণ্টক-বিঘ্নাদি দূর করণের জন্য শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট কৃপা প্রার্থনা। হরিহরক্ষেত্র—মহাভক্ত শিবের ক্ষেত্র মহাবারাণসীধাম।

পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস অর্চ্চনাখ্য শ্রীঋতুদ্বীপ—পাদসেবনাখ্য সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি পরিক্রমা হয়। ঋতুদ্বীপ অভিন্ন শ্রীরাধাকুণ্ড। "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি-প্রেমামৃতপ্লাবানাৎ কুর্য্যাত্তস্য বিরাজতোগিরিতটে-সেবাং বিবেকী ন কঃ" (উপদেশামৃত) বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মধুপুরী শ্রেষ্ঠ, কেননা সেখানে অজ-ভগবানের জন্মলীলা আছে—কিন্তু বৈকুণ্ঠে নারায়ণের জন্মলীলা নাই। আবার মথুরা হইতে বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, কারণ সেখানে বাল্য-লীলাদি আছে। কিন্তু আবার বৃন্দাবনে যে রাসলীলা তাহা পঞ্চায়িতি রাসলীলা। সাধন-সিদ্ধ, শ্রুতিচরিত প্রভৃতি গোপীগণ সেই রাসোৎসবে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু গোবর্দ্ধন অন্তর্গত শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমতী রাধারাণী এবং তাহার নিত্য-সখীগণই শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাবিধ লীলাবিহারাদি সেবা করিয়া থাকেন—সেইজন্য শ্রীরাধাকুণ্ডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সমুদ্রগড়—সমুদ্র এখানে গঙ্গার আনুগত্যে শ্রীমহাপ্রভুর লীলাদি দর্শন করিয়াছিলেন। নবীনভক্ত সমুদ্রসেন রাজা প্রাচীন ভক্তবীর ভীমের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটি—শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীমতীর সখী চম্পার স্থান। পূর্ব্বে এইস্থানে প্রচুর চাঁপাগাছ ছিল, সখীগণ চাপাফুলের মালা গাঁথিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পূজা করিতেন। দ্বিজ বাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌরগদাধর শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে বিরাজিত। কবি জয়দেব এইস্থানে দশাবতার স্তব রচনা করেন এবং তিনি শ্রীগৌরসুন্দরে দর্শন করিয়াছিলেন।

পরিক্রমার তৃতীয়দিবসে প্রথমে বন্দনাখ্য বিদ্যানগর, জহ্নুমুনির আশ্রম এবং পরে শ্রীমোদ্রুমদ্বীপ (দাসাখ্য) অন্তর্গত মামগাছি দর্শন হইল। বিদ্যানগর সমস্ত বিদ্যার স্থান—শ্রীবাল্মীকি কাব্যরস, ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ, বিশ্বামিত্র ধনুবিদ্যা, শৌনাকাদি বেদমন্ত্র, দেবাদিদেব মহাদেব তন্ত্রশিক্ষা করেন। কপিল সাঙ্খ্য, গৌতম ন্যায়, কণাদ বৈশেষিক, পতঞ্জলি পাতঞ্জল

যোগশাস্ত্র জৈমিনী মীমাংসা, বেদব্যাস পুরাণ রচনা করেন এইস্থানে। শ্রীগৌরলীলার কিছুপূর্ব্বে বৃহস্পতি, বাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে এইস্থানে জন্মলাভ এবং বিদ্যালাভ করিয়া এইস্থান ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রচুর কৃপালাভের জন্য গিয়াছিলেন। শ্রীভগীরথ যখন ধরাতলে গঙ্গাকে লইয়া আসিতেছিলেন—গঙ্গাদেবী জহ্নুমুনির আশ্রমের নিকট উপস্থিত হইলে পর জহ্নুমুনি আপনার ইষ্টদেবের পাদোদকজ্ঞানে অতি ভক্তিভরে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখেন, পুনরায় ভগীরথের অনুরোধে তিনি তাঁহার জঙ্ঘাদেশ চিরিয়া কিয়ৎ পরিমাণে বাহির করিয়া দেন। শ্রীমোদদ্রুম বা অযোধ্যা—দ্বাপরযুগে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস-কালে লক্ষ্মণ, জানকীসহ এইস্থানে আসিয়াছিলেন; সেই সময় ভবিষ্যৎ কলিযুগে তাঁহার গৌররূপ অবতারের কথা জানকীকে বলিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-জন্মলীলার সময় কোন ভাগ্যবন্ত রামভক্ত শ্রীগৌরসুন্দরকে সাক্ষাদ্-ভাবে শ্রীরামরূপে দর্শন পাইয়াছিলেন; শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট এইস্থান।

চতুর্থদিবস কোলদ্বীপস্থ পোড়ামাতলা শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থান, পরে সখ্যাখ্য রুদ্রদ্বীপ দর্শন। প্রৌঢ়মায়ার অপভ্রংশ পোড়ামা। শ্রীভগবানের মায়াশক্তি এক, কিন্তু কার্য্য দ্বিবিধ। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বদ্ধজীব-গণকে ত্রিতাপক্লেশে জর্জ্জরিত করেন, তখন মহামায়া ভবকারাগারের কর্ত্রী তিনি। কৃষ্ণোন্মুখ জীবকে কৃষ্ণসেবায় প্রবেশাধিকার কার্য্য যখন করেন তখন তিনি যোগমায়া অর্থাৎ তিনি ভগবানের সঙ্গে জীবকে যোগযুক্ত করিয়া দেন। ভগবানের চিৎলীলা প্রকাশকারিণী যোগমায়াদেবী ভগবানের ইচ্ছামাত্র সমস্ত লীলা তাহা কর্ত্তৃক বিস্তারিত হয়। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীক্ষেত্রমণ্ড, ব্রজমণ্ডল এবং গৌড়মণ্ডলের একচ্ছত্র বৈষ্ণব সম্রাট ছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা নির্ণয়ের জন্য উপস্থিত হইলে সেই সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজও উপস্থিত হইয়া স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দ্দেশ করেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এইজন্য তাহাকে বন্দনা করেন, "গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা-স্বজন প্রিয়ঃ। বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥"

রুদ্রদ্বীপ যাইবার জন্য পরপারের বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় এবং প্রচুর যাত্রী থাকার জন্য গঙ্গার পশ্চিম পারেই রুদ্রদ্বীপ উদ্দেশ্য দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া,

'ধীর সমীর যমুনার' তীরে সেখানকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীরুদ্রদ্বীপে চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ আসিয়া ভজন করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যও এইস্থানে আসিয়া অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ প্রচার করেন—কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া তাহার প্রিয়স্থানে মায়াবাদ-রূপ অসৎশাস্ত্র প্রচার করিতে নিষেধ করেন।

পরিক্রমার পঞ্চম বা অন্তিমদিনে অন্তর্দ্বীপ আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীধাম মায়াপুর-পরিক্রমা-উদ্দেশে বিরাট পরিক্রমা পার্টী গঙ্গা পার হইয়া পরিক্রমা-মুখে প্রথমে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীবাস-অঙ্গন সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী দর্শন করিয়া ব্রজপত্তনে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হন। গুরুবর্গ প্রচুর পরিমাণে প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও মহিমা কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং শুদ্ধভক্তির প্রচারক ছিলেন। গোস্বামীবর্গ যে-সব তত্ত্বসিদ্ধান্ত কেবলমাত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাহা সিংহবিক্রমে জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। বাহ্যে পুরুষ বেশ থাকিলেও তিনি শ্রীমতী রাধা-রাণীর সখী নয়নমঞ্জরী। প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমঠ, পরে শ্রীরাধাকুণ্ড তটে শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থান পরিক্রমান্তে কাজীর সমাধিস্থান দর্শন করিয়া শ্রীগৌর-জন্মভিটা ও যোগপীঠ আত্ম-নিবেদনক্ষেত্রে আসিয়া পরিক্রমার সমাপ্তি হয়।

শ্রীগৌর-জন্মোৎসব দিবসে সারাদিবসব্যাপী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় প্রবল শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন-মাধ্যমে জন্মোৎসব পালিত হয়। শ্রীগৌর-গুণগাথাদি আলোচনা, কীর্ত্তন-মাধ্যমে নিশি জাগরণ করিয়া ভক্তি-লাভচ্ছুকগণ আপন আপন মনুষ্যজন্ম সার্থক করিবার সুযোগ লাভ করেন। ছায়াচিত্রযোগে রাত্রে শ্রীগৌরলীলাও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

এই পরিক্রমাকালে খড়্গপুরস্থ শ্রীগৌরবাণী বিনোদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, আসামস্থ শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আসাম-গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত

পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহঃ সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, উক্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিবাস ন্যাসী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়দেব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী ও আরও অনেক ব্রহ্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন দিনের বক্তৃতায় শ্রীহরিকথা পরিবেশন করিয়া ভক্তবৃন্দ তথা সুধীগণের আনন্দ বিধান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে প্রদত্ত চলচ্চিত্র-যন্ত্রে বিভিন্ন তীর্থ ও ধাম-পরিক্রমাদির মনোরম দৃশ্যাবলী শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীপ্রভু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়।

৭ই চৈত্র (ইং ২১।৩।৮১) প্রাতঃ হইতেই মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা হয় এবং আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইদিন সকাল হইতে রাত্র ১১টা পর্য্যন্ত অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। এই উৎসবে লক্ষাধিক ব্যক্তি মহাপ্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করিয়া শ্রীধাম দর্শন হইয়া গিয়াছে স্থানদর্শনের কৌতুহল মিটিয়া গিয়াছে—এইরূপ বিচার করিয়া পুনঃ গৃহকূপকে পরিক্রমাই সারাৎসার বিচার করিলেপর শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধনের ন্যায় হইবে। শ্রৌত-মুখে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ-নিসৃত হরিকথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপাধিপতি পরমকরুণাময় ঔদার্য্যময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের মহামহা-বদান্য সেই সকল ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মের রেণুলালসা প্রার্থনা করিতে হইবে।

"রাধাপতিরতিকন্দং গৌরস্থলমেব জীবনং যেষাম্।
তচ্চরণাম্বুজরেণোরাশামেবাহমাশাসে ॥ (শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম)

—শ্রীমতী উমারাণী দে

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ্রীচৈতন্য-বাণী

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৩শ বর্ষ | ২৫ মধুসূদন, কারণোদশায়ী, ৪৯৫ গৌরাব্দ
৩১ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৮; ইং ১৪।৫।১৯৮১ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

মুকুন্দ-মুরলীরব-শ্রবণ ফুল্ল-হৃদ্বল্লবী-
কদম্বক-করম্বিত-প্রতিকদম্ব-কুঞ্জান্তরা।
কলিন্দগিরিনন্দিনী-কমল-কন্দলান্দোলিনা
সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-রব-শ্রবণে উৎফুল্লচিত্তা গোপীগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার কদম্বাদি কুঞ্জমধ্যে পূরিত হইয়াছে এবং কলিন্দগিরি-নন্দিনী যমুনাদেবীর পদ্মবৃন্দ-সঞ্চালক-সমীরণদ্বারা যাঁহার সেরভ সম্পাদিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী অর্থাৎ বৃন্দারণ্য আমার আশ্রয় হউন॥ ১॥

বিকুণ্ঠপুরসংশ্রয়াদ্বিপিনতোঽপি নিঃশ্রেয়সাৎ
সহস্রগুণতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী রস-শ্রেয়সীম্ ।
চতুর্ম্মুখ-মুখৈরপি স্পৃহিত-তার্ণ-দেহোদ্ভবা
জগদ্গুরুভিরগ্রিমৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ২ ॥

বৈকুণ্ঠপুর হইতেও অর্থাৎ পরব্যোমস্থিত নিঃশ্রেয়স হইতেও সহস্রগুণিত শ্রেয় (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর) রস-সম্পত্তি যিনি প্রদান করেন, জগদ্গুরু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও যে-স্থানের তৃণ-গুল্ম-লতাদিরূপ (হীন) জন্ম প্রার্থনা করেন, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন । ২ ॥

অনারত-বিকস্বর-ব্রততিপুঞ্জ পুষ্পাবলী-
বিসারি-বরসৌরভোদ্গম-রমা-চমৎকারিণী ।
অমন্দ-মকরন্দভৃদ্বিটপিবৃন্দ বন্দীকৃত-
দ্বিরেফকুল-বন্দিতা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৩ ॥

যিনি নিয়ত-পুষ্পিত লতাশ্রেণীর দূরগামী সৌরভদ্বারা লক্ষ্মীদেবীরও বিস্ময় সম্পাদন করিতেছেন এবং নিরতিশয় পুষ্পরস-বর্ষণশীল বৃক্ষগণে ভ্রমণকারী সমস্ত ভ্রমরবৃন্দও যাঁহাকে বন্দনা করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৩ ॥

ক্ষণদ্যুতি-ঘন শ্রিয়োর্ব্রজনবীনবূনোঃ পদৈঃ
সুবজ্রাঙ্কুশৈরলঙ্কৃতা ললিত-লক্ষ্ম-লক্ষ্মীভরৈঃ ।
তয়োর্নখরমণ্ডলী-শিখর-কোণ-চর্য্যোচিতৈ-
র্বৃতা-কিশলয়াঙ্কুরৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৪ ॥

যাঁহার সমূহ অবয়ব—সৌদামিনী ও জলধরের ন্যায় সম্মিলিত বৃন্দাবনের নবীন শ্রীরাধাগোবিন্দের অতি মনোহর ও ললিত বজ্রাঙ্কুশাদি-চিহ্নিত পদ-পঙ্‌ক্তিদ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের নখরশ্রেণীর অনুকারী কিশলয় ও অঙ্কুরদ্বারাও যিনি পরিবৃতা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৪ ॥

ব্রজেন্দ্রসখনন্দিনী-শুভতরাধিকার-ক্রিয়া-
প্রভাবজ-সুখোৎসব-স্ফুরিত-জঙ্গম-স্থাবরা ।

প্রলম্বদমনানুজ-ধ্বনিত-বংশিকা-কাকলী-
রসজ্ঞ-মৃগমণ্ডলা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৫ ॥

নন্দরাজের প্রিয়বন্ধু বৃষভানুরাজ-দুহিতা শ্রীরাধিকার অনুমতিবশতঃ আনন্দোৎসব বৃদ্ধির জন্য বৃন্দা-সখী যে-স্থানের স্থাবর-জঙ্গম (বৃক্ষ-মনুষ্যাদি) উভয়বিধ প্রাণিদিগেরই উল্লাস সম্পাদন করিয়াছেন ও প্রলম্বারি বলদেবের অনুজ শ্রীকৃষ্ণ-বাদিত বংশীকাকলী-রসজ্ঞ মৃগমণ্ডল যে-স্থানে বিচরণ করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৫ ॥

অমন্দ-মুদিরার্ব্বুদাভ্যধিক-মাধুরী-মেদুর-
ব্রজেন্দ্রসুত-বীক্ষণোন্নটিত-নীলকণ্ঠোৎকরা ।
দিনেশ-সুহৃদাত্মজাকৃত-নিজাভিমানোল্লস-
ল্লতা-খগ-মৃগাঙ্গনা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৬ ॥

ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিনব জলধরের ন্যায় কান্তি দর্শনপূর্ব্বক যে-স্থানে কৌতূহল-সহকারে নৃত্য করিতেছে এবং সূর্য্যসুহৃদ্ বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকার আত্মাভিমান অর্থাৎ "এই বৃন্দাটবী আমার"—এই প্রীতিসূচক বাক্যে লতা এবং মৃগ, পক্ষিগণ মিথুন হইয়া যে-স্থানে উল্লসিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৬ ॥

অগণ্যগুণ-নাগরীমণ-গরিষ্ঠগান্ধর্ব্বিকা-
মনোজ-রণ-চাতুরী-পিশুন-কুঞ্জপুষ্পোজ্জ্বলা ।
জগত্রয়-কলাগুরোর্লালিতলাস্য-বল্গৎপদ-
প্রয়োগবিধি-সাক্ষিণী শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৭ ॥

অগণ্যগুণগ্রাম-সম্পন্না শ্রীরাধিকার মনোজ-রণ-চাতুরীকে যাঁহার কুঞ্জসকল সূচিত করিতেছে এবং যিনি ত্রিভুবনের প্রধান কলা-কৌশলের গুরু শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য-কার্য্যে পদ-চালনার সাক্ষিস্বরূপা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৭ ॥

বরিষ্ঠ-হরিদাসতা-পদসমৃদ্ধ-গোবর্দ্ধনো
মধূদ্বহবধূ-চমৎকৃতিনিবাস-রাসস্থলা ।

অগূঢ়গহনশ্রিয়ো মধুরিম-ব্রজেনোজ্জ্বলা
ব্রজস্য সহজেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৮ ॥

জনদুর্ল্লভ হরিদাসত্ব লাভ করিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধন স্বয়ং যে-স্থানে বাস করিতেছেন এবং মধুসূদন-বধূ গোপাঙ্গনাদিগের চমৎকারকারী রাসমণ্ডল যে-স্থানে স্থিত রহিয়াছে, সেই অকপট-কাননশোভা-বিধায়ক বৃন্দাবনের মাধুর্য্যকুলদ্বারা উজ্জ্বলকান্তি বৃন্দাটবী স্বভাবতঃ আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৮ ॥

ইদং নিখিল-নিষ্কুটাবলিবরিষ্ঠ-বৃন্দাটবী-
গুণস্মরণকারি যঃ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্।
বসন্ ব্যসন-মুক্তধীরনিশমত্র সদ্বাসনঃ
স পীতবসনে বশীরতিমবাপ্য বিক্রীড়তি ॥ ৯ ॥

নিখিল বনশ্রেষ্ঠ বৃন্দাটবী-গুণ-স্মরণকারী এই পদ্যাত্মক মনোহর অষ্টক যিনি সুষ্ঠুভাবে পাঠ করেন, তিনি সমূহ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া এবং সর্ব্বশুভ-কামনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণে লব্ধানুরাগপূর্ব্বক সুখে বিহার করেন ॥ ৯ ॥

পঞ্চোপাসনা

ঔপনিষদ ব্রহ্ম ও তন্নিরূপণে বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত-বাদ

যাঁহা হইতে এই জড়জগৎ জাত হইয়াছে, যাঁহা হইতে জীবজগৎ প্রকটিত হইয়াছে, যাঁহাতে এই জড়জগৎ ও জীবজগৎ প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত, যিনি জড়-জগতের ও জীবজগতের নিত্য-আশ্রয়রূপে অধিষ্ঠিত, জিজ্ঞাসু-গণের যিনি জিজ্ঞাস্য বস্তু এবং জ্ঞানিগণের যিনি জ্ঞেয় বস্তু, ঔপনিষদ ব্রহ্ম-নামে তিনি সংজ্ঞিত হন। উপরিলিখিত শ্রুতি যে ব্রহ্ম-বস্তুর কথা বলিলেন, তিনি সবিশেষ কি নির্ব্বিশেষ, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া দুইটী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈত ও কেবলাদ্বৈত-নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়া আখ্যাত হ'ন।

নির্ব্বিশেষবাদীর ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ-সম্বন্ধে কল্পনা

নির্ব্বিশেষবাদী বলেন,—"জড়-জগতে ও জীব-জগতে যে কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উভয়ই অনিত্য ও মিথ্যা, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। জীব ও জড়-জগতের বিশেষত্ব ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত-মাত্র; তাঁহাদের বাস্তব অবিকার নাই। দ্রষ্টা খণ্ড-দর্শনে দর্শন করিতে গিয়াই ঐরূপ মিথ্যা-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ব্রহ্ম—শক্তি-রহিত এবং বিশেষ-রহিত বস্তু। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু বলিয়া ব্রহ্ম সত্তায় বিশেষত্ব সম্ভবপর নহে। বিশেষত্ব বা ভেদ জড়মায়া-কল্পিত। মায়ার অভাবে স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রাহিত্যযুক্ত চিন্মাত্র অবস্থিত।"

সবিশেষবাদীর 'ব্রহ্ম'-জ্ঞানে বিশেষ-ধর্ম্মের নিত্যাবস্থান

সবিশেষবাদী বলেন,—"জড়-বিশেষে নশ্বর ধর্ম্ম অবস্থিত, প্রতীতি সত্য, এবং ব্রহ্ম-বস্তুর বহিরঙ্গা-শক্তি-পরিণামে জগৎ উদ্ভূত। অন্তরঙ্গা-শক্তি পরিণত হইয়া তদ্রূপ-বৈভব এবং অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিদ্বয়ের অন্তরালে,—তটদেশে উভয় প্রকার জগতে বিচরণশীল জীব-জগৎ অবস্থিত। ব্রহ্মে বিশেষ-ধর্ম্ম নিত্যাবস্থিত। বহিরঙ্গা-শক্তির পরিণত জগৎকে বা অণুচিৎ জীব-জগৎকে মিথ্যা বলিবার আবশ্যক নাই।

জীব—অণু-চিৎ এবং তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ চিৎ-জগৎ হইতে পতনযোগ্য

চেতন ধর্ম্মে তদ্ বিপরীত অচিৎ-বস্তু-গ্রহণ-বৃত্তি অণুচিদ্-গঠনে বর্ত্তমান থাকায় ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্য-পরিণাম-রূপ বৈকুণ্ঠে অণুচিৎ-মাত্রেই সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত নয়। অণুচিদ্ বস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও অচিদ্-বস্তুর অনুশীলনে নিজের স্বরূপ-ভ্রান্তি ঘটিবার অবকাশ হয়, ব্রহ্মের বহিরঙ্গা-শক্তি-পরিণত জগৎ দর্শন করিতে অন্তরঙ্গা-শক্তি প্রকটিত জগদ্দর্শনে বিমুখ হন। সেই কালেই তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া দেহ ও মনোরূপ অনাত্ম-বস্তুদ্বয়কে আত্মা বলিয়া মনে করেন। দেহ ও মনের ধর্ম্ম—জড়-জগৎ ও বদ্ধজীব-জগতের ভোক্তৃত্বময়।

অধোক্ষজ কৃষ্ণের অনুকূল-সেবাই মুক্তির কারণ, তদভাবে অদ্বৈতবাদীর বিষয়াসক্তি

আত্ম-চক্ষুর দ্বারা স্বরূপাবস্থা হইয়া জীব যখন ভগবান্ ও তদ্রূপ-বৈভব দর্শন করেন, তখনই তাঁহার অচিৎ পরিচয় ন্যূনাধিক বিস্মরণ হয়। অনুকূল-ভাবে অধোক্ষজের অনুশীলন করিলেই জীবের ভোগময় প্রতীতি থাকে না। ভগবৎ-সেবার অভাবেই জীব জড়ের বিষয়-সেবায় ব্যস্ত হন। অনাত্ম-বস্তু দেহ ও মনের দ্বারাই জড়ের বিষয়-সেবা হয়। ভগবদ্বস্তু জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না। অতীন্দ্রিয় আত্মেন্দ্রিয় দ্বারাই নিত্যকাল বিষ্ণুর সেবা হইয়া থাকে। যে-কালে জীব আত্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিষ্ণু-সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণ-দাস্যের পরিবর্ত্তে জড়েন্দ্রিয়ের ভোগময় প্রবৃত্তিতে চালিত হন, সেই কালে কৃষ্ণকে মায়াশক্তি বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হয়।

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী অদ্বৈতবাদীর বিষ্ণুতে পঞ্চ-দেবতার আরোপ; কিন্তু নিষ্কাম সেবাই আত্মার নিত্যধর্ম্ম

যে-কালে জড় অর্থসিদ্ধিলাভের জন্য নিত্য বিষ্ণু-সেবা পরিহার করেন, সেই কালেই বিষ্ণুকে **গণেশ**-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যে-কালে প্রাপঞ্চিক অনুভূতিবিশিষ্ট হইয়া ধর্ম্ম-কামী দেহ ও মন বিষ্ণু-পূজা করিতে আরম্ভ করে, তৎকালে বিষ্ণু-দর্শনের পরিবর্ত্তে **'সবিতা'** দেখিয়া ফেলেন। ধর্ম্মার্থ-কামী ভুক্তি-পরবশ হইয়া **সূর্য্য, গণেশ** ও **শক্তির** সেবাকেই বিষ্ণুসেবা মনে করেন। আবার মোক্ষ-কামী হইয়া উপাস্য বস্তুকে **রুদ্র**-রূপে দর্শন করেন। জড় কামনাই জীবকে বদ্ধানুভূতিতে চতুর্ব্বর্গের সেবক করিয়া তোলে। বিষ্ণু-উপাসনায় জীবের কোন জড়কাম নাই। সেখানে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব প্রবল হইয়া আত্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হয়। উহাই আত্মবিদ্‌গণের নিত্য-ধর্ম্ম।

শ্রীবিষ্ণুকে প্রাকৃত-গুণাচ্ছন্ন ও দেবতা-পঞ্চকের সমান মনে করাই অপরাধ

বিষ্ণু মায়ায় সম্মোহিত হইয়া জীব কামনার বশবর্ত্তী হন ও চতুর্ব্বর্গ-লাভের বাসনায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কোন একটী রূপ কল্পনা করিয়া বসেন। কিন্তু বাস্তব নিষ্কাম হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্‌কে পরব্রহ্ম জানিবার পরিবর্ত্তে সগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণময় উপাস্য জানা—তাঁহার অপরাধের পরিচয় মাত্র।

জীব অনাত্ম-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বদ্ধাভিমানে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বিষ্ণুর নিকটও কোন কোন সময় জড়কামনা প্রার্থনা করেন। **তাদৃশ বিষ্ণু-উপাসনাও পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত।** নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সগুণ জ্ঞান করিয়া যে কামকামী উপাসনা জগতে চলিতেছে, তাহার ভোক্তৃস্বরূপ দেহ ও মনকে বিবর্ত্ত-বুদ্ধিতেই আত্মজ্ঞান হয়। স্বরূপজ্ঞানের অভাবে কামদাস হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব-বিগ্রহ ভগবান্ বিষ্ণুকে অপর সগুণ কাল্পনিক ব্রহ্মবস্তুর সহিত সমজ্ঞান—অপরাধের লক্ষণ।

সগুণ বা পঞ্চোপাসনার উদ্দেশ্য—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; এবং নির্গুণ উপাসনায় শ্রীবিষ্ণুই পর-ব্রহ্ম

বিশুদ্ধসত্ত্ব-রুচিবিশিষ্ট জীব **বিষ্ণু**, সত্ত্ব-রজোমিশ্র-গুণবিশিষ্ট জীব **সূর্য্য**, সত্ত্ব-তমোমিশ্র-গুণবিশিষ্ট জীব **গণেশ**, রজ-তম-গুণবিশিষ্ট জীব **শক্তি** এবং তমোগুণবিশিষ্ট জীব **রুদ্রের** উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সগুণ উপাসনায় এই সম্প্রদায় সমূহের লক্ষ্য বস্তু—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। শুদ্ধজীবের আত্মা যে-কালে মায়া দ্বারা সম্মোহিত হয়, তখনই আপনাকে গুণদাস জানিয়া জীবের জড়-চেষ্টার উদয় এবং জড়চেষ্টা-প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয়কে গুণাবতার-জ্ঞানে উপাসনার প্রবৃত্তি। নিজ স্বরূপের নির্গুণতার উপলব্ধিতে সবিশেষ বিষ্ণু-বিগ্রহই পরব্রহ্ম এবং নিজেকে বৈষ্ণব বিশ্বাস। আর উপাসকগণের হিতের জন্য অনিত্য গুণোপেত কাল্পনিক মূর্ত্ত-ব্রহ্মগুলির শেষ অভ্রান্ত পরিণাম—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। এবং নিজের অস্তিত্বাভাবহেতু উপাস্য-উপাসক-ভ্রান্তির অপগমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পারেন,—আশা করেন। পঞ্চোপাসনা এক্ষণে **'চন্দ্রধিষ্ণ্য'** ও **'ক্রমশ-যোগে'** সপ্তোপাসনাবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। পরিশেষে সকলেরই মুক্তিই লক্ষ্য। মুক্তিতে ঈশ্বর ও জীবে উপাস্য-উপাসক-ভেদ নাই।

বুদ্ধের বোধরাহিত্য মতবাদ নির্ব্বিশেষবাদে পরিণত

শাক্যসিংহ মুক্তিতে বোধ-রাহিত্য স্বীকার করেন। কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষবাদী মুক্তিতে বোদ্ধা-বোদ্ধব্য ও বুদ্ধিরহিত অখণ্ড বোধ স্বীকার করেন। বদ্ধজীব নানা প্রকার জড় ক্লেশের মধ্যে থাকিয়া নিজাস্তিত্বে অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। প্রতীতির সত্যতা অবলম্বন করিলে তাঁহার সেই অসুবিধা হইতে মুক্ত হইয়া নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষিত হউক, ইহাই তাঁহার আবশ্যক ছিল। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীর হস্তে পড়িয়া তাঁহার

নিজত্ব বিনষ্ট হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাম্য হওয়ায় জানিতে পারায়, অন্য বস্তুরূপে পরিণত হইলেন অর্থাৎ সে জিনিষ রহিলেন না।

জীব ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষ-লয়-প্রাপ্ত হইলে, জীব অনিত্য হইয়া পড়ে

জীব নিজের নির্ম্মল সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দ পরিহার করিয়া বিভু বস্তুর সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দের নির্ব্বিশেষ অবস্থা ব্রহ্মকবলে লীন হওয়ায়, তাঁহার নিত্য অণুচিৎ স্বরূপের বিলোপ সাধিত হইবে, বুঝিতে পারিবেন। অবশ্য অণুচিদ্ধর্ম্মে বদ্ধদশা-জনিত দোষাপগমের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলিয়া নিজ নিত্য অণুচিদ্ধর্ম্ম ধ্বংস হউক—এরূপ পরামর্শ গ্রহণ করা, সমীচীন মনে করা নিত্যত্বের ব্যাঘাতকারক। মুক্ত অবস্থায় নিত্য অণুধর্ম্ম বিগত হইলে তিনি আর সে বস্তু রহিলেন না।

জড়ের অণুত্ব অনুপাদেয়, কিন্তু চেতনের অণুত্ব উপাদেয় ও হেয়ত্ব-বর্জ্জিত

অবশ্য জড়ের অণুত্বে নানা অনুপাদেয়তা বা হেয়তা অবস্থান করে, কিন্তু চিন্ময় অণুস্বরূপে তাদৃশ অবরতার সম্ভাবনা নাই। সেখানে ভগবানের নিত্যসেবা বিরাজিত বলিয়া অনুপাদেয় ক্লেশাদির সম্ভাবনা নাই, অথচ নশ্বরতা ও হেয়তা তথায় আদৌ না থাকায় মুক্তির প্রাপ্য বিষয়সমূহ প্রকৃত-প্রস্তাবেই অবস্থান করিল।

বৈষ্ণব ও পঞ্চোপাসকের তুলনায় বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব

পঞ্চোপাসকগণ কালক্ষুব্ধ নশ্বর ফলাকাঙ্ক্ষী। ঐকান্তিক বৈষ্ণব তাদৃশ নহেন। তিনি নিত্যকাল ভগবানের সেবক। পঞ্চোপাসকগণ—নিজ নিজ কামাভিলাষী, বৈষ্ণবগণ—নিত্য বিষ্ণু-দাস্যাভিলাষী। পঞ্চোপাসকগণ—কর্ম্ম-ফলাধীন, বৈষ্ণবগণ—কর্ম্মফলাতীত। বৈষ্ণবগণের নিজ বিচারে ভগবদ্-গঠন হয় নাই। জড়বিচারের পূর্ব্ব হইতে নিত্যরূপ ভগবান্ নিত্যকাল অবস্থিত ছিলেন, নিত্যোপাসক বৈষ্ণবও ছিলেন; আর সাধকের হিতের জন্য কামনানুযায়ী ব্রহ্মের সগুণ-'রূপ'-কল্পিত পঞ্চোপাসনা—অল্পকালের জন্য, পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য এবং কামী বদ্ধজীব-সৃষ্ট বা কল্পিত মাত্র।

—শ্রীল প্রভুপাদ

বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ

বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব-ভেদে মনুষ্য দুই প্রকার

জগতে যত মনুষ্য আছেন, তাঁহারা বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব-ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। ভক্তি-বিরহিত পণ্ডিত, ধনী, বলবান্, ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রজা সকলেই অবৈষ্ণব। যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, ধনী হউন বা নির্ধনী হউন, পণ্ডিত হউন বা মূর্খই হউন, দুর্ব্বল হউন বা বলবান্ হউন, তিনিই বৈষ্ণব।

অবৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখের সহিত বৈষ্ণবের সেবাসুখ-দুঃখের প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান

শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে অবৈষ্ণবদিগের ন্যায় বৈষ্ণবদিগেরও শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার ব্যবহার-দুঃখ হইতে পারে। বৈষ্ণবদিগের সে-সকল ব্যবহার-দুঃখ বাস্তবিক দুঃখ নয়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-যাত্রীর পান্থ-দুঃখের ন্যায় অস্থায়ী সুখবৎ কাটিয়া যায়। এইজন্য শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-মদে, ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥

অবৈষ্ণবগণ দেহারামী-শরীর-সর্ব্বস্ব অতএব ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট, কিন্তু বৈষ্ণবগণ ভজন-প্রভাবে ব্যবহারিক দুঃখের অতীত

তাৎপর্য্য এই, অবৈষ্ণবদিগের এই নশ্বর জীবনই সর্ব্বস্ব। তাঁহারা যে কিছু কষ্ট পান, তাহা সহজেই উৎকট। এই কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহারা বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও কষ্ট-শূন্য হইতে পারেন না। তাহাতে তাঁহাদের জীবনটা কেবল যম-যন্ত্রণার ন্যায় অতিবাহিত হয়। পক্ষান্তরে, ভক্ত-মহোদয়দিগের ঐহিক জীবনকে তাঁহারা কেবল ক্ষণিক পান্থজীবন বলিয়া জানেন। সুতরাং শুদ্ধ চিন্ময় সুখের প্রভাবে তাঁহাদের জীবণের ক্ষণিক ব্যবহারিক দুঃখসকল অত্যন্ত অনাদরের সহিত অতিবাহিত হয়।

মর্ত্ত্য শরীরের অনিত্যতা প্রদর্শন ও হরিহক্তি-পরায়ণ হইয়া নিষ্কপটে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ

অতএব হে ভাইসকল, এই জগতে কেবল হরিভক্তি-রত্নকে নিষ্কপটরূপে সংগ্রহ করত বৈষ্ণব শ্রেণীভুক্ত হও; আর আপনাদিগকে অবৈষ্ণব-দলভুক্ত করিয়া রাখিও না। এই যে প্লেগকে (লোকে) এত ভয় করিতেছে, সে কেবল অবৈষ্ণবতা মাত্র। দেখ ভাই প্লেগ কি করিতে পারে? অতি অপদার্থ জীবনের সমাপ্ত করিয়া প্লেগ তোমার কি ক্ষতি করিতে পারে? যদি ভাল চাও, তবে প্লেগ হইতেও একটী শিক্ষালাভ কর। কল্য যদি প্লেগ ধরে, তাহা হইলে আর জীবন নাই। তোমার এত সুখ সম্পদ কোথায় যাইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। অতএব বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া নিরন্তর নিষ্কপট ভক্তির সহিত হরিনাম কর। কোটী কোটী প্লেগ আসিয়াও তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।

— জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

হে মোর চিরসাথী!

আমি যে ক্ষুদ্র, সকলের ঘৃণিত,
স্থান সবার চরণ-তলে;
আমার এ চিত্ত, সদা লুণ্ঠিত,
প্রীতি মোর আঁখিজলে।

অপমান মোরে ভূষণ করেছে,
লাজ ও লজ্জা নাই;
নিন্দার ভার বহি অনিবার,
তাহাতেই আনন্দ পাই।

কলঙ্ক-কালি হাসিয়া সে লই,
সে মোর ভাগ্য মানি;
প্রীতির কলঙ্ক, সে মোর সোহাগ,
সে'ধনেতে ধনী আমি।

যাহারা মোর নিকটে আসে,
　　মরমে সবারে বরি ;
পথের ধূলাও তবুও মোরে
　　ত্যাগে বিদ্রূপ করি।

কত জনে মোরে, কত কথা বলে
　　তাহাদেরে করি নতি,
কত যে করুণা তাহাদের
　　এই—দীন অভাজন-প্রতি।

কতজনে আমি নিতি নিতি দেখি
　　তবুও তোমারে ভুলিতে নারি ;
মানে-অপমানে তোমার প্রীতি
　　সতত আকাঙ্ক্ষা করি।

মোরে উপেক্ষি, বিদ্রূপ করিয়া
　　যদি সুখী হও তুমি,
তোমার সুখেতে সুখী হব আমি—
　　যদি দুঃখী নহ তুমি।

কোন এক-ক্ষণে তোমায় দেখিয়া
　　তোমারে বরেছি আমি,
হৃদয়ের মাঝে স্থাপিয়া তোমায়—
　　তখনই আপন করেছি।

তোমারই ভালবাসা, আজ—
　　ভিক্ষারী করেছে মোরে ;
হৃদয়-আসন বিজয় করিয়া
　　রয়েছ তুমি মানস-পটে।

সময়ে অসময়ে সতত মোর
তোমার কথা আসে মনে,
কিন্তু তুমি নিঠুর সাজিয়া
কেন ভ্রান্তি রচ প্রাণে ?

অতীব নিকটে, অথচ সুদূরে,
নেপথ্যের গান গাই—
কখনো কি তোমার হৃদয়-কন্দরে
স্থান দানিবে মোরে ??

নিরাশার মাঝে আশার আলোক,
তোমাকে লভিলে মোর ;
কিন্তু তুমি পারিবে কি কভু
খুলিতে তব হৃদয়-দুয়ার ???

যতকাল তোমার না হ'বে প্রীতি
ততকাল থাকিব দূরে,
তবুও আমি অপেক্ষিব সদা
তোমার মিলন-তরে।

যেদিন তুমি ডাকিবে আমারে
সেদিন পুরিবে আশ,
নচেৎ অতৃপ্ত কামনা রাখিয়া
এ জীবন করিব শেষ।

যদিও এবে না পাই তোমায়
তবুও তো ভুলিতে নারি,
মরজগতের পরপারে যেন,
তুমি হ'ও চিরসাথী।

ভয়

আজ প্রায় সর্ব্বত্রই একটা অভাবনীয় ভীতির অখণ্ড রাজত্ব। কোথাও বা আততায়ীর শাণিত ছুরিকাঘাতে হত, কোথাও বা বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, কোথাও বা প্রতিবাদীর ভয়ে কেহ ভীত-সন্ত্রস্ত। কেহ বা সমাজ-বিরোধীদের দাপটে শঙ্কিত—উদ্বিগ্ন। এক কথায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলের হৃদয়ে একটা ভয়ের ভাব স্থান করিয়া লইয়াছে। সেই ভয়ের চিত্র ও পরিণতি সম্পর্কে এস্থলে একটু ভাবিয়া দেখিতে চাই।

"ভয়" কি? হানি জন্য আশঙ্কা। এই আশঙ্কার স্থল প্রধানতঃ তিনটি—ধন, জন ও জীবন। এই জীবনের আশঙ্কা বা প্রাণভয়ই সর্ব্বপ্রধান। এতদ্ব্যতীত প্রাণহানি হইতেও যে আর একটি হানি, অন্য একটি অনিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর, তাহা সহজে কেহ অনুধাবন করিতে পারে না। তাহা কি? তাহা আত্মার হানি, আত্মার অধোগতি। শ্রীগীতায় "নাত্মানমবসাদয়েৎ" (৬।৫)—এই বাক্যে, জীবকে শ্রীভগবান্ এই বিষয়েই সাবধান হইতে আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সে-ভয় কয় জনের আছে যে, তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে, তজ্জন্য যোগ্য আশ্রয় ও উপায় অবলম্বন করিবে? হায়, অবোধ জীব,—তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্, সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়, সর্ব্বপ্রযত্নে পালনীয়, অতুলনীয় বস্তুকেই অজ্ঞানে অনাদরে সর্ব্বনাশী দস্যুতস্করের করে সঁপিয়া দিয়া, অথবা তাহাকে তাহাদের অনায়াস-লভ্য-রূপে অরক্ষিত রাখিয়া, কি ছাইভস্ম রক্ষার জন্যই না সারাজীবন কেবল ভয়েই মরিতেছে? তা'ত হইবেই! শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোক স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"

পদ্মালয় ব্রহ্মা প্রাণপতি শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন,—হরি হে, যদবধি জীব তোমার অভয় চরণে একান্ত শরণ গ্রহণ করিতে না পারে, তদবধিই সে (জীব) ধন, জীবন ও আত্মীয়-স্বজনের হানি চিন্তায় ভয়, হানিজনিত শোক, ইন্দ্রিয়সুখ-বিষয় লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অত্যন্ত লোভ, আশাভঙ্গ বেদনা এবং অনিত্য বিষয়ে 'ইহা আমার' এইরূপ অসুখ-পরিণাম অসৎ

আগ্রহ হইতে তাপ ভোগ করে। অর্থাৎ, তোমার অভয় চরণে একান্ত আত্মোৎসর্গ ও শরণাগতি ব্যতীত মায়ামুগ্ধ জীব এই ভয়াদি জনিত সন্তাপ হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারে না।

একবার চারিদিকে চাহিয়া সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ কর,—এই যে ভয় আজ ভীষণ ভাবে সকলকে আক্রমণ করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, আর তাহার পশ্চাতে যে শত শত অনর্থ বদন ব্যাদন করিয়া বিশ্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ঐ আত্মোৎসর্গ, ঐ শরণাগতির একান্ত অসদ্‌ভাব! তীব্র মোহ-মদিরায় মত্ত মানব ভুলিয়াছে আজ,—কে তাহার অভয় আশ্রয়, কোথায় তাহার সত্য শ্রেয়ঃ, কোন্ পথ তাহার সেই শ্রেয়ঃ লাভের সম্পূর্ণ অনুকূল, আর কে সে আপনি। এই বিষম ভুল হইতেই তাহার এই মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হইতেছে। নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে সহস্র বিভীষিকা ঐ মৃত্যুকে ভীষণতর করিয়া তরিদ্‌বেগে সন্নিহিত করিতেছে। তাহার প্রতিকারে, বিহ্বল অবস্থায় অনুকূল ভাবিয়া যে-পথ যে-উপায় আজ অবলম্বন করিতেছে, তাহাই হিতে বিপরীত হইতেছে। সে অপরকে নষ্ট করিতে নিজ অস্ত্রে আত্মঘাতী হইতেছে; এক শত্রু সংহার করিতে সহস্র শত্রুর বলবান করিয়া স্বহস্তে সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত করিতেছে।

উপায় কি? এই মহাভয়ে, বিষম দুর্দ্দিনে, এই দুঃস্থ বিপর্য্যস্থ জীবের রক্ষার উপায় কি? জড় বিদ্যা ও বুদ্ধিতে ইহার বিভিন্ন উপায় ত চিরদিনই উদ্‌ভাবিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু, তাহার ফল ত কোনও দিনই স্থায়ী হইল না। সুতরাং সে-রূপ একটা আপাতঃ শুভকর উপায়ের চিন্তায় অযথা কালক্ষেপ করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। আমরা নূতন কিছু উদ্‌ভাবনার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেও প্রয়াসী নহি। আমরা চাহি কেবল সহস্র অনর্থের মূলচ্ছেদনকারী, সহস্র বিসংবাদের একান্ত নিরসনকারী—মহামঙ্গলের সেই মহাজন সেবিত সনাতন সদুপায় বা সাধুপন্থার পরম-স্মৃতি আবার এই মোহমুগ্ধ মানব-হৃদয়ে নব ভাবে জাগাইয়া তুলিতে।

স্মরণ কর শ্রীমদ্ভাগবতে—একাদশ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ, ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে মহাত্মা বসুদেবকে কি অমূল্য উপদেশ, সভয় সংসারে সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত ও অভয় হইবার কি অনন্য-সম্ভব অপূর্ব্ব উপায়, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন (শ্রীভাঃ ১১।২।৩৩)—

"মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্ম ভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥"

এই অনর্থ বহুল অসুখ সংসারে শ্রীহরির চরণ-কমল সেবাই (অর্থাৎ তাঁহার সেবা-বুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই) জীবের সর্ব্বথা অভয় স্থল। অনিত্য দেহাদি বিষয়ে 'আমি আমার' বোধ লইয়া সতত সহস্র আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন-চিত্ত জীবগণ ঐ অভয়-পদ সেবা হইতেই সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হইয়া থাকে।

তারপর বলিতেছেন;—জীব এই সহস্র শঙ্কাপূর্ণ সংসারে, সেই সর্ব্বানর্থ-হরণকারী হরি পাদপদ্মে কৃতাশ্রয় হইলে, আপন পথে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও, কদাপি পদস্খলিত বা পতিত হয় না। কোনও বিঘ্ন বা ভয়, তাহার গন্তব্যে বাধা জন্মাইতে বা তাহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। পারিবে কেন? সে যে তাহার সকল কর্ম্ম কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বাপদের অতীত হইয়াছে। সে যে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য আর কিছু চাহে না, আর কিছু জানে না, আর কোন চিন্তাকেই হৃদয়ে স্থান দেয় না; তাহার অন্তর বাহির যে কৃষ্ণময়! আহা, কৃষ্ণগত-জীবন যাঁহার—তাঁহার আবার ভয় কি? ভাবনা কি? যত ভয়, যত ভাবনা, যত দুঃখ তাহারই,—যে দৈবাহত জন আপন স্বরূপ ভুলিয়া, তাহার জীবনের জীবন কৃষ্ণকে ভুলিয়া, তদেতর বিষয়েতেই আসক্ত হইয়াছে। (শ্রীভাঃ ১১।২।৩৭)

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিদুষোঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ত ভয়! 'দ্বিতীয়াভিনিবেশ' কি? আমি কৃষ্ণদাস, আমার যাহা কিছু তৎসমস্তই কৃষ্ণসেবার জন্য, কৃষ্ণই আমার একমাত্র সেব্য প্রাণপতি, তিনিই আমার রক্ষক, পালক ও প্রিয়জন,—এইরূপ অভিনিবেশের অন্যথা। ভগবদ্বিমুখ আত্মবিস্মৃত অভাজনেরাই দুরত্যয়া মায়ার বশে এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মহাভয়ের কাল-কবলে অনন্ত ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু, সাধু-গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত আত্মতত্ত্ববিৎ ভাগ্যবান্ জনেরা, পরম শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ে, একান্ত ভক্তি সহকারে তাঁহারাই ভজনা করিয়া সমস্ত ভয় ও দুঃখের অতীত হন।

এই পরম ভাগবত মহাত্মাদের আবার ভয়ের কারণ কি থাকবে? তাঁহাদের প্রাণপতি যে তিনি, একমাত্র যিনিই জীবের একান্ত অভয়-পদ,

বিবশে যাঁহার নাম গ্রহণ করিলেও বিপন্ন জন সদ্যঃ বিপন্মুক্ত হয়, স্বয়ং ভয়ও যাঁহাকে ভয় করে।

"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥" (শ্রীভাঃ ১।১।১৪)।

মনে নাই কি,—সেই মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষি দুর্ব্বাসার যোগবল-জাতা জ্বলদগ্নিরূপা অসিহস্তা কৃত্যা যখন কালানলের ন্যায় মহাত্মা অম্বরীষের প্রতি ধাবিত হইল, যখন সমগ্র পৃথিবী থর থর কাঁপিয়া উঠিল, তখন সেই কৃষ্ণ-হৃদয় নরপতি কি করিলেন?—'ন চাল পদান্নৃপঃ!" স্বীয় স্থান হইতে পদমাত্রও টলিলেন না! অটল অচল-শৃঙ্গের ন্যায় স্বস্থানেই স্থির রহিলেন।

তারপর, সে দিন, সেই প্রবল-পরাক্রান্ত যবন সম্রাটের রাজসভায়, উদ্যত-অসি শতাধিক রক্ষিগণের মধ্যে, আমাদের নামাচার্য্য সেই মহামহিম হরিদাস যখন হরিনাম ত্যাগ করিতে, কিম্বা উন্মুক্ত অসির মুখে প্রাণ দিতে আদিষ্ট হইলেন, তখন তিনিও তেমনি মহামহীধরের ন্যায় দৃঢ়পদে স্থির থাকিয়া বীরগর্ব্বে উত্তর করিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই যদি, যায় দেহ-প্রাণ।
তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম॥" (চৈঃ ভাঃ ১।১১)

কাহার কথা বলিব? বলিবই বা কেমনে?—এমন শত সহস্র ইতিহাস অনাদিকাল অমর ভাষায় এই অপূর্ব্ব অভয় সংবাদ শতদিকে ঘোষণা করিতেছেন। জগদ্গুরু শিব স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥" (ভাঃ ৬।১৭।২৮)

নারায়ণ-পরায়ণ জন কাহাকেও ভয় করেন না। অখিল জগতে তাঁহারাই কেবল তাঁহারই উপর নির্ভর। কারণ কেবল তাঁহাদেরই আশ্রয় একমাত্র অভয় স্থল, অকালবিপ্লুত অনুত্তম পদ; তাঁহাদের পতিই প্রকৃত পতিপদবাচ্য।

"স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্॥" (শ্রীভাঃ ৫।১৮।২০)

শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিতেছেন,—যিনি স্বয়ং নির্ভয় অর্থাৎ কালের অতীত ও স্বয়ং সকলের কাল-স্বরূপ; যিনি সর্ব্বত্র কালভীত জনসমূহের একমাত্র

রক্ষা-কর্ত্তা ; যিনি আপনাতেই আপনি পূর্ণ, স্বতন্ত্র ; যাঁহা হইতে বা যাঁহার সুখৈশ্বর্য্য হইতে অধিক কিছু নাই ; তিনিই সকলের পতি হইবার যোগ্য। তিনিই সর্ব্বপ্রাণপতি পরমেশ শ্রীহরি।

হায়রে মূঢ়মতি,—সেই অভয় পতিকে ভুলিয়া, অন্যাসক্ত হইয়াই আজ তোমার এই মহাভীতি, মহাদুর্গতি! চারিদিকে তোমার কেবল কালের বিভীষিকা! প্রতিক্ষণে অকারণে কারণে স্বপ্নে জাগরণে তুমি কেবল ভয়! —ভয়! করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছ ; জীবন্মৃত হইয়া আছ। নানা রাগদ্বেষে মজিয়া, সুধাবোধে বিষ ভোজনে জ্বলিয়া মরিতেছ। অহো,—এই দুঃসহ সন্তাপ আর কত ভোগ করিবে? এস,—যদি সকল দুঃখ, সকল ভ্রান্তি, সকল ভীতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবে, সেই অব্যয় অভয়পদে অবিচ্ছেদ সেবানন্দ লাভে কৃতকৃত্য হইবে, তবে এস ভাই, এস,—আজ আমরা দারুণ দুর্দ্দিনে—ভক্ত মহারাজ প্রহ্লাদের বাক্যে সেই প্রাণপ্রভুর পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া প্রার্থনা করি,—যুক্তকরে উর্দ্ধনেত্রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলি,—

"তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশি যো'জ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মা বিরিঞ্চাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ,
কালাত্মানোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্॥"
(শ্রীভাঃ ৭।৯।২৪)।

জানিহে কেশব,　　কি বল বৈভব,
ভবে সবে সাধ করে।
নহে নিরাপদ,　　ব্রহ্মারও সম্পদ,
হয় ধ্বংস কাল করে॥
তুমি কাল-কাল,　　এ বিশ্ব বিশাল,
কটাক্ষে কর হে ক্ষয়।
তোমার চরণ,　　যে লয় শরণ,
সে-ই সবে করে জয়॥
অভয় কেবল　　সে-ই সর্ব্বস্থল,
তব পদবল ধরি।
কিছু নাহি চাই,　　যাচি শুধু তাই,
রাখ পদে দাস করি॥

———

প্রশ্ন-সংগ্রহ

১। গৃহী-বৈষ্ণবদিগের বিবাহ-ক্রিয়া কিভাবে ও কি প্রণালীতে সম্পন্ন হওয়া উচিত? আমাদের দেশপ্রচলিত বিবাহ গৃহী-বৈষ্ণবগণের পক্ষে শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা কি না?

২। গৃহী-বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া কিভাবে ও কি প্রণালীতে সম্পন্ন করিতে হইবে? বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করণীয় কি না?

৩। মহাগুরু নিপাতে মালা-তিলক রাখা এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি করা যায় কি না?

৪। শ্রীশ্রীএকাদশী-ব্রতদিনে আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও বৎসরান্তে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্য কি?

৫। অন্য দেবদেবীর পূজা কি প্রণালীতে গৃহী-বৈষ্ণবগণের করণীয়।

উত্তর

১। বিবাহাদি-কার্য্য দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ ঐ সমস্ত কার্য্য বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারেই করিয়া থাকেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তদীয় সৎক্রিয়াসার-দীপিকায় বলিয়াছেন,—"তত্রাপি শাল-গ্রামস্থ শ্রীমন্নারায়ণপূজনে বিবাহাদি সর্ব্বকর্ম্মণি নামাপরাধ-সেবাপরাধ-ভয়াৎ গণেশাদি পঞ্চদেবান্ আদিত্যাদি নবগ্রহান্ ইন্দ্রাদি লোকপালান্ গৌর্য্যাদি মাতৃগণাদীনি চ ন পূজয়েৎ কিন্তু বৈষ্ণবাদীন্ পূজয়েৎ॥" অর্থাৎ শালগ্রামস্থ নারায়ণপূজা দ্বারাই বিবাহাদি সকল কর্ম্মে অপর দেবতার পূজা সিদ্ধ হয়; যেহেতু নামাপরাধ ও সেবাপরাধ ভয়ে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি লোকপালসমূহ, গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবেন না, কিন্তু বৈষ্ণবদিগকে পূজা করিবেন। বিবাহাদিতে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি করা উচিত নহে। বিস্তার গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কার্য্যেও একমাত্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবপূজাই বিহিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীল গোপাল ভট্ট

গোস্বামীকৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ৯ম বিলাস ও সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ২৫শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবকে পারমার্থিক-ব্রাহ্মণেতর তেলি, মালি প্রভৃতি বুদ্ধি করিলে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিজনিত প্রবল বৈষ্ণবাপরাধে অনন্তকালের জন্য নরক গমন করিতে হয়। যথা পদ্মপুরাণে—অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য নারকী সঃ।

মহাপ্রসাদ-দ্বারা শ্রাদ্ধাদি ব্যবস্থা সর্ব্বগৃহস্থবৈষ্ণবের জন্যই সাত্বত-শাস্ত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছে। বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডীয় মহারম্ভে চিত্ত আসক্ত হইলে ভক্তিবৃত্তি স্তব্ধ হইয়া পড়ে; অতএব ঐ সকল কার্য্য ভক্তির প্রতিকূল জ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত। এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ৫।১৪ অধ্যায় আলোচ্য।

৩। গুরু, পরমগুরু, পরাৎপরগুরু এইসকল কথার প্রয়োগই বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। "মহাগুরু নিপাত" প্রভৃতি বাক্য গুরুদেবে মর্ত্ত্যজীব-বিশিষ্ট অদৈব-সমাজে প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ঐরূপ বাক্য কখনও ব্যবহার করেন না।

প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ বাহ্যশুদ্ধাশুদ্ধিবিচার অপ্রাকৃত বস্তুর উপরও আনিতে গিয়া মহা অপরাধে পতিত হন। শ্রীতুলসী প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু নহেন। মালাতিলক গুরুদাস বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুতে সমর্পিত অঙ্গে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। মালাকে যাঁহারা অক্ষজজ্ঞানে বিচার করিয়া কাষ্ঠবুদ্ধি করেন, অথবা শ্রীহরির মন্দিরস্বরূপ দ্বাদশ তিলককে যাঁহারা অন্যবুদ্ধি করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব সদ্গুরুর নিকট উপনীত হন নাই, জানিতে হইবে।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের সন্ধ্যাবন্দনাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মবিশেষ, কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাকৃত কর্ম্মের অন্তর্গত নহে—ইহা বৈধী ভক্তি। সুতরাং উহাতে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের ন্যায় অশৌচাদি কালাকালের অপেক্ষা নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের অশৌচ অর্থাৎ স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিজনিত শোক নাই।

৪। একাদশীর দিন শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবগণ তৎপর দিবস বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-পূজা করিয়া তদীয় নির্ম্মাল্য-দ্বারা পিতৃলোকের সন্তর্পণ করিয়া থাকেন।

৫। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর পরমপদেরই নিত্য আরাধনা করিয়া থাকেন। "ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব—ইহাই নিখিল বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং বিষ্ণুর পূজা-দ্বারাই নিখিল দেবদেবী, পিতৃপিতামহের, মনুষ্যের, স্থাবর-জঙ্গমের তৃপ্তি হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করিলে যেরূপ উহার সমস্ত অঙ্গেরই তৃপ্তি সাধিত হয়, পৃথকভাবে পাতায়-পাতায়, শাখায়-শাখায় জল দিতে হয় না, প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ থাকে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাতে পৃথকভাবে আহার প্রদান করিতে হয় না, সেইরূপ অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই সকলের তৃপ্তি হয়।

তবে যাঁহারা অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দেবদেবীগণকে বিষ্ণুর দাসদাসীজ্ঞানে, বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ নির্ম্মাল্য দ্বারা পূজা করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ সকল দেবদেবীতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধি হয়, তবে নামাপরাধ হেতু শুদ্ধভক্তি হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। পঞ্চোপাসক, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ যে অন্যান্য দেবদেবীর কল্পিত উপাসনা করেন, তাহা মায়াবাদ-হলাহল ও শ্রীগীতার "যেঽপ্যন্য-দেবতাভক্তাঃ"—এই বাক্যানুসারে 'অবৈধ'। তাঁহারা ঐরূপ উপাসনাফলে কখনও ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে পারেন না। অন্য দেবদেবীর নিকট বৈষ্ণব কৃষ্ণভক্তি-বর ব্যতীত অন্য কোনও কামনা করিবেন না।

যথা—সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ৩২শ সংখ্যায়-অন্যদেবার্চ্চনে মহান্ দোষঃ। তথাহ শ্রীনারদীয়পুরাণে যথা—

ব্রাহ্মণোঽপি মুনির্জ্ঞানী দেবমন্যং ন পূজয়েৎ।
মোহেন কুরুতে যস্তু সদ্যশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ৯ম বিলাস, ৮৮ সংখ্যাধৃত পাদ্মবচনে—

"বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৬ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের "দুই বন্ধু"কে পূর্ব্ববৎ জাহ্নবীতটে পরমার্থ আলাপে নিমগ্ন দেখা যাইতেছে। নরেন্দ্রের ইচ্ছানুসারে দেবেন্দ্রের "যত মত তত পথ" কথাটীই আলোচ্য বিষয় হইয়াছে।

দেবেন্দ্র—ছাখ নরেন্দ্র! আজকাল চতুর্দ্দিকেই উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে। কি সমাজ, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা-বিভাগ, কি পরমার্থ সর্ব্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা। ছাত্র শিক্ষককে মানে না, শিক্ষক যাহা বলেন তাহা ভুল (?); শিক্ষককে এমন ছাত্রের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষকের শিক্ষক এখন—ছাত্র। গুণী নির্গুণ ও লঘু-গুরু সবই সমান, কোন ভেদ নাই। পুত্রই এখন পিতার পিতা যেহেতু পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া পুত্র এখন শিক্ষিত (?) হইয়াছেন। পিতার সনাতন চিন্তাধারা পুত্রের আধুনিক রুচিতে লজ্জাকর। স্কুলের ছাত্রেরা এখন রাষ্ট্রের নায়ক (?), তাহাদের মতামত না মানিলে রাষ্ট্রপতির আসন টলমল। পলিটীকস্ (রাজনীতি) এখন তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। আর ধর্ম্ম-জগতের ত' কথাই নাই। রামা, শ্যামা, যদু, মধু যে যাহাই বলিবে তাহাই মত। সামান্য কিছু অলৌকিকতা দেখাইতে পারিলেই ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার। কেহ কল্কির অবতার, কেহ বুদ্ধের অবতার, কেহ যীশুর অবতার, কেহ রামের অবতার, কেহ কৃষ্ণের অবতার, কেহ বা শ্রীচৈতন্য-দেবের অবতার। নিত্যনূতন অবতার আমাদের এই ভারতে অহরহঃ আবির্ভূত হইতেছে—তাই আমাদের ভারতে এত সুখ, এত শান্তি (?)। হায় হায়! যে ভগবানের শুভবিজয়ে পার্থিব যাবতীয় অমঙ্গল-রাশি বিদূরীত হইয়া জগৎ শান্তি-সুধায় স্নিগ্ধতা লাভ করে, আজ এতগুলি ভগবানের আবির্ভাব-সত্ত্বেও আমাদের দুঃখ-কষ্টের অন্ত নাই। এই সমস্ত অবতারাদি (?) ও তত্তৎ-স্তাবকগণ প্রচারিত বহুবিধ ছড়াগান আজকাল ধর্ম্মজগতে 'পথ'-রূপে অপপ্রচারিত হইতেছে। শাস্ত্রচক্ষুতে এগুলি ধর্ম্মজগতের সাধারণ ভুল (common errors)। বাস্তব দর্শনের চক্ষুই শাস্ত্র। যাহাদের শাস্ত্র-চক্ষু লাভ হয় নাই, তাহারাই এই সমস্ত ছলনাময়ী বাণীর বহুমাননকারী। নারদ-পঞ্চরাত্র ও পদ্মপুরাণ বলেন,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং-বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্ ॥

গীতা বলেন—যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

সুতরাং শাস্ত্রই বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রমাণ-স্বরূপ! এই শাস্ত্র বদ্ধ-জীবকে শুদ্ধ করিবার জন্য পরম কল্যাণময় পিতামাতা-সদৃশ সর্ব্বদা শাসন-বাক্য প্রয়োগ করেন। শাস্ত্রের শাসন-বাক্যগুলি ভোগি-কুলের ভোগ-প্রবৃত্তির বাধক হওয়ায় তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উহাতে দোষ প্রদর্শন করিতে সততই সচেষ্ট। তাহারা শাস্ত্রানুবর্ত্তনকে সংকীর্ণতা বলে এবং উদারতা দেখাইতে গিয়া উচ্ছৃঙ্খলতাকে আবাহন করে। 'সমন্বয় করিতে গিয়া জগাখিচুরী' পাকাইয়া বসে। তাহারা শাস্ত্র-প্রণেতা শ্রীব্যাসদেব ও তদনুগ ঋষিবর্গকে খণ্ডদর্শী বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাহারা বলে—দেশ, কাল ও পাত্রের পরিবর্ত্তনহেতু শাস্ত্রেরও পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জানা আবশ্যক যে, তাহারা নিজেরাই খণ্ডদর্শী; তজ্জন্যই শ্রীব্যাসদেবের পূর্ণ-দর্শনে তাহাদের এ প্রকার ভ্রমাত্মক বিচার। শ্রীব্যাসদেব শাস্ত্রাদিতে যে যে ভবিষ্যৎ বাণী রক্ষা করিয়াছেন, প্রতি বর্ণে বর্ণে তাহার সত্যতা দর্শন করিয়াও তাঁহার নির্দ্দেশ সংশোধিত করিবার মত মতি—ছন্নমতি ছাড়া আর কি? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ত' সামান্য কথা; যাঁহারা অনাদি কালেরও বিষয়গুলি অবগত, তাঁহাদের নিকট সামান্য কয়েকটী হাজার বৎসরের ভবিষ্য অজ্ঞাত থাকে না। এই কলিকালের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীব্যাসদেব শাস্ত্রাদিতে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কি বর্ণে বর্ণে সত্য নহে? কলিকাল সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা দর্শন করিয়াও, এই কলিকাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ ও পরা-শান্তি লাভ করিবার জন্য তিনি যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অঙ্গীকার করিতে তবে বিমুখতা কেন? শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণ ও কলিসন্তরণ-উপনিষদে বলিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

কলিকালে হরিনামাশ্রয় ব্যতীত **অন্য গতি নাই—নাই—নাই।** এইরূপ ত্রিসত্য বাণীকে অনাদর করিবার দুঃসাহস কোথা হইতে আসে? তিনি কি স্পষ্টভাবে বলিতেছেন না?—কলিকালের জন্য এই হরিনামই

একমাত্র গতি; ইহা ব্যতীত **অন্য গতি নাই**। সুতরাং কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্য পথ নাই—একথা বলা কি গোঁড়ামি? ইহা কি সঙ্কীর্ণতা? ইহা যদি সঙ্কীর্ণতা হয়, তবে এক পতিতে আবদ্ধ থাকিয়া বহুচারিণী হওয়াই কি উদারতা হইবে? শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে আরও বলিয়াছেন—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে-মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥"

যাঁহারা সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদের মন্ত্রাদি বিফলতা প্রসব করিবে—একথা বলা কি ব্যাসদেবের নির্ম্মমতা? ইহা কি স্নেহ ও বন্ধুত্বের পরিচয় নহে? কলিকালে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক,—এই চারিটী সম্প্রদায়ই জগৎকে পবিত্র করিবে—একথা বলা কি সঙ্কীর্ণতা? তাই নহে! ব্যাসদেব স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র এবং সনক এই চারি সম্প্রদায় ব্যতীত **যত মত**, তাহা বিফল। তত্ত্ব-বস্তুটী অবরোহ-পন্থায় অর্থাৎ গুরু-পারম্পর্য্যে লাভ করা যায়। অবরোহ-পন্থায় অর্থাৎ মায়িক জীবের নিজ ইন্দ্রিয়-শক্তিকে ভিত্তি করিয়া 'নেতি' নেতি' বিচার-দ্বারা তত্ত্ব লাভের চেষ্টা কখনও সুফল প্রসব করে না; ইহা ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

[জ্ঞানের অর্থাৎ অক্ষজ-জ্ঞানদ্বারা ভগবৎ স্বরূপৈশ্বর্য্য ও মহিমা বিচারের প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ আশ্রমে বা সাধু-সন্নিধানে অবস্থিত হইয়া, যাহারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ উচ্চারিত এবং তৎসান্নিধ্যমাত্র আপনা হইতেই শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট ভবদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলাকর-বাক্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সৎকার করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তাহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করুন, তথাপি ত্রিলোক অন্যান্য ব্যক্তির অজিত আপনি তাঁহাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন।]

উক্ত চারিটি সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্ত্তকের হৃদয়ে ভগবান্ স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা—

যাবানহং যথাভাবো সদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

এই 'মদনুগ্রহাৎ' শব্দে ঈশ্বর স্বয়ং কৃপা-পূর্ব্বক ব্রহ্মার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ব্রহ্মা নিজ চেষ্টায় তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হন নাই। ব্রহ্মা হইতে নারদ ও ক্রমশঃ গুরু-পারম্পর্য্যে সেই জ্ঞান জগতে অবতীর্ণ। তজ্জন্য গুরু-পারম্পর্য্যানুগত জীবই সেইরূপ অভিজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ—অন্যে নহে। যাহারা উদারতা (?) দেখাইতে গিয়া এই চারিটী সৎ-সম্প্রদায়ের পারম্পর্য্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করে, তাহারা "বিফলমতাঃ" বাক্যানুসারে সিদ্ধিলাভ করে। তাহারাই **শাস্ত্রোক্ত শ্রীভগবানের অবতারসমূহ** ব্যতীত যত্র-তত্র সর্ব্বত্রই ভগবানের অবতার দর্শন করিয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ বদ্ধজীবের এইরূপ ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়াই তাহাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের অবতারের দেশ, কাল ও লীলা সম্বন্ধে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং দুর্দ্দশা ব্যতীত অন্য কেহই ভ্রমে পতিত হন না। দুর্ভাগা ব্যতীত অপর সকলেই অপথ, বিপথ ও কুপথকে 'পথ' বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা-বোধ করেন।

নরেন্দ্র—ভাই দেবেন্দ্র! তুমি যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য ও বিচারাদি দেখাইতেছ, তাহা সত্য বলিয়া মনে হইলেও, পূর্ব্বোক্ত মতবাদটী পরিত্যাগ করিতে আমার মন যেন কেমন একটা কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে। আমি শুনিয়াছি—কোন মহাজন রাম, কৃষ্ণ, কালী-দুর্গা, শিব, গণেশ, আল্লা, খৃষ্ট, ঢেঁকি প্রভৃতি প্রত্যেকের ভজনা করিয়া একই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়—ইহা দেখাইতেছেন ইহা কি সত্য নহে?

দেবেন্দ্র—ভাই! মন একবার যাহা গ্রহণ করে, সহজে তাহা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না। বিশেষতঃ বদ্ধজীব শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়ঃ বিষয়ে অধিক রুচি-বিশিষ্ট। শ্রেয়ঃ-পথ বাস্তব-সত্য হইলেও সে পথের পথিক সকলেই হইতে পারে না। বহু সুকৃতি ব্যতীত পরম সত্য ও সর্ব্বোত্তম বিচার হৃদয়ে স্থান লাভ করে না। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়নঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

ভাই নরেন, বহু ভাগ্যফলেই জীব শুদ্ধ ভক্তিকে আশ্রয় করিতে সক্ষম হয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর সংখ্যাধিক্য ইহাই প্রমাণ করে যে, তত্তৎ পন্থা শুদ্ধভক্তি হইতে অতীব অপকৃষ্ট। মুক্তাভিমানী জ্ঞানি ও যোগসিদ্ধ কোটী কোটী পুরুষ পাওয়া সহজ, কিন্তু একটী নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত অতীব দুর্ল্লভ। সুতরাং শুদ্ধ-ভক্তির বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বহু সুকৃতি-সাপেক্ষ।

এই শুদ্ধভক্তিতে আরাধ্য বস্তু কাল্পনিক নহেন। তথায় সেব্য, সেবক ও সেবা—এই তিনটি বস্তুই নিত্য। তথায় ভজনীয় বস্তুর সহিত ভজনকারীর সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। শুদ্ধভক্তের ভজনীয় বস্তু শ্রীভগবান্। সুতরাং তাঁহার সেব্য-পদে একমাত্র তিনিই নিত্য বিরাজিত। আধিকারিক দেবতা, জীব-শক্তি বা জড়াশক্তিকে শুদ্ধভক্ত কখনও আরাধ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্ত যাঁহাকে সেব্যপদে বরণ করেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি কখনও অপরকে সেই পদে অধিষ্ঠিত করিতে পারেন না। সতী নারী যেরূপ তাঁহার পতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দেন না, তদ্রূপ শুদ্ধভক্ত তাঁহার ভজনীয় তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভজনা করিয়া বারবনিতার ন্যায় উদারতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত। শ্রীরামচন্দ্রের দাস্য-রসের ভক্ত শ্রীহনুমানের চরিত্রে ইহাই বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে যথা—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচন॥"

এই বাক্য হইতে শুদ্ধভক্তের সেব্যের প্রতি কিরূপ নিষ্ঠা, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণ আত্মগোপন করিয়া নারায়ণ-রূপে উপস্থিত হইলেও গোপীগণ তাঁহার ভজনা করিতে পারেন নাই। শ্রীমন্মহা-প্রভুর লীলায় অনুপম প্রভু ও মুরারিগুপ্তের সেবানিষ্ঠা ইহারই সাক্ষ্য দিতেছে। মুরারিগুপ্তের সেবা-নিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে তোমার নিকট কিছু কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর,—

"মুরারি-গুপ্তেরে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহেন, শুন ভক্তগণ॥

পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বারবার।
পরম মধুর, গুপ্ত ব্রজেন্দ্র-কুমার॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ-সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল প্রেম, সর্ব্বরসময়॥

সকল-সদ্‌গুণবৃন্দ-রত্ন রত্নাকর।
বিদগ্ধ, চতুর, বীর, রসিক-শেখর॥

মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস।
চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ করে যাঁর লীলা-রস॥

সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয়॥

এইমত বার বার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন॥

আমারে কহেন,—আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর॥

এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি রাত্রিকালে।
রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তায় হইল বিকলে॥

কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্র্যে প্রভু মোর করাহ মরণ॥

এইমত সর্ব্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন।
সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ॥

প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিল চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥

রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাঢ়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা॥

শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়!!

তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥

এত শুনি' আমি বড় মনে সুখ পাইলুঁ।
ইঁহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈলুঁ॥

সাধু সাধু, গুপ্ত, তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনেহ তোমার না টলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায়॥
এই মত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈনু বারে বারে॥
সাক্ষাৎ হনূমান তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল॥"

যাহার ভজনীয় বস্তুতে এইরূপ নিষ্ঠার অভাব, তাহাকে কখনও ভক্ত-মহাজন বলা চলে না। সুতরাং যদি কেহ একবার কৃষ্ণ, একবার কালী, একবার গণেশ প্রভৃতি সকলকেই উপাসনা করিতে পারেন বা করেন, তবে তিনি কখনও ভক্তিদেবীর কৃপালাভ করেন নাই—ইহাই প্রমাণিত হয়। ঐরূপ সাধক "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণ: রূপ-কল্পনা"—বিচার অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া সাধনাবস্থায় রাম, কৃষ্ণ, কালী, ঢেঁকি ইত্যাদি যে কোন একটি কাল্পনিক 'রূপ' প্রদান করেন। পরন্তু তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের আরাধ্যের এই 'রূপ' নিত্য নহে। তাঁহার আরাধ্য বস্তু নিরাকার। সিদ্ধিকালে তাঁহার এই 'রূপ' আর দৃষ্ট হইবে না এবং তাঁহার নিজেরও সত্তা লোপ পাইবে। সিদ্ধাবস্থায় তিনি ও আরাধ্য-বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না। কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মই সিদ্ধতত্ত্ব; সুতরাং তথায় ত্রিপুটী বিনাশ-হেতু সেব্য, সেবক ও সেবা ধ্বংস-প্রাপ্ত হওয়ায় শুদ্ধভক্ত-লভ্য প্রেম তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। ভাই নরেন! ভগবৎপ্রেমা তুল্য শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই। শাস্ত্রে ইহাকে পঞ্চম-পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রেম-সমুদ্রের নিকট ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদ-তুল্য বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সদাচার

যে ব্রাহ্মণ মৎস্য খান, তিনি কখনও বিষ্ণু স্পর্শ করিবেন না। কিন্তু এমন কয়টী ব্রাহ্মণ সদাচারী হইয়া বিষ্ণুপূজার্থ যত্ন করেন? "মৎস্যাশী ন স্পৃশেদ্ বিষ্ণুম্।"

অসদাচারীর নিকট বিষ্ণু স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন না, বিষ্ণুপূজার ঘরে ঢুকিয়াও তাঁহার জড়মায়ার পূজা হইয়া যায়।

অনেক শ্রীমদ্ভাগবতপাঠী দেখিয়াছি—তিনি মৎস্য ভক্ষণ করেন; অস্মদ্দেশে অনেক বৈষ্ণব (?) মৎস্য আহার করিয়া থাকেন, নিরামিষাশী বৈষ্ণব নাই বলিলেও চলে। তাঁহারা মৎস্যকে শাক-সব্জী বলিয়া জানেন! মুখে "হা গৌরাঙ্গ" বলেন কিন্তু গৌরাঙ্গের শ্রীমুখের বাণী—

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-সেবন।
এই তিন ধর্ম্ম বিনা নাহি সনাতন॥"

পালন করেন না। কত গোস্বামী প্রভু ও কত সাত্বত গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠীরও (?) মৎস্য—পূয়-রক্ত-পূর্ণ মৎস্য ভিন্ন উদর পূর্ণ হয় না। পশ্চিমদেশের লোক মৎস্য ভক্ষণ হেতু আমাদের মায়া মমতা-হীন-পাষণ্ড-দেশের-লোককে 'চামার' কহিয়া থাকেন; কারণ চামার ভিন্ন অন্য লোকে মৎস্য ভক্ষণ করে না। কথায় বলে "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব"; শ্রীভাগবত ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কহিয়াছেন, যথা—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥ (শ্রীভাঃ ৪।২১।১২)

পৃথুরাজার আজ্ঞা পৃথিবীর কোন স্থানেই প্রতিহত হইত না; তিনি দণ্ড ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ভিন্ন সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে সকলকেই শাসন করিতে লাগিলেন।

অন্যত্র— "মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিতি-
স্তিমিক্ষয়া তপস্যা বিদ্যয়া চ।
দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং
কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্ দ্বিজানাম্॥" (শ্রীভাঃ ৪।২১।৩৭)

পৃথুরাজা কহিয়াছিলেন যে, আমার অনুরোধ যে, যেন কোন রাজকুলের তেজ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব গণের কুলে কখনও আপন প্রভাব প্রকাশ না করে।

ঐ সকল ব্যক্তিগণের কুল বিনা সমৃদ্ধিতেও তিতিক্ষা, তপস্যা ও বিদ্যা এই তিন প্রকার তেজদ্বারা আপনিই সর্ব্বদা দীপ্তিপায়। এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের স্থান উচ্চে রাখিয়াছেন, কারণ তিনি লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবব্রাহ্মণাবজ্ঞাং নিষিদ্ধ্যতি"। পুনরায়—

"অজিতদেবতানাং বৈষ্ণবানাং কুলে দ্বিজানাং কুলে চ॥"

অস্মদ্দেশে অনেক পরম ভাগবত বৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠারম্ভে প্রথমে বৈষ্ণব-বন্দনা করিয়া পরে ব্রাহ্মণাদি বন্দনা করেন, যথা—

মহাযশা মহাভাগান্ মহাপতিতপাবনান্।
মহাভাগবতান্ বন্দে বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুরূপিণঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্য নমো নমঃ॥
হরিনামপরা যে চ হরিভক্তিপরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যোপীহ নমো নমঃ॥
নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষে সনাতনান্॥

এক সময় কোন এক বিশেষ ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের নিকট শাস্ত্রশিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন, তাহাতে বাবাজী মহাশয় কহিয়াছিলেন যে, "তোমার বৈষ্ণব-শাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন নাই, বৈষ্ণব-সেবা কর"।

বৈষ্ণবের স্থান অতি উচ্চ—বেদেও বৈষ্ণবের কথা আছে, যথা—"বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈযজ্ঞস্বয়মেবৈনং তদ্দেবতয়া স্বেন ছন্দসা সম্বর্দ্ধয়তি॥

—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ১।৩।৪

উপনিষদেও বৈষ্ণবের কথা আছে. যথা—

"বিষ্ণুদেবত্যা কৃষ্ণাবর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং
স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং পদম্॥" (অথর্ব্বশির উপনিষদি ৫)

যখন বেদে বিষ্ণুর কথা আছে—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ঋগ্বেদসংহিতায়াং ১।৭।৮, অথর্ব্ববেদ-সংহিতায়াং ৭।২৬।৭, শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায়াং ৬।৭।

অতো দেবা অবন্তু নোয়তো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ॥ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমুমহ্বস্য পাংসুরে॥ ত্রীণিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতোধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥ বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পাপশে॥

ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥

তদ্বিপ্রাসো বিপন্য বো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎপরমং পদম্॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৭ম অষ্টকে, ২য় অধ্যায়ে ৭ম বর্গে) তখন তাঁহার ভক্তগণ বৈষ্ণব ; সুতরাং বৈষ্ণবের স্থান অতি উচ্চে।

বৈষ্ণব অচ্যুতগোত্র ; তজ্জন্যই চক্রবর্ত্তিপাদ ব্রাহ্মণের উপরে বৈষ্ণবের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণব গুরু হইবেন। বিশেষতঃ পরম ভাগবত পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ দৈব-ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরকে শিষ্য করেন নাই। তাহাতেই অসদাচারী ব্রাহ্মণব্রুবগণ বিদ্বেষ করিতেন। নীচমন, ঈর্ষাস্বভাব অন্যের উৎকর্ষসহ্য করিতে পারেন না। স্বভাব ত্যাগ করা কঠিন। মেঘ যেমন ত্রিভুনের কটু, কষায়, তিক্তজল পান করিয়া দিবার সময় সুমিষ্ট জল প্রদান করেন, এবং সর্প দুগ্ধ পান করিয়া দিবার সময় বিষ-ই প্রদান করিয়া থাকে।

গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে
গুণা দোষায়ন্তে কিমিতিপরমং বিস্ময়পদম্।
যথা জীমূতোয়ং লবণজলবার্দ্ধেঃ কমমৃতং
ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরম্॥

ইহা কেবল স্বভাব। স্বভাব ত্যাগ করা যায় না।

সতীব যোষিৎপ্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা।
পুমাং সমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি॥ (মাঘ ১।৭২)

এই ইতর স্বভাবে অন্যের অভ্যুদয় সহ্য করিতে পারে না।

উপকারপরঃ স্বভাবতঃ সততং সর্ব্বজনস্য সজ্জনঃ।
অসতা মনিশস্তথাপ্যহো গুরুহৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ

সেই হৃদ্রোগ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে যে, তাহা হৃদয়ে অবসর না পাইয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে।

পরিতপ্যত এব নোত্তমঃ পরিতপ্তোঽপ্যপরঃ সুসংবৃতিঃ।
পরবৃদ্ধিভিরাহিতব্যথঃস্ফুটনির্ভিন্নদুরাশায়োঽধমঃ ॥ ২৩ ॥

(মাঘ ১৬ সর্গে)

কিন্তু এ ঈর্ষাতে তাঁহার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না—তিনি নিজের কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার ন্যায় মহানুভব যদি সামান্য কারণে টলিত হন, তাহা হইলে মহতে ও ইতরে পার্থক্য কি ?

দ্রুম সানুমতাং কিমন্তরং যদি বায়ৌ দ্বিতয়েঽপি তে চলাঃ ॥

(রঘুবংশে ৮।৯০]

এক্ষণকার গুরুব্রুবগণে ও তাঁহাতে পার্থক্য স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে। গুরুব্রুবগণের শিষ্যের ধনে দৃষ্টি ; কিন্তু তাঁহার শিষ্যসন্তাপহরণে দৃষ্টি ; তিনি শিষ্য হইতে কপটভাবে অর্থ গ্রহণ করিতেন না ; অপিতু দুঃখী শিষ্যকে পরম অর্থ প্রদান করিতেন। গুরুব্রুবগণ শিষ্যের অর্থ লইয়া পরিবার পোষণ করেন কিন্তু তাঁহার ধনী শিষ্য তাঁহার অনুমতিতে সাধারণের উপকারার্থে অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি বহুশাস্ত্র জানিতেন সুতরাংইহা জানেন যে, যাহা দেহের প্রীতিকর তাহা দুঃখ-বৃক্ষের বীজ উৎপন্ন করে—

যদ্ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে।
তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি ॥

—সাংখ্যদর্শনে ৬।৮ সূত্রভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুঃ

তিনি নিজের ভোগার্থে কখনও অর্থ গ্রহণ করেন না, কারণ বিষয় আপাতরমণীয় কিন্তু পরে তাপ প্রদান করিয়া থাকে—

আপাতরম্যা বিষয়াঃ পর্য্যন্তঃ পরিতাপিনঃ ॥ (ভারবিঃ ১১।১২)

কিংবা—দুর্জ্জয়া হি বিষয়া বিদুষাপি ॥

—নৈষধচরিতে ৫।১০৯

কিংবা—ন বিষং বিষমিত্যাহুর্বিষয়ং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একদেহহরং বিষম্ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্যপ্রকরণে ২৯।২৩

বিষকে বিষ বলা যায় না, বিষয়কেই বিষ বলা গিয়া থাকে, বরং অধিক, কারণ বিষ এক জন্মকে নষ্ট করে, কিন্তু বিষয় জন্ম-জন্মকে নষ্ট করে। কারণ চিরকাল বিষয়-চিন্তা করিলে সংস্কার-বশতঃ মৃত্যুকালেও বিষয়চিন্তা করিয়া বিষয়ীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ ভগবান্ কহিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
(গীতায়াং ৮।৬)

কিম্বা—যং যং চাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥
(পঞ্চদশী-ধ্যানদীপে ১৩৭)

অথবা—যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং
মনোবিকারাত্মকলাপ পঞ্চত্ব।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥
—শ্রীভাগবতে ১০।১।৪২

অর্থাৎ দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তিসময়ে বিবিধ বিষয়াত্মক মন ফলাভিমুখ কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া, মায়াকর্ত্তৃক নানাদেহরূপে বিরচিত পঞ্চমহাভূতগণের মধ্যে যে যে দেহে সমধিকরূপে অভিনিবিষ্ট হয়, সেই দেহেই 'আমি' এইরূপ বোধ করিয়া জীব-দেহ ও মনের সহিত সেই দেহে জন্মগ্রহণ করে;

কিম্বা—কা শ্রীঃ কৃষ্ণরতিন বৈ ধনজনগ্রামাদিভূয়িষ্ঠতা।
অলঙ্কারকৌস্তুভে ৮ম কিরণে পরিসঙ্খ্যা অলঙ্কারে।

শ্রী কি? শ্রীকৃষ্ণে রতিই শ্রী, ধনজনগ্রামাদি বহুলতা শ্রী নহে।

যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে অনেক বিষয় করিতে পারিতেন। যিনি বাল্যকালেই বিষয়কে 'মলবৎ জহৌ' সে মহানুভব দেবোপম ব্যক্তি কখনই বিষয়কীট হইতে পারেন না বা বিষয়ে লালসা করিতে পারেন না।

তাঁহার জীবন পরের উপকারের জন্য। বৃক্ষ যেমন স্বীয় মস্তকে প্রখর ভানুতাপ সহ্য করিয়া আশ্রিত ব্যক্তিকে শীতল করেন।—

অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপদ্মীব্রমুষ্ণং।
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্॥
—শকুন্তলে ৫ম অঙ্কে।

নবদ্বীপ-পরিক্রমা কালে যান থাকিতেও তিনি পদব্রজে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সঙ্কীর্ত্তনকারিগণের সহিত গমন করিতেন। কঠিন মাটিতে যে, সে কোমল পদতলে আঘাত লাগিতেছে সে দিকে তিনি লক্ষ্য না করিয়া, যাহাতে পাষণ্ডের হরিনামে রুচি হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন।

ভগবানের জন্মও নাই কর্ম্মও নাই, তবে তিনি যে লোকের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন তাহা লোক-শিক্ষার জন্য।

তাঁহার গুণ এ সামান্য জীব কি বর্ণনা করিবে? গুণের শেষ নাই বলিয়া বর্ণনা করিতে অশক্ত হইলাম—

মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥ (রঘুবংশে ১০।৩২।)

তাঁহার জন্ম কেবল লোকের উপকারের জন্য—

অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকঃ হেতুস্তেজন্মকর্ম্মণোঃ॥ (ঐ ১০।৩১)

এক্ষণকার গুরুব্রুবগণের কথা আরও কিছু বলা প্রয়োজন। ভগবানে অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ; কিন্তু মৎস্যাশী ব্রাহ্মণ গোস্বামিগণ (?) মৎস্যাহারের পূর্ব্বে কি ভগবানকে নিবেদন করিয়া থাকেন? যদি নিবেদন না করেন তাহা হইলে সে দ্রব্য কিরূপ পবিত্র তাহা কথিত হইয়াছে—

ন দত্ত্বা হরয়ে যস্তু যদি ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজাধমঃ।
অন্ন বিষ্ঠাসমং মূত্রসমং তোয়ং বিদুর্বুধাঃ॥" (নারদপঞ্চরাত্রে ২।৪৩)

এরূপ ব্রাহ্মণ ও গোস্বামীকে লোকে গুরু করেন, তাহা বড়ই আশ্চর্য্য।

শরীর নরক— মাংসাসৃক্‌পূযনির্ম্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ॥

—বিষ্ণুপুরাণে ১।১৭।৬৩

অন্যত্র—অস্থি স্থূণং স্নায়ুযুতং মাংস শোণিত লেপনম্।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষযোঃ॥
জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্।
রজস্বলমসন্নিষ্ঠং ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ॥

শান্তিপর্ব্বণি ৩২৯ অধ্যায়ে; মনুঃ ৬।৭৬-৭৭;
সাংখ্য দর্শনে ৩।৭৫ সূত্রভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুঃ।

অন্যত্র—মেদোঽস্থিমাংসমজ্জাস্বক্ সঙ্ঘাতেঽস্মিন্ ত্বচাবৃতে।
শরীরে বাস্তি কা শোভা সদা বীভৎসদর্শনে॥

—নাগানন্দে ৫ অঙ্কে

বন্দনা-গীতি

জয় শ্রীগৌরচন্দ্র সহিতে নিত্যানন্দ
জীবনে মরণে গতি।
করি প্রণিপাত তব চরণে নাথ
যেন থাকে মম মতি॥
জয় সীতাপতি করি তোমা প্রণতি
তব অভয় চরণতলে।
তোমার কৃপায় ত্যজিয়া মায়ায়
পার হব অবহেলে॥
সহ পরিকর প্রেমময় শ্রীগৌর
দয়াময় অবতার।
সবার চরণে মনে প্রাণে
জানাই শতকোটী নমস্কার॥
বনে বনমালি হাতেতে মুরলী
চূড়ায় শিখি-পাখা।
জয় রাধা-শ্যাম সর্ব্বগুণধাম
অন্তরমাঝে দাওগো দেখা॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ আমি অকিঞ্চন
কৃপার তনু ধর সবে।
জানাই নিবেদন কর দয়া বিতরণ
মোরে অভাজন ভেবে॥

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু
(কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন অফিসার)
কলিকাতা—৫৩

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়
প্রচারকেন্দ্র, কোরন্ট
পোঃ রান্দিয়াহাট ;
জিলা বালেশ্বর (উড়িষ্যা)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ২রা আষাঢ়, ১৩৮৮ (ইং ১৭ই জুন, ১৯৮১) বুধবার, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তত্ত্বাবধানে শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে নবনির্ম্মীয়মান মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউর শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে ১লা আষাঢ় (ইং ১৬।৬।৮১) মঙ্গলবার হইতে ৩রা আষাঢ় (ইং ১৮।৬।৮১) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্ম-সভা ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনাদি সমিতির সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির ও বিভিন্ন মঠের বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধা-ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যগণ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ অনুষ্ঠান-সূচী ঃ—

১লা আষাঢ় (ইং ১৬।৬।৮১), মঙ্গলবার—

শোভাযাত্রা—মঙ্গলারতি অন্তে শ্রীবিজয়-বিগ্রহ সহযোগে নগর-সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা—পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩০ হইতে ১২টা পর্য্যন্ত

মধ্যাহ্ন-আরতি—দ্বিপ্রহরে

অধিবাস—সন্ধ্যা ৭টায়

কীর্ত্তন—সন্ধ্যা-আরাত্রিকান্তে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—রাত্র ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত, তদনন্তর চলচ্চিত্র প্রদর্শন।

২রা আষাঢ় (ইং ১৭।৬।৮১), বুধবার—

মঙ্গল-আরতি—ভোর ৪টায়

সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ—প্রাতঃ ৬টা হইতে ৭।৩০ পর্য্যন্ত

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা—পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত

ভোগারতি—মধ্যাহ্নে

প্রসাদ বিতরণ—দ্বিপ্রহর হইতে ৩টা পর্য্যন্ত

ধর্ম্মসভা—অপরাহ্ণ কীর্ত্তনান্তে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত।

৩রা আষাঢ় (ইং ১৮।৬।৮১), বৃহস্পতিবার—

মঙ্গলারতি—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে

নগর-সঙ্কীর্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে শ্রীবিজয়-বিগ্রহ সহযোগে পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা পর্য্যন্ত নগর-পরিক্রমা

ভোগ-আরতি—দ্বিপ্রহরে

অপরাহ্ণে—কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-লীলা প্রদর্শন।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের** নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ প্রমুক্তিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৩শ বর্ষ | ২৮ ত্রিবিক্রম, সঙ্কর্ষণ, ৪৯৫ গৌরাব্দ
৩২ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৮৮; ইং ১৫।৬।১৯৮১ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

রসবলিত-মৃগাক্ষী-মৌলিমাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরি-প্রেমবাপী-মরালী।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্ব্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ১॥

যিনি সুরসিকা মৃগাক্ষী স্ত্রীগণের শিরোমাণিক্যের শোভাস্বরূপা এবং আনন্দিত মুরবৈরি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-দীর্ঘিকার হংসী, যিনি ব্রজশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃষভানু-রাজের পবিত্র কল্পলতা-স্বরূপা, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন॥ ১॥

স্ফুরদরুণ-দুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি বরকাঞ্চী-লাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচকলস-বিলাস-স্ফীত-মুক্তাসর-শ্রীঃ
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ২ ॥

রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র-সুশোভিত নিতম্বোপরি ইতস্ততঃ দোদুলামানা ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা দ্বারা যিনি নৃত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং কুচ-কুম্ভোপরি সঞ্চলিত সুদীর্ঘ মুক্তামালার দ্বারা যাঁহার শোভা সম্পন্ন হইতেছে, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমার নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ২ ॥

সরসিজবর-গর্ভাখর্ব্ব-কান্তিঃ সমুদ্যৎ
তরুণিম-ঘনসামাশ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ।
দর-বিকশিত-হাস-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৩ ॥

যাঁহার মধ্যদেশ উৎকৃষ্ট পদ্ম-কর্ণিকার ন্যায় অতিশয় কান্তিবিশিষ্টা, যাঁহার কৈশোরামৃত সমুজ্জ্বল তারুণ্য-রূপ কর্পূর-দ্বারা মিশ্রিত হইয়াছে এবং যাঁহার বিম্বাধরাগ্র ঈষৎ-প্রকাশিত হাস্য-রস বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৩ ॥

অতিচটুলতরং তং কাননান্তর্ম্মিলন্তং
ব্রজ-নৃপতি-কুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুর-মৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৪ ॥

কাননাগত অতি চপল সেই ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যাঁহার নেত্রদ্বয় সঙ্কাকুল হইয়াছে এবং যিনি নেত্রভঙ্গি বিস্তার করিয়া সুমধুর মৃদুবাক্য-দ্বারা কৃষ্ণকে স্তব করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৪ ॥

ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপপতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্।
সুললিত-ললিতান্তঃস্নেহ-ফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৫ ॥

যিনি নিখিল ব্রজ-মহিলাগণের প্রাণ-স্বরূপা এবং নন্দরাজ-পত্নী যশোদা-দেবীর কৃষ্ণ-তুল্য স্নেহের পাত্রী, যাঁহার অন্তরাত্মা ললিতা-সখীর সুললিত আন্তরিক স্নেহে প্রফুল্লিত হন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৫ ॥

নিরবধি সবিশাখা শাখিযূথ-প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘবিজয়-বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৬ ॥

এই বনমধ্যে যিনি নিরন্তর বিশাখার সহিত নানা বৃক্ষের বিবিধ পুষ্পদ্বারা বৈজয়ন্তী-মালা রচনা করিতেছেন, যিনি শ্রেয়সী অর্থাৎ মঙ্গলস্বরূপা, অতএব অঘবিজেতা শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট বক্ষঃস্থলে পরম প্রেয়সীরূপা হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৬ ॥

প্রকটিত-নিজবাসং-স্নিগ্ধবেণু-প্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহর-কণ্ডুং তন্বতী নম্র-বক্ত্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৭ ॥

যিনি বেণুধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক কুঞ্জমধ্যে কৃতনিবাস শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রুত গমন করিয়া নেত্রদ্বয় ঈষৎ উন্মীলন করত নত-বদনা হইয়া কর্ণকুহরে কণ্ডূয়ণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয়-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৭ ॥

অমল-কমলরাজিস্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজ-সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্।
পরিজনগণ-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তি বকারিং
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৮ ॥

নির্ম্মল পদ্মরাজি-সংস্পর্শশীল বায়ুদ্বারা সুশীতল নিজ সরোবর রাধাকুণ্ডে যে শ্রীরাধিকা গ্রীষ্ম-সময়ের সায়ংকালে পরমানন্দ লাভ করত সখীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বকাসুর-বিনাশী শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করাইতেছেন সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন।

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্ট-রাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্।
পশুপপতি-কুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিন-জনগণ-মধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি ॥ ৯ ॥

যিনি নিখিল আশা-পরম্পরা পরিত্যাগ করত কাতর-স্বভাবে নির্ম্মল-চিত্ত হইয়া এই পরিশুদ্ধ শ্রীরাধাষ্টক পাঠ করেন, গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকার নিজগণ-মধ্যে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

বর্ষ-পরীক্ষা

কর্ম্মী ও জ্ঞানী—অধিরোহবাদী ; তাহাদের মঙ্গলের জন্য ভক্ত ও ভগবানের অবতার

শাস্ত্র বলেন, নশ্বর রাজ্যে অনিত্য ধামে মিশ্র প্রতীতিতে নিরস্ত-কুহক সত্যরূপ পরমেশ্বর স্বীয় নিত্য চিন্ময় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাম হইতে অবতরণ করেন। ভগবৎ-পার্ষদগণও নিত্য চিদানন্দ ধাম হইতে অধিরোহ বাদিদিগের মঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। অধিরোহ-বাদিগণ নিজের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিকে সম্বল করিয়া উন্নত হইতে যত্ন করেন। যে-কালে অক্ষজ-

জ্ঞানবাদী অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান লইয়া উপস্থিত হন, তৎকালে তাঁহার চেষ্টাকে 'ভোগ' বলা হয়। ইহারই নামান্তর 'কর্ম্মবাদ'; ভগবদ্ভক্তি-ধারা তাহার বিপরীত। ইহা উচ্চ হইতে নিম্নে নামিয়া আসে। যখন সত্য বস্তু, চিদ্ বস্তু ও আনন্দময় বস্তু নিত্য ধাম হইতে অনিত্য, অচিৎ ও নিরানন্দ ধামে নামিয়া আসে, তখন কর্ম্মফল-ভোগী কর্ম্মবাদাবলম্বনে ভগবান্ বা ভক্তের সান্নিধ্যের সুযোগ পান। ভগবান্ বা ভক্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান-মত্ত কর্ম্মবাদীকে তাহার যোগ্যতানুসারে তাহার ভাষায় তাহার তাৎকালিক ব্যবহারের অনুকূলে ন্যূনাধিক সঙ্গ প্রদান করেন।

গুরু-করণ ও গুরু-শিষ্যের পরস্পর পরীক্ষা

ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে গুরুগ্রহণ-বিচারে যে পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, গুরুকে শিষ্য একবর্ষ-কাল পরীক্ষা করেন এবং গুরুও শিষ্যকে একবর্ষ-কাল তাদৃশ পরীক্ষা করেন। ইহাতে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে—ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষ-চতুষ্টয়-যুক্ত অক্ষজ শিষ্য তাঁহার নিজ অসম্পূর্ণ জ্ঞানদ্বারা স্বীয় গুরুদেবের পরীক্ষা কি-প্রকারে করিবেন? এবং গুরুদেবই বা কেন নিরস্তকুহক-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য—শিষ্যকে পাইবার জন্য এক বৎসরকাল কর্ম্মবাদীর ন্যায় অন্ধকারে হাতড়াইবেন? অধোক্ষজ-সেবা-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব কেন অক্ষজ-জ্ঞানদৃপ্ত কর্ম্মবাদীর ন্যায় তাহাদের পথ অনুসরণ করিবেন।

শ্রীগুরুর প্রতি শিষ্যের প্রাথমিক অক্ষজ-দর্শন

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই জানা যায় যে, যে-কালে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হন, তৎকালে শিষ্য অধোক্ষজ-সেবা-নিরত শ্রীগুরুদেব নহেন। তাঁহার চেষ্টায় আমরা কিরূপে পূর্ব্ব হইতেই ভক্তি-বৃত্তি—যাহা আত্মার নিজবৃত্তি—দেখিতে পাইব? শিষ্য অসংখ্য ফল-ভোগময়ী চেষ্টার অন্যতম-জ্ঞানে শ্রীগুরুদেবকেও তাহারই মত একজন মনে করিয়া ভোগের চেষ্টায় মত্ত থাকেন। শিষ্য গুরুদেবকে তাঁহারই অক্ষজ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু-বিশেষ বলিয়া মনে করেন।

এক বৎসর-কাল অধোক্ষজ গুরুর সঙ্গ-ক্রমে ভোগী শিষ্যের শিষ্যত্ব লাভের অধিকার জন্মে

শিষ্য ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে ভোগ্য বস্তুর অন্যতম মনে করিয়া গুরুর সহিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ভোগময়ী বুদ্ধি শ্রীগুরুদেবের সঙ্গক্রমে ক্ষীণতা লাভ করে। যখন শিষ্যের মলিনতা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি শ্রীগুরু-কৃপা-লাভে সমর্থ হন। শিষ্যের এক বৎসর-কাল অবস্থান-কাল তাহাকে বাস্তবিক শিষ্য হইবার উপযোগিতা প্রদান করে। তিনি ক্রমশঃ শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় অক্ষজ-জ্ঞানে দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ নিরস্তকুহক-সত্য-নয়নে দেখিবার সুযোগ পা'ন। চিকিৎসকের অধীনে যে-সময় রোগী আত্মসমর্পণ করেন, তখন তাহার রোগ প্রবল আছে, জানিতে হইবে। রোগ প্রবল থাকা কালে কখনই তাহাকে নীরোগ বলা যাইতে পারে না। যে-কালে জীব কর্ম্মভূমিতে ভোক্তা হইয়া বিচরণ করেন, সে-কালে দশদিকেই তিনি ভোগের প্রার্থনায় চতুর্দ্দশ ভুবনে ঘুড়িয়া বেড়ান। সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন নিরস্ত-কুহক সত্য-প্রদাতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'ন, তখন শিষ্যব্রুব-জীব এক বৎসর কাল তাঁহার সেবা-নিরত হইবার সুযোগ করিয়া লইবেন। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে শিষ্যের কর্ম্মময়ী ভোগ-চেষ্টা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইলে তাঁহার শিষ্যব্রুব-ধর্ম্ম শিষ্যত্বে পরিণত হইবে।

শ্রীগুরুর প্রতি নিত্যদাস্যই শিষ্যের লক্ষণ, নচেৎ অতিবাড়ী হইয়া পতিত গুরুদ্রোহী হইতে হয়

আর শ্রীগুরুদেব শিষ্য হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিষ্যের অধিকার বিচার করিয়া এক বৎসর অক্ষজ-অধিরোহবাদীকে তাহার সঙ্গলাভ করাইবার সুযোগ দিয়া থাকেন। গাছের তলায় গিয়াই বৃক্ষোপরিস্থিত সমগ্র ফল লাভ হইয়াছে, মনে করিলে কিছু প্রকৃত-প্রস্তাবে তাদৃশ ফল লাভ হয় না; সেরূপ শিষ্যব্রুব গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, মনে করিলেই শিষ্য হইতে পারেন না; **যে-কালে শিষ্যব্রুব আপনাকে শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস জানেন, তখনই তাঁহার শিষ্যত্ব, নতুবা শিষ্যব্রুবত্ব হইতে পতন হইয়া অতিবাড়ি নামে উপসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যান। তখন শিষ্য নিজগুরুর শিষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিয়া গুরুদ্রোহিতা করিয়া ফেলেন এবং তাহাকেই ধর্ম্ম নামে চালাইতে থাকেন।**

শ্রীগুরুর পতন বা গুরু-ব্রুবত্ব লাভ

যদি কোন গুরুব্রুব অক্ষজ-কর্ম্মবাদীকে নিজ শিষ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তিনি অচিরেই স্বীয় গুরুত্ব বিনাশ করিয়া গুরু ব্রুবত্বে স্থাপিত হইবেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মঙ্গল করিতে না পারিলে, দিব্যজ্ঞানে আলোকিত করিতে অসমর্থ হইলে, শিষ্যব্রুবের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে আর গুরুব্রুবত্বে স্থাপন করিবেন না।

গুরু-শিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ একবৎসরে স্থাপিত না হইতেও পারে

তাহা হইলেই জানা যায় যে, গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই বর্ষকাল পরীক্ষা বিধি কিছু গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। তাহার পরবর্ত্তী সময়েই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর দিব্যজ্ঞানে আলোকিত শিষ্য, গুরু হইতে প্রাপ্ত নিরস্তকুহক সত্যের প্রতি সন্দিহান হইতে পারে না। ভক্তিশাস্ত্রেও অভক্ত শিষ্যব্রুবের এরূপ আচরণ ভক্তির অনুকূল বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

—শ্রীল প্রভুপাদ

সম্প্রদায়-প্রণালী

চিন্তাশীল পণ্ডিতগণই সম্প্রদায় স্বীকার করেন

কতকগুলি লোক আছে, তাহারা 'সম্প্রদায়' শব্দ শুনিবামাত্র চটিয়া উঠে। তাহারা বলিয়া থাকে যে, 'সম্প্রদায়'বিভাগ-দ্বারা মতভেদ ও মতভেদ-দ্বারা ধর্ম্মবিবাদ সমাজকে নষ্ট করে। তাহারা মনে করে যে, সমাজের মধ্যে তাহারাই পণ্ডিত, আর সকলেই নির্ব্বোধ। বস্তুতঃ তাহাদের অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিশালী, চিন্তাশালী ও পণ্ডিতলোক 'সম্প্রদায়' স্বীকার-পূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন।

যাহারা সম্প্রদায় স্বীকার করেন না তাহারা স্থূলধী

সম্প্রদায়ের বিরোধীগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে অসম্প্রদায়ী মনে করে। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাহারা একটী নূতন

সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, অসম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণকে স্থূলবুদ্ধি বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

সম্প্রদায়-স্বীকারে দোষ অপেক্ষা গুণ অধিক ; জগতে কোনও বস্তু নির্দ্দোষ নহে।

আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে সম্প্রদায়গত কোন কোন সঙ্কীর্ণ মতও মানিতে হয় এবং কখন কখন স্বাধীনতার অভাবে কুফল হইয়া থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে অধিকাংশ গুণ, তাহাতে কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাহা পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু। জগতে কি এমত আছে, যাহা নির্দ্দোষ? তবে কি জগতে অবস্থিতি করা পণ্ডিতের পক্ষে দূষণীয়? সুখ ও পুণ্যের সহিত যে সংসার করা যায়, তাহা কি নির্দ্দোষ? জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্ম সংসারে অবস্থান ব্যতীত আর উপায় কি?

সম্প্রদায়-স্বীকারের আবশ্যকতা

পরমার্থ আলোচনা করিবার সদুপায় কি, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। সংসারে চিত্তনিবেশ করা অনায়াসে সম্ভব। ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ করা অনেকের পক্ষে কঠিন। সংসারে অবস্থিত হইয়া আমরা জীবনযাত্রা সদুপায়ে নির্ব্বাহ করিতে করিতে একান্তমনে পরমেশ্বরকে আরাধনা করিব—এরূপ সঙ্কল্প করিয়া যাঁহারা দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যে একটী সম্প্রদায় স্থির করেন। সম্প্রদায়ও জীবের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। সরল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করত তাহা সকলের নিকট স্বীকার করেন।

অসাম্প্রদায়িক লোকসকল কপট ও বঞ্চক

অসরল অদূরদর্শী বিতর্ক-প্রিয় ব্যক্তিগণ স্বরূপগত সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াও লোকের নিকট আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা কেবল আত্ম-বঞ্চনারূপ মন্দ ফললাভ করিতেছেন।

সম্প্রদায় অস্বীকারের কারণ

ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারতক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত ছিল না। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের

সহিত যে-পর্য্যন্ত ভারতের সংস্রব হইয়াছে, সেই অবধিই কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। পাশ্চাত্য-ভূমিতে ধর্ম্ম তদ্দেশোপযোগী আকৃতি সহকারে বিচরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ সেই ধর্ম্মের প্রতি অনাদর করত সেই ধর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে সম্প্রদায়-প্রণালীর নিন্দা করিয়াছেন।

অসাম্প্রদায়িকগণের বুদ্ধি-শোধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের উপদেশ

অস্মদ্দেশীয় সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি কয়েকজন লোক তাঁহাদের সহিত কথোপকথন, তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ ও পুস্তিকা পাঠ করিয়া অল্প বয়স হইতেই অনেকের মনে একটি এমত কুসংস্কার হয় যে, তাঁহারা 'সম্প্রদায়' শব্দটি শুনিবামাত্র জ্বলিয়া উঠেন। নিজ সংস্কারের মূল কখনই অনুসন্ধান করেন না। যাঁহারা এরূপ সম্প্রদায়-বিরোধী, তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক অনুরোধ করি যে, একবার নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখুন।

সম্প্রদায় স্বীকার করিলে কি কি হিত হয়?

আমরা এ বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। যদি কেহ পরমেশ্বরের আশ্রয় করিয়া প্রেমফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিশুদ্ধ ভজন-সম্প্রদায়ে অবিলম্বে প্রবেশ করুন। সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয় সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা, ধর্ম্মালোচন এবং ক্রমবৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও আত্মপ্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়-প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকের কার্য্য।

সম্প্রদায়ের হিত-সাধন আবশ্যক

সম্প্রদায়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজার সংস্কার করাই বিধেয়, কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য বাজার-প্রণালী যদি উঠাইয়া দিবার বিধি চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধিকে কোন প্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না।

অসাম্প্রদায়িকগণের মত-খণ্ডন

সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জগন্মঙ্গল-বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আধুনিক কাপুরুষদিগের প্রযত্নে যদি সম্প্রদায় দূরীভূত হয়, তাহা হইলে আর মঙ্গল কোথায়? কোন কোন পাশ্চাত্য-পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, স্বার্থপরতা-দ্বারা চালিত হইয়া প্রথমাচার্য্যগণ সম্প্রদায় স্থির করেন। একথা নিতান্ত অনাদরণীয়; স্বীয় গৌরব-বৃদ্ধি ও অর্থ-প্রাপ্তির জন্য কি পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে সম্প্রদায়-মূল পত্তন করিয়াছিলেন? যাঁহারা নির্জ্জন কুটীরে ফল-মূল সেবন করিয়া জীবের মঙ্গল বিধানের জন্য স্বীয় পবিত্র সিদ্ধান্তসকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বার্থ কোথায়? অনেকেই নিজ নামও গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। যশাকাঙ্ক্ষাও যে তাঁহাদের হৃদয়ে ছিল না, এরূপ প্রতীতি হয়। অতএব পাশ্চাত্য-দেশীয় সঙ্কীর্ণপ্রজ্ঞ পুরুষদিগের কথায় আমরা সম্প্রদায়-প্রণালীকে অনাদর করিতে পারি না। বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য, ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। পাশ্চাত্য ও পণ্ডিতদিগের যত বাগাড়ম্বর তত পাণ্ডিত্য নাই। ভারতক্ষেত্রের গ্রন্থাকারদিগের বাগাড়ম্বর অল্প, কিন্তু সারবত্তা অধিক। অল্পবয়স্ক যুবকগণ স্বভাবতঃ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাগাম্বরের পক্ষপাতী। যখন তাহারা ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন পূর্ব্বপ্রাপ্ত কুসংস্কার তাহাদিগকে আর ছাড়িতে চাহে না। এবার সম্প্রদায়-প্রণালী সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। বারান্তরে বিশেষ আলোচনা করিব।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ ॥ ৩৭ ॥

জড়মায়া-শক্তি-জাত এ বিশ্ব-নশ্বর।
জীব চিৎকণ, কৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বর ॥
চৈতন্য বিশিষ্ট স্বভাবতঃ জীবগণ।
চেতনের বৃত্তি নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ॥

তাহা ছাড়ি জীবের হয় ভোক্তা অভিমান।
মায়াজাত স্থূল-লিঙ্গ-দেহে 'আমি' জ্ঞান॥
সর্ব্ববদ্ধ জীব হয় পঞ্চ পরকার।
যেমন চেতন বৃত্তি তেন আখ্যা তা'র॥
আচ্ছাদিত, সঙ্কুচিত আর মুকুলিত।
বিকচিতচেতন আর পূর্ণ বিকচিত॥
এইত সমগ্র বিশ্ব পূর্ণ জীবগণ।
স্বরূপ-বিস্মৃতি-ক্রমে প্রায় অচেতন॥
তা'র মধ্যে পূর্ণ-বিকচিত জীবগণ।
সর্ব্বভাবে ভজে কৃষ্ণ-চৈতন্য-চরণ॥
জীবের দেখিয়া দুঃখ চৈতন্য ঈশ্বর।
সপার্ষদে অবতীর্ণ হৈল ধরা পর॥
অচৈতন্য বিশ্বে কৈল চৈতন্য প্রদান।
পিতা হেন সর্ব্বজনে সদা কৃপাবান্॥
তাহে বিশ্ববাসী যদি না ভজে চৈতন্য।
অকৃতজ্ঞ সেই পাপী সর্ব্বদা অধন্য॥
সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা যদি পণ্ডিত মহান্।
মহাপ্রভু না জানিলে সেইত অজ্ঞান॥
অচেতন প্রায় হৈয়া সংসারেতে ভ্রমে।
চৈতন্যহীনের শুভ নাহি কোন ক্রমে॥
শুষ্ককাষ্ঠ প্রায় দেহ চৈতন্য-রহিত।
যম-দণ্ড্য সেই জন জীবনেই মৃত॥
ভেক কোলাহল সম তা'র বিদ্যা পাঠ।
কালরূপি-সর্পমুখে ভজে মায়া-নাট॥
গলে বাস দিয়া সবে করি নিবেদন।
ভজ সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ-চৈতন্য-চরণ॥ ৩৭॥

শ্রীগুরুতত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ (১১।৩।২১)

অর্থাৎ, এই সংসার অনিত্য ও দুঃখময়। সেইজন্য নিত্যকল্যাণকারী আনন্দময়, শান্তিময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভের নিমিত্ত বেদ-বেদান্তাদি শব্দ-শাস্ত্রে সুনিপুণ ও পরব্রহ্ম ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত এবং কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুজয়ী শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ঐ একাদশে শ্রীভগবান্ নিজে বলিয়াছেন,—

মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্। (ভাঃ ১১।১০।৫)

যিনি আমার ভক্তবৎসল্যাদি মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া আমাকে জানেন এবং আমাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, সেই প্রকার শান্ত-স্বভাব গুরুদেবকে উপাসনা করিবে। ক্রমদীপিকায় বর্ণিত আছে,—

বিপ্রং প্রধ্বস্তকামপ্রভৃতি রিপুঘটং নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং
ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পঙ্কেরুহযুগল-রজোরাগিনীমুদ্বহন্তম্।
বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগমবিমলপথাং সম্মতং সৎসুদান্তং
বিদ্যাং সঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণ তনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত ॥

কামক্রোধাদি রিপুজয়ী, যিনি ব্যাধিরহিত, যাঁহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উত্তমা-রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হইয়াছে, যিনি বেদশাস্ত্র ও পুরাণসমূহের বিমলপথ জানেন, যিনি সজ্জনগণের আদরণীয়, যাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ নির্জ্জিত হইয়াছে। যে-ব্যক্তি বিদ্যা অর্থাৎ সংসারদুঃখতরণের উপায়রূপ মন্ত্রের সন্ধানে ইচ্ছুক, তিনি নত দেহ ও নম্র চিত্ত হইয়া তাদৃশ লক্ষণযুক্ত গুরুকে আশ্রয় করিবে।

মুক্তাবলী গ্রন্থে শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত আছে,—

অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচ্চিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
উহাপোহ-প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা সঃ কৃপালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্গরিমা-নিধিঃ॥

যাঁহার বংশে কখন পাতিত্যাদি দোষ জন্মে নাই, যিনি স্বয়ং শুদ্ধ নিজোচিত আচার সম্বন্ধে তৎপর, আশ্রয়মুক্ত, ক্রোধশূন্য, বেদজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, শ্রদ্ধাশালী, অসূয়ারহিত, মিষ্টভাষী, প্রিয়দর্শন, সুচি, সুবেশ, যুবা, প্রাণীগণের মঙ্গলসাধনে তৎপর, বুদ্ধিমান, স্থিরবুদ্ধি, পূর্ণ অর্থাৎ বাঞ্ছারহিত, হিংসাশূন্য, বিবেচনাশীল, বাৎসল্যাদিগুণযুক্ত, ভগবৎপ্রতিমাসমূহের পূজায় কৃতনিশ্চয়, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, হোম-মন্ত্র পরায়ণ, তর্ক-বিতর্কের প্রচারবিৎ এবং যিনি পবিত্রচিত্ত ও কৃপার নিলয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গুরু গরিমার নিধান।

সদ্গুরু আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা

এ হেন সদ্গুরু আশ্রয় করা সকল ব্যক্তির পরম কর্ত্তব্য। শাস্ত্র বলেন,—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"। অর্থাৎ আচার্য্য হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন। মহতের কৃপা ব্যতীরেকে ভগবৎপ্রাপ্তি দূরে থাক, জীবের সংসার-বন্ধনই খণ্ডন হয় না। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত আছে,—

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণ-ভক্তি দূরে রহু' সংসার নহে ক্ষয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন,—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। মুণ্ডক শ্রুতিতে উক্ত আছে,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ্‌হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। সুতরাং সকল শাস্ত্রেই সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ-কমল আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয় তারস্বরে জানাইয়াছেন।

গুরুকরণ বিষয়ে পরমারাধ্যতম শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন যে,—পরমার্থ গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।

ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুত্রব পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্ব্বদা বৈষ্ণবগুরুকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। কারণ, শাস্ত্র বলেন—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদগুরোঃ॥

যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত নহেন, তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্রে নরক গমন হয়। সেইজন্য যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

শ্রীগুরুসেবা-বিধি

কুর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে—

উদকুম্ভং কুশান পুষ্পং সমিধোঽস্যাহরেৎ সদা।
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমদানাং বাসসাং চরেৎ॥
নাস্য নির্ম্মাল্য শয়নং পাদুকা উপানহাবপি।
আক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন॥
[illegible]
অনা পৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ।
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন॥
জম্ভাহাস্যাদিকঞ্চৈব কণ্ঠ প্রাবরণং তথা।
বর্জ্জয়েদ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ॥

কুর্ম্মপুরাণে শ্রীব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে,—সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের জলকুম্ভ কুশ, পুষ্প ও সমিধ্ আহরণ করিবে। নিত্য গুরুগৃহের মার্জ্জন, অঙ্গে চন্দন লেপন, তথা বস্ত্রসমূহের প্রক্ষালন করিবে। কদাপি গুরুদেবের নির্ম্মাল্য শয্যা, কাষ্ঠ-পাদুকা, চর্ম্ম-পাদুকা, আসন, ছায়া এবং ভোজনপাত্র, আধার ত্রিপদী লঙ্ঘন করিবে না। দন্ত কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিবে। করণীয় বিষয় গুরুদেবে নিবেদন করিবে। জিজ্ঞাসা না করিয়া কোথাও যাইবে না। প্রিয় হিতকার্য্যে রত থাকিবে; কদাপি গুরুসমীপে পাদ-প্রসারণ করিবে না; হাস্যাদি তথা উত্তরীয় বস্ত্র-দ্বারা কণ্ঠ আচ্ছাদন অঙ্গুলি প্রভৃতি আস্ফাটন পরিত্যাগ করিবে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৬ পৃষ্ঠার পর)

নির্ব্বিশেষবাদী ও ভক্তের উপাসনা অজ্ঞ ব্যক্তির বাহ্যতঃ একইরূপ প্রতীত হইলেও কথায় বিপরীত ভাবযুক্ত পার্থক্য বর্ত্তমান। নির্ব্বিশেষবাদী শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদিকে মায়িক বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহারা ব্রহ্মের কোন বৃহৎ অংশ মায়াগ্রস্ত হইলে তাহাকে 'ভগবান্' বলেন। মায়ামুক্ত অবস্থায় ভগবান্ বলিয়া কোন রূপাদির স্থিতি নাই কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দর্শন নির্ব্বিশেষবাদীর ভাগ্যে ঘটে না। শুদ্ধভক্ত জানেন—শ্রীভগবান্ মায়াধীশ। তিনি কখনও মায়াগ্রস্ত হইতে পারেন না। তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তিগণসহ নিত্যকাল অনন্তরূপে বিলাস-পরায়ণ। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ প্রাকৃত নহে। তাহা সচ্চিদানন্দ বস্তু। তাহা নিত্যকাল গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামে বিরাজিত আছেন তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে তিনি তাহা মায়িক জগতেও প্রকটিত করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রধানতঃ তিন শক্তি হইতে বৈকুণ্ঠ জগৎ, মায়িক জগৎ ও জৈব জগৎ প্রকাশিত। বৈকুণ্ঠ জগৎ ও জৈব জগৎ নিত্যবস্তু। মায়িক জগৎ তাঁহার জড়াশক্তি হইতে প্রকাশিত। তাহার বর্ত্তমান প্রকাশাবস্থা মহাপ্রলয়ে

ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মাকারে জড়াশক্তিতে অবস্থান করে; পুনরায় ভগবদিচ্ছায় তাহা প্রকাশিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদীর নিকট এই জড় জগৎটী মিথ্যা অর্থাৎ ইহার অস্তিত্বের আত্যন্তিক অভাব আছে বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ব্যতীত কোনরূপ বৈশিষ্ট্যকে ভ্রমাত্মক মায়াগ্রস্ত বিচার বলিয়া ধারণা করেন। তাঁহারা রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় মায়িক জগতের তাৎকালিক অস্তিত্বকে ভ্রমাত্মক দর্শন বলিয়া মনে করেন। জৈব-জগতের অস্তিত্বও তাঁহাদের নিকট তদ্রূপ মায়িক ভ্রম। মায়ামুক্ত অবস্থায় জীব বলিয়া কিছুই নাই। ভক্তের নিকট ব্রহ্মের যে অনন্ত বিলাস ও বৈশিষ্ট্য, নির্ব্বিশেষবাদীর নিকট তাহা অপ্রকাশিত। তাঁহারা বস্তুকে 'নির্ব্বিশেষ এক' বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু ভক্তের নিকট উহা 'সবিশেষ এক'রূপে প্রকাশিত। বস্তুতে 'বিশেষ' ধর্ম্ম বর্ত্তমান বলিয়াই যে মায়িক জগতে বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য লক্ষিত হইতেছে, তাহা কেবলাদ্বৈতবাদিগণ উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহাদের এই বিচার শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা কখনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই কারণে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র ও সনকাদি চতুঃসম্প্রদায়াচার্য্যগণ কর্ত্তৃক এই বিচার সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত। সর্ব্বোপরি, শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণ ও কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীকে ভক্তিধর্ম্মে আনয়ন করিয়া অদ্বৈতবাদের অসিদ্ধিই জগৎকে শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন।

ভাই! বিষ্ণুভক্তির বিপরীত যাবতীয় বিচার আসুরিক বিচার। শ্রীমদ্-ভাগবত বলেন—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ ॥

অসুরগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুকে প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করিয়া বিষ্ণু পদটী দখল করিতে চেষ্টা করে। তাহারা কখনও নিজেকে বিষ্ণু অপেক্ষা হীন জ্ঞান করিয়া সেবা করিতে প্রস্তুত নহে। কেবলাদ্বৈতবাদীরাও তাই সেবা বা ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মূলমন্ত্র "সোঽহম্" বিচারের তাৎপর্য্য—আমিই সেই তত্ত্ব। তাঁহাতে আমাতে কোনপ্রকার ভেদ নাই। সুতরাং তাঁহাদের যে উপাসনা, তাহা 'বৃকাসুরের উপাসনা' ছাড়া কিছু নহে। বৃকাসুর কপট ভক্ত সাজিয়া শিবের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া শিবের মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়া যেরূপ শিবকেই বিনাশ করিতে

উদ্যত হইয়াছিল, তদ্রূত কেবলাদ্বৈতবাদী উপাস্য তত্ত্বের উপাসনাদ্বারা উপাস্য তত্ত্বের পদটি লাভ করিতে চাহেন। তাঁহাদের এই বিচার আসুরিক বিচার হইতে কোনপ্রকারে ভিন্ন নহে। ভক্ত ইহা অত্যন্ত অপরাধময় বিচার বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা কোনকালেই সেব্যের পদটী গ্রহণ করিতে চাহেন না। পরন্তু বদ্ধ ও মুক্ত সর্ব্বাবস্থায় নিত্য আরাধ্যের সেবা-ই তাঁহাদের একমাত্র কামনা। বৃকাসুর শিবপ্রসাদ লাভ করিয়া শিবকে বিনাশ করিবার যত্ন করিলেও যেরূপ বিফল মনোরথ হইয়া স্বয়ং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ কেবলাদ্বৈতবাদী 'সোঽহং' বিচার অবলম্বন করিয়া চেতনের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকেন। সিদ্ধাবস্থায় তিনি আনন্দময় ব্রহ্ম, কি নিরানন্দময় ব্রহ্ম হইলেন, তাহা আর তাহার বুঝিবার অবকাশ কোথায়? তথায় ত তাঁহার কোনরূপ অনুভব শক্তিও থাকে না। সুতরাং কে-ই বা সেই আনন্দ লাভ করিবে? ভাই, ভক্তগণ তদ্রূপ মূঢ় নহেন, তাঁহারা আনন্দময়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া নিত্যকাল সেবানন্দ লাভ করিয়া পরম কৃতার্থ হন—ইহাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ চতুরতার পরিচয়!

বদ্ধজীব প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা-লোভী, তজ্জন্য তাহার বিচারের হীনতা প্রদর্শিত হইলে সে তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার আচরণ সঙ্গত ও উত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইলে সে উৎফুল্ল হইয়া থাকে। এই হেতু যাঁহারা 'সকল মতই সমান' এরূপ মন্তব্য করেন, তাঁহারাই জগতে বহুলাংশে সমর্থিত হইয়া থাকেন। যে যাহাই করিতেছেন তাহাই ঠিক—এইরূপ যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা কাহারও অনাদরের পাত্র হন না বটে, কিন্তু ইহাতে সত্যের অপলাপ হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষবাদীর সব সমান বিচার—বস্তুর অসম্যক্ দর্শন। যোগিগণের পরমাত্ম-দর্শন—আংশিক দর্শন এবং ভক্তের চিদ্বিলাস-দর্শন—পূর্ণদর্শন অসম্যক্‌দর্শী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীর অসম্যক্ দর্শনকে ভগবদ্দর্শীর পূর্ণ-দর্শনের সহিত এক করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বস্তু এক ভিন্ন দুই নহে—ইহা সত্য। কিন্তু সেই এক বস্তুকে অসম্যক্ ও আংশিকভাবে দর্শন করিলে প্রকৃত দর্শন করা হইল বলা অন্যায়, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—　　যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।

একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥ (৩।৩২।৩৩)

যেমন, দুগ্ধ একটী বস্তু। ইহাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ প্রকারে গ্রহণ করিয়া থাকে। সকল ইন্দ্রিয় কিছু উহাকে একইরূপে গ্রহণ করে না। চক্ষু উহার

কেবলমাত্র শ্বেতবর্ণটী, জিহ্বা উহার মিষ্টত্ব, নাসিকা উহার সুঘ্রাণ এবং ত্বক্ উহার শীতলতাই গ্রহণ করে। তদ্বৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্— যথাক্রমে বস্তুর অসম্যক্, আংশিক ও পূর্ণ প্রকাশ। সাধকের ভূমিকার ও সাধনার বৃত্তি অনুসারে উক্ত ত্রিবিধ প্রতীতি। যাঁহারা কেবল চিৎ বা চিন্মাত্র-বৃত্তি অবলম্বনে অগ্রসর হন, তাঁহারাই নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেন। যাঁহারা সৎ এবং চিৎ—এই উভয় বৃত্তি অবলম্বনে অগ্রসর হন, তাঁহারা পরমাত্মা এবং যাঁহারা সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই বৃত্তিত্রয় অবলম্বনে অগ্রসর হন, তাঁহারা লীলাময় ভগবত্তত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার উদাহরণ-স্বরূপ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কোনও সময়ে নারদের অবতরণ-কালে তিনি প্রথমতঃ একটী জ্যোতি-স্বরূপ, দ্বিতীয়তঃ কিছু নিকটবর্ত্তী হইলে মনুষ্য-দেহধারী কোন জীব এবং সর্ব্বশেষে নারদ-ঋষিরূপে সম্যক্‌ভাবে দৃষ্ট হন। এইরূপ ভূমিকার দূরত্বহেতু বস্তুটী অসম্যক দর্শনে পরমাত্মা ও পূর্ণ দর্শনে ভগবান্‌রূপে প্রকাশিত হন। সুতরাং অসম্যক্ দর্শনকারী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী দর্শন-শক্তির অপটুতাহেতু কোনরূপ বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতে পারে না বলিয়া বস্তু তাঁহার বৈশিষ্ট্যহীন হন না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, নির্ব্বিশেষবাদকে অসম্যক্ না বলিয়া পূর্ণ এবং চিদ্বিলাসবাদকে পূর্ণ না বলিয়া অসম্যক্ বলিলে কি অন্যায় হইবে? তদুত্তরে বলা যায় যে, নির্ব্বিশেষবাদী পরমাত্ম-স্বরূপ ও চিদ্বিলাসকে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া তাহা অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ভক্তগণ নির্ব্বিশেষবাদ ও পরমাত্ম-দর্শনকে সামঞ্জস্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—ভগবান্ অনন্ত-অবিচিন্ত্য শক্তিমান্ বলিয়া যাবতীয় বিরুদ্ধ-গুণের যুগপৎ সমন্বয় তাঁহাতে অসম্ভব নহে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার চিদ্বিলাসের সেবা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই অসম্যক্ ও আংশিক প্রতীতিকেই চরম প্রতীতি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সেই সেই জ্ঞানী ও যোগী যদি ভক্তকৃপা-লাভে সমর্থ হন, তখন তাঁহারা জ্ঞান-যোগ-বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিদেবীর সেবা করিয়া থাকেন; কিন্তু শুদ্ধভক্ত কখনও ভক্তিদেবীর সেবা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও যোগলব্ধ তত্ত্বে আকৃষ্ট হন না—ইহা কি ভক্তির পূর্ণত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না? তাই শ্রীমদ্ভাগবতে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ॥

শ্লোকটী কি ইহার প্রমাণ দেয় না। অক্ষরসেবী সনক-সনন্দনাদি ও জন্মযোগী শ্রীল শুকদেবের চরিত্র ইহার সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতেছে।

জল, পানি, water, aqua – এই শব্দগুলি একই বস্তুর পৃথক্ নাম ইহা সত্য। কিন্তু জলের রূপান্তর বরফকে কি জল বা water ইত্যাদি বলা চলিবে? মেঘ জল ভিন্ন কিছু নয়, তাহাকে পানি বলিলে চলিবে কি? বাষ্পকে কি aqua বলা চলিবে? ইহা নিশ্চয়ই বলা চলে না। বরফ, মেঘ, বাষ্প প্রভৃতি জলের প্রকাশ হইলেও তাপের ভিন্নতা-প্রযুক্ত প্রকাশের যেরূপ ভিন্নতা তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে কোন বস্তু পৃথক্ না হইলেও ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা-ধর্ম্মহেতু তাহাতে পঞ্চ প্রকার ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। জল বলিলে যে বস্তুটী উদ্দিষ্ট হয়, পানি বলিলেও ঠিক সেইরূপ আকার ও ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুরই ধারণা আমাদের লাভ হয়। কিন্তু কৃষ্ণ বলিলে যে রূপ-গুণের ধারণা আসে, কালী বলিলেও তদ্রূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মুরলীবদন গোপীনাথের ধারণা আসে কি? যদি বলা যায় বদ্ধাবস্থায় সেরূপ ধারণা না হইলেও মুক্তাবস্থায় তাহাই উপলব্ধ হইয়া থাকে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, মুক্তাবস্থায়ও কখন কালী কৃষ্ণরূপে দৃষ্ট হইতে পারেন না। তবে অসম্যক্‌দর্শী নির্ব্বিশেষবাদী কালীকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণকেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং যাবতীয় সমস্ত কিছুই কল্পনা করিয়া নির্ব্বিশেষ ভাবিতে পারেন। তিনি ইহা ব্যতীত অন্য দর্শন করেন না বলিয়া তাঁহার নিকট সবই একাকাররূপে প্রকাশিত হয়—বলিতে চাহেন। কিন্তু পূর্ণ-দর্শনবিশিষ্ট পুরুষ মুক্তাবস্থায়ও বিলাস-ভেদাদি দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শনে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥

[সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দ বা কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ।] কৃষ্ণ-বিগ্রহই সর্ব্বমূল। রাম, নৃসিংহ, বামন, নারায়ণ প্রভৃতি বিষ্ণু-বিগ্রহগণ তাঁহারই প্রকাশ-বিগ্রহ বলিয়া তাঁহারাও পূর্ণ ভগবদ্বস্তু। শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলেন,—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

[এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্ত্তি বা ব্যক্তিগত হইয়া বিবৃত (বিস্তর) হেতু সমান-ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ চরিষ্ণুভাবে যিনি প্রকাশ পা'ন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।] এই সমস্ত বিগ্রহগণ যদিও সকলেই একই বিষ্ণুতত্ত্ব, তথাপি তাঁহাদের রসগত ও লীলাগত পার্থক্য বর্ত্তমান। শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ কৃষ্ণের একটী প্রকাশ-মূর্ত্তি।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

[স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা'; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।] দুর্গা বা কালী সেই ভগবান্ কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির ছায়া-স্বরূপা। তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্ত্রী।

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষ-যোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

[দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।] শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটী 'ঈশ্বর' ন'ন। তাঁহার ঈশ্বরতা কৃষ্ণের ঈশ্বরতার অধীন। দধি যেমন দুগ্ধ নহে তথাপি দুগ্ধের বিকার ভিন্নও কিছু নয়, তদ্রূপ শম্ভু ও কৃষ্ণে সম্বন্ধ। আবার শিব যখন জীবগণকে ভগবদ্ভজন শিক্ষা-প্রদাতারূপে প্রকটিত থাকেন, তখন তিনি গুরুরূপী পরম বৈষ্ণব। তাই 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু' বলিয়া খ্যাতি।

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি।
এবমেবাস্মাদাত্মনঃ * * সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত
ইদঞ্চ পরলোক-স্থানঞ্চ। সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং।
তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে
পশ্যতীদঞ্চ পরলোক-স্থানঞ্চ।" (বৃহদারণ্যক আঃ ৪।৩।৯)
তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কুলেঽনুসঞ্চরতি
পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভা-
বন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ।" (বৃঃ আঃ ৪।৩।৯)

[অগ্নির যেমন বিস্ফুলিঙ্গ হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইতেছে। সেই জীব-পুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়-জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব তদুভয় মধ্যে স্বীয়-সন্ধ্য তৃতীয়-স্বপ্ন-স্থানস্থিত। তিনি সন্ধি-স্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব—উভয় স্থানই দেখিতে পা'ন।]

সেই তাটস্থ্য-ধর্ম্ম, এইরূপ—যেরূপ মহামৎস্য একটী নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব, কখন পর—এই দুই তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীব-পুরুষ জড়-পুরুষ জড় ও চিৎ-বিশ্বের মধ্যে কারণ-বারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়-কুল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত-কুলে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।]

সুতরাং রাম, কৃষ্ণ, কালী-শিব ইত্যাদি সবই এক বলিয়া নির্ব্বিশেষ-বাদীর উক্তিকে ভাগবতগণ অসম্যক্ দর্শনোত্থ বিচার বলিয়া তাহাকে কখনও আদর করিতে সক্ষম হন না। (ক্রমশঃ)

আমরা যথাযথ ভাবি কি ?

যখন আমরা গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় বহির্ম্মুখতার স্রোতমধ্যে সংসার-সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ-ভঙ্গে নানাবিধ উত্থান ও পতনের বিচিত্রতার মধ্য দিয়া আমাদের কর্ণধার-বিহীন জীবন-তরণীখানিকে ভাসাইয়া দেই, যখন আমরা বঞ্চনাপর ছায়া-ছবিকে—অধ্রুব, চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল অবাস্তব-বস্তুকে—'ধ্রুব-নক্ষত্র' মনে করিয়া পথহারা ভ্রান্ত পথিকের মত বিভীষিকাময়ী তামসী যামিনীতে কণ্টকাকীর্ণ সংসারাবর্ত্তের মধ্য দিয়া চলিতে থাকি যখন আমরা নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, চিন্তা, গবেষণা, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, স্বাধ্যায়, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি

বস্তুকে সম্বল করিয়া ও ঐ সকল বস্তুতে নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত মনে করিয়া দম্ভভরে কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-ধৃষ্টা-কামিনীর বাহুলতার আশ্রয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি, যখন আমরা কর্ম্মবীরত্ব, ধর্ম্মবীরত্ব, দেশহিতৈষিতা, ফল্গুত্যাগ, কৃত্রিম তিতিক্ষা প্রভৃতির ছলগর্ব্বে গর্ব্বান্বিতা হইয়া প্রমত্ত হই এবং নিজকে পরম-সুবিবেচক মনে করিয়া শ্রৌতবাণীর প্রতি অনাদর প্রকাশ করি, অথবা শ্রৌতবাণীর নির্ম্মলা প্রভাকে উপাধিরহিত সেবোন্মুখ নির্ম্মল চিত্তে ধারণ করিতে বিরত হইয়া অন্যাভিলাষ-যুক্ত সোপাধিক মলিন মনে স্বরূপ বস্তুর ছায়াকেই বাস্তব বস্তু ভ্রমে গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত হই, যখন আমরা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা দোষদুষ্ট মনুষ্য-নির্ব্বাচিত ও নির্দ্দিষ্ট পুরুষগণকে 'মহাপুরুষ' মনে করিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করি অথবা অক্ষজ-জ্ঞানকে বহুমানন করিয়া অন্যায় গোঁড়ামি বা উচ্ছৃঙ্খলতাকেই উদারতা মনে করি, তখন আমাদের সাধুশাস্ত্রের শ্রৌতবাণী ভাবিবার অবসর হয় না। আমরা নিজদিগকে যতই কেন না 'ভাবুক', 'চিন্তাশীল', 'বুদ্ধিমান', 'জ্ঞানবান্', 'প্রাজ্ঞ', 'সুবিবেচক', 'বিবেকী', 'ধর্ম্মপরায়ণ' 'সত্যপিপাসু', মনে করি না কেন আমাদের 'গোঁড়ায় গলদের' কথা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই না। আমরা প্রমত্ত—উন্মত্ত—ক্ষিপ্ত, কিন্তু কেন বা কাহার জন্য আমাদের এইরূপ প্রমত্ততা, উন্মত্ততা, ক্ষিপ্ততা তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার আমাদের অবসর হয়? আমরা মনে করি, 'আমরা ভাবি', 'আমরা চিন্তা করি', 'আমরা গবেষণা করি', কিন্তু আমাদের ঐ ভাবুকতাও যে, একটা রোগলক্ষণ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অসুস্থ-ব্যক্তি, উন্মত্ত ব্যক্তি যাহা ভাবেন, যাহা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তা করেন, যাহাকে তাঁহার গবেষণার ফল বলিয়া মনে করেন, তাহাও যে তাঁহার পরিবর্ত্তনশীল মনেরই ধর্ম্ম—তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। আমাদের অবস্থাও তাই। আমরা আজ যাহাকে ভাল মনে করি, কাল তাহাকে মন্দ বলি, আজ যাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বা 'মহাত্মা' বলি, কাল তাঁহাকেই আবার আমা অপেক্ষাও নির্ব্বোধ বলিয়া সাব্যস্ত করি। ইহাই মনোধর্ম্মের স্বভাব। বর্ত্তমান মনোধর্ম্মী জগতের ব্যক্তিগণ এই সকল কথা বুঝিতে না পারিলেও আমরা শ্রৌতবাণী মধ্যে এই সকল কথা শুনতে পাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহারাজকে একদিন মনোধর্ম্মের পরিবর্ত্তনশীলতা ও আত্মধর্ম্মের নিত্যত্ব বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনূতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ (ভাঃ ১১।২৮।৪)

প্রায় পঞ্চশতাব্দি পূর্ব্বে একদিন বাঙ্গালীর ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্গুরু বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগতকে সেই শ্রৌতবাণী শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)

আধুনিক বিশ্বে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূলপুরুষ পরমারাধ্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে জগতে দুই প্রকার প্রতীতিবিশিষ্ট লোকের কথা বলিয়াছেন,—(১) অবিদ্বৎ প্রতীতিযুক্ত (২) বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত। অবিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রায়ই অদূরদর্শী, তন্মধ্যে কেহ কিঞ্চিদ্দূরদর্শী। কিন্তু বিদ্বৎপ্রতীতিসম্পন্ন ব্যক্তি সুদূরদর্শী। অবিদ্বৎপ্রতীতি-সম্পন্ন ব্যক্তি বর্ত্তমানের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সুযোগ-সুবিধাকে বহুমানন করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে বিরত হইয়াও ভবিষ্যতে অধিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কল্পনায় নিজদিগকে পোষণ করিতে যত্নবান্ হইয়া জগতের নিকট মহাত্মা, মহাপুরুষ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য উদ্যোগী হন। ইহাদের ধারণা পরিবর্ত্তনশীল সমাজ বা দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য বিমোচন করাই মানবজীবনের মহান্ উদ্দেশ্য; জগতে সবল হইয়া বাস করা, স্বাবলম্বী হওয়া, অপরের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য লাভ করা, স্বচ্ছন্দে সুস্থশরীরে মনের স্ফূর্ত্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা, "আমি স্বাধীনদেশের লোক, আমার দেশে মানবের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সকল দেশ আমার দেশের নিকট ঋণী," ইত্যাদি গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া জগতে বাস করাই মানব-জীবনের পরাশান্তি। এইরূপ সুখস্বপ্ন—এইরূপ আকাশকুসুম কল্পনা, মোহনিদ্রাগ্রস্ত—মায়াতন্দ্রাগ্রস্ত আমাদের অনেককেই অভিভূত করিয়াছে—, এতদূর অভিভূত করিয়াছে যে, আমরা 'স্বপ্নকে' বাস্তবসত্য মনে করিয়া, 'আকাশকুসুমকে' পরমসত্য জ্ঞান করিয়া আলুনঙ্কারের ন্যায় তন্দ্রা মধ্যে এক মিনিটের একজন সামান্য বণিক হইতে ক্রোড়পতি শেঠ হইয়া পড়িতেছি। আবার অতিগর্ব্বে গর্ব্বান্বিত হইয়া আমাদের নগণ্য ভঙ্গুর বাণিজ্যোপকরণ-গুলিকে তন্দ্রার ঘোরে এক তন্দ্রার পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি! ভঙ্গুর

কাঁচপাত্রগুলি আমারই পদাঘাতে আহত হইয়া যখন উহাদের অন্তিমদশার চীৎকার আমাদের কর্ণকুহকে প্রবিষ্ট করায়, তখন কিছুকালের জন্য আমার মোহতন্দ্রাটি ভাঙ্গিলেও, নিদ্রার আবেশ আমাকে তখনও পরিত্যাগ করে না। আমি অবশেষে পুনরায় তন্দ্রাদেবীর বাহু-লতায় আশ্রয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি। তাই মহামায়া আমাকে সত্যকথা শুনিবার বা ভাবিবার অবসর দেয় না।

বর্ত্তমান সময়ে এটী একটি বিশেষ ভাবিবার কথা। আমাদের পরিচালকগণ আমাদিগকে এই সকল কথা ভাবিবার অবসর দেন না। তাঁহারা বলেন, 'সর্ব্বাগ্রে অভাব, অসুবিধা বিদূরিত কর। পরে ধর্ম্ম করিও। কেহ বা বলেন, জগতের অভাব অসুবিধা দূর করা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের ধারণা চিত্ত-দৌর্ব্বল্য বা দুর্ব্বলসম্প্রদায়-বিশেষের গোড়ামি।

মোহনিদ্রা-কামিনীর বাহু-লতাশ্রিত জীবের এইরূপ উক্তি কিছু অস্বাভাবিক নহে। শ্রীগীতোপনিষদ্ জীবের এইরূপ চিত্তবৃত্তির একটী চিত্র অতি সুন্দর শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

সর্ব্বভূতের চিত্তবৃত্তি একদিকে প্রধাবিত আর সমস্ত জীবের চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধে একটী সংযমী অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি অন্যদিকে উন্মুখী। জগতের নিখিল প্রাণীর নিকট সেইটী জাগরণের কাল। আবার যেটী জগতের সমস্ত প্রাণীর জাগ্রতাবস্থা অর্থাৎ ব্যস্ততার সময়, দিব্যসূরির তাহাতেই উদাসীনতা। আত্মপ্রবণাবুদ্ধি—জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবকুলের পক্ষে রাত্রিবিশেষ। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতেই জাগরিত থাকিয়া অধোক্ষজানন্দ অনুভব করেন। বিষয়প্রবণাবুদ্ধিতে জড়-মুগ্ধ-জীব জাগ্রত থাকিয়া তন্নিষ্ঠবিষয় শোকমোহাদির অনুভব করেন। কিন্তু ইহা স্থিতপ্রজ্ঞ-মুনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ।

মোহনিদ্রাভিভূত জীব কিছুতেই এই সকল কথা ভাবিতে পারেন না। তাহারা ব্যবহার-রসে এতদূর প্রমত্ত যে নিজের দুর্দ্দশার কথা অপরে দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিলেও, উহা আদর করা দূরে থাকুক তাহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া পরেন।

বর্ত্তমান জগতের উচ্চহৃদয়, দেশহিতৈষী, সমাজনেতা, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীরগণ অকিঞ্চন শ্রীগৌড়ীয়ের এই সকল কথা ভাবিবার অবসর পাইবেন কি ? বহির্ম্মুখ সমাজের যেরূপ চিন্তাস্রোত চলিতেছিল ও চলিতেছে তাহাতে বাস্তব সত্য-নিষ্ঠার কথা গৌড়ীয়কে অতি সতর্কতার সহিত বলিতে হয়। গৌড়ীয়ের আদি কবি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।"

* * * *

বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার।

* * * *

জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে।

* * * *

দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।

এবং গৌড়ীয়ের শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
কৃষ্ণ-ভক্তি গন্ধ নাহি যাতে খণ্ডে বিষয়-রোগ॥"

—প্রভৃতি যে সকল পরমহিতকারিণী শ্রৌতবাণী অমরোজ্জ্বলস্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান চিন্তাশীল আত্মসম্ভাবিত সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট আদরের সহিত গৃহীত হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে, অকিঞ্চন গৌড়ীয় বর্ত্তমান আত্মসম্ভাবিত সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট এরূপ উক্তিও শুনিতে পাইয়াছেন যে, বৈষ্ণবগণ যতক্ষণ হরিকথা-প্রচারে ব্যস্ত থাকেন, সেই সময়টি কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করিলে ত' দেশের উপকার সাধিত হয়। কেহ বা বলিয়াছেন, যতক্ষণ ভক্তিগ্রন্থ-রচনাদি কার্য্যে সময় নিযুক্ত সেই সময়টি কারখানায় সূতা কাটিলে দেশের বস্ত্রাভাব বিদূরিত হইতে পারে। কেহ বলিয়াছেন, শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বহারার পূজা করিলেই ত' ঈশ্বরপূজা হয়। কেহ বা বলিয়াছেন, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনে বা ভজনাদিতে, কিম্বা হরিকথা-প্রচারে সময় নষ্ট না করিয়া সেই সময়টী রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় ব্যয়িত হইলে ত' সত্য সত্য কাজ হয়। ঠাকুরকে নৈবেদ্য না দিয়া উহা রোগীর ভোগে দিলেই ত' যথার্থ ঈশ্বরপূজা হয়! কেহ বা বলিয়াছেন, তুলসীতে জল প্রদান না করিয়া ঐ জলটুকু বেগুন বা কুমড়াগাছের গোড়ায় দিলেত' জলের ও সময়ের অপব্যবহার হয়

না! মানুষ ঐসকল লতাগুল্মের ফল খাইয়া বাঁচিতে পারে। অর্থাৎ নাস্তিক হইয়া বাঁচাই যেন মানব জীবনের প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে যে গৌড়ভূমি—যে 'ধর্ম্মক্ষেত্র' ভারতবর্ষ—যে পুণ্যভূমির বাল-বৃদ্ধ-বনিতার অধিকাংশ সংখ্যা এইরূপ চিন্তাস্রোতে ভাসমান যে-দেশের বর্ত্তমান-সাহিত্য সুকুমার শিশুগণে—মাতৃজাতিতে এই সকল ধারণাই বদ্ধমূল করিয়া দিতেছে, যে-দেশের বর্ত্তমান কর্ম্মবীর-ধর্ম্মবীরগণ এই নীতিরই প্রচারক—সেই দেশ—সেই পৃথিবী—সেই "ব্যবহাররস-মত্ত জগৎ" কি সুদূরদর্শী বিদ্বৎপ্রতীতি-সম্পন্ন পুরুষগণের শ্রৌতবাণী একবার ভাবিয়া দেখিবেন!

বর্ত্তমানে ভগবান্ আমাদিগকে এই সকল কথা ভাবিবার অবসর ও সুযোগ প্রদান করিলেও আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সুযোগটী ধরিতে পারিতেছি না। অতীত এবং বর্ত্তমান ইতিহাস আমাদিগকে প্রতি পদে পদে শিক্ষা দিয়াছে ও দিতেছে যে, বহির্ম্মুখতার চরম ভূমিকা প্রাপ্ত হইলেই জীব ভগবদ্ভজন ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্যের কল্পনা করে। বহির্ম্মুখ স্বরূপবিস্মৃত জীব কিছুতেই স্বরূপে অবস্থান করিতে চায় না। স্বরূপের কর্ত্তব্য—স্বরূপের নিত্যবৃত্তি—একমাত্র শুদ্ধভগবদ্ভক্তি। স্বরূপবিস্মৃত জীব উপাধির কর্ত্তব্যগুলিকেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-জাত ধারণায় 'পরম সত্য' মনে করিয়া থাকে। হরিভজনকে কেহ কেহ একটা গৌণ-কার্য্য, কেহ কেহ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণেরই একটি প্রকার-বিশেষ বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ বা তাহার প্রয়োজনীয়তা আদৌ স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বা স্কুল-পালান-ছেলের মত ভগবৎসেবায় গা-ঢাকা দিবার জন্য 'সর্ব্বাগ্রে আহার সংস্থান, দেশ ও সমাজের উন্নতি করিয়া পরে হরিভজন করিব' এরূপ ছলনা প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলের চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, উহা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐরূপ বৃত্তি হরিবিমুখতা-জাত।

বিদ্বৎপ্রতীতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তারস্বরে ইহাই কীর্ত্তন করেন যে, সর্ব্বাগ্রে হরিভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। জগতের অভাব-অসুবিধা ত্রিতাপের অন্তর্গত ব্যাপার। জগৎ হইতে উহা কখনও কেহ কোন কালেই বিতাড়িত করিতে পারিবেন না। কেহ কোন দিন পারেন নাই—ইতিহাসে এরূপ

সাক্ষ্য বর্ত্তমান ; বরং অভাব, অসুবিধা, বিপৎপাত প্রভৃতি অবস্থাগুলি আমাদের ভগবদ্ভজনের সহায়ক।

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমানোভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগবপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

—ভাঃ ১০।১৪।৮

লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবানকে এই কথা বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন যে, যিনি আপনার অনুকম্পালাভের আশায় স্বকর্ম্মের মন্দ ফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা আপনাতে ভক্তি বিধান করিয়া জীবন যাপন করেন. তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব অনর্থ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিত্য-ভগবৎসেবানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

লোক-পিতামহ আদিগুরু-ব্রহ্মা কি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না ? আমরা মানব সকলেই ব্রহ্মার সন্তান বলিয়া পরিচয় দেই। কিন্তু পিতামহের এই উক্তি কি আমাদের ভাবিবার বিষয় নহে ? সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক একদিন এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আমরা কি তাঁহার অপেক্ষাও অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া নিজকে ধারণা করিয়া এইসকল কথা ভাবিবার অবসর পাই না ? শ্রৌতবাণী বলেন, আরোহবাদী, অক্ষজজ্ঞানমুগ্ধ জগৎ যে স্রোতে গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় গা' ঢাকিয়া দিয়াছে, সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিলে তাহার অভাব, অসুবিধা চির-অশান্তি, ঘাত-প্রতিঘাত, পুরাণের পর নূতন বিপৎপাত আরও বাড়িয়া চলিবে। বিদ্বৎপ্রতীতিসম্পন্ন, কৃষ্ণৈকশরণ, নিষ্কিঞ্চন মহাজনের আনুগত্যে আত্মবৃত্তি—ভক্তিযাজনের প্রযত্ন ব্যতীত অপর চেষ্টায় আমাদের কোন দিন মঙ্গল হইবে না ; ইহাই বিশেষ আত্মস্থ হইয়া পুনঃ পুনঃ ভাবিবার কথা।

স্বতেজসা কৃষ্ণপদারবিন্দ-মহারসাবেশিতবিশ্বমীশম্।
কমপ্যশেষ শ্রুতিগূঢ়বেশং গৌরাঙ্গমঙ্গীকুরু মূঢ়চেতঃ॥

হে মূঢ়মতে, যিনি নিজপ্রভাবে স্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের পরম প্রেমরসে বিশ্বসংসারকে অনুরক্ত করিয়াছেন, যিনি অশেষ-শ্রুতিগণের মধ্যে ছন্নভাবে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন অর্থাৎ যিনি বেদগুহ্য, তুমি সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বর শ্রীগৌসুন্দরের [illegible]দপদ্ম আশ্রয় কর।

সাধু একনাথ

একনাথ চলেছে বিনয়ীভাবে গঙ্গাস্নানের তরে।
হাতে কমণ্ডলু, গলে তুলসীমালা, নামে মত্ত প্রেমভরে॥
যে পথে গিয়াছে সাধু! একনাথে!
পথিপার্শ্বে তার সরাইখানার দোতলাতে।
ছিল এক পাঠান মোঘল, কি জানি কি ভাবি মনে উপজিল রোষ,
সাধু কিন্তু একেবারে নির্দ্দোষ।
ফিরিয়া আসিছে সাধু গঙ্গাস্নান সারি'
পাঠান উপর হইতে দিল কুলকুচা করি।

নিজ কর্ম্মফল ভাবি পুনঃ গেল স্নানে।
স্নান সারি একনাথ আইল সেই স্থানে॥
যেমতি আসিলা তথা অমনি মোঘল।
আবার দিয়েছে মাথে কুলকুচা জল॥
সহজ. সরল সাধু, ভাবে মনে মনে।
ভগবান, তুমি বিশ্বে অন্তর্য্যামী
তবু কেন কর পরীক্ষা মোর সনে।

ক্রোধ না হইল তার' পাঠানের লাগি।
নিজ প্রাপ্য জ্ঞান করি, হেয় বস্তু মাথে ধরি,
চলিল তথায়।
কুলু কুলু রবে পতিত পাবনী গঙ্গা
বহিছে যথায়॥
জীব উদ্ধার লাগি॥

এইরূপ একশত আটবার ধরি।
করিয়াছে স্নান তৃণাদপি কথা স্মরি'॥
তদনন্তর আসিয়া মোঘল—
ধরিল সাধুর চরণযুগল।

লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে, আপন ধিক্কারে
জ্বলিয়া পুড়িতেছিল অনুতাপানলে।
করিয়াছি কত অপরাধ, তুমি নিজগুণে
ক্ষমা কর মোরে! দম্ভে মত্ত
হয়েছিনু আমি। যবনেরে তুমি বক্ষে ধরহ টানিয়া।
বল প্রভো! বলো কোথা হেন নীতি!
আকারে আমরা একই মানুষ—কিন্তু কেন মোর দুর্ম্মতি?
হইয়াছ তুমি সাধু হে মহান্! কাহার বাণী স্মরিয়া?
তৃণাদপি সুনীচ অমানিনা মানদ
ধরিয়াছ ভাব ঈর্ষা-হিংসা ছাড়িয়া॥

দাও প্রভু মোরে; হেন শুভ মতি,
থাকে যেন চিরকাল সাধুপ্রতি—
অটুট ভক্তি ভালবাসা
এ ছাড় জীবনে　　বিষয়-আস্বাদনে
আর মোর নাহি কোন আশা॥

তখন কহিল সাধু, তুমি মোর গুরু।
তোমার কারণে আজি শুভদিনে
ঘটিয়াছে বেলা সুকৃতি অর্জ্জনে
এতো নাহিক দুষ্কর্ম্ম—
কুকর্ম্ম করিতে গিয়া করিলে সুধর্ম্ম।

সব দেশে আছে ভাই—অতুল সম্পদ,
নাই—দৈন্য বিনয় শ্রদ্ধা-ভক্তি ভালবাসা
ছড়িয়ে রয়েছে—
কাম, ক্রোধ, দম্ভ, মদ, ঈর্ষা, হিংসা

বিশ্বে শান্তি লভিবারে' কর যদি অন্বেষণ।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া হৃদে ধর অনুক্ষণ॥

—শ্রীস্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী

ভবরোগ হইতে নিস্কৃতি লাভের উপায়

আমরা অনেকেই ভবরোগের হাসপাতালে অনাদি অনন্তকাল হইতে মায়ারোগে ভুগিতেছি। এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ বড়ই কণ্টকাকীর্ণ। এই কণ্টকাকীর্ণ পথও ভগবানের নিজজন তদীয় ভক্তের কৃপায় সুগম হওয়া সম্ভব হয়। তাই তো শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।" এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, ভক্তের 'কৃষ্ণ', ভক্ত ইচ্ছা করিলে ভগবানকে ভক্তের নিকট দিতে পারেন। ভক্তের প্রিয় যেরূপ ভগবান্, আবার ভগবানেরও ভক্ত সেইরূপ নিজজন। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

(ভাঃ ৯।৪।৬৮)

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়, তাহারা আমা ব্যতীত কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদের ভিন্ন আমার বলিয়া কাহাকেও জানি না।

সুতরাং ভগবান্ এমনই ভক্তবৎসল যে, তিনি তদীয় ভক্তের কাছে নিজেই বিক্রিত হয়ে যান। তাই শাস্ত্রে বলছেন,—

তুলসী দল মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রিণীতে স্বমাত্মানং ভক্তভ্যো ভক্তবৎসল॥

ভগবানকে কেহ যদি ভক্তি সহকারে এক গণ্ডুষ জল তুলসীপত্র সহ নিবেদন করেন, ভগবান্ তাঁহার কাছে নিজে বিক্রিত হয়ে যান; তিনি এমনই ভক্তবৎসল ভক্তের জন্য তিনি সমস্ত কিছুই করিতে পারেন। এই সমস্ত প্রমাণ শাস্ত্রের বহুস্থানে উল্লিখিত রয়েছে। সুতরাং সেই ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে আমরা ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইব—ইহাতে সন্দেহ নাই। তাই প্রত্যেকে কায়, মন, বাক্যের দ্বারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা প্রয়োজন। বৈষ্ণব বলিতে আমরা যাহাকে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না, যিনি প্রকৃত সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করত হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যিনি কৃষ্ণগত প্রাণ তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব।

যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত তিনি যেকোনও কুলে উদ্ভূত হউক না কেন তাঁহার কোন প্রকার বর্ণ-বিচার থাকিতে পারে না—যদি তিনি হরিসেবা করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি যত উচ্চকুলে উদ্ভূত হউক না কেন তথাপিও তাহাকে বৈষ্ণব বলা হয় না। হরিসেবা-পরায়ণ ব্যক্তি নীচকুলে উদ্ভূত হইলেও তিনিই বৈষ্ণব। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে কথিত আছে—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্ত্যাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্ত্যা জনার্দ্দনে॥

ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি কখনও শূদ্র বলিয়া কথিত হন না। পরন্তু তাঁহাদিগকে ভাগবত বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আর জনার্দ্দনে ভক্তিহীন ব্যক্তিকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রের প্রদর্শিত মত অবলম্বনের দ্বারা ও তাহা মেনে নিয়ে যদি ঐকান্তিকভাবে হরি-ভজন করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক হইবে, আমরা যদি যথার্থত বিচার করি তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই। কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র ও পূর্ণাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় ভক্তবৃন্দের জন্ম যে ভারতবর্ষ, তাহাতে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। দেবতাবৃন্দও নিরন্তর এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেন? পৃথিবীর যে-স্থানে জন্ম হউক না কেন ভারতবর্ষে জন্ম না হইলে নিত্যমুক্তি লাভ করা অতি দুষ্কর। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

ভারত ভুমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥

পরোপকার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম নিজের জীবনকে হরিভজনের দ্বারা সার্থক করিতে হইবে। তবেই আমরা যথাযথ ভাবে পরোপকার বা অন্যের শ্রেষ্ঠ উপকার করিতে পারিব।

আমরা প্রত্যেকেই এই মায়ার রাজ্যে পড়িয়া আধ্যাত্মিক, আদিভৌতিক ও আদিদৈবিক—এই ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধিভূত হইতেছি। ভক্তিযুক্ত হইয়া ভগবানের চরণাশ্রয় না করিলে এই সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারা যায় না। অনেক সময় আমরা ভাবিয়া থাকি ভগবানের চরণাশ্রয় ব্যতীত অন্য দেব-দেবীর উপাসনা-দ্বারা মুক্তি লাভ করিব। কিন্তু ইহা আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। কারণ দেবতাগণ ভগবানের স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণ কামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বশাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তিসিন্ধুম্॥
(ভাঃ ৬।৯।২২)

হে ভগবান্! আপনি পরিপূর্ণ কামবস্তু স্বীয় লাভেই সন্তুষ্ট। আপনার অভাব বলিতে কোন কিছুই নাই। আপনিই পরমেশ্বর—অপ্রাকৃত বস্তু। আপনি সমস্ত জীবের সংসার-মুক্তি প্রদাতা। সুতরাং আপনার চরণাশ্রয় ব্যতিরেকে যাহারা আমাদের ন্যায় দেব-দেবীর চরণ আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই অজ্ঞ; কারণ তাহারা আপনার পাদপদ্মরূপ সুদৃঢ় ভেলা পরিত্যাগ করিয়া কুকুরের পুচ্ছ ধরিয়া সংসার-সমুদ্র পাড়ি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কুকুরের লেজ ধরিয়া যেরূপ সংসার-সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যায় না, তদ্রূপ আমাদের চরণ ধারণ করিয়া কোন জীব কোনপ্রকারে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

অতএব সেই দেব-দেবীর চরণাশ্রয় করার এত প্রয়াস করছি কেন? তাই জগতের যত বস্তু আছে সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিময় ভগবানের চরণাশ্রয় করা প্রয়োজন। আবার এস্থলে বিচার এই যে, শুধুই ভগবানের চরণাশ্রয় করিলে হইবে না। তৎসঙ্গে তদ্ভক্তের চরণাশ্রয় করা প্রয়োজন। ভক্তানুগত্যে ভক্তি সহজলভ্য হইয়া থাকে। কারণ তাঁহারা নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কোন বস্তুর দ্বারা মায়ার জগতে নিত্যশান্তি ফিরিয়ে আনতে পারা যায় না; আমরা আমাদের শান্তির রাজ্য হারিয়ে ক্ষণভঙ্গুর অশান্তিময় জগতে প্রবেশ করিয়াছি। এখানে প্রকৃত শান্তি কোথায়? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

হে ভারত (অর্জ্জুন)! তুমি সর্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদেই পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

আমরা বিভিন্ন প্রকার ঋণ-গ্রস্ত মায়ার জগতে আবদ্ধ হইয়া আছি। তাহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় একমাত্র মুকুন্দের শরণ গ্রহণ। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃনাং ন কিঙ্করো নায়মৃণীচ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণ্যং শরণং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

"হে রাজন্! যিনি এই সংসারে সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্ গোবিন্দ অখিললোক-শরণ্য শ্রীমুকুন্দ-পদারবিন্দ সর্ব্বপ্রকারে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, ভূতসকল, আত্মীয়-স্বজন ও অপর মনুষ্যগণের কাহারও নিকট ঋণ-পাশে আবদ্ধ নহেন।" তাই আমাদের সেই ভগবানের চরণাশ্রয় করত আর্ত্তির সহিত শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে হইবে। তবেই সর্ব্বপ্রকার ঋণ ও ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্ত হইতে পারিব। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মাস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্॥

অতএব চিত্তরূপ দর্পণকে পরিমার্জিত করিয়া হৃদয়ে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন-বিগ্রহকে স্থাপনপূর্ব্বক ইহ সংসারে ত্রিতাপ অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করত ভগবদ্রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবানের সেবা করা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত এই সংসার-সিন্ধুতরণের আর অন্য কোন উপায় নাই।

—শ্রীঅমলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীপত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যার ১১৩ পৃষ্ঠায় 'শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্' শিরোনামা স্তবের শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামীর স্থলে 'শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামী' হইবে।

—প্রকাশক

ভক্তি-রত্নাকর-রত্নরাজি

কলিতে লোক কেমন হইবে ?

"হইবে স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম।
না বুঝিবে গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ॥"
"মিথ্যা সুখে মগ্ন হবে নাহি ধর্ম্ম-জ্ঞান।
না জানে পশ্চাৎ কৈছে হইবে কল্যাণ ॥"
(ভঃ রঃ ৭ তঃ)।

এ দুর্গতি ঘুচে কিসে ?

"—— অলক্ষে কহয়ে ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি।"
(ভঃ রঃ ৯ তঃ)।

জীবের শ্রেষ্ঠ কার্য্য কি ?

"বিপ্রগণে কহে শিব কহিলা আশ্চর্য্য।
কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা বিনু নাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য ॥"
(ভঃ রঃ ১২ তঃ)।

প্রভুর উপদেশ কি ?

"প্রভু সবা প্রতি কহে যদি মোরে চাও।
তবে সবে নিরন্তর কৃষ্ণগুণ গাও ॥"
(ভঃ রঃ ১২ তঃ)

"আপনাকে সাপরাধ হৈয়া সর্ব্বক্ষণ।
সর্ব্বত্যাগ করি কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥
প্রাণপণ করি সন্তোষিবা বৈষ্ণবেরে।
সদা সাবধান হ'বে বৈষ্ণবের দ্বারে ॥"
বৈষ্ণবের দোষ দৃষ্টে হবে সাবধান।
নিরন্তর করিবে বৈষ্ণবের গুণগান ॥"
(ভঃ রঃ ৫ তঃ)

কাষ্ণ্ণগণের কিভাবে দিনপাত হয় ?

"কৃষ্ণকথা বিনে কেহ রহিতে না পারে।
দিবা রাত্রি ভাসে প্রেম-সমুদ্র পাঁথারে ॥"
(ভঃ রঃ ৯ তঃ)

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ফোন ঃ ২৪৭

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও **শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের** আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ১৬ই আষাঢ়, ১৩৮৮ (ইং ১।৭।৮১) বুধবার হইতে ২৬শে আষাঢ়, ১৩৮৮ (ইং ১১।৭।৮১) শনিবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮; ইং ১৭।৫।৮১

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **১৬ই আষাঢ়** (ইং ১।৭।৮১), বুধবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **১৭ই আষাঢ়** (ইং ২।৭।৮১), বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির- মার্জ্জন** ও মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **১৮ই আষাঢ়** (ইং ৩।৭।৮১), শুক্রবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**; অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভা-যাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, আরাত্রিক ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **১৯শে আষাঢ়**, ৪ঠা জুলাই, শনিবার হইতে **২১শে আষাঢ়**, ৬ই জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **২২শে আষাঢ়** (ইং ৭।৭।৮১), মঙ্গলবার—**হেরাপঞ্চমী**-দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **২৩শে আষাঢ়**, ৮ই জুলাই বুধবার হইতে **২৫শে আষাঢ়**, ১০ই জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্রি **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীরাম-লীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **২৬শে আষাঢ়** (ইং ১১।৭।৮১), শনিবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্র ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীভাগবত পাঠ, আরতি ও সাধারণ মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৩শ বর্ষ | ২৯ বামন, কারণোদশায়ী, ৪৯৫ গৌরাব্দ
৩১ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৮ ; ইং ১৬।৭।১৯৮১ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীরাধাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

দিশি দিশি রচয়ন্তীং সঞ্চরন্নেত্র-লক্ষ্মী-
বিলসিত-খুরলীভিঃ খঞ্জরীটস্য খেলাং।
হৃদয়-মধুপ-মল্লীং বল্লবাধীশ-সূনো-
রখিল-গুণ-গভীরাং রাধিকামর্চ্চয়ামি॥ ১॥

যিনি কোন দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে মনে হয় যেন সেইদিকে খঞ্জনমালা খেলা করিতেছে, অর্থাৎ খঞ্জন-পক্ষীর ন্যায় বিলোকন-পটু সুতীক্ষ্ণ চঞ্চলদৃষ্টি-সম্পন্ন যাঁহার নয়নযুগল, যিনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ ভ্রমরের মল্লিকা-কুসুমস্বরূপ এবং অশেষ গুণের আশ্রয়হেতু যিনি গম্ভীর-প্রকৃতি, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি॥ ১।

পিতুরিহ বৃষভানোরন্বয়-প্রশস্তিং
জগতি কিল সমস্তে সুষ্ঠু-বিস্তারয়ন্তীং।
ব্রজ-নৃপতি-কুমারং খেলয়ন্তীং সখীভিঃ
সুরভিনি নিজ-কুণ্ডে রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ২ ॥

যিনি এই নিখিল জগতে স্বীয় পিতা বৃষভানুরাজের বংশ-শ্লাঘা বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি বিবিধ জলজ-পুষ্পে সুরভিত নিজ বিলাস-স্থান শ্রীরাধা-কুণ্ডে সখীগণে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ২ ॥

শরদুপচিত-রাকা-কৌমুদীনাথ-কীর্ত্তি-
প্রকর-দমনদীক্ষা-দক্ষিণ-স্মের-বক্ত্রাং।
নটদঘভিদ-পাঙ্গোত্তুঙ্গিতানঙ্গ-রঙ্গাং
কলিত-রুচি-তরঙ্গাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৩ ॥

যিনি মন্দ-মন্দ হাস্যযুক্ত বদনমণ্ডল-দ্বারা শরৎকালীন নির্ম্মল চন্দ্রের শোভাকেও তিরস্কার করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল অপাঙ্গ-দ্বারা যাঁহারা অনঙ্গ-রঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীঅঙ্গে লাবণ্যের তরঙ্গ ধারণ করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৩ ॥

বিবিধ-কুসুমবৃন্দোৎফুল্ল-ধম্মিল্লধাটী-
বিঘটিত-মদঘূর্ণং-কেকিপিঞ্ছ-প্রশস্তিং।
মধুরিপু-মুখবিম্বোৎগীর্ণ-তাম্বুলরাগ-
স্ফুরদমল-কপোলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৪ ॥

নানাবিধ কুসুম-শোভিত কেশপাশ-দ্বারা যিনি শিখণ্ড-গর্ব্বে গর্ব্বিত শিখণ্ডিগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যাঁহার সুন্দর গণ্ডদেশ তাম্বুলরাগে ঈষৎ রঞ্জিত, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৪ ॥

অমলিন-ললিতান্তঃ-স্নেহ-সিক্তান্তরঙ্গা-
মখিলবিধ-বিশাখাসখ্য-বিখ্যাতশীলাং।
স্ফুরদঘভিদনর্ঘ-প্রেম-মাণিক্য-পেটীং
ধৃত-মধুর-বিনোদাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৫ ॥

যাঁহার অন্তঃকরণ ললিতা-সখীর নির্ম্মল আন্তরিক স্নেহে অভিষিক্ত, বিশাখার সহিত অশেষবিধ সখ্যভাব থাকায় যাঁহার সু-স্বভাব জগদ্বিখ্যাত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য প্রেমরূপ মাণিক্যের পেটিকা, মাধুর্য্য-বিনোদিনী সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৫॥

অতুলমহসি বৃন্দারণ্য-রাজ্যেঽভিষিক্তাং
নিখিল-সময়ভর্ত্তুঃ কার্ত্তিকস্যাধিদেবীং।
অপরিমিত-মুকুন্দ-প্রেয়সীবৃন্দ-মুখ্যাং
জগদঘহরকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৬ ॥

যিনি অতুল-প্রভাবসম্পন্ন বৃন্দাবন-রাজ্যের অধিকারী, নিখিল সময়ের অধিপতি কার্ত্তিক মাসের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী উর্জ্জেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রেয়সীগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং যাঁহার লীলা নিখিল পাপহারিণী, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৬ ॥

হরি-পদ-নখকোটী-পৃষ্ঠপর্য্যন্তসীমা-
তটমপি কলয়ন্তীং প্রাণকোটেরভীষ্টং।
প্রমুদিত-মদিরাক্ষীবৃন্দ-বৈদগ্ধি-দীক্ষা-
গুরুমতিগুরুকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৭ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ নখপ্রান্তকে প্রাণের অভীষ্ট বলিয়া বোধ করেন অর্থাৎ কৃষ্ণগতপ্রাণ বলিয়া কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই যিনি জানেন না, যিনি নিখিল ব্রজরমণীগণের বাক্‌চাতুর্য্য-শিক্ষার গুরু, সেই বিপুল-কীর্ত্তি শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৭ ॥

অমল-কনক-পট্টোদ্ঘৃষ্ট-কাশ্মীরগৌরীং
মধুরিম-লহরীভিঃ সংপরীতাং কিশোরীং।
হরিভুজ-পরিরব্ধাং লব্ধরোমাঞ্চ-পালিং
স্ফুরদরুণ-দুকূলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৮ ॥

কনক-কষ্টিপাথরে ঘৃষ্ট কুঙ্কুমের ন্যায় যিনি গৌরাঙ্গী, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ মাধুর্য্য-তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভুজদ্বারা আলিঙ্গিত হইলে তৎক্ষণাৎ পুলকিততনু হন, যাঁহার পরিধানে সুন্দর অরুণ-বর্ণ বসন, সেই ব্রজ-কিশোরী শ্রীরাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৮ ॥

তদমল-মধুরিম্নাং কামমাধার-রূপং
পরিপঠতি বরিষ্ঠং সুষ্ঠু রাধাষ্টকং যঃ।
অহিম-কিরণপুত্রী-কূল-কল্যাণচন্দ্রঃ
স্ফুটমখিলমভীষ্টং তস্য তুষ্টস্তনোতি॥ ৯॥

শ্রীরাধিকার বিশুদ্ধ স্বরূপ-গুণ-বিভূতিপূর্ণ এই উৎকৃষ্ট অষ্টক যিনি সুষ্ঠুভাবে পাঠ করেন, বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট পরিপূর্ণ করেন॥ ৯॥

বৈষ্ণব-স্মৃতি

কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়ই অর্থী এবং ভক্তগণই পরমার্থী

ভারতীয় আর্য্যগণ যে বিশেষ শাস্ত্রের বিধানমতে নিজ ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহাই সাধারণতঃ **'স্মৃতিশাস্ত্র'** নামে পরিচিত। কর্ম্মফল-বাদী যে-সকল বিধান পালন করিয়া 'ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়'—মনে করেন, জ্ঞান-কুশল মুমুক্ষুগণ কর্ম্মফল-ভোগীর ন্যায় সেই-সকল বিধান গ্রহণ করেন না। পরন্তু জ্ঞানী জ্ঞানজ রুচিক্রমে ফলভোগে উদাসীন হইয়া বৈরাগ্যপর বিষয়-সমূহকে পাপপুণ্যাতীত ব্যবহারিক বিধান মনে করেন। এজন্য ব্যবহার-কুশল কর্ম্মিগণকে **অর্থী** ও বিজ্ঞান-রত বিরাগ-বিশিষ্ট জ্ঞানী সম্প্রদায় আপনাদিগকে পরমার্থী সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। আবার কর্ম্মজ্ঞানাতীত ভক্তগণ জ্ঞানীর ফলভোগ কামনা লক্ষ্য করিয়া উভয়কে **অর্থী** জানিয়া কামনা-রহিত শান্ত-বৈষ্ণবগণকে **পরমার্থী** সংজ্ঞা প্রদান করেন। প্রাকৃত যে-কোন ফল উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্ত সকলগুলিই ফলান্তর্গত, সুতরাং প্রাকৃত চেষ্টার অধীন স্বার্থান্ধতা মাত্র।

অর্থী—কর্ম্মি-জ্ঞানী ও পরমার্থী—ভক্তগণের স্মৃতিবিধান এক নহে

ভক্তের নিখিল চেষ্টাসমূহ কৃষ্ণের জন্য বিহিত হয়। এজন্য কর্ম্মী বা জ্ঞানীর প্রাকৃত নিজ নিজ ফল কামনা, ভক্তের না থাকায় ভক্তের চেষ্টা

তদিতর কর্ম্মি-জ্ঞানীর ন্যায় নহে। প্রাকৃত অর্থী যে স্মৃতি-বিধানের বশীভূত, অপ্রাকৃত পরমার্থীর তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে আমরা বলিতে পারি যে, অভক্ত ও ভক্তগণের ব্যবহারিক বিধানে ভেদ আছে। ফলবাদী ও কামদগ্ধহীন ভক্ত কখনই এক প্রকার বিধানে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারেন না। **অভক্তের বিধান তাঁহার নিজ মঙ্গলের জন্য, ভক্তের বিধান কৃষ্ণ-সেবার জন্য।** একের উদ্দেশ্য—নিজ মায়িক অনুভূতির ফল-সাধন, অপরের উদ্দেশ্য—অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা।

হারীত-স্মৃতি পুরাণ-সম্মত ক্রিয়াই বৈষ্ণবের গ্রাহ্য

বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে 'হারীত'-মত (অপরগুলি হইতে) বৈষ্ণবের অপেক্ষাকৃত আদরের বস্তু। বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র ব্যতীত পুরাণসমূহে কথিত বিধান-সমূহও বৈদিক প্রয়োগ-পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহার-কুশল স্মার্ত্তগণের আদরের বিষয়। বৈষ্ণবগণও বৈদিক প্রয়োগ-গ্রন্থ ও পুরাণ-সমূহে তাঁহাদের উপযোগী অনুষ্ঠানসমূহ স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মধ্যযুগীয় ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ দেশ-বিদেশে কয়েকখানি স্মৃতি-নিবন্ধ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব-সম্প্রদায়ের জন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণব-জীবনের বিধিবিধান গ্রন্থাকারে লিখিয়াছেন।

'শ্রীহরিভক্তিবিলাস', 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' ও অন্যান্য স্মৃতি

বঙ্গদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের জন্য বিশুদ্ধ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে সঙ্কলিত **'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সম্পাদন করেন।** তাঁহার অন্যূন অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বন্দ্যঘাটীয় শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় ব্যবহার-কুশল স্মার্ত্তগণের পক্ষে প্রাকৃত ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য **'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব'** নামে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। উহাতে হরিভক্তিবিলাস হইতে অনেক স্থলে মতের পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানে নিজ নিজ প্রদেশের ব্যবহার-উপযোগী স্মৃতি-নিবন্ধ রচিত হইয়াছে দেখা যায়।

স্মৃতির মূল উপাদান-গ্রন্থ এক হইলেও কৃষ্ণসেবা ও ফলকামনা-হেতু বিচারের পার্থক্য

এক্ষণে অনেকের নিকট ইহা প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে যে, যখন **স্মৃতি-লেখকগণের মূল অবলম্বন এক,** তখন বিধান-বিষয়ক সিদ্ধান্তের

পার্থক্য কেন হইল ? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণব-স্মৃতি-লেখক ভগবানের নিত্য-সেবক এবং কর্ম্মফলবাদী স্মৃতিলেখক স্বীয় ভোগ-তাৎপর্য্যপর। ভগবদুপাসনায় কর্ম্মফলবাদীর নিত্য-রুচি ও বিশ্বাস নাই ; এজন্য তাঁহার নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিধান পাওয়া দুর্ঘট।

স্মার্ত্ত-বিধি-পালনে বৈষ্ণব হওয়া যায় না

হিন্দুসমাজ ব্যবহারিক স্মার্ত্ত মহাশয়ের বিধানের অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেও তদন্তর্গত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতি পালন করিতে বাধ্য নন। পরমার্থীগণের কৃষ্ণভজনের সংসারেও কোন কোন স্থলে স্মার্ত্তের বিধি অক্ষুন্ন রাখিয়া বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করা ঘটে না। ইহা কেবল তাঁহাদের দুর্ব্বলতা এ মূঢ়তার ফল। পারমার্থিক গৃহস্থগণ যখন শিক্ষাপ্রভাবে নিজ সৎশাস্ত্র ও নিজ মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবেন, তখন আর তাহাদিগকে, পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। পরমার্থীগণ বৈষ্ণব-স্মৃতি অনুসারে কৃষ্ণ-সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। নিরীশ্বর স্মার্ত্তগণ তাঁহাদিগের প্রতি-বল-প্রয়োগে কখনই ক্ষমবান্ হইবে ন না।

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি নির্দ্দেশ

বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাদের আচার্য্যের যথার্থ্য অনুসরণ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে জগতে কোন বিশৃঙ্খলতা উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ কখনও কখনও বিষ্ণুভক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া নানা-প্রকার মূঢ়তার পরিচয় দেন, কিন্তু ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ বিচার কখনই তাঁহাদিগকে উদার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাল প্রবৃত্ত হওয়ায়, বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ বিচারও তার্কিকের বৃথা বিতণ্ডার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সকলই পরমার্থ-নিষ্ঠার শিথিলতা-জ্ঞাপক। প্রাকৃত-বলে যাহারা বলী, সেই অপ্রাকৃত বিচার-রহিত **স্মার্ত্তগণের আনুগত্যে পরম মহান্ বৈষ্ণবগণের শোভনীয় নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করিবেন—আমাদের বিশেষ অনুরোধ।**

—শ্রীল প্রভুপাদ

— —

প্রেমভক্তি ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব

প্রেমের সংজ্ঞা; কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়

আদৌ প্রেম কি তাহা আলোচনা করি, পরে ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে বলিতে চেষ্টা করিব। প্রেম একটী প্রবৃত্তিবিশেষ। তাহার স্বরূপ,—

আকর্ষ সন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তঃ দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রেমলক্ষণম্॥

এই প্রেমের আধার—ভক্ত-জীব এবং বিষয়-কৃষ্ণ। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর প্রেমের বিষয় হইতে পারেন না। কৃষ্ণ একটী তত্ত্ব। তাহাই ভগবত্তত্ত্বের সীমা। সুতরাং একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়। এই বিষয়টী একটী পরমতত্ত্ব, কেবল নামের বিষয় নয়।

কাম ও প্রেমের পার্থক্য

সেই প্রেম সম্পূর্ণ চিন্ময়। জীব অণুচৈতন্য বলিয়াও পূর্ণ চিন্ময় পদার্থ। যে-কোন কারণেই হউক, আমরা মায়া-বিকারে বিকৃত। সেই প্রেম এখন জড়-বিষয়-প্রেম। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের এই সিদ্ধান্ত যে, বিষয়-প্রেমের নাম 'কাম' ও কৃষ্ণ-কামের নাম 'প্রেম'। কাম যেরূপ অধম, প্রেম সেই পরিমাণে উপাদেয়। কাম জীবের প্রেয়ঃ, প্রেম জীবের শ্রেয়ঃ। আজকাল জড় বদ্ধজীবের প্রেমের স্বরূপ বোধ না হওয়ায় কামকেই প্রেম বলিয়া মনে হয়। উভয়ের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও একটি অনর্থ, অন্যটি অর্থ।

পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম-প্রাপ্তির ক্রম

হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। প্রভু প্রেমকে পঞ্চম-পুরুষার্থ বলিয়াছেন। সেই পরম দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম আমাদের হৃদয়ে কিরূপে উদয় হয়। উপেয়-সাধনে অবশ্য যত্নের প্রয়োজন। সে যত্ন কি?—সাধন-ভক্তি। প্রেম প্রাপ্তির ক্রম মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন-ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ'-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥

রুচি ভক্তি হৈতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৩-১৭)

কৃষ্ণ-প্রেমোদয়ে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি লাভ

প্রেমাঙ্কুর উদয় হইলে পুলকাশ্রু, স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্যাদি বিকার উদয় হয়। সুতরাং ঐ সকলই প্রেমের অনুভাব বা প্রমাণ। এখন দেখুন, প্রেম কি দুর্ল্লভ, প্রেম কি উপাদেয়। যে-প্রেমের নিকট মুক্তি পর্য্যন্ত তুচ্ছ, সে-প্রেম কতদূর প্রার্থনীয়। প্রেম নিত্যসিদ্ধ হইলেও সাধনার দ্বারা বিকসিত হয়। আজকাল কপট লক্ষণে অনেকেই প্রেম পাইয়াছি বলিয়া প্রচার করেন। যাত্রার বৈষ্ণব, রামায়ণের কালনেমী—ইহারা কপট প্রেমের উদাহরণ। সেই সব কপট পুরুষ বা স্ত্রী কেবল তদ্দ্বারা কামারকে ঈষপাৎ ফাঁকি দিয়া আপনাকে বঞ্চনা করেন। ধিক্ আমাদের কুপ্রবৃত্তি।

সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মের নামান্তরই—প্রেম-ধর্ম্ম

যদি আমাদের সেই বৈকুণ্ঠ দুর্ল্লভ প্রেম পাইবার ইচ্ছা হয়, তবে আমাদের প্রাণ-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আর গতি কি আছে? এই প্রেমই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম। এই প্রেমের এককণ যদি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি, তবে আমাদের জীবন সার্থক হয়। এই প্রেমের নাম করিয়া জগতে যে-সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে-সকল ধর্ম্মাপেক্ষা বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যতদূর দেখিতে পাই, অন্যত্র বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণ পাই না। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করি, বা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে অন্বেষণ করি, কোথাও বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রেমধর্ম্ম দেখি না। সর্ব্বদেশ ভ্রমণ করিয়া, সকল সম্প্রদায় অন্বেষণ করিয়া যখন শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দেখি, তখনই প্রেমের ফলক আসিয়া আমাদের দেহে বিকার উৎপন্ন করে, ইন্দ্রিয়সকলকে ক্ষোভিত করে এবং সমস্ত সত্তাকে বিচিত্রানন্দে কম্পিত করে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বঃ—তিনি সর্ব্বাবতারী অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা

ভাইসকল, আমার প্রভু গৌরাঙ্গ কে?—এই অনুসন্ধানে সমস্ত মঙ্গল নিহিত আছে। আমার গৌরাঙ্গ উপাস্যের শিরোমণি, গুরুদিগের পরম-গুরু,

অবতারগণের চূড়ামণি কৃষ্ণই আমার প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আচার্য্য-সমূহের অগ্রগণ্য অসংখ্য অবতারের অবতারী কৃষ্ণস্বরূপের কোন বিষয়ের অভাব পূরণকারী অবতার—আমার শচীনন্দন বিশ্বম্ভর!

বিভিন্নশাস্ত্রে শ্রীচৈতন্যাবতারের উল্লেখ

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ"। আমার কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচ্ছন্ন অবতার। যদিও সকল পুরাণে তাঁহার বিস্তৃত বর্ণন নিষেধ ছিল, তথাপি বেদ-পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার কথা দেদীপ্যমান আছে।

বেদে—'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ', 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্', "সুবর্ণজ্যোতিঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি।

মনুও বলিয়াছেন,—'রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যম্'।

গীতায়,—'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'।

মহাভারত দানধর্ম্মে—"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ"।

ভাগবতে,—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' প্রভৃতি।

এইরূপ সকল পুরাণে, তন্ত্রে শ্রীচৈতন্যাবতারের কথা আছে। ঋষিদিগের এইপ্রকার অনুভব শাস্ত্র-সহস্রে লিখিত আছে।

ভগবৎকৃপায় ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি ও অনাশ্রিত জনের দুর্দ্দশা

এতদতিরিক্ত বিদ্বদনুভবই সকলের মূল। যাহার প্রতি তাঁহার কৃপা হয়, তাহার নিকট তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন। স্বপ্রকাশ বস্তুর এই একমাত্র প্রমাণ। শ্রীপ্রবোধানন্দ কহিয়াছেন;—

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
স্বপ্রকাশিত-রত্নৌঘে যো দীন এব সঃ॥
অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
যে ন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানর্থ-সাগরে॥

সর্ব্বশ্রেণী জীবের প্রতি প্রেমমূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমদান-লীলা

আমার মহাপ্রভু স্বয়ং প্রেমমূর্ত্তি। দীনজনের নিকট দীনভাবে আকুতি মিনতি করিয়া প্রেম বিতরণ করেন। পণ্ডিতজনের নিকট অপার পাণ্ডিত্য

দেখাইয়া তাঁহাদের চিত্তে প্রেম উৎপাদন করেন। বিষয়ী লোককে কৃপা করিয়া অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে করিতে প্রেম লাভ করিতে উপদেশ দেন। বিষয়-ত্যাগীকে সর্ব্বসঙ্গ-ত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণভজন করান। বৈদ্য, চিকিৎসকদিগকে প্রেম-দান করিয়া ভবরোগের ঔষধ দানে যোগ্য করেন।

সমগ্র বিশ্বে প্রেমধর্ম্ম প্রচারের আশা পোষণ

যত যত গৌরচর্চ্চা বিস্তারিত হইবে, তত ততই সর্ব্বচর্চ্চাকে নিস্তব্ধ করিয়া গৌর-চর্চ্চা প্রবল হইবে। গৌরধর্ম্ম সূর্য্যের ন্যায় অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হইবে। শ্রীকবিকর্ণপূরের সহিত গৌরভক্তগণ সকলেই এই কথা বলুন ;—

"পুনীমশ্চণ্ডালানপি খলু ধুনীমোঽখিলমলং
লুনীমঃ সংস্কারানপি হৃদি তদীয়ানতিদৃঢ়ান্।
কৃপা দেবী তস্য প্রকটয়তি দৃক্‌পাতমিহ চেৎ
তদা তেষামন্তঃ কমপি রসভাবঞ্চ তনুমঃ॥"

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

অলৌকিক্যা প্রেমোন্মদরসবিলাসপ্রথনয়া
ন যঃ শ্রীগোবিন্দানুচরসচিবেষ্বেষু কৃতিষু।
মহাশ্চর্য্যপ্রেমোৎসবমপি হঠাদ্দাতরি ন য-
স্মতির্গৌরে সাক্ষাৎ পর ইহ সমূঢ়ো নরপশুঃ॥ ৪০॥

গৌরহরি পরেশ্বর করুণানিধান।
অত্যন্ত অযোগ্য জনে প্রেম করে দান॥

অলৌকিক প্রেমের উন্মদ রস সার।
পরম উদার গোরা করেন বিস্তার॥

সঙ্গ দিয়া জীবের করে শ্রদ্ধার উদয়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে চেতন লভয়॥

সেই সব ভাগ্যবানে মহাচমৎকার।
দান করে প্রেমানন্দ দুর্ল্লভ ব্রহ্মার॥

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জক্রীড়া সহায়কারিণী।
সখী মঞ্জর্য্যাদি সেবা-সুখ-শিরোমণি॥

তার অনুগত মহাপ্রেম সুখরাশি।
ব্রহ্মাদি অগম্য অহো ভুঞ্জে তাহা দাসী॥

গৌর যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
হেন প্রেমানন্দ দান করে সেইক্ষণে॥

উদার গৌরাঙ্গে যার মতি না হইল।
হায়! নরপশু মায়া তাহারে মোহিল॥

গৌরচন্দ্র পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান্।
কলিতে গৌরাঙ্গ বিনা গতি নাহি আন॥

কেহ কৃষ্ণ ভজি বলে চৈতন্য ছাড়িয়া।
কেহ গৌর ভজে কৃষ্ণচরণ ভুলিয়া॥

এই দুই ভক্তপ্রায় অতিশয় মূঢ়।
সাধ্য-সাধন বস্তু নাহি জানে গূঢ়॥

গৌর-অনুগত হৈয়া কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণেরে ভজিব গৌর না ত্যজি কখন॥

গৌর-অনুগত জন প্রেম পায় আশু।
এ হেন গৌরাঙ্গ নাহি ভজে নর-পশু॥

জড়রস-মোক্ষাদিতৃণ করয়ে চর্ব্বণ।
গৌরপ্রিয় করে প্রেমামৃত আস্বাদন॥ ৪০॥

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩ পৃষ্ঠার পর)

নরেন্দ্র—পূর্ণ দর্শনকারীর নিকট মুক্তাবস্থায়ও বস্তুর চিন্ময়-বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হইয়া থাকে—ইহা তুমি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ও যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত করিলেও আমার মনে হয় মুক্ত জীবের নিকট ঐরূপ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হয় না; কারণ, ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া বহু ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ পর্ব্বত, প্রান্তর, বৃক্ষ, অট্টালিকা প্রভৃতির বন্ধুরতা আর দৃষ্ট হয় না—সবই সমান ও একাকার দেখায় কোন ভেদ থাকে না।

দেবেন্দ্র—ভাই, তোমার যুক্তিটী আপাত-দর্শনে সত্য ও চমৎকার বলিয়া সাধারণ লোকের মোহ উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু সৎসঙ্গসেবীর নিকট উহার ছিদ্র অপ্রাশিত থাকে না। বাজারে এরূপ আপাত সত্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহাদ্বারা অজ্ঞ সাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন; তুমি যে যুক্তি দেখাইতেছ—ইহাদ্বারা তোমার বিচারটীও সমর্থিত হয় না; পরন্তু উহা আমার বিচারেরই সমর্থক। অসম্যক্ বা আংশিক দর্শন যেরূপ বাস্তবতার পরিচায়ক নহে, তদ্রূপ উক্ত ঊর্দ্ধাকাশস্থিত ব্যক্তির দর্শনও বাস্তব নহে। ঊর্দ্ধাকাশ হইতে ভূপৃষ্ঠস্থ বন্ধুরতা বা উচ্চ-নীচতা সে দর্শন করিতে পারে না বলিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে বন্ধুরতা তিরোহিত হয় না। সু-উচ্চ পর্ব্বত, বৃক্ষ, অট্টালিকা প্রভৃতি তাহাদের স্বরূপগত উচ্চতা বা নীচতা পরিত্যাগ করিয়া সমতল হইয়া পড়িবে না পারে না, পরন্তু দ্রষ্টার চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অপটুতাহেতু সে হস্তী ও পিপীলিকা প্রভৃতির উচ্চতা ও নীচতা দর্শন করিতে পারে না। উপযুক্ত দর্শনশক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা দূরবীক্ষণ যন্ত্রধারী ব্যক্তি যেমন দেখেন যে ভূপৃষ্ঠস্থ স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতির রূপ পরিবর্ত্তিত হয় নাই—পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তদ্রূপ পূর্ণদর্শন-বিশিষ্ট ব্যক্তি বস্তুর বৈশিষ্ট্যযুক্ত বাস্তব স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। তবে মুক্ত পুরুষ যে বৈশিষ্ট্য দর্শন করেন, তাহা মায়িক বৈশিষ্ট্য হইতে পৃথক্। বৈশিষ্ট্য বলিলে, বদ্ধজীব মায়িক ধারণাগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত মায়াতীত বৈশিষ্ট্যের কোনরূপ ধারণা করিতে পারে না। সেই জন্য তাহারা অপ্রাকৃত তত্ত্বটীকে বৈশিষ্ট্যহীন বলিতে এত আগ্রহান্বিত। কিন্তু অপ্রাকৃত

বৈশিষ্ট্য যে কত মধুর এবং কত উপাদেয়, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সন্ধান পাইলে তত্ত্ব-বস্তুটীকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলিতে তাহাদের আর আপত্তি থাকিবে না। তাই, মূলে যদি বৈশিষ্ট্য না থাকিত, তবে এই জগতের বৈশিষ্ট্যের সম্ভব হইত না। ছায়াতে হস্ত ও অঙ্গুলি দৃষ্ট হইলে কায়াতেও হস্ত ও অঙ্গুলী অবশ্যই বর্ত্তমান—ইহা অঙ্গীকার করা কখনও সম্ভব নহে।

অপটু এবং অযথা মুক্তাভিমানী ব্যক্তি চক্ষুদ্বারা ভূপৃষ্ঠকে একাকাররূপে দর্শন করিয়া তাহাকে বাস্তব সত্য মনে করিলেও তাহা যেমন মিথ্যা ও কল্পনা মাত্র, তদ্রূপ ব্রহ্মের নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ ধারণাটীও তাহাদের মিথ্যা ও কল্পনা মাত্র; উহা প্রকৃত সত্য নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় পাওয়া যায়—

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

'মুক্ত' বলিলে নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানীকেই প্রকৃত 'মুক্ত' বলা যায় না; পরন্তু কৃষ্ণভক্তই প্রকৃত মুক্ত। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ এই 'মুক্তি' শব্দের ব্যাখ্যা **"মোক্ষং বিষ্ণুপাদপদ্মলাভং"**—এইরূপ করিয়াছেন। যে মোক্ষে বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ না করিয়া নিরাকারত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা মুক্তির প্রকৃত স্বরূপ নহে। ঋগ্বেদ বলেন,—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" সুতরাং মুক্ত পুরুষ তাঁহাদেরই বলে, যাঁহারা বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রেমযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা দর্শন করেন ও তাঁহার সেবায় রত থাকেন। সেব্য-সেবক-সেবা-শূন্য নির্ব্বিশেষ বিচার কখনও তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করে না।

নরেন্দ্র—আচ্ছা ভাই, তোমরাও ত ভগবানের অনন্তরূপ স্বীকার কর। তবে আমাদের রুচিমত যে-কোন একটী রূপ অঙ্গীকার করিলে তাহাতে আর দোষ কোথায়?

দেবেন্দ্র—ছাখ নরেন, তোমার বিচারের ত্রুটীটি কোথায় তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। ইহা খুব সূক্ষ্ম; একটু অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। আমরা ভগবানের অনন্তরূপ নিশ্চয়ই স্বীকার করি; এবং সেই অনন্ত-রূপের যে-কোন একটী রূপের সেবা লাভ করিতে পারিলে চরিতার্থ হওয়া যায়, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু আপত্তি এই—বদ্ধজীব

যে-রূপের সেবা করিবে, তাহা ভগবানের সেই অনন্তরূপের মধ্যে যে-কোন একটী রূপ হওয়া চাই। শ্রীভগবানের যে অনন্তরূপ আছে, তাহা মুক্ত পুরুষের হৃদয়েই তিনি প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সেই মুক্তপুরুষ কৃপাপূর্ব্বক বদ্ধজীবের নিকট তত্তৎ রূপের বর্ণন করিয়া থাকেন। সুতরাং বদ্ধজীবকে ঐরূপ অপ্রাকৃত সাধু-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট রূপগুলির মধ্যে যে-কোন একটী গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিজ বদ্ধ-রুচি অনুসারে ঈশ্বরের যে কোনও একটী রূপ কল্পনা করিলেই চলিবে না। অনন্তরূপ বলিলে তাঁহার রূপের অন্ত নাই বুঝায়। পরন্তু সব কিছুই তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ —সুতরাং ঢেঁকিও তাহার রূপ, কুকুরও তাঁহার রূপ, যে-কোন মানুষের আকারও তাঁহার রূপ—এরূপ বুঝায় না। ঢেঁকি, কুকুর অথবা যে-কোনও মানুষ প্রভৃতি জড়ীয় আকারযুক্ত বস্তু কখনও অপ্রাকৃত নহে। জড়ের অনুশীলন দ্বারা কখনও চেতনকে পাওয়া যায় না। জড়ের অনুশীলনে জড়কে এবং চেতনের অনুশীলন দ্বারাই চেতনকে লাভ করা যায়। জড়ীয় মন সীমাবিশিষ্ট। সে কখনও সীমাতীত অপ্রাকৃত রাজ্যের কল্পনা করিতে পারে না। সে যাহা কল্পনা করিবে, তাহা অবশ্যই প্রাকৃত হইবে। তজ্জন্য তাহার কল্পিত রূপ কখনও ভগবদ্ রূপ নহে। তাহার কল্পনার 'কৃষ্ণ' এবং তত্ত্বদর্শীর বর্ণিত 'কৃষ্ণ' এক নহে। এই কারণ শ্রীগুরুদেব যে বিগ্রহের সেবা করেন, তাহাই অপ্রাকৃত বলিয়া সাধকের একমাত্র সেব্য। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে যে 'কৃষ্ণ-নাম' প্রদান করেন, তাহাই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-বস্তু। কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে হইলে তজ্জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করত তাঁহার নিকট হইতে সেই নাম-কৃষ্ণকে দীক্ষার দ্বারা লাভ করার প্রয়োজনীয়তা থাকে। পরন্তু যদি এরূপ ধারণা থাকে যে, 'কৃষ্ণ-নাম' গ্রহণের জন্য গুরুকরণের আবশ্যকতা কেন? আমরা সকলেই নিজে নিজে নাম গ্রহণ করিলেই ত' হয়; তা'হলে উহা বৈকুণ্ঠ নাম হইবে না। মায়িক প্রাকৃত ব্যোমস্থ বায়ু-বিলোড়ন-জনিত শব্দ-সামান্য মাত্র হইবে। উহার সেবা দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত পূর্ণ চেতন শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ হইবে না। গুরুদেব বা মুক্তপুরুষ কখনও মানুষ, কুকুর ও ঢেঁকিকে ভগবান্ বলেন না। তিনি কখনও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ঢেঁকি বা কুকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের সেবা পূজা প্রবর্ত্তন করেন না। তিনি বলেন,—মানুষ, কুকুর ও ঢেঁকিকে লক্ষ কোটী বৎসর ধরিয়া পূজা করিলেও কখনই তাহারা (ঢেঁকি বা কুকুরাদি) ভগবান্‌রূপে কাহাকেও কৃপা

করিতে পারিবে না। মানুষের শরীর ও মন কুকুরের শরীর ও মন এবং ঢেঁকি প্রভৃতি জড়বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু নহে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহারা কখনও চেতন নহে। ভাই, রাস্তার শুড়কীগুলিকে যেরূপ ঘানিতে উত্তমরূপে পেষণ করিলেও তাহা হইতে কখনও তৈল পাওয়া যায় না, তদ্রূপ জড়ের অনুশীলন অর্থাৎ জড়ীয় দেহ ও মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান দ্বারা কখনও পূর্ণ-চৈতন্য ভগবানের সেবা হইতে পারে না। দেহ-মনের সুখ-বিধান দ্বারা অণুচৈতন্য আত্মারও সুখ বিহিত হয় না। সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার বিপরীত ধারণা পোষণ করেন বটে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। কারণ শুদ্ধ চেতন 'আত্মা' দেহ-মন হইতে বিজাতীয় বস্তু-বিধায় জড়ীয় সুখ-দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। আত্মার মায়িক সূক্ষ্ম আবরণ মন; মনই সেই সুখ-দুঃখ অনুভব করে। অণু-চেতন জীবাত্মা পূর্ণ-চৈতন্য শ্রীভগবানের সেবা-দ্বারাই কেবল মাত্র সন্তোষ-লাভ করিতে পারে। যথা, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

অর্থাৎ—"সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥"

সুতরাং জীবাত্মার প্রসন্নতা অধোক্ষজ-ভগবানের সেবা-দ্বারাই সম্ভবপর; আহার-বিহারাদির উন্নতি-বিধান দ্বারা কখনও সম্ভবপর নহে।

শ্রীকৃষ্ণ পরাৎপর মূল-পূর্ণবস্তু। রাম, নৃসিংহাদি অবতারগণ ও নারায়ণাদি বিলাস-বিগ্রহগণ সেই পরম পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-বস্তু হইতে প্রকাশিত পূর্ণ-বস্তু; তজ্জন্য তাঁহারাও ভগবৎ শব্দবাচ্য। যদিও তাঁহাদিগকে 'অংশ বলা হয়, তথাপি তাঁহারা প্রাকৃত 'অংশ' নহেন। উপনিষদ্ বলেন,—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

অর্থাৎ ঐ অবতারী পুরুষ পূর্ণ ও তাহা হইতে এই অবতারও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ আবির্ভাব হয়েন এবং পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন; কোন প্রকারেই পরমেশ্বরের হানি হয় না।

ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাবৃন্দ ঐরূপ পূর্ণবস্তু নহেন। জীবাত্মাও বিভিন্নাংশ হেতু কিরণ-কণ-স্থলীয় অণু-চৈতন্য। তাঁহারা কখনও পূর্ণত্ব লাভ করিতে

পারেন না। তজ্জন্য ইঁহারা ভগবানের অনন্তরূপ নহেন এবং ইঁহাদের সেবা ও ভগবৎ সেবা এক বস্তু নহে। শ্রীগীতা স্পষ্টভাবে ইঁহাদের সেবার পরিণতির পার্থক্য দেখাইয়াছেন। যথা—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীঃ ৯।২৫)

অর্থাৎ, দেবতাদের উপাসনা দ্বারা দেবতা, পিতৃভক্তির দ্বারা পিতৃলোক এবং ভূতপূজা দ্বারা ভূতলোকই লাভ হয়। এইগুলির দ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণের সেবা পাওয়া যাইবে না। কৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে হইলে 'মদ্‌যাজী' হইতে হইবে, অর্থাৎ কৃষ্ণকেই সেবা করিতে হইবে। দেবতাগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের কোন একটীর সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে—এরূপ নয়; সকল ক্রিয়ারই ফল কখনও এক হয় না। সুতরাং কৃষ্ণ অনন্ত-রূপী বলিয়া যাহারই সেবা হউক না কেন কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে, ইহা নহে।

নরেন্দ্র—ভাই দেবেন্দ্র, তুমি "যান্তি দেবব্রতাঃ দেবান্‥ ‥‥মাম্॥"—শ্লোকদ্বারা একমাত্র কৃষ্ণোপাসনা দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায় এবং বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবতা ও প্রাণীর উপাসনা দ্বারা সেই সেই দেবতা বা ভূতগণকে পাওয়া যায়—ভগবানকে পাওয়া যাইবে না—ইহা তুমি প্রতিপন্ন করিয়াছ। কিন্তু ঐ গীতাতেই আবার অন্যত্র দেখা যায় যে, যাঁহারা অন্য দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহারা কৃষ্ণকেই আরাধনা করেন। যথা—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধান্বিতাঃ॥
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীঃ ৯।২৩)

সুতরাং তোমার কথাই যে একমাত্র সত্য, তাহা কিরূপে গ্রহণ করা যায়?

দেবেন্দ্র—ভাই নরেন, তুমি গীতার শ্লোকগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য ধরিতে পারিতেছ না। ঐ দুইটী শ্লোকে কোনরূপ বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশিত হয় নাই। গীতা কেন, সমস্ত বেদানুগ সাত্বত-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এক। তাঁহারা সকলেই শ্রীহরিকেই সম্বন্ধরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

সংস্কৃত ভাষার অভিজ্ঞান লইয়া বদ্ধ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রানুশীলনে কখনও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। (ক্রমশঃ)

———

উৎকৃষ্ট ব্যবসায়!!

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব সন্দর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম। নবদ্বীপ ষ্টেসনে ট্রেণ উপস্থিত হইলে একটী দশমবর্ষীয় বালক একাকী আমাদের কক্ষমধ্যে উঠিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরেই ষ্টেসন হইতে ট্রেণটী চলিতে আরম্ভ করিলে ঐ বালকটী একটী গান ধরিল। আমি গাড়ীর প্রথম কক্ষে উপবিষ্ট ছিলাম, বালকটীও সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সুর করিয়া গাহিতে লাগিল—

"আমার হরিবোল বলা হলো না।"

একে বালকটী অল্পবয়স্ক, তাহাতে আবার তাহার মধুর কণ্ঠ সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া ঐ গানের দিকেই সকলকে উৎকর্ণ করিয়া তুলিল। বালকটী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট একে একে গমন করিয়া ঐ কক্ষস্থিত সকলকেই যেন পরিক্রমা করিতে থাকিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি গাড়ীর একেবারে প্রথম সীমানায় উপবিষ্ট ছিলাম। সুতরাং বালকটীর পরিক্রমা শেষ করিয়া পুনরায় আমার নিকটই উপস্থিত হইতে হইল। বালকটী যখন সেই সীমানায় পৌঁছিল তখন তাহার গান থামিয়া গেল। দেখিলাম বালকটীর হাতভরা কতকগুলি পয়সা। বালকটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার গান থামিল কেন? বালকটী উত্তরে বলিল, "আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।"

এখন আমার একটু পরিচয় দেই—আমি একজন মানবক। গুরুগৃহে বাস করিয়া কিছু ব্যাকরণ অধ্যয়ন করি ও সেবা করিয়া থাকি। সুতরাং বালকটীকে দেখিয়া স্বভাবতঃই যেন আমার হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইল। আমি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৎস! তোমার হরিভজন করিতে ইচ্ছা হয়?" বালকটী তখনই বলিয়া উঠিল, "কেন আমি যে এইরূপ উৎকৃষ্ট কাজ করিয়া বেড়াইতেছি, সকলকে হরিনাম শুনাইতেছি, ইহা কি হরিভজন নহে?" আমি বলিলাম, "দেখ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব ইঁহারা কিরূপভাবে হরিভজন করিয়াছেন। সাধুসঙ্গ ছাড়া কি হরিভজন হয়? তোমার কি ঐরূপ সাধুসঙ্গে হরিভজন করিবার ইচ্ছা হয় না? তুমি আমার সহিত যাইবে? গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর নিকট হরিভজন-প্রণালী শিখিতে হয়।"

তদুত্তরে বালকটী বলিল, "আমার যে বাড়ী আছে। আমি প্রত্যহ হরিনাম শুনাইয়া অনেক টাকা পাই। আমি এক শতের অধিক টাকা জমাইয়াছি। এরূপ ভাল কাজ ছাড়িয়া আমি কোথায়ও যাইব না।

সুধী পাঠকগণ, ভারতবর্ষ পরম পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। এই স্থান ধর্ম্মকথায় মুখরিত, এই স্থানের অনিল, সলিল, প্রকৃতি ধর্ম্মরাগে অনুরঞ্জিত। কিন্তু আজ এস্থানের শোচনীয় অবস্থা কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? এই স্থানের ধর্ম্মের ধারণা কিরূপ কলঙ্কিত, ধর্ম্ম এই স্থানে কলি-প্রাবল্যে উপজীবিকা মাত্র! ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়ই এই স্থানের কলি-দূষিত জনগণের নিকট উৎকৃষ্ট ব্যবসায় বলিয়া বিবেচিত! দশমবর্ষীয় বালক এই কলিকালে এইরূপ কুসংস্কার, অসাধুবৃত্তি, কলিজনের দুর্ব্বুদ্ধি দ্বারা লালিত, পালিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট! ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্রব্যবসায়, কীর্ত্তনব্যবসায় অর্থাৎ নামাপরাধই কলিপ্রাবল্যে 'উৎকৃষ্ট ব্যবসায়' বলিয়া গণিত হইতেছে।

হরিভজন ব্যতীত জগতে আরও দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়—(১) বিদ্বেষী ও (২) বালিশ। বিদ্বেষিগণ হরিভজনের মঙ্গলোপদেশ শ্রবণ করে না বলিয়া, হরিজনগণ তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া দয়া করিয়া থাকেন। আর বালিশ অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনমুখে বিদ্বেষিগণের স্বরূপটিও জানাইয়া তাহাদের নিকট হইতে সতর্ক হইবার উপদেশ প্রদান করেন। ইহাতে বিদ্বেষিদল তাহাদের অপস্বার্থের ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া হরিজনের বিরুদ্ধে অযথা চীৎকার করিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণোপযোগি মনগড়া-কুপথ পরিস্কার করে।

অনেক সময়ে এই বালিশ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ লৌকিক ধর্ম্মভীরু সরল প্রকৃতির ব্যক্তিগণ লৌকিক বিবেচনায় বিচার করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন—"হাজারই হউক অমুক ব্যক্তি ব্যবসায় করিলেও, বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করিলেও, 'ভাগবত, হরিনাম বা মন্ত্র,—এই সকল হরিবিষয়ক-ব্যাপার লইয়াই ত' ব্যবসায় করেন। ইহাতে কোন লৌকিক নীতিবিগর্হিত কুকার্য্য নহে। ইহা শুক্লবৃত্তিমধ্যেই পরিগণিত।"

বালিশ ব্যক্তিগণের লৌকিক বিচারোত্থ এই সকল কথার উত্তরে হরিজনগণ কোনও একটী ব্রাহ্মণের চিন্তাস্রোত উল্লেখ করিয়া বলেন যে,

একদা একটী ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক আহার করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করা যায় তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে ভাবিলেন, মৎস্য ত্যাগ করা উচিত, কারণ মৎস্য সাত্ত্বিক আহার মধ্যে পরিগণিত নহে। মৎস্য ত্যাগ করিয়া তিনি ছাগমাংস ভোজনকে সাত্ত্বিক আহার মনে করিলেন! কারণ ছাগ অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর ন্যায় পশুভক্ষণাদি না করিয়া তৃণমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক ভোজ্যানুসন্ধিৎসু ঐ ব্যক্তি পরে বিবেচনা করিলেন, ছাগমাংস হইতে গোমাংস আরও সাত্ত্বিক। কেননা, গাভীর মলমূত্র পর্য্যন্ত পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। ইহা মনে করিয়া ঐ ব্রাহ্মণ গোমাংস ভোজনকে সাত্ত্বিক ভোজন বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন; কিন্তু এইরূপ সাত্ত্বিক ভোজন করিতে থাকিলে তাঁহাকে সামাজিকগণ সমাজচ্যুত করিবার উদ্যোগ করিলেন। তখন তিনি গোমাংস ভোজনরূপ সাত্ত্বিকভোজন পরিত্যাগ করিয়া তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিকদ্রব্য কোথায় পাওয়া যাইবে, তাঁহার অনুসন্ধান করিতে থাকিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার শ্রীগুরুদেব একজন বিশেষ সাত্ত্বিকদ্রব্যভোজী। সত্যসত্যই ঐ ব্রাহ্মণের গুরুদেব হবিষ্যান্ন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করিতেন না। দুগ্ধ, ঘৃত, আতপ অন্ন প্রভৃতি সাত্ত্বিক দ্রব্যদ্বারা তাঁহার গুরুদেবের শরীর পরিপুষ্ট ও পরমকান্তিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ শরীর দেখিয়া সকলেই একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। দেখিলেই মনে হইত যেন শরীর হইতে নিয়ত ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি সাত্ত্বিক দ্রব্য ক্ষরিত হইতেছে। উক্ত গুরুদেবের শরীর হইতে সর্ব্বদা গোবিন্দভোগ আতপ অন্নের সুগন্ধ নির্গত হইত। শ্রীগুরুদেবের এইরূপ সাত্ত্বিক তনু, চক্ষু, কর্ণ-নাসিকার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ শিষ্যটী মনে করিলেন, আমার শ্রীগুরুদেবের এই সাত্ত্বিক দ্রব্যে পরিপুষ্ট পরম সাত্ত্বিকতনুটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাত্ত্বিকভোজ্য। ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ ব্রাহ্মণ শ্রীগুরুদেবের সাত্ত্বিক মাংস ভোজনকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার মনে করিলেন এবং শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন, "প্রভো! আপনি আমাকে সাত্ত্বিকদ্রব্য ভোজনে উপদেশ দিয়াছেন, আমি জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার সাত্ত্বিকদ্রব্য খুঁজিয়া অবশেষে আপনার ভজনের তনুটিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাত্ত্বিকবস্তু জানিতে পারিয়াছি। একে আপনি শ্রীগুরুদেব, আপনার দেহ শুদ্ধসত্ত্ব,

তাহাতে আবার আপনি ঘৃত দুগ্ধ হবিষ্যান্ন প্রভৃতি নিয়ত আহার করেন, চন্দন নির্ম্মাল্য প্রভৃতি-দ্বারা আপনার দেহ সর্ব্বদা চর্চ্চিত ও ভূষিত থাকে, সুতরাং জগতে এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক বস্তু আর কোথায় খুঁজিয়া পাইব? অতএব আমি আপনার সাত্ত্বিক তনুখানিকে ভোজন করিতে চাহি।"

শ্রীগুরুদেব উপযুক্ত শিষ্যের মুখে এরূপ উপযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া অন্য কিছু উচ্চবাচ্য না করিয়া তখনই তাহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিলেন। রাজকর্ম্মচারী ঐরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজনাভিলাষী মহাত্মাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার বাঞ্ছিত অমেধ্য খাদ্য প্রদান করিলেন!

সুধী পাঠকগণ, যাঁহারা নাম, মন্ত্র, ভাগবত-ব্যবসায়কে "উৎকৃষ্ট ব্যবসায়" মনে করেন, তাঁহাদিগের বিচার-প্রণালীও এইরূপ। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের মাংসভোজন-প্রয়াসী। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবত্তনু। শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমন্ত্র সাক্ষাৎ গোপীজনবল্লভ। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি বালিশ-জনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া শ্রীগুরু ও ভগবানের দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকেই শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়, শুক্লবিত্ত সাধুজীবিকা প্রভৃতি মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিয়া থাকেন। ফলে তাহারা ঐ গুরুমাংস-ভোজনাভিলাষী ব্রাহ্মণের ন্যায় মায়াদেবীর দ্বারা সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং তাহাদের বাঞ্ছিত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠারূপ অমেধ্য ভোজন করিয়া থাকেন। বিমুখমোহিনী মায়া ইঁহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মার্থ বুঝিতে দেন না। প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ ইঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করে না। ইঁহারা মৈথুনাদি-তুচ্ছগৃহমেধি-সুখে ব্যস্ত। ইঁহারা গৃহব্রত গোদাস, তাই গোস্বামীর আচরণ ইঁহাদিগের মধ্যে নাই। ইঁহারা গোস্বামীত্বকে শুক্রশোণিতগত জাতিত্ব মাত্র মনে করিয়া থাকেন। ইঁহা-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বেষোপজীবী মর্কটবৈরাগী। ইঁহারা অপবর্গের হেতুসমূহকে ইন্দ্রিয়ভোগার্থ উপজীবিকায় পরিণত করিয়া থাকেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"মৌনব্রতশ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যা-রহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।

প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্ ॥"

—ভাঃ ৭।৯।৪৬

—মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বকর্ম্ম, নির্জ্জনে বাস, জপ এবং সমাধি—এই দশটী অপবর্গের হেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইঁহারা প্রায় অজিতেন্দ্রিয় গোদাসগণের ইন্দ্রিয়ভোগার্থ জীবনোপায় হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম্যকথা হইতে বিরতি। ব্রত, পাণ্ডিত্য, ভাগবতাদি শাস্ত্রাব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা গোস্বামিগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ করেন আর ইন্দ্রিয়-পরায়ণ গোদাস ঐ সকল-দ্বারা নিজের ও তাহাদের দেহসম্পর্কীয় ভোগ্য স্ত্রীপুত্রগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইবার চেষ্টা করে। এতৎপ্রসঙ্গে এই শ্লোকের শ্রীস্বামিপাদের টীকা আলোচ্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর দশমস্কন্ধের ১।৪ শ্লোকের টীকায় এইরূপ ভাগবত-ব্যবসায়িগণকে পশুঘাতী বা ব্যাধ বলিয়াছেন। ভাগবত, নাম বা মন্ত্র দেওয়ার বিনিময়ে অর্থপ্রাপ্তির ব্যাঘাত বা কিঞ্চিৎলাঘব হইলেই এই সকল ব্যক্তির কীর্ত্তন থামিয়া যায়। তাই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

"কথঞ্চিদ্ধনাদিক কামনয়া যদি কর্ম্মী বক্তা শ্রোতা বা স্যাত্তদা স বিরজ্যেদেবেত্যাহ পশুঘ্নাদ্বিনা।"

ফলভোগাভিলাষীকে কর্ম্মী বলে। ভক্ত ফলভোগী বা ফলত্যাগী নহেন। ভক্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর; কর্ম্মী আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর। যাঁহারা ভাগবত, নাম, মন্ত্র প্রভৃতি কীর্ত্তন, ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা দেখাইয়া তৎফলস্বরূপ অর্থাদিলাভের আশা করেন, তাঁহারা কর্ম্মী। ভক্তগণ ষড়্‌বিধা শরণাগতি-যুক্ত। সুতরাং তাঁহারা "অর্থ না হইলে কিরূপে জীবনধারণ করিব"—এইরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বদ্ধজীবের বিচারে আবদ্ধ নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৩।৮ শ্লোকে) শ্রীমন্নারদগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"ন শিষ্যাননুবধ্নীত" "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত" অর্থাৎ প্রলোভনাদির দ্বারা বল-পূর্ব্বক অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যা- দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না।

কিন্তু বর্ত্তমানকালে কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির জন্য অনধিকারী বিষয়ী, পতিতকে পূর্ব্ববৎ পতিত বলিয়াই নিজস্বার্থ সিদ্ধির জন্য শিষ্যত্বে গ্রহণের অভিনয় এবং ভাগবত, মন্ত্র, নাম প্রভৃতি বিক্রয়ের চেষ্টাই বৈষ্ণবব্রুব সমাজে 'উৎকৃষ্ট ব্যবসায়' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে! এইরূপ কার্য্য যে একটী বণিগ্‌বৃত্তি এবং সমাজের ও পরমার্থের পক্ষে অশেষ অকল্যাণের সেতু, তাহা অপরদেশীয় মনীষিবৃন্দেরও দৃষ্টীতে পতিত হইয়াছে।

Mr. M. T., Kennedy. M. A. মহাশয় তাঁহার "Chaitanya Movement" নামক গ্রন্থে এই সকল ব্যবসায়ী গুরুব্রুবগণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"The chief relation of the Goswami to his disciple is monetary one. They constitute his chief wealth. This is evident from the way in which a Goswami's disciples are divided by his sons, in case trouble arises among them at his death. The rich and the poor among the disciples are carefully apportioned among the sons and they may then set up separate establishments.

The disciple has little to say to this shuffling, for he is enjoined by his religion to render absolute veneration to each generation of his Guru's family. Many Goswamis live entirely on the income derived from the gifts and fees paid by their disciples. In some cases, as with the Khardaha Goswamis, that means a position of affluence. * * For initiation, marriage and death ceremonies the usualfees due to the Goswami is Re 1—6, of this amount the faujdar receive four annas and chharidar two annas. Some Goswamis combine business with their Guruship. Even though engaged in shopkeeping or what not, they continue their relation to disciples." (page 155-158)

বর্ত্তমানে ভাগবত-বিক্রয়, নাম বিক্রয়, মন্ত্র-বিক্রয়রূপ কার্য্যগুলি যে কদর্য্য ব্যবসায় এবং স্মৃতিশাস্ত্র, সাত্বতশাস্ত্র প্রভৃতির অনুমোদিত ও আচার্য্য

গোস্বামিপাদগণের প্রচারের সম্পূর্ণ প্রতিকূল ভক্তিবিরোধি-কার্য্য, তাহা একটু নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। স্মৃতিশাস্ত্রে মহর্ষি অত্রি ভৃতক পাঠক ব্রাহ্মণগণকে পতিত ও অপাংক্তেয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ২১শ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ-নিন্দিত কর্ম্মবর্ণনে লিখিত হইয়াছে যে,—

"শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নামবিক্রয়ী।
যো বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥"

অর্থাৎ, বিষ্ণুসেবাহীন শূদ্রগণের পাচকবিপ্র, হরিনাম এবং বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্র 'বিপ্র' নামে পরিচিত হইলেও বিপ্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট। বিষহীন সর্প যেরূপ বাহিরে সর্পাকৃতি থাকিয়া অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা ভীতি উৎপাদন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দংশন দ্বারা লোকের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐরূপ বিপ্রগণও তাহাদের অনভিজ্ঞ মূর্খশিষ্যের ভীতি উৎপাদন করিলেও প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞের নিকট কোন বাহাদুরী দেখাইতে পারে না।

"ভক্ত্যঙ্গপালন করিবার পক্ষে যে-স্থলে গুরুমহাশয়গণের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হইতেছে বা ঐ ব্যবসায়ের বাধা পাইতেছে, সেখানে নানা অন্ধযুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া শোভনীয় নহে। * * যদিও শিষ্যানুবন্ধন সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, তাহা হইলেও উদাসীন এবং অপর অনিবৃত্ত গৃহস্থভক্তগণের সম্বন্ধেও ইহার উপযোগিতা আছে। ইহাই শ্রীল জীবপাদের টীকার তাৎপর্য্য। 'অন্য''-শব্দ 'নিবৃত্তের' বিশেষণ করিলেও ভক্তমাত্রেরই ভোগতৎপরতা নিষিদ্ধ। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান, যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্॥" ভক্তমাত্রেই নিবৃত্ত। ভক্তগণ কখনও প্রবৃত্তিমার্গের পথিক নহেন। নিবৃত্ত ভগবদুপাসকই ভক্ত। অনিবৃত্ত ব্যক্তি ভগবদুন্মুখীই হইতে পারে না। * * মেকিগুরু শিষ্য বা ভক্তদের নিকট ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া, মন্ত্র প্রদান করিয়া, নিজ ভোগের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহা কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের বরণীয় হইতে পারে; কিন্তু উহা বৈষ্ণবাচার্য্যের সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে শিষ্যের শুক্লবিত্ত, যাহা শিষ্য বা ভক্ত, গুরু ও ভগবানের জন্য নিবেদন করিয়াছেন, নিজেন্দ্রিয় প্রীতি সংগ্রহোদ্দেশে কৃষ্ণসংসার প্রতিপালন ছলনায়, ভোগ্যা রমণীর পদালঙ্কার

নির্ম্মাণের জন্য, পুত্র-কন্যার বিবাহের জন্য তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে।

ব্যাখ্যাজীবীর আদর কোন শাস্ত্রেই নাই। তাহাদের নিন্দা সাধারণ স্মৃতিশাস্ত্রেও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভূতকাধ্যাপন ব্রাহ্মণকেও অপাংক্তেয় করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে গোস্বামিগণ এবং শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদও শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু, তাঁহারা কেহই অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভোগ্যা রমণীর পদাভরণ নির্ম্মাণ ও ভোগ্যারমণীর পুত্র-কন্যাদির বিবাহজন্য পদাভরণ নির্ম্মাণে শাস্ত্রব্যাখ্যা-প্রসূত কোন অর্থ ব্যয় করেন নাই। শাস্ত্রব্যাখ্যা অবশ্যই কর্ত্তব্য; তাহাই গুরু ও কীর্ত্তন-কারীর অনন্যধর্ম্ম; কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যাজীবী হওয়া কখনই শাস্ত্রানুমোদিত নহে, উহা কখনই মহাজনের পথ নহে। গোস্বামী মহাশয় কি বলিতে পারেন, কত ফুরণ লইয়া শ্রীল গদাধর গোস্বামী ঠাকুর নরেন্দ্রসরোবর তীরে মহাপ্রভুকে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন? গোস্বামী মহাশয় কি বলিতে পারেন, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহাশয়কে কত ফুরণ লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন? তিনি কি বলিতে পারেন, শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কত টাকা ফুরণ লইয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্যকালে শ্রীচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছিলেন? আর শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত-সন্তানব্রুব মধ্যে যে শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোন্ ক্ষেত্রে প্রাকৃত অর্থ ব্যতীত শাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইতেছে? যাহারা কনকাদি-লাভরূপ অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্র বিক্রয় করে তাহারা আত্মঘাতী অথবা আত্মবঞ্চক। শাস্ত্রব্যাখ্যার ছলে পাপশরীর পোষণ করিবার জন্য হরিবিমুখ হইবার জন্য অর্থসংগ্রহ করে মাত্র, কখনই শাস্ত্রব্যাখ্যা করে না। যাহারা বারওয়ারীতে নর্ত্তক-নর্ত্তকীর ন্যায় ফুরণ লইয়া শাস্ত্রব্যাখ্যার অভিনয় দেখায়, তাহাদের শাস্ত্রব্যাখ্যা সাধনভক্তির ক্রিয়া নহে, তাহা কখনই ভক্ত্যঙ্গ হইতে পারে না, সে-স্থলে শ্রবণকারীও মেকি। ঠিকাদার শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকারী নহে।"

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

———

সাময়িকী

কাল—কলি। 'কলি' শব্দের অর্থ বিবাদ বা তর্ক। তর্ক দ্বিবিধ :— তর্কপন্থিগণের সহিত অপর তর্কপন্থীর তর্ক আবার অধোক্ষজ-অচিন্ত্যবাদী শ্রৌতপন্থিগণের সহিত অবৈধভাবে তর্কপন্থিগণের তর্ক-প্রয়াস। শেষোক্ত অবৈধ চেষ্টাটী হরি-বিমুখতা-মূলে পাষণ্ডতার পরাকাষ্ঠা।

হরিবিমুখ সমাজে নিত্যকালই দুই প্রকার শ্রেণী বর্ত্তমান। এক প্রকার সরল-নাস্তিক, আর একপ্রকার কপট-নাস্তিক। উদাহরণ-স্বরূপ চার্ব্বাক, বৌদ্ধাদি সরলভাবে বেদ অস্বীকার করেন, আর মায়াবাদি-সম্প্রদায় মুখে বেদ স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ বেদ অমান্য করেন। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

বর্ত্তমান ধার্ম্মিক-ব্রুব-সম্প্রদায়েও এইরূপ দুইশ্রেণীর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর ব্যক্তি সরলভাবে বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ভাগবত প্রভৃতি অমান্য করেন; আর একশ্রেণী মুখে ঐ সকলের পরম ভক্তরূপে নিজদিগকে জানাইয়া কার্য্যতঃ উহাদিগের বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন—আর্য্যসমাজিগণ মুখেও বিষ্ণুবৈষ্ণব ভাগবত বা মহাপ্রভুকে মানেন না, আর বর্ত্তমান বৈষ্ণবব্রুব-সমাজ কথায়-বার্ত্তায়, হাবভাবে, আকারে-প্রকারে ঐ সকল বস্তুর প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যতঃ উহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব ভাগবত বা মহাপ্রভুর বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই করেন না।

কেহ বা মহাপ্রভুকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণযজ্ঞের ইন্ধন সংগ্রহকারী একটী বস্তুরূপে দাঁড় করাইয়া উহার দ্বারা অর্থসংগ্রহ, কেহ বা ভগবদ্বিগ্রহ ভাগবত, কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনাম প্রভৃতিকে পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করিয়া বা পূজ্যবস্তুকে লোকচিত্তরঞ্জনকারী বারবনিতারূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে উদ্যত। ইহা ভাগবত-বিদ্বেষ ও কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরবিদ্বেষ ব্যতীত আর কি?

প্রাকৃত দৃষ্টান্তে মাতা পরম পূজ্যা। পূজ্যা মাতাকে বারলোকের মনোরঞ্জনকারিণী বারবনিতারূপে পরিণত করিয়া কেহ যদি দেহ পোষণ ও ভোগবিলাসের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তিকে নৈতিক সমাজ কি বলিবেন? তাঁহাকে কি 'মাতৃভক্ত' সংজ্ঞা প্রদত্ত হইবে? তদ্রূপ পরমপূজ্য

ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীভাগবত, শ্রীনাম প্রভৃতির দ্বারা বহির্ম্মুখ বিষয়ীর মনোরঞ্জন করিয়া জীবনধারণের ছলে বিলাস-সম্ভরি-সংগ্রহকারীকে কি ভাগবতভক্ত ও নামভক্ত বলা যাইবে? বৈষ্ণবগণ ঐরূপ ব্যক্তিকে ভাগবতাপরাধী, গৌর-বিমুখ পাষণ্ড সংজ্ঞাই প্রদান করিবেন।

আজকাল এইরূপ অপরাধিগণই ভাগবতের অর্থ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ বলিয়া বৃথা দম্ভ প্রকাশ করেন। ভাগবতাপরাধীর ভাগবতে প্রবেশাধিকারই নাই। তিনি আবার কি করিয়া ভাগবতের সিদ্ধান্ত করিবেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতে 'মহা অধ্যাপক' বলিয়া পরিচিত দেবানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা যে লীলা দেখাইলেন, ভাগবতাপরাধিকুল দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ধরিতে পারেন নাই। অধিকন্তু এই সকল ভাগবতাপরাধী ভাগবতশ্রেষ্ঠগণের অধোক্ষজ সিদ্ধান্তে ভ্রম দেখাইবার ধৃষ্টতা করিয়াছেন। ইহা কলিকালোচিত ধর্ম্ম বটে।

কোন কোন গ্রাম্যবার্ত্তাবহের লেখক ও গৌরবিদ্বেষিণী পত্রিকার সমালোচক সম্প্রদায় নিজ নিজ ওজন ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে তাঁহারা অনধিকারচর্চ্চাকেই বাহাদুরী মনে করিবেন কেন? ভাগবতব্যবসায়ী নামাপরাধিগণের শিষ্যাভিমান করিয়া কোন্ সাহসে ভাগবত ও ভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্তে প্রবেশাধিকার হইয়াছে, মনে করিতেছেন? যাঁহারা কদর্য্য-ব্যবসায়ী, নামাপরাধী, তাঁহাদের অনুগামীগণ কোন্ শ্রেণীর হইবেন, তাহা অনুধাবন না করিয়া অনধিকারচর্চ্চায় সময় নষ্ট করাতে স্ব-স্ব মূর্খতাই প্রমাণিত হইতেছে।

ভক্তিসন্দর্ভলেখক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবপাদের অনুগত না হইলে 'ভক্তিসন্দর্ভ' বুঝা যায় না। শ্রীল জীবপাদের অনুগতব্যক্তি বদ্ধজীবের ন্যায় স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ চিন্তা বা কৃষ্ণসেবার ছল করিয়া ভাগবতব্যবসায় দ্বারা কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হন না। শ্রীজীবের অনুগত ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গী-গৃহব্রত থাকিতে পারে না। শ্রীজীবপাদ ভাগবতকে, শ্রীনামকে লোকরঞ্জনকারিণী বারবনিতা বা যোষারূপে পরিণত করিতে বলেন নাই! সুতরাং ভাগবতের সেবক না হইয়া ভাগবত বা ভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত বুঝিবার চেষ্টা প্রাকৃতসহজিয়াবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়, এই সকল কথা ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে প্রয়াসী হইলে নিজের তথা জগতের মঙ্গল হইবে।

বর্ত্তমানে পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে অবৈষ্ণবরূপে ব্যক্তিগতভাবে গালিগালাজ করা একটী কালধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃত সমন্বয়বাদিগণ মনে করেন, যখন বৈষ্ণবাচার্য্য জীবকল্যাণের জন্য অবৈষ্ণব, বৈষ্ণবব্রুব, গুরুব্রুব, আচার্য্যব্রুবব্যক্তিগণের দোষোদ্ঘাটন করিতেছেন, তখন আমরাও কেননা অধোক্ষজ বৈষ্ণবাচার্য্যকে আক্রমণ করিবার অধিকারী কেনা না হইব? রোগী মনে করেন, যখন সদ্বৈদ্য আমাদিগকে শাসন করিতেছেন, তখন আমরাও তাঁহাকে কেন বা শাসন না করিব? চোর মনে করে, সাধু যখন আমাকে 'চোর' বলিয়া ধরাইয়া দিয়াছে, তখন আমিও কেন না এই সুযোগে সাধুকে ছলনা-প্রভাবে 'চোর' বলিয়া প্রমাণিত করিবার যত্ন করিব? এইরূপ মৎসরতা হইতেই তর্কপন্থিগণের শ্রৌতপন্থা আচার্য্যলঙ্ঘনের চেষ্টার উদয় হয়।

বর্ত্তমান প্রাকৃতসাহিত্য ও গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলি বৈষ্ণবাচার্য্যবিদ্বেষকে যেন একটা তাঁহাদের সাহিত্যসৌন্দর্য্যবৃদ্ধির অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছেন। আর তাহা নাই বা হইবে কেন? হরিবিমুখতাই নাস্তিক-সাহিত্যের প্রাণ।

পরম কৃপালু শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিন্দক পাপিকুলের মস্তকে "লাথি মারিয়া" ইহাদিগের সহিত ইহাদের ঊর্দ্ধতন ও অধঃস্তন পুরুষগণকে উদ্ধার করিবার উদারতা দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল ঘোর অপরাধিকুল সেই বৈষ্ণবঠাকুরের প্রতি মৎসরতামূলে নানাবিধ কুবাক্য প্রয়োগ করায়, তাঁহাদের উদ্ধারের ছিদ্রটিকেও রুদ্ধ করিয়া কোন্ পথের যাত্রী হইয়া পড়িয়াছেন তাহা আমরা জানি না।

— —

মুদ্রণ-প্রমাদ

"**দুই বন্ধুর আলাপ**"-নামক শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ত্তমান বর্ষের ৩য় সংখ্যা, ৯৯ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তিতে—"অবরোহ-পন্থায় অর্থাৎ মায়িক জীবের ... ..." পরিবর্ত্তে "**আরোহ-পন্থায়** অর্থাৎ মায়িক জীবের... ..." উল্লেখ হইবে। পাঠকবর্গকে সংশোধন পূর্ব্বক উহা আলোচনা করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

—প্রকাশক

— —

সারকথা

প্রকৃত বৈদিক-মত কি ?

'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে—'জগতের প্রকৃতি কারণ ॥'
'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।'
'মায়াবাদী'—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম 'হেতু' কয় ॥
'পাতঞ্জল' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান।'
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্ ॥

—চৈঃ চঃ, মধ্য ২৫শ

বেদান্তের মত কি ?

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন ॥
'বেদান্ত'-মতে,—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ' ॥

—চৈঃ চঃ, মধ্য ২৫শ

একমাত্র সেশ্বর শ্রৌতমত কি ?

'পরম-কারণ-ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥
তা'তে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'-সার ॥
আর যত মত, সেই সব ছারখার ॥

—চৈঃ চঃ, মধ্য ২৫শ

কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানমার্গ কিরূপ ?

'এই স্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে—ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-'অজগরে'।
ধন নাহি পা'বে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥

—চৈঃ চঃ, মধ্য ২০শ

কোন্‌মার্গে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয় ?

পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—'কর্ম্ম' জ্ঞান, যোগ ত্যাজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

পূর্ণভগবদ্বিগ্রহ কে ?

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ 'গোবিন্দ' 'পর' নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, যাঁর গোলোক—নিত্যধাম॥
ব্রহ্ম—অঙ্গ-কান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষপ্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা', হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংশ॥

—চৈঃ চঃ, মধ্য ২০শ

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

বিগত ৭ই চৈত্র (ইং ২১।৩।৮১) শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ-উৎসব-দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়দেব-দাস ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয়কে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করিয়া যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ নামে সর্ব্বজন সমক্ষে অভিহিত করেন।

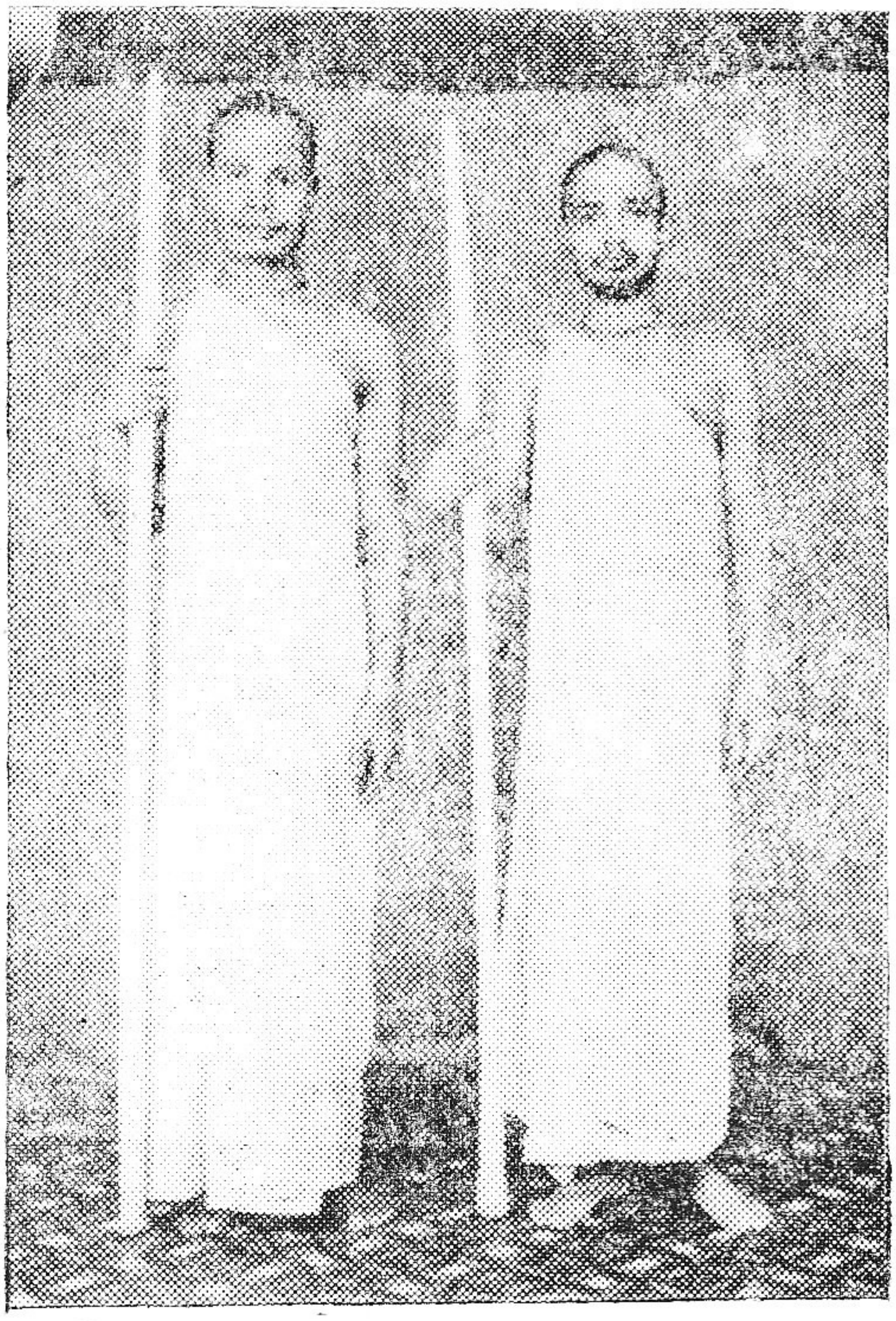

শ্রীমদ্ বিষ্ণু মহারাজ ও শ্রীমদ্ যতি মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল বিশ্বনাথ আসামস্থ গোয়ালপাড়া জেলার সিদলী থানার অন্তর্গত মাজগ্রামে প্রায় ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র চৌধুরী ও মাতার নাম শ্রীযুক্তা রাসেশ্বরী দেবী। সন্নিকটস্থ বিদ্যাপুরে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং বালক

বিশ্বনাথ প্রায় দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ভক্তসঙ্গ লাভ করায় তদবধি নিরামিশ আহার গ্রহণ ও ক্রমান্বয়ে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ১৯৬২ সালে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাকোত্তর হইয়া বিদ্যাপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। সেই অবস্থাতেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ আসামে বিপুলভাবে শ্রীগৌরবাণী প্রচারকালে ১৯৬৫ সালে শ্রীপাদ খগপতিদাস অধিকারী প্রভুর প্রার্থনাক্রমে শ্রীল মহারাজ তাঁহাকে শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদান করেন। তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম ১৯৬৮ সালে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে তাঁহার মনোঽভীষ্ট পুরণকল্পে পরের বৎসরেই শিক্ষকতা কার্য্যে ইস্তফা দিয়া সর্ব্বতোভাবে মঠজীবনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। বিদ্যাপুরের সন্নিকটস্থ বাসুগাঁও সহরে তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও প্রার্থনায় তদীয় গুরুদেব শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্ত্তিকালে সমিতির সেবক-বৃন্দের ইচ্ছানুক্রমে তিনিই তথাকার মঠরক্ষক-রূপে নিয়োজিত হন এবং অদ্যাবধিও সেই গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার নিরভিমান স্বভাব ও বৈষ্ণবোচিত বদান্যতা আদর্শস্থানীয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ

বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল জিতেন (জিতেন্দ্র)। পূর্ব্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়াতে ১৩৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দেবনাথ ও মাতার নাম শ্রীযুক্তা বিন্দুবাসিনী দেবী। তদানিন্তন পূর্ব্বপাকিস্থানের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অস্বস্তিকর অবস্থার জন্য বালক জিতেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পিতামাতা আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত বাসুগাঁও সহরের সন্নিকটস্থ বান্দরছড়া গ্রামে উপনীত হন। পরবর্ত্তী সময়ে জেলা-সদর ধুবড়ী সহরে অবস্থান করাকালে বিজ্ঞান-বিভাগে কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু স্নাতক পরীক্ষার প্রাক্কালেই পূর্ব্বের প্রদমিত ধর্ম্মীয় জীবন-যাপনের প্রয়াসকে কিছুতেই প্রতিহত করিতে পারিলেন না। শ্রীমদ্ বিষ্ণু মহারাজের সান্নিধ্য আকর্ষণে কালবিলম্ব না করিয়াই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিজেকে উৎসর্গীকৃত করিতে ১৯৬৯ সালে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি কায়-মন-বাক্য সহযোগে তিনি ভগবৎসেবায় নিয়োজিত আছেন।

শিলিগুড়ি শহরে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

শিলিগুড়ি শহরস্থ মিলনপল্লী নিবাসিনী শ্রীবেদান্ত সমিতির আশ্রিতা শ্রীযুক্তা কল্যাণী বিশ্বাস মহোদয়া পরমা ভক্তিমতী মহিলা। তিনি তাঁহার পরলোকগত স্বামী মৃণালকান্তি বিশ্বাস তথা পরিবারবর্গের পারমার্থিক কল্যাণের নিমিত্ত নিজ বাসভবনে পঞ্চচূড়াযুক্ত সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধাশ্যামসুন্দরজীউর প্রতিষ্ঠা মানসে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির সদস্যবর্গকে সাদর আহ্বান করেন। সেইজন্য সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহঃ সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্বক-সেন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু বৈষ্ণববৃন্দ কামরূপ ও জনতা এক্সপ্রেস-যোগে শিলিগুড়ি সহরস্থ সমিতির শাখা শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে ইং ৫।৫।৮১ তারিখে উপনীত হন। সঙ্গে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহও সেখানে শুভবিজয় করেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীপাদ জগন্নাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু এবং আরও অনেকে পূর্ব্ব হইতেই উক্ত মঠে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ইং ৬।৫।৮১ তারিখে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহ সুরম্য রথারোহণে অগণিত ভক্তবৃন্দসহ নগর-সংকীর্ত্তনে শুভযাত্রা করেন। ইহাতে শিলিগুড়িবাসী ভক্তবৃন্দের এতই আনন্দ উল্লাস হইয়াছিল যে তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীহরিসংকীর্ত্তনে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়াছিল। নগর-পরিক্রমান্তে ভক্তবৃন্দসহ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমতী কল্যাণী বিশ্বাস মহোদয়ার বাসভবনে শুভ পদার্পণ করেন। ঐ দিন পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন। উক্ত

দিন সন্ধ্যাবেলায় সমিতির সভাপতি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং ছায়াচিত্রে শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করেন। তৎপরদিবস শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণের দ্বারোদ্ঘাটন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবসে অর্থাৎ শ্রীঅক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে (২৪শে বৈশাখ, ৭ই মে, বৃহস্পতিবার) পূর্ব্বাহ্ন ১০টার মধ্যে সাত্বত বৈষ্ণব-স্মৃতি অনুসারে সমিতির সভাপতি-মহারাজ, সহঃ সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-শ্যামসুন্দর জীউর শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক সহকারে প্রতিষ্ঠার কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। সেই সময় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও শ্রীশ্রীমদ্ পর্য্যটক মহারাজ বৈষ্ণব-হোমাদি সম্পন্ন করেন। উক্ত অবসরে কোন বৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, কেহবা শ্রীচৈতন্যভাগবত, কেহবা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আর কেহ বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, আর কোন বৈষ্ণব শ্রীশ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম পাঠ করিতে থাকেন। মধ্যে নারীগণের হুলুধ্বনিতে ও বৈষ্ণবগণের শ্রীহরিসংকীর্ত্তন রোলে সমগ্র শিলিগুড়ি শহর মুখরিত হয়। শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সময়ে কি অপূর্ব্বভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহা লেখনীর মাধ্যমে বর্ণনা সাধ্যাতীত। যাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। মহাভিষেক ও প্রতিষ্ঠা-কার্য্যের পরে বৈষ্ণবগণ শ্রীবিগ্রহগণকে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে মনোরম সিংহাসনে শুভবিজয় করান। পরে ভোগান্তে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হইলে শ্রীবিগ্রহের অপরূপ ভুবনমোহন রূপমাধুরী দর্শন করিয়া ভক্তগণ প্রেমে আপ্লুত হন। ভোগারতি সম্পন্ন হইলে পর বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা কল্যাণী মা শহরবাসীকে আপ্যায়িত করেন। উক্ত দিন সন্ধ্যাবেলায় আয়োজিত ধর্ম্মসভায় সমিতির শ্রীল সভাপতি-মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব সম্বন্ধে যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে শ্রীল সভাপতি-মহারাজ এক অপূর্ব্ব বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে অবগত করান যে, শ্রীভগবানের স্বরূপ, শ্রীবিগ্রহ, নাম—একই তত্ত্ব। ভগবান্ তদীয় ভক্তগণের আনন্দ দেওয়ার জন্য তাঁহাদের সেবা গ্রহণের জন্য ভক্তপ্রেমে বশীভূত হইয়া তিনি শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ ও নিজ স্বরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। সভার শেষে শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে

ভারতের বিভিন্ন তীর্থের শ্রীমন্দির, ভক্তগণের ভজনস্থলী ও পবিত্র কুণ্ডাদি এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ, পুরীর রথযাত্রা ও শ্রীবৃন্দাবনাদির শ্রীশ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহগণের শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন।

এই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসবে স্নেহময়ী কল্যাণী বিশ্বাস মহোদয়া পূজনীয় বৈষ্ণবগণের যেরূপ সেবাযত্ন, আদর আপ্যায়ন করেন তাহা অতুলনীয়।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, সমিতির অন্যতম সহঃ সম্পাদক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের আন্তরিক চেষ্টা ও উদ্যোগে শ্রীবেদান্ত সমিতির অন্যতম শাখা শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা ও তাহাতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর বিগ্রহগণের শুভ প্রকাশ-মহোৎসব যথাক্রমে গত ১লা আষাঢ় (ইং ১৬।৬।৮১), মঙ্গলবার এবং ২রা আষাঢ় (ইং ১৭।৬।৮১) বুধবার সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলাস্থিত ভদ্রকের সন্নিকট কোরণ্টে শ্রীগোপালজী প্রচারকেন্দ্রে ৩২শে জ্যৈষ্ঠ শুভ পদার্পণ করেন এবং খড়্গপুরস্থ শ্রীগৌরবাণী বিনোদ আশ্রমের অধ্যক্ষ প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজও এই উৎসবে উপনীত হন। পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহঃ সভাপতি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, সমিতির বিশিষ্ট প্রচারক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা প্রভু, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী প্রভু প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব উক্ত প্রচারকেন্দ্রে উপস্থিত হন। ১লা আষাঢ় (ইং ১৬।৬।৮১) মঙ্গলবার দিন মঙ্গল-আরতির পরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহকে এক সুরম্যরথে আরোহণ করাইয়া বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয় এবং শ্রীহরিসংকীর্ত্তনে কোরণ্ট গ্রামবাসী ভগবৎপ্রেমে আপ্লুত হন। তৎপরে প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ বৈষ্ণব-স্মৃতি অনুসারে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার কার্য্য সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যারতির পরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, তদনন্তর শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী চলচিত্রে ভারতের বিভিন্ন মঠ-মন্দিরাদির চিত্র প্রদর্শন করেন। পরদিবস প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজের পৌরহিত্যে সমিতির সভাপতি ও সহঃ সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর প্রতিষ্ঠার কার্য্য পূর্ব্বাহ্ন ১১টার মধ্যে সুসম্পন্ন করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহগণকে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে কারুকার্য্য-খচিত সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া সর্ব্বসাধারণের দর্শনার্থ দারোদ্ঘাটন করা হয়। শ্রীবিগ্রহগণের নয়নাভিরাম শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তগণ সকলে পরম উল্লাস প্রকাশ করেন। মহিলাগণ হুলুধ্বনি করিতে থাকেন। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণব-হোমাদির কার্য্য সম্পন্ন করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীশ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম ও শ্রীশ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা পাঠে অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা প্রভু, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী প্রভু। মধ্যাহ্নে কয়েক সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে নবনির্ম্মিত নাট্য মন্দিরে এক বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। সেই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ। ঐ সভার প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন উড়িষ্যা সরকারের সরবরাহ ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুত যুগলকিশোর পট্টনায়ক, তিনি এই সভায় মঠ-মন্দিরের আবশ্যকতা ও ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে যথাক্রমে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্

ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, সহঃ সভাপতি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিজীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ এবং ভদ্রকের বিশেষ প্রতিষ্ঠিত এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রপ্রসাদ দাস মহোদয় শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব ও সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্লাদিত করেন। সভার শেষে কোরণ্ট গ্রামনিবাসী বিশিষ্ট উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র প্রসাদ মহাপাত্র মহোদয় শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রের একটি গৌরবময় ইতিহাস পাঠ করিয়া শ্রবণ করান এবং শ্রীমথুরামোহন মহাপাত্র মহাশয় একটি বিজ্ঞপ্তিপত্র উপহার দিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গণ্যমান্য স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ তথা দূরাগত ভক্তবৃন্দ এই সভায় ও উৎসবে যোগদান করত উৎসবের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করেন। স্থানাভাবে সকলের নাম লিপিবদ্ধ করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত। এই আশ্রমের জমি প্রদাতা স্বধামগত লালমোহন মহাপাত্র মহাশয়ের স্মৃতিও এই উৎসবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কারণ তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উক্ত প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** কৃপাপূর্ব্বক উহা স্বীকার করেন। সুখের বিষয় অদ্যাপিও তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদিগণ উক্ত মঠের সহিত জড়িত থাকায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিকট ধন্যবাদার্হ। উক্ত সমিতির সেবকবৃন্দ লালমোহন বাবুর সগোষ্ঠীর সর্ব্বত কল্যাণ কামনা করেন।

পরদিবস সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে শ্রীহরিকথা আলোচনা হয় ও ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীপাদ মুরলীমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু ও শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর সেবা-প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীযদুবর ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

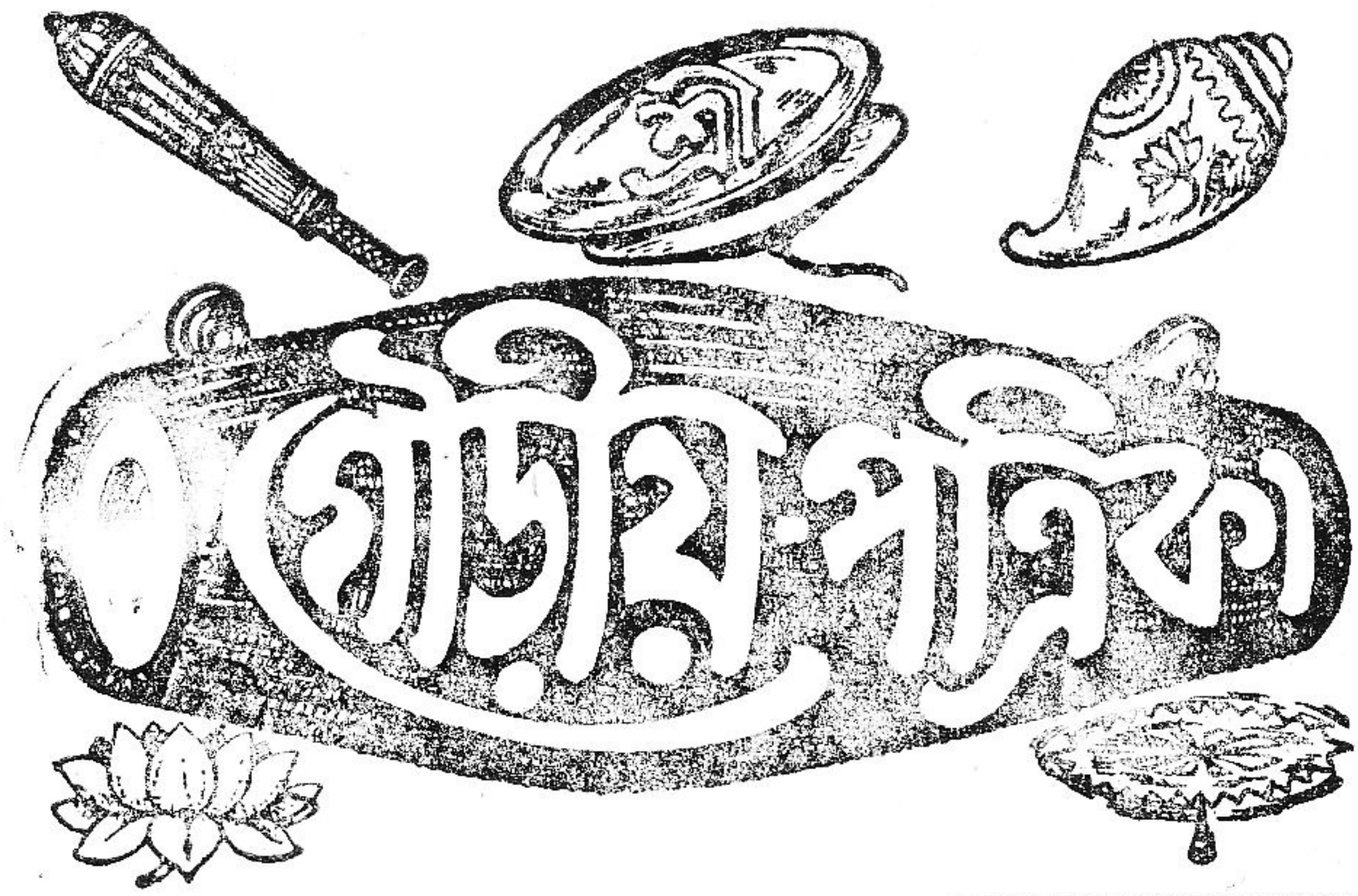

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমিতি-প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৩শ বর্ষ | ২ হৃষীকেশ, সঙ্কর্ষণ ৪৯৫ গৌরাব্দ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা
৩২ শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৮৮ ; ইং ১৭।৮।১৯৮১

সানুবাদং

শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

গদাধর ! যদাপরঃ স কিল কশ্চমালোকিতো
ময়াশ্রিত-গয়াধ্বনা মধুর-মূর্ত্তিরেকস্তদা ।
নবাম্বুদ ইব ব্রুবন্ ধৃত-নবাম্বুদো নেত্রয়ো-
র্লুণ্ঠন্ ভূমি নিরুদ্ধবাগ্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ১ ॥

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয় গদাধর সহ কথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন, হে গদাধর ! গয়াপথে কোন এক পরমোৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব মধুর মূর্ত্তি

দর্শন করিয়াছিলাম ; জলদ-গম্ভীর-স্বরে এই কথা বলিয়া যাঁহার নয়ন-যুগল হইতে দর দর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল এবং যিনি তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

অলক্ষিতচরীং হরিত্যুদিতমাত্রতঃ কিং দশা-
মসাবেতি বুধাগ্রণীরতুল-কম্প-সম্পাদিকাম্ ।
ব্রজন্নহহ ! মোদতে ন পুনরত্র শাস্ত্রোদ্ধতি
শিষ্যগণ-বেষ্টিত বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ২ ॥

আহামরি ! যিনি অধ্যয়ন-ব্যপদেশে শিষ্যাদির মুখে অথবা অন্য কোনও ছলে "হরি" এই বর্ণদ্বয় শ্রবণ করিবামাত্র, অনুপম কম্পাদি-যুক্ত কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেন, পরন্তু শাস্ত্রালোচনায় তদ্রূপ করিতেন না, শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

হহা ! কিমিত্যুচ্যতে পঠ পঠাত্র কৃষ্ণং মুহু-
র্বিনা তমিহ সাধুতাং দধতি কিং বুধা ! ধাতবঃ ।
প্রসিদ্ধ ইহ বর্ণ-সংঘটিত-সম্যগাম্নারকঃ
স্বনাম্নি যদিতি ব্রুবন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৩ ॥

ছাত্রগণ ধাতুপাঠ আরম্ভ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, হায় ! হায় ! বৎসগণ ! তোমরা কি বলিতেছ ? বারম্বার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল ! হে বুধগণ ধাতুসকল 'কৃষ্ণ' বিনা কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে ? এমন কি, যিনি ক, খ ইত্যাদি বর্ণমালা দ্বারাও কৃষ্ণনাম উপদেশ করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

নবাম্বুজ-দলে যদীক্ষণ-সবর্ণতা-দীর্ঘতে
সদা স্বহৃদি ভাব্যতাং সপদি সাধ্যতাং তৎপদম্ ।
স পাঠয়তি বিস্মিতান্ স্মিতমুখঃ স্বশিষ্যানিতি
প্রতি প্রকরণং প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

যাঁহার নয়ন-যুগলের বর্ণ ও আয়তন নব-বিকশিত কমল-দল-সদৃশ, সেই পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরির 'পদ' সদা হৃদয়ে চিন্তা কর ও শীঘ্র সেই 'পদ' সাধনা কর, ব্যাকরণের 'পদ' সাধনা করিয়া কি ফল হইবে ? —এইরূপে যিনি হাস্যমুখে বিস্ময়াপন্ন শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৪ ॥

ক্ব যামি করবাণি কিং ক্ব নু ময়া হরির্লভ্যতাং
তমুদ্দিশতু কঃ সখে ! কথয় কঃ প্রপদ্যেত মাম্ ।
ইতি দ্রবতি ঘূর্ণতে কলিত-ভক্তকণ্ঠঃ শুচা
সম্মূর্চ্ছয়তি মাতরং বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৫ ॥

"হে সখে ! কোথায় যাইব ? কি করিব ? কোথায় গেলে সেই হরিকে পাইব ? কে আমাকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিবে ? কে বা আশ্রয় দিবে ?"—এইরূপ বলিতে বলিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইল যিনি ভূমি-লুণ্ঠিত হইতেন এবং যিনি কখনও বা শোক-ভরে ভক্তগণের কণ্ঠ ধারণ করিয়া মাতৃদেবীর সম্যক্ মোহ উৎপাদন করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥ ৫ ॥

স্মরার্ব্বুদ-দুরাপয়া তনু-রুচিচ্ছটাচ্ছায়য়া
তমঃ কলিতমঃ-কৃতং নিখিলমেব নির্ম্মূলয়ন্ ।
নৃণাং নয়ন-সৌভগং দিবিসদাং মুখৈস্তারয়ন্
লসন্নধিধরঃ প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৬ ॥

কোটী কোটী কন্দর্পেরও সুদুর্ল্লভ অঙ্গচ্ছটায় যিনি মানবগণের কলিযুগ-জনিত মলিনতা ও অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত করিয়াছেন এবং অধর-মাধুর্য্যে যিনি দেবতাগণের নয়নানন্দ প্রদান করিয়াছেন, সেই সমুজ্জ্বল বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥ ৬ ॥

অয়ং কনক-ভূধরঃ প্রণয়-রত্নমুচ্চৈঃ কিরন্
কৃপাতুরতয়া ব্রজন্নভবদত্র বিশ্বম্ভরঃ ।

যদক্ষি-পথ-সঞ্চরৎ সুরধুনী-প্রবাহৈর্নিজং
পরঞ্চ জগদাব্রয়ন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৭ ॥

এই যে সোনার পর্ব্বত শ্রীগৌরাঙ্গ অসীমকরুণা প্রকাশপূর্ব্বক কোনও বিচার না করিয়া অকাতরে সর্ব্বসাধারণকে প্রেম-রত্ন বিতরণ করত নিখিল জগৎ পোষণ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত যাঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর' এবং যিনি নয়নপথ-নিঃসৃত গঙ্গাপ্রবাহ-দ্বারা আপনাকে ও অপরকে,—এমন কি সমস্ত জগৎকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন ॥ ৭ ॥

গতোঽস্মি মথুরাং মম প্রিয়তমা বিশাখা-সখী
গতা নু রত ! কিং দশাং বদ কথং নু বেদানি তাম্ ।
ইতীব স নিজেচ্ছয়া ব্রজপতেঃ সুতঃ প্রাপিত-
স্তদীয়-রস-চর্ব্বণাং বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৮ ॥

"আমি মথুরাপুরে আসিয়াছি, বল বল, আমার প্রিয়তমা বিশাখা এখন কি দশা প্রাপ্ত হইয়াছে ? আহা ! তাহা আমি কি-প্রকারে জানিতে পারিব ?"—এইরূপে যে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বেচ্ছাক্রমে বিশাখা-বিষয়ক রূপাস্বাদন প্রাপ্ত হইতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৮ ॥

ইদং পঠতি যোঽষ্টকং গুণনিধে ! শচীনন্দন !
প্রভো ! তব পদাম্বুজে স্ফুরদমন্দ-বিশ্রম্ভবান্ ।
তমুজ্জ্বল-মতিং নিজ-প্রণয়রূপ-বর্গানুগং
বিধায় নিজ-ধামনি দ্রুতমুরীকুরুষ্ব স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥

হে গুণনিধে ! হে প্রভো ! হে শ্রীশচীনন্দন ! যিনি তোমার পাদপদ্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসহকারে এই অষ্টক পাঠ করেন, তুমি স্বয়ং সেই উজ্জ্বলচেতা ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে নিজ-প্রেম পরিকরের অনুচর করিয়া তোমার স্বধামে স্থান প্রদান করিও ॥ ৯ ॥

পিতা আচার্য্য ও গুরু

অন্তেবাসী 'পিতা', 'আচার্য্য' ও 'গুরু' শব্দে আমরা কি বুঝিব ?

পিতার সংজ্ঞা

যাঁহা হইতে পাঞ্চভৌতিক শরীর লাভ করা যায়, যিনি পাঞ্চভৌতিক শরীর পালন করেন, রক্ষা করেন ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি **পিতা**। নীতিশাস্ত্রবিৎ চাণক্য বলেন,—

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
জনয়িতা চোপনেতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥"

অর্থাৎ, আহার-দাতা, অভয়-প্রদাতা, শ্বশুর মহাশয়, জনক এবং সাবিত্র্য-সংস্কর্ত্তা — এই পঞ্চজনকে 'পিতৃ'সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে সাত প্রকার পিতার উল্লেখ আছে,—

"কন্যাদাতান্নদাতা জ্ঞানদাতাঽভয়প্রদঃ।
জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥"

অর্থাৎ, শ্বশুর, ভোজনদাতা, শিক্ষক, অভয়-প্রদাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বস্তুতঃ যাঁহারা পালন করেন এবং যাঁহাদের পাল্য-বুদ্ধিতে আমরা বাস করি, তাঁহারাই পিতা।

গরুড়-পুরাণে পিতৃ-স্তোত্রে পিতৃগণ-বিচারে দেখিতে পাওয়া যায়, পিতৃগণ একত্রিংশৎ প্রকারে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।

আচার্য্য কাহাকে বলে ?

যিনি ব্যাহৃতির উপদেশ করেন ও মৌঞ্জী-বন্ধন-সংস্কারে কর্ত্তা এবং বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি **আচার্য্য**। ভার্গবীয় মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ-সংখ্যক শ্লোকে—

"উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সহরস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥"

অর্থাৎ, শিষ্যকে যিনি বেদমাতা গায়ত্রীর উপদেশ করিয়া কল্প ও নিগূঢ়-তত্ত্বের সহিত বেদ অধ্যয়ন করান তিনিই আচার্য্য।

বেদপাঠ ও আচার্য্যানুগমনের আবশ্যকতা, এবং মনুষ্য ও পশুর পার্থক্য

শিক্ষার অভাবে চিজ্জাতীয় জীব কেবল স্থূল বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া চেতনের সুষ্ঠু-ব্যবহার না করিতে পারিয়া শোকে অভিভূত হইবে, তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য **বেদের পঠন-পাঠন**। মানবের সহিত মনুষ্যেতর জীবের পার্থক্য এই যে, মানব পরলোকের বিষয় অনুশীলন করিতে পারে. মানবেতর প্রাণী চেতনের সেরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে যেটুকু চিদাভাসের পরিচালনা করে, তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি-প্রসূত মানবেতর প্রাণিগণের চেষ্টা। আচার্য্যের নিকট যে-কাল পর্য্যন্ত মানবক গমন না করেন, তদবধি তাঁহার জ্ঞানের সহিত পাশব-জ্ঞানের অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকে। শোকামর্ষ প্রভৃতি ভাবের অধীন হইয়া মানব পাশব-স্তরে অবস্থিত। তাহা অতিক্রম করিতে একমাত্র আচার্য্যের নিকট গমনই প্রয়োজনীয়। যাঁহারা আচার্য্যের নিকট যাইবার রুচিলাভ করেন না, অথবা পুরুষ পরম্পরায় শূদ্রাভিমানে বেদাধ্যয়নে অযোগ্য, তাঁহারা চিরদিনই অশিক্ষিত শূদ্র-শব্দবাচ্য। শোকই তাঁহাদের প্রধান বৃত্তি।

পিতার আচার্য্যত্ব

অনেক সময়ে পিতা আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। পিতা অসমর্থ হইলে পৃথক্ আচার্য্যের নিকট বেদের বিভিন্ন শাখাসমূহে অধিকার লাভ করিতে হয়। পিতা অথবা আচার্য্যই উপনয়নের পূর্ব্বে সংস্কারসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাপঞ্চিক দেহধারী জীবকে পাপ হইতে উন্মুক্ত করেন। যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন",—"এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্।" অর্থাৎ এই দশপ্রকার সংস্কার দ্বারা শুক্র-শোণিত-জাত দেহের পাপরূপ মল উপনাম প্রাপ্ত হয়।

বদ্ধজীবের স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিদ্বয়, পাপ-প্রবৃত্তি ও শূদ্রতা

জীবাত্মার বদ্ধদশায় দুইটী উপাধি। ঐ উপাধিদ্বয় আত্মবস্তু না হইলেও আত্মবৃত্তিতে ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হইবার যোগ্য। স্থূল উপাধিটীর নাম বাহ্য-শরীর, সূক্ষ্ম উপাধিটীর নাম মানস বা লিঙ্গশরীর। অচিজ্জগতের সহিত সম্বন্ধ করিয়া জীবাত্মা তদন্তর্গত পরিচয়ে জড়বিষয়ের ভোক্তা হ'ন। আবার অচিদনুভূতিমুক্ত জীবাত্মা হরিসেবা করিয়া ভগবানের ভোগ্য। শুদ্ধ

জীবাত্ম-প্রতীতিতে যখন অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ ভোক্তা এবং শুদ্ধজীব ভোগ্য হন, তখন অণুচিৎ জীবাত্মা অভিজ্ঞ; সুতরাং সে-কালে নিজকে ভোগ্য দর্শন করেন ও তাঁহার অনভিজ্ঞতা থাকে না। কেবল পাঞ্চভৌতিক জড়পিণ্ড-প্রতীতি প্রবল থাকায় বদ্ধজীব পশুতুল্য ও শোকগ্রস্ত শূদ্র অভিমান করেন। তাহাতেই তিনি নানাপ্রকার পাপে মতি-বিশিষ্ট হন। পাপ বর্জ্জন করিতে হইলে তাঁহার বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। কষ্ট পাইতে তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর ক্লেশে পতিত হ'ন।

আচার্য্য-পিতার কৃপায় পুত্রের ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের উন্মেষ

পিতা বেদজ্ঞ আচার্য্য হইলে পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবার উদ্দেশে তাহাকে **দশসংস্কার** দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহের অসুবিধারূপ পাপ হইতে উন্মোচন করিবার অভিপ্রায় সংস্কার বিধান করেন। আচার্য্যের অনুকম্পায় বদ্ধজীব বাহ্য-জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ **পরোক্ষজ্ঞান** লাভ করেন। বদ্ধজীবের স্থূলোপাধির জনক ও রক্ষকরূপে মাতাপিতা এবং সূক্ষ্মদেহের পালক-পালিকারূপে আচার্য্য ও বেদমাতা **প্রত্যক্ষ** ও পরোক্ষ-জ্ঞানে সন্তানকে সম্বর্দ্ধিত হইতে দেখেন। আচার্য্যের উপদেশ লাভ করিয়া বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতাক্রমে জীব নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রত হন অথবা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মায়াবাদের অকর্ম্মণ্যতা আত্ম-বিচারে উপলব্ধি করেন। ইহাই জীবাত্মার **অপরোক্ষানুভূতি**।

শ্রীগুরুতত্ত্ব; শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-জাতীয় সেবক-ভগবান্

পূর্ব্বোক্ত উপাধিদ্বয় ব্যতীত স্বরূপভূত বস্তু জীবাত্মা উপাধি-সম্পত্তিদ্বয়ের হস্ত হইতে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে অবিমিশ্র জীবাত্মা ঐ সম্পত্তিদ্বয়ের অধিকারী বলিয়া আপনাকে অভিমানন করেন। যখন উপাধিমুক্ত আত্মা পূর্ণ চিদ্বিলাসময় ভগবানের সেবনকেই জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি জানেন, তখনই তিনি যে অভিজ্ঞ আচার্য্যের নিকট প্রকৃতির অতীত জ্ঞানলাভ করেন, সেই ভগবৎপর বস্তুই **শ্রীগুরুদেব**। শ্রীগুরুদেব নিত্যবস্তু। তাঁহার সেবক জীবাত্মা নিত্যবস্তু। গুরুদেবের উপাস্য-বস্তু—সচ্চিদানন্দ ভগবান্। সেবকের নিত্য উপাস্য ভগবান্ ও শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব উপাস্য বস্তু হইলেও তাঁহার লীলা-বিচিত্রতায় সেবকসাম্য আছে। অপ্রাকৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন,—'বিষয়জাতীয় সেব্যবস্তুই ভগবান্ চিৎশক্তিমান্

এবং আশ্রয়জাতীয় শক্তিবর্গই বিভিন্ন রসে বিচিত্র-বিগ্রহ-বিশিষ্ট 'সেবক ভগবান্'। জীবাত্মার শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ অনুভূতিতে শ্রীগুরুতত্ত্ব আশ্রয়-জাতীয় ভাগবত্তত্ত্ব হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব।

বদ্ধজীবের ত্রিবিধ জন্ম

বদ্ধজীবের স্থূলদেহের জনক, রক্ষক ও শুভ চিন্তক—**পিতা**। সূক্ষ্ম-শরীরের জনক, পালক ও শুভানুধ্যায়ী—**আচার্য্য**। এবং অবিমিশ্র নিত্য-জীবাত্মার উদ্দীপক ভগবদভিন্ন আশ্রয় ও নিত্যবৃত্তির নিত্য-সহায়—**শ্রীগুরু**। স্থূল-শরীরের জন্ম, সূক্ষ্ম-শরীরের জন্ম ও অবিমিশ্র আত্মার প্রকাশ—এই ত্রিবিধ জন্মে বদ্ধজীবের যোগ্যতা আছে। জনকসূত্রে আমরা পিতা, আচার্য্য ও শ্রীগুরুদেবকে দেখিতে পাই। **পিতৃত্বে কর্ম্মকাণ্ড, আচার্য্যত্বে জ্ঞানকাণ্ড ও গুরুত্বে ভক্তিকাণ্ডের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়।** মনু (২।২৬০) বলিয়াছেন,—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ ॥

[শ্রুতিতে কথিত হয় যে, দ্বিজের মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথম জন্মই শৌক্র-জন্ম, পরে উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়, তৎপরে যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিলে তাহার তৃতীয় জন্ম হইয়া থাকে। অতএব জন্ম ত্রিবিধ—'শৌক্র', 'সাবিত্র্য' ও 'দৈক্ষ'।]

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীমহাপ্রসাদে বিতর্ক

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে রুচির পার্থক্য ; স্মার্ত্ত-ধুরন্ধর বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি

জগতে সকল বিষয়েই স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে রুচি দুই প্রকার। কেবল রুচি নয়, সমস্ত সিদ্ধান্ত ও কার্য্যেও ঐপ্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের প্রভাবানুসারে এইপ্রকার রুচির ও সিদ্ধান্তের ভেদ হইয়া থাকে। বহুকাল হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে এইপ্রকার রুচি ও সিদ্ধান্ত-ভেদ দেখিয়া আসিতেছি। বিদ্বদ্বর বাসুদেব-সার্ব্বভৌম মহাশয় যে-সময়ে সর্ব্বপণ্ডিতাগ্রগণ্য

হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহারও মনে শ্রীমহাপ্রসাদ বিষয়ে বিষম সংশয় ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় যখন তাঁহার চিত্ত রজ ও তমোগুণদ্বয় অতিক্রম করিয়া ভক্তির বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিকার লাভ করিল, তখন তাঁহার আর মহাপ্রসাদে কোন সন্দেহ রহিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতে তিনি নৃত্য করিতে করিতে অধৌত-বদনে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা করিয়া বলিলেন, যথা পদ্মপুরাণে—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্রকাল বিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

সংশয়াত্মার মহাপ্রসাদ-গোবিন্দ-শ্রীনামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার অভাব

বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় তৎকালে স্মার্ত্তজগৎ ও মায়াবাদী পণ্ডিত-দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এরূপ থাকিয়াও তিনি স্বয়ং বাক্যের দ্বারা ও চরিত্রের দ্বারা জগৎকে উক্তরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন আর শিষ্টাচারী কোন ব্যক্তিরই তদ্বিরুদ্ধে কথা কওয়া উচিত নয়। কিন্তু সৌভাগ্য ব্যতীত জীবের সংশয় দূর হয় না; সুতরাং তাঁহার পরেও সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণ শ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বহুবিধ বিতর্ক করিয়া থাকেন। সার্ব্বভৌম অপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য-প্রাপ্তি ইহার কারণ নহে। মহাভারতে এই প্রকার দুর্গতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

শ্রীমহাপ্রসাদ সম্বন্ধে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের কুতর্ক উত্থাপন ও দৈবদণ্ড লাভ

যে-সময়ে আমরা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ছিলাম, সে-সময়েও অনেক স্মার্ত্ত-পণ্ডিতকে মহাপ্রসাদ বিষয়ে কুতর্ক করিতে শুনিয়াছি। কেহ বলিতেন যে, মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রসাদ সেবন করা কর্ত্তব্য; কেহ বলিতেন, মন্দিরের

বাহিরে পঞ্চক্রোশ পর্য্যন্ত প্রসাদ সেবন কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বা বলিতেন যে, মহাপ্রসাদ সর্ব্বদা শূদ্রস্পৃষ্ট; মন্দিরের ভিতর বা মন্দিরের বাহিরে কোথাও সেবন করা উচিত নয়। ঐ শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের প্রতি যে-সকল দৈবদণ্ড হইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি।

বঙ্গবাসী-পত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে স্মার্ত্তের বহির্ম্মুখী ব্যবস্থা

বঙ্গবাসীপত্রে আমরা একটী বহির্ম্মুখ ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে আমাদের কিছু দুঃখ নাই, যেহেতু এরূপ ব্যবস্থা মায়াবদ্ধ জীবের সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। ব্যবস্থা এই যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ক্ষেত্র-পঞ্চক্রোশের বাহিরে গ্রহণ করা উচিত নয়। স্বীয় ব্যবস্থা সমর্থন করিবার জন্য কোন বিদ্যারত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত শাস্ত্রপ্রমাণ কয়েকটী তুলিয়াছেন।—

উৎকল খণ্ডে—পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্রং সমুদ্রান্তর্ব্যবস্থিতম্।
ত্রিক্রোশং তীর্থরাজস্য তটভূমৌ সুনির্ম্মিতং।
সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্ব্বতশোভিতং॥
বিষ্ণ্বালয় গতং তদ্ধি নির্ম্মাল্যং পতিতাদয়ঃ।
স্পৃশন্ত্যন্নং ন দুষ্টং তদ্ যথা বিষ্ণুস্তথৈবতৎ॥
ব্রতস্থা বিধবা তত্র সর্ব্বে বর্ণাশ্রমাস্তথা।
তৎপ্রাশনেন পুরন্তে দীক্ষিতাশ্চাগ্নিহোত্রিণঃ॥
স্বদেশ্যাঃ পরদেশ্যা বা সর্ব্বে তত্র সমা মতাঃ।
চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ।
'যথা তথোপযুক্তং তৎ' সর্ব্বপাপপ্রণোদনম্॥
কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং—

ক্রিয়াযোগসারে—

লবণাম্ভোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকং।
পুরং তদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি সুদুর্লভং॥
প্রবিশন্তস্তু তৎ ক্ষেত্রং সর্ব্বে স্যুর্বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ।
তস্মাদ্ বিচারণা তত্র ন কর্ত্তব্যা কদাচন॥
চাণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রারমগ্রজৈঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যতস্তত্র চাণ্ডালোপি দ্বিজোপি চ॥

উদ্ধৃত প্রমাণ-শ্লোকাবলীর যথার্থ তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ, এবং সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি-স্থাপন

উক্ত ব্যবস্থার মধ্যে পণ্ডিত মহাশয় কেবল স্কন্দপুরাণের উৎকল-খণ্ড এবং পদ্মপুরাণীয় ক্রিয়াযোগসার এই দুইটী মাত্র শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে যাহা কথিত আছে, তাহা দেখিবার সুবিধা হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, পণ্ডিত মহাশয়ের সিদ্ধান্তে অবিচারিত বিধান-দোষ দেখা যায়। আবার তিনি যে কয়েকটি প্রমাণ তুলিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সিদ্ধান্ত বল পায় না। উক্ত প্রমাণগুলিতে এইমাত্র কথা আছে যে, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র—পঞ্চক্রোশ। এই পঞ্চক্রোশের মধ্যে যে ভগবদালয় আছে, তদ্গতব্যক্তির নির্ম্মাল্য ও অন্নগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বর্ণ-বিচার নাই। ইহাতে এরূপ কোন কথা নাই যে, কেবল সেই মন্দিরের মধ্যে বা পঞ্চক্রোশের মধ্যে প্রসাদ সেবন করিবে, পঞ্চক্রোশের বাহিরে করিবে না। 'নীতং বা দূরদেশতঃ' এই শব্দগুলির দ্বারা মন্দির-মধ্যে বা মন্দির হইতে কিয়ৎ পরিমাণ দূর পর্য্যন্ত প্রসাদ সেবন করা উচিত—এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে; তাহাতে আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হইলাম, কেননা 'চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ যথা তথোপযুক্তং তৎ' এই শব্দগুলির অভিধাশক্তি বিচার করিলে সমস্ত জগতে প্রসাদ-সেবনের বিধি করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলিতে এমত কোন শব্দ পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা 'দূরদেশতঃ' শব্দের অর্থ লক্ষণা দ্বারা কুণ্ঠিত করা যায়। পদ্মপুরাণ হইতে গৃহীত বচনটিতে 'প্রবিশন্তস্তু তৎ ক্ষেত্রং' এই শব্দগুলি হইতে দ্বিতীয় পদে 'তত্র' শব্দের অর্থদ্বারা কেবল ঐ ক্ষেত্রমাত্র বুঝাইতে পারে না। 'তত্র' শব্দে তদ্বিষয়ে অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রসাদ বিষয়ে, ইহাই বুঝিতে হইবে। 'চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং' শ্লোকে দুইটী 'তত্র' শব্দ আছে। তাহার অর্থ সেই ক্ষেত্রনিষ্ঠ বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা ক্ষেত্রের বহির্ভাগে প্রসাদান্ন পাইবার কোন নিষেধ বাক্য দেখা যায় না।

উপবাসাদি-ব্রত-নির্ণয়ে স্মার্ত্তগণের ব্যবস্থা পারমার্থিকগণের গ্রহণযোগ্য নহে

ঐ পদ্মপুরাণে যখন "ন দেশ-নিয়মস্তত্র" এই বাক্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যধৃত শ্লোকে পাওয়া যায়, তখন মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ন্যায়সিদ্ধান্ত

কখনই বুধগণ-কর্ত্তৃক আদৃত হইতে পারে না। স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ যদি সকলেই ঐরূপ সিদ্ধান্ত করেন তো করুন, তাহাতে শ্রীমহাপ্রসাদের কোন ক্ষতি নাই; কেন-না প্রাচীন-কাল হইতে শুষ্ক মহাপ্রসাদান্ন পাশ্চাত্য-দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দূরদেশে নীত হইতেছে এবং তত্র তত্রস্থ পারমার্থিক পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া গৃহীত হইতেছে। পারমার্থিক পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা সমস্ত পারমার্থিক জগতে গৃহীত হয়; সুতরাং স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে সিদ্ধান্তও সর্ব্বত্র দ্বিবিধ। স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মাথায় করিয়া রাখুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি বা ক্ষতি নাই। শ্রীহরিবাসরাদি সম্বন্ধেও দ্বিবিধ মত আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তমত পারমার্থিকগণ-কর্ত্তৃক চিরকাল উপেক্ষিত

শেষ কথা এই যে, বিদ্যারত্ন-মহাশয়ের সিদ্ধান্ত তাঁহার সম্প্রদায়ে গৃহীত হউক। তিনি পরমার্থীদিগকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিবেন, এরূপ আশা (যেন) না করেন। কথা এই যে, এরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য পত্রে মুদ্রিত করিবার কারণ দেখা যায় না। স্মার্থ-পরমার্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিবাদ উঠাইবার কি প্রয়োজন আছে? তবে এই যে কথা বলা যায়, যে, এখন কলিকাল; এইরূপ মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে বৃথা বিতর্ক উঠাইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মন্দিরের শাখামৃগাদির বধ-ব্যবস্থা করিয়া এবং মন্দির-সংলগ্ন স্থানে মলত্যাগ ব্যবস্থাপূর্ব্বক কেবল ভক্তবৃন্দের মনে কষ্ট দেওয়া কতকগুলি লোকের লীলা-খেলা হইয়া থাকে।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ভগবদবতারা নিগদিতাঃ।
প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ।
কিমন্যং স্বপ্রেষ্ঠে কতিকতি সতাং নাপ্যনুভবা-
স্তথাপি শ্রীগৌরে হরি হরি ন মূঢ়া হরিধিয়ঃ॥ ৪১॥

শ্রুতিস্মৃতি ইতিহাস আগমপুরাণে।
ভগবৎ অবতার অসংখ্য বাখানে॥
গৌরহরি সম হেন প্রভাব কোথায়।
অতএব গৌরহরি পরেশ্বর তায়॥
যদি কি প্রভাব? শুন তার কথা।
পরম-ঈশ্বর বিনা কেবা প্রেমদাতা॥
পদ্মনাভ হরি তাঁর বহু অবতার।
মঙ্গল প্রদাতা সবে অন্যথা কি তার॥
কিন্তু কৃষ্ণ বিনা কেহ নহে প্রেমদাতা।
অন্যের কি কথা প্রেমে ভাসে তরুলতা॥
বহু সাধ্য সাধনায় অবতারগণে।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ দিল কোন জনে॥
কৃষ্ণচৈতন্যের সনে তুলনা নহিল।
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম যারে তারে দিল॥
কৃষ্ণচৈতন্যের দয়া যে করে বিচার।
ভাগ্যবান্ জন চিত্তে পায় চমৎকার॥
অলৌকিক রীতি আর অদ্ভুত বিক্রম।
বহুস্থানে প্রকাশ গৌর কৈল যথাক্রম॥
মাধুর্য্য প্রভাব আর ঐশ্বর্য্য বৈভব।
ষড়ভূজ দর্শন আদি বহু অসম্ভব॥
নির্ম্মৎসর কত সাধু গৌর-প্রিয়জন।
অনুভব কৈল কেহ করিল দর্শন॥
জীবের সহজধর্ম্ম সুনির্ম্মল প্রীতি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দান করে যথি-তথি॥
অতএব গৌর বিনা কেবা প্রিয়তম।
হেন গৌরে হরি বুদ্ধি না করে অধম॥
হরি হরি কলিকাল প্রবল হইল।
বিমুখমোহিনীমায়া সবে মুগ্ধ কৈল॥ ৪১॥

শ্রীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চারমাসকালব্যাপী বিশেষভাবে শ্রীহরিসেবার উদ্দেশ্যে ব্রতী হইয়া যে ব্রতানুষ্ঠান যাজিত হয় উহাই **"চাতুর্ম্মাস্য ব্রত"** নামে কথিত। এই ব্রত বিভিন্ন ভক্তবৃন্দ তিনটি সময় হইতে আরম্ভ করিয়া থাকেন। কেহবা দ্বাদশ্যারম্ভ অর্থাৎ শ্রীহরি-শয়নৈকাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত উদ্‌যাপন করেন; পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে কেহ বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হৈমন্তিকী রাসযাত্রা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গণনা করেন। কেহ কেহ আষাঢ়ী সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকী সংক্রান্তি পর্য্যন্ত সৌরমাস চতুষ্টয় চাতুর্ম্মাস্য ব্রত বিভিন্ন সময় বা কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন সময় বা তিথিতে সমাপ্ত করিলেও মূলতঃ লক্ষ্য হইল শ্রীহরির প্রীতিবিধান। শ্রীহরিসেবা-প্রীতিই যেস্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেস্থলে কালাকালের বিচার গৌণ-বিধায় সে-সম্পর্কে আমরা এস্থলে আলোচনা না করিয়া ইহার লক্ষিতব্য বিষয়কেই বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াসী হইতেছি। পৌর্ণমাসারম্ভ পক্ষে এই বৎসর ১লা শ্রাবণ, শুক্রবার পূর্ণিমা-তিথি হইতে 'শ্রীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রত আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবর্গ ও তৎ অনুগত ভক্তবৃন্দ উক্ত দিবস হইতেই এই ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হৈমন্তিক-রাসযাত্রা ২৬ কার্ত্তিক শুক্রবার সমাপ্ত করিবেন।

বেদশাস্ত্রের অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্যযাজী ও চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্বের কথা উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেরও সৎকর্ম্মিগণের জন্য চাতুর্ম্মাস্যের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্রেও চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তিকালের স্মৃতি-নিবন্ধ-গ্রন্থে চাতুর্ম্মাস্য বিধান স্মার্ত্ত ও পরমার্থী উভয়ের জন্যই ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। পরমার্থ-স্মৃতিনিবন্ধ "শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস" এবং রঘুনন্দনীয় স্মৃতিনিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্যব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কাঠক গৃহ্যসূত্রেও আমরা যতিধর্ম্ম নিরূপণে পাঠ করিয়া থাকি—

একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্।
বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরোবসেৎ॥

কিন্তু পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের চাতুর্ম্মাস্যব্রতযাজনে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। ব্যবহারিকগণ যেরূপ ফলশ্রুতিতে লুব্ধ হইয়া নিজকে ফলভোগী জ্ঞানে বিদ্ধা একাদশী-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন অথবা আরোহ-বাদী মোক্ষকামিগণ ফলত্যাগ বা চিত্তশুদ্ধির জন্য নানাবিধ ক্রিয়ার আবাহন

করিয়া থাকেন, পারমার্থিকের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সেরূপ নহে। পারমার্থিকের শ্রীহরিশয়নকালে চাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাজনের উদ্দেশ্য—হরিপ্রীতি। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে (২য় প্রঃ ১ম অঃ ১ম খণ্ড) যে—"অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ" অক্ষয়স্বর্গকামী হইয়া চাতুর্ম্মাস্যব্রত যাজন করিবে—প্রভৃতি বাক্য দেখা যায়, তাহা ফলভোগকামী কর্ম্মিগণেরর অধিকারের জন্য ব্যবস্থাপিত হইলেও বেদান্তাদি শাস্ত্রে সেরূপ কর্ম্মের আদর দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তত্ত্ববাদিগণকে বলিয়াছিলেন,—

কর্ম্ম-নিন্দা, কর্ম্ম-ত্যাগ—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৬৩)

ফলভোগকামী কর্ম্মী ও নির্ভেদ জ্ঞানীর চাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাজন কর্ম্মাঙ্গ মাত্র। ঐরূপ কর্ম্মাঙ্গ কখনও প্রেমভক্তির জনক হইতে পারে না। লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং, পরমহংসকুলাগ্রণী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণও শ্রীচাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাজন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকারীর এই কথা অবিদিত নাই। কিন্তু তাঁহাদের চাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাজন কি কর্ম্মাঙ্গ? স্বয়ং প্রেমামরতরু শ্রীগৌরসুন্দর ও প্রেমকল্পবৃক্ষের আদি অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ লোকশিক্ষাকল্পে যাহা আচরণ করিয়াছেন, তাহা কখনও 'কর্ম্মাঙ্গ' হইতে পারে না। অচিদ্বিলাস ব্যভিচারপঙ্কে নিমগ্ন প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে অনেকে চাতুর্ম্মাস্যব্রতকে 'কর্ম্মাঙ্গ'-জ্ঞানে পরিহার করিয়া গৃহব্রত-ধর্ম্ম-যাজন, স্ত্রীপুত্রাদির নিরন্তর সঙ্গ, পান-তামাক-গাঁজা প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য সেবন ও প্রসাদ সেবার ছলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ভোগ্যবস্তু গ্রহণে অনুরক্ত থাকাকেই 'ভক্ত্যঙ্গ' মনে করেন।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব-সদ্গুরু-চরণাশ্রয়াভাবে 'কর্ম্মাঙ্গ' ও 'ভক্ত্যঙ্গ', 'নামাপরাধ' ও 'নাম', 'হরিসেবা' ও 'ইন্দ্রিয়তর্পণে'র পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহারা ব্যবহারতঃ কর্ম্মাঙ্গকে গর্হণ করিলেও তাঁহাদের হৃদয়ে অন্যাভিলাষরূপ চেষ্টা লুকায়িত থাকায় এবং অপ্রাকৃত সদ্গুরুর নিকট হইতে দিব্যজ্ঞান-লাভের অভাবে অপ্রাকৃতানুভূতি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহাদের ভক্ত্যঙ্গযাজনের নামে কপটতা কুকর্ম্মাঙ্গেরই অনুসৃতি। 'কর্ম্ম' ও 'ভক্তির' পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃতসহজিয়াগণ শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্" প্রভৃতি স্মৃতি-বাক্যের মর্ম্মার্থ অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহার কর্ম্মকাণ্ডীর সন্ন্যাস ও

ঐকান্তিক ভক্তের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসকে একশ্রেণীর মনে করিয়া 'কলিকালে সন্ন্যাস নাই' বলিতে উদ্যত হন। কলিকালে কর্ম্মসন্ন্যাস নিবারিত হইয়াছে। কিন্তু 'পরাত্ম-নিষ্ঠামাত্র বেশধারণ' বা ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুগণের ভাগবতানুমোদিত "মুকুন্দ-সেবার্থে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ দুঃসঙ্গের পরিবর্জ্জনরূপ সন্ন্যাস কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই বা হইতে পারে না।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীর উপকূলে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র লক্ষ্মীনারায়ণোপাসক বেঙ্কটভট্টের হরিসেবাময় গৃহে বাস করিয়া বেঙ্কটনন্দন শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভুকে কৃপা ও ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কট ভট্ট ও রামানুজীয় আর্য্যস্বামী ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুকে রাধাকৃষ্ণ-রসে নিমগ্ন করাইয়াছিলেন।

চারি প্রকারের আশ্রমীর জন্যই 'চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত'-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্টসাধ্য বলিয়া এই প্রাচীন শাস্ত্রীয় রীতি ক্রমশঃ বিলাসপ্রিয় সমাজ-বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। আশ্রমী-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন বিষয়ে যে ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা গৃহধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারাও বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চারিমাস কাল "কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ" করিয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তন ও হরি-অনুশীলন করিবেন এবং ঐ চারিমাস কাল সম্পূর্ণরূপে ভোগ হইতে বিরত হইয়া অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহিত ভক্তসঙ্ঘারামে বাস করিবেন, এই জন্যই চাতুর্ম্মাস্যের ব্যবস্থা। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যেও দেখিতে পাই যে, শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণ *রথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীনীলাচলে গৌরপাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন* করিতেন এবং তথায় তাঁহাদের চারিমাস-কাল অবস্থানের কথাও লীলা-লেখকগণের গ্রন্থের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের ১৩।৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য— "এইমত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস।

প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন-বিলাস॥"

যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তিনি কেবল ঊর্জ্জাব্রত বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে নিয়মসেবা পালন করিবেন। ইহা অসমর্থের পক্ষে অনুকল্প বিধান মাত্র। সমর্থ পক্ষেও হরিসেবায় আলস্য-পরায়ণ হইয়া চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদর করিলে শ্রীহরির প্রীতিলাভ

হয় না। ভোগ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরি-সঙ্কীর্ত্তন ও হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাই কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাস কাল শয়ন করেন। এই শয়নকালে কৃষ্ণসেবা বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্যব্রত গ্রহণ করা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসের ৫৯ সংখ্যা হইতে ৭৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্যব্রত-বিধি লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ ৬০ সংখ্যায় ভবিষ্যপুরাণ-বচন উল্লেখপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, যাঁহারা হরিকীর্ত্তন করিয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত যাপন না করেন, সেই সকল ব্যক্তি মূর্খ ও জীবন্মৃত।

চাতুর্ম্মাস্যে প্রথম মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে কলাই, তাম্বূল, রক্তপুতিকা, মসুর, লোশুন প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্য বর্জ্জন করিবেন। চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বূলাদি অনাবশ্যকীয় বিলাস-সামগ্রী এবং তামাক, গাঁজা প্রভৃতি কলি-সহচর মাদকদ্রব্য পান একান্ত নিষিদ্ধ। নখ-লোমাদির ক্ষৌরকার্য্যও এই হরিশয়নের চারিমাসকাল করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা ও বিলাসিতা উপস্থিত হয়। সর্ব্বতোভাবে হরিসেবা-তৎপর হইলেই চাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাজনের চরম লাভ হয়।

চিত্রকেতুর উপাখ্যান

পূর্ব্বকালে 'চিত্রকেতু' নামে এক মহা-পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন তাঁহার মণি-মাণিক্য, রত্নসিংহাসন, দাস-দাসী, প্রস্তর-নির্ম্মিত বিচিত্র অট্টালিকা, অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল; কিন্তু এই সব বিপুল ঐশ্বর্য্য থাকা-সত্ত্বেও রাজার মনে বিন্দুমাত্রও সুখ ছিল না। তাঁহার সাত শত রাণী থাকিলেও রাজা একটী মাত্রও পুত্র সন্তান লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিতেন—আমার এই বিপুল ধন, রত্ন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য লইয়া কি হইবে—কে এসমস্ত ভোগ করিবে? আমি পরলোকগমন করিলে, আমাকে শ্রাদ্ধ-শান্তি, কে পিণ্ডদান করিবে?—এই চিন্তায় রাজা দিনে-দিনে শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেন।

একদিন রাজা চিত্রকেতু রাজসিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি শ্রীনারদ গোস্বামী বীণাযন্ত্রে শ্রীহরিগুণগান করিতে করিতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সহসা ঋষিকে দেখিয়া রাজা শশব্যস্তে রাজসিংহাসন হইতে উঠিয়া স্বহস্তে মুনিবরের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই জল মস্তকে ধারণ

করিলেন এবং সসম্মানে আসনে বসাইয়া পূজা করিলেন। শ্রীনারদ-ঋষি রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করায়, রাজা চিত্রকেতু বিষাদমনে ঋষিকে কহিলেন,—"হে অন্তর্যামিন্! আমার অন্তরের দুঃখের কথা আপনি সমস্তই অবগত আছেন। একটী পুত্র অভাবে আমার এই বিশাল রাজপুরীতে কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না!"

শ্রীনারদ ঋষি রাজাকে 'তত্ত্বজ্ঞান' প্রদান করিতে পারিতেন, কিন্তু পাষাণে বীজ রোপণ করিলে তাহা যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ রাজাকে রজোগুনোত্থ বিষয়াসক্তিতে মগ্ন দেখিয়া এই অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে কোন ফল হইবে না ভাবিয়া ঋষিবর রাজাকে একটী পুত্রলাভের বর প্রদান করিলেন। তাহাতে রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। এ'কেই বলে মায়ার নেশা; গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" এই সত্ত্ব-রজঃ তমোগুণময়ী দৈবীমায়া দেবতা-দিগেরও মোহকারক। ক্ষুদ্র জীব গুরু-কৃপা ব্যতীত কখনই এই দুস্তরা মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না।

মুনিবর রাজাকে বর প্রদান করিয়া চলিয়া গেলে যথাসময়ে রাজার একটী রূপ-লাবণ্যযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তখন রাজপুরীতে আর আনন্দের সীমা নাই। রাজা সময়োচিত পুত্রের জাতকর্ম্মাদি করাইয়া দীন-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সকলকেই প্রচুর পরিমাণে রজত-কাঞ্চনাদি দান করিলেন এবং চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়াদি ভক্ষ্যদ্রব্য- দ্বারা সকলেরই তৃপ্তিবিধান করিলেন। পুত্ররত্ন লাভ করিয়া রাজার আর সুখের অবধি রহিল না।

কিন্তু কালচক্র কি ভীষণ! অতি নির্ম্মম!! নিষ্ঠুর!!! আজ যে দরিদ্র, কা'ল সে রাজা। হুসেন সাহ বাদশাহ প্রথম জীবনে দরিদ্র অশ্বপালক হইয়া পরিশেষে বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। আজ যিনি মহারাজা, কালের কবলে পড়িয়া তিনিও দুঃখী-কাঙ্গাল হন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী হইলেন। শাস্ত্রে ও ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত শত-সহস্র রহিয়াছে। দুরন্ত কাল সে কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। অতুল ঐশ্বর্য্য, কোঠাবাড়ী, মর্ম্মরনির্ম্মিত দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা—তাহাও হঠাৎ ভূমিকম্পে নিমেষমধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া যায়; সাধের দ্রব্যসকল মুহূর্ত্তমধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়—ইহাই বিচিত্র কালের গতি।

এই মায়ার সংসারে জীবসকল বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া—"আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা, আমি সম্রাট, আমি রাজ্যপাল, আমার বাড়ী, আমার বাগান, আমার জমি, আমার ধন-রত্ন"—এইরূপ সমস্তই 'আমি ও আমার' মনে করিয়া পরিণামে শশ্মানের দৃশ্য দেখিয়া হাহাকার করিয়া থাকে। দর্পহারী ভগবান্ জীবের এই অনিত্য ধন-জনের মোহ—ইন্দ্রজালের ন্যায় দেখাইয়া হরণ করিয়া থাকেন। "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, এই মায়ার অনিত্য দু'দিনের সম্পত্তির মোহ ঘুচাইয়া তাহাকে আমার নিত্য চিদৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকি।

মহারাজ চিত্রকেতু পুত্র-সন্তান লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে রাণীর সন্তান হইয়াছে, রাজা তাঁহাকে অত্যধিক ভালবাসেন দেখিয়া অন্যান্য রাণীগণ (সতীনিগণ) বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিলেন। একদিন রাণীগণ মন্ত্রণা করিয়া দাসীকে দিয়া সন্তানের দুগ্ধপান করিবার দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিলেন। রাজপুত্র দুগ্ধ পান করত দোলায় দুলিয়া ঘুমাইতেছে দেখিয়া তাহার মাতা কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেও রাজপুত্রকে গভীরভাবে নিদ্রিত দেখিয়া রাজমহিষী শঙ্কান্বিত হইয়া দাসীকে আজ্ঞা করিলেন—"পুত্রকে ঘুম হইতে জাগাইয়া ক্রোড়ে করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" হুকুম শুনিবামাত্র দাসী খোকার দোলার নিকট যাইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"রাণী-মা! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, খোকা আর ঘুম হইতে উঠিবে না।—সে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে; তাহার মুখ, শরীর নীলবর্ণ হইয়াছে, সে আর এজগতে নাই। রাণী-মা 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের' ন্যায় এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; অন্যান্য রাণীরা সকলেই কপট ক্রন্দন আরম্ভ করিল। প্রহরী রাজসভায় যাইয়া রাজাকে অন্তঃপুর-মধ্যের এই শোকাবহ সংবাদ প্রদান করিলে তিনি নিদারুণ সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া রাজসিংহাসন হইতে ভূমিতে পড়িয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

অন্তর্যামি শ্রীনারদঋষি এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনা জানিতে পারিয়া রাজার এই সঙ্কট-সময়ে তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। রাজা চেতনা পাইয়া ঋষিকে সমাদর করত ম্লানমুখে কহিতে লাগিলেন, হে মুনিবর! আপনার কৃপায় বর লাভ করিয়া একটী পুত্র পাইলাম বটে, কিন্তু পরিণামে এ কি হইল? হায়।

হায় !! আমি কি পাপ করিয়াছি যে, তাহার জন্য এই দারুণ পুত্রশোক ভোগ করিতে হইল ?

মুনিবর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে রাজন্। আমি পূর্ব্বেই তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতাম, কিন্তু তোমার অনিত্য বস্তুতে অত্যাসক্তি দেখিয়া পুত্র-বর দিয়াছিলাম; কিন্তু এসমস্ত দেখিয়া এখনও কি জ্ঞানের উদয় হয় নাই ?—নির্ব্বেদ আসে নাই ? কালের কি ভীষণ ভ্রূকুটি ! কর্ম্মসূত্ররূপ কাল ঐ দেখ তোমার পুত্রকে হরণ করিয়া লইল। সন্তানবৎসলা জননী স্নেহবশতঃ শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতেছে। কতশত স্ত্রীলোক স্বামীহারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছে। কত স্বামী বিপত্নীক হইয়া শিশু, পুত্র-কন্যা লইয়া অসহ্য জ্বালায় বিব্রত হইয়া পড়িতেছে; কতশত কবি, কত মনীষী, কত সুসন্তান, কত সিদ্ধ-যোগী-মহাত্মা জন্মভূমির ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা কে করে ?—কেহ অনলে, কেহ ব্যাঘ্রমুখে, কেহ সর্পমুখে, কেহ জ্বরে, কেহ রোগে, কেহ শোকে—ঐ কালাগ্নিসদৃশ চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে। হে রাজন্, এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। 'স বৈ ভূমা সুখম্'। ভূমাই সুখ, নিত্য বস্তুতেই সুখ, অনিত্য বস্তুতে সুখের অভাব—দুঃখই বর্ত্তমান। এই তত্ত্বজ্ঞান যমরাজ শ্রদ্ধাশীল নচিকেতাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত, ধরাময় হইত রাবণ।
ধনে যদি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ, অতএব কি করিবে ধন ॥

রাবণের একলক্ষ পুত্র ও সওয়ালক্ষ নাতি একজনও বংশে বাতি দিতে রহিল না। সোনার লঙ্কা হনুমান্ পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিলেন। এই অনিত্য ধন-জনের পরিণামই এই। মৃত্যুকালে এ অনিত্য ধন, জন, সম্পদ কেহই জীবকে রক্ষা করিতে পারে না। এখন তোমার মনে নির্ব্বেদের উদয় হইয়াছে। আইস রাজা আমি তোমাকে পারকব্রহ্ম নামে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করি; সেই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণনামের—পরমতত্ত্বের উপদেশ করি। এই বলিয়া মহর্ষি-নারদ পরমভাগবত রাজা চিত্রকেতুকে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়া তাঁহাকে এই দুরন্ত ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

— —

গীতা ও চণ্ডীরহস্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং সপ্তশতী চণ্ডী 'হিন্দু' ধর্ম্মাবলম্বীর সুপরিচিত গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভবদ্গীতা মহাভারত-ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত ২৫শ অধ্যায় হইতে ৪২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত আঠার অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে এবং শ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ অধ্যায় হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত ১৩টি অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। চণ্ডীর প্রথম, মধ্যম ও উত্তর এই তিনটী চরিত সর্ব্বসাকুল্যে তের অধ্যায়ে পূর্ণ।

চণ্ডী যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত, সেই পুরাণের প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই শ্রীমহাভারত-গ্রন্থের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনী মার্কণ্ডেয় মুনিকে বলিতেছেন,—'মহাত্মা বেদব্যাস মহাভারত নামে যে গ্রন্থ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে সকল শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। যেমন দেবতাগণের মধ্যে বিষ্ণু, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, অলঙ্কারের মধ্যে চূড়ামণি, অস্ত্রের মধ্যে বজ্র এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন প্রধান, সেইরূপ শাস্ত্রের মধ্যে মহাভারত প্রধান শাস্ত্র। মহর্ষি বেদব্যাস এই মহাভারত নামক মহাশাস্ত্র এইরূপভাবে রচনা করিয়াছেন যে, ইহা অত্যন্ত বিস্তৃত হইলেও ইহাতে পরস্পর বিরোধ নাই। ব্যাসদেবের বাণীগঙ্গা বেদপর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া কুতর্কবৃক্ষরাজিকে উন্মূলিত এবং পৃথিবীর মলিনতা নিঃশেষিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন প্রণীত পঞ্চম বেদরূপ এই মহাহ্রদ সুমধুর-শব্দরূপ মহাহংস ও মহাখ্যানরূপ পদ্মসমূহদ্বারা পরিশোভিত এবং কথারূপ জলরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই মহাভারত বেদার্থ-মর্ম্মসংশ্লিষ্ট।' (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১ম অধ্যায়, ৫-১০ শ্লোক)

মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই সকল উক্তি হইতে জানা যায়, মহাভারত পঞ্চম বেদ এবং বেদার্থের প্রকাশক সর্ব্বমান্য-শাস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য-শাস্ত্রও একবাক্যে ইতিহাস-পুরাণকে এবং শ্রীমহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলিয়াছেন,— ইতিহাস-পুরাণাদি **পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।**

সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ॥ (ভাঃ ৩।১২।৩৯)

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নিজের পূর্ব্বাদিমুখ হইতে ক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদ প্রকাশ করেন। তাহার পর সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নিজ সমস্ত মুখ হইতে ইতিহাস-পুরাণাত্মক পঞ্চম বেদ আবির্ভূত করাইয়াছিলেন; শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলেন,—

"অপি চাত্র সাক্ষাদেব বেদ-শব্দ প্রযুক্তঃ পুরাণেতিহাসয়োঃ।"

অন্যত্র চ ;—

"পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ—ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্"॥ অন্যথা—"বেদান্" ইত্যাদাবপি পঞ্চমত্বং নাবকল্পেত, সমানজাতীয়-নিবেশিতত্বাৎ সংখ্যায়াঃ। ভবিষ্যপুরাণে—

"কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্"। (তত্ত্বসন্দর্ভ ১৩ সংখ্যা)

পুরাণ ও ইতিহাসের বিষয়ে সাক্ষাৎ 'বেদ'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যত্রও তাহাই উক্ত হইয়াছে,—"পুরাণই পঞ্চমবেদ। ইতিহাস এবং পুরাণই 'পঞ্চম বেদ' বলিয়া কথিত। মহাভারত যাঁহার পঞ্চম, এরূপ বেদসমূহ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন" প্রভৃতি বহুস্থলে পুরাণ-ইতিহাসকে লক্ষ্য করিয়াই 'বেদ'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহা না হইলে মহাভারত যাহার পঞ্চম এরূপ বেদসমূহ তাহা না হইলে মহাভারত যাহার পঞ্চম এরূপ বেদসমূহ প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাভারতের পঞ্চমত্ব নির্দ্দিষ্ট হইত না। কারণ, সংখ্যা পরস্পর সমান জাতিতেই নিবেশিত হয়। যেমন, যদি বলা যায়, "যজ্ঞদত্তকে লইয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর" তাহা হইলে যজ্ঞদত্ত ও ব্রাহ্মণ—অন্য জাতি নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ ইতিহাস পুরাণ বা মহাভারতকে সংখ্যাদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া 'পঞ্চম বেদ' বলায় ইতিহাসপুরাণ-মহাভারত যে বেদই—ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। ভবিষ্য-পুরাণও বলিয়াছেন—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত মহাভারতকে পঞ্চম বেদরূপে জানিবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের সর্ব্বশেষ-অধ্যায়ে, স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৭।২৩।২৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিতে অষ্টাদশ পুরাণের তালিকা পাওয়া যায়।

পুরাণ-শাস্ত্রের পঞ্চম বেদত্ব বা প্রামাণিকতা স্বীকৃত হইলেও অনেকে বলিয়া থাকেন,—"পুরাণের সম্পূর্ণ অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না এবং প্রাচীন পুরাণের বহু অংশ বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়াছে; তদুপরি আবার এক এক পুরাণে এক এক দেবতার মহিমা অধিক করিয়া বলা হইয়াছে। যেমন বিষ্ণুবিষয়ক পুরাণে বিষ্ণুর মহিমা অধিক, শিববিষয়ক পুরাণে শিবের মহিমা অধিক, শক্তিবিষয়ক পুরাণে শক্তির মহিমা অধিক কেন— স্ব-স্ব প্রতিপাদ্য দেবতাকে অপর পুরাণের দেবতা হইতে সর্ব্ববিষয়ে উচ্চ দেখাইবার

চেষ্টা হইয়াছে তখন কোন পুরাণের কথাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? এবং এক পুরাণের কথাকে গ্রহণ করিয়া অপর পুরাণের সহিত বিবাদই বা করিব কেন?" এজন্য আধুনিক এক শ্রেণীর লোকের মত হইয়াছে,—"কাহাকেও চটাইবার দরকার নাই, একটা আপোষে মীমাংসা করা যাউক। যখন প্রত্যেক পুরাণ বা শাস্ত্র তাহার স্ব-স্ব প্রতিপাদ্য বস্তুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে, তখন বস্তুতঃ সকলই সমান। এক দেবতার অধীন আর দেবতা, একটী বড় আর একটী ছোট,—ইহা কেবল নিজের মতকে বাড়াইবার চেষ্টা বা অন্যায় গোঁড়ামি মাত্র!"

আজকাল যাঁহারা এরূপ যুক্তি প্রদান করিয়া আপোষ করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা সকল লোকেরই চিত্ত বিনোদন করিতে পারায়—প্রকৃত নির্ভীক নিষ্কপট সত্য প্রচারিত হউক আর নাই হউক,—গণমতের দ্বারা অভিনন্দিত হইতেছেন। কিন্তু ইহার মূলে একটী সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে যে, ইহারা বিচিত্রতার বিরোধী এবং মূলে নির্ব্বিশেষবাদী। ইহাদের বিচার —যখন চরমে কোন দেবতারই নিত্যত্ব নাই, সকলই একাকার হইয়া যাইবে, তখন প্রথম হইতেই সেই একাকারের মন্ত্র লোকের কাণে শুনাইয়া দেওয়া যাউক।

কিন্তু আমরা ইহার **প্রকৃত মীমাংসা** যিনি পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন, সেই **ব্যাসের লেখনীর মধ্যেই পাই**—"যাহার কথায় বিরোধ দেখা যায়, তিনি স্বয়ংই সেই বিরোধের মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। ষট্‌সন্দর্ভকার শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু উপরি-উক্ত সন্দেহের মীমাংসা শ্রীব্যাসের বাণীর মধ্য দিয়া আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়াছেন।

অথ পুরাণানামেবং প্রামাণ্যে স্থিতেঽপি তেষামপি সামস্ত্যেনাপ্রচরদ্রূপত্বাৎ নানাদেবতা-প্রতিপাদঅ-প্রায়ত্বাসর্ব্বাচীনৈঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরর্থো দুরধিগমঃ ইতি তদবস্থ এব সংশয়ঃ। যদুক্তং মাৎস্যে,—

পঞ্চাঙ্গঞ্চ পুরাণং স্যাদাখ্যানমিতরৎ স্মৃতম্।
সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ॥
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ॥
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে॥ ইতি॥

তাৎপর্য্য এই যে, পুরাণ-প্রমাণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেও পুরাণের সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশিত না থাকায় প্রচলিত অংশে নানা দেবতার মহিমা ও উপাসনার কথা পাওয়া যায়। ইহাতে প্রকৃত তত্ত্বানভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন জন-সাধারণের পক্ষে পুরাণের তাৎপর্য্যার্থ উপলব্ধি করা দুরূহ হইয়া পড়ে, আর সেজন্য উপাস্য-বিষয়গত সন্দেহও ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? তদুত্তরে বলিতেছেন,—স্বয়ং ব্যাসদেবই ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। পুরাণ সর্গপ্রতিসর্গাদি ভেদে পঞ্চলক্ষণ-যুক্ত এবং উক্ত লক্ষণ ব্যতীত "আখ্যান" নামক আর একটি লক্ষণ কথিত হইয়াছে। তাহা সাত্ত্বিক-পুরাণাদি শাস্ত্রে বিষ্ণুর মহিমা অধিক, রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমা এবং তামসিক পুরাণে তদ্রূপ অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে বলা হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ পুরাণে অন্যান্য দেবতা এবং পিতৃলোকাদির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণই শ্রেষ্ঠ। সত্ত্বগুণে স্থিতি বা নিস্তার। রজোঃগুণে তামসিক অবস্থা হইতে উত্থানরূপ বিক্ষোভ-সৃষ্টি প্রকৃতির সহিতই অধিক সংশ্লিষ্ট। কারণ, অপ্রাকৃত রাজ্যে সৃষ্টি অপ্রাকৃত বা নিত্য স্থিতি আছে। তাহার ধ্বংস নাই। তমোগুণে ধ্বংস। রজোগুণ বুদ্‌বুদের ন্যায় প্রকৃতিকে সাময়িক ভাবে বিক্ষুব্ধ করে এবং পরে আবার ধ্বংস হইয়া যায়। বিষ্ণুই সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা; কেবল তাহাই নহে—বিশুদ্ধ সত্ত্বেই হরির আবির্ভাব। শ্রুতি এবং স্মৃতি এজন্য "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ" ইত্যাদি বলিয়াছেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।২৩-২৯) শ্রীব্যাসদেব বলেন,—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥
পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥
ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনুতানিহ॥

মুমুক্ষবো ঘোররূপাং হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ॥
বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥

সত্ত্ব, রজ ও তমঃ—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। সেই গুণত্রয়ের অধীশ্বর-রূপে এক পরমপুরুষ তৃতীয় নারায়ণ এই বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও ধ্বংসের নিমিত্ত বিষ্ণু ব্রহ্মা ও শিব—এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সত্ত্ববিগ্রহ বাসুদেব হইতেই শুভফলের উদয় হয়; কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র হইতে হয় না। স্বতঃপ্রবৃত্তি ও প্রকাশরহিত অর্থাৎ চেতনহীন জড় কাষ্ঠ হইতে প্রবৃত্তিস্বভাবহেতু বস্তুর ঈষৎপ্রকাশক ঈষৎ কর্ম্মসাধক ধূম শ্রেষ্ঠ, আভাসরূপ সেই ধূম হইতে আবার সাক্ষাদ্‌ভাবে বেদত্রয়যুক্ত ক্রিয়াসাধক এবং বস্তুর প্রকাশক বলিয়া অগ্নি শ্রেষ্ঠ এবং এইরূপ প্রকাশরহিত ও লয়াত্মক যে তমোগুণ, তদপেক্ষা সত্ত্বের সান্নিধ্যহেতু রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, সেই সত্ত্বাভাস রজোগুণ হইতে সাক্ষাৎ প্রকাশক সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। যাহা সত্ত্বগুণ, তাহা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ রূপ-গুণাবির্ভাব-দ্বারস্বরূপ। এই কারণে সত্ত্বগুণযুক্ত ঋষিগণ পুরাকালে কেবল সত্ত্বময়মূর্ত্তি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাধীশ্বর বিষ্ণুর সেবা করিয়াছিলেন। অতএব এই সংসারে যে-সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সেই ভজনপর মুনিগণের অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাদেরও অনুষ্ঠান চরমকল্যাণের নিমিত্তই কল্পিত হয়। অতএব ভয়ঙ্করাকৃতি পিতৃভূতপ্রজাপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া অনর্থনিবৃত্তীচ্ছু-অনিন্দক অসত্তৃষ্ণাহীন শান্ত সাধুগণ নারায়ণের অবতারগণের আরাধনা করেন। রজস্তমঃস্বভাবপ্রযুক্ত সুতরাং পিতৃভূতপ্রজাপতি প্রভৃতি স্ব-স্ব ইষ্টদেবতাগণের সমস্বভাববিশিষ্ট জনগণ লক্ষ্মী বিত্ত-পুত্রকামী হইয়াই ঐ সকল ফল-দাতা পিতৃপ্রভৃতি ইতর দেবতাগণকে যজন করেন।

কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদচতুষ্টয় বাসুদেব-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, বেদোক্ত নিখিল যজ্ঞসমূহ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুতাৎপর্য্যবিশিষ্ট, যোগশাস্ত্রসমূহ যোগেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু-তাৎপর্য্যময় এবং যোগ-শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানসমূহও বিষ্ণুভক্তিতাৎপর্য্যময়। এই

প্রকার জ্ঞানশাস্ত্র বাসুদেবকেই লক্ষ্য করে, জ্ঞান বৈরাগ্য হরিভক্তিতাৎপর্য্যময়, দান-ব্রতাদি-বিষয়ক ধর্ম্মশাস্ত্র হরিভক্তিকে উদ্দেশ করে—স্বর্গাদি-লোকলাভ অনিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া হরিভক্তিরূপ নিত্যানন্দকেই লক্ষ্য করে।

এতাদৃশ পরমেশ্বর কারণোদশায়ী প্রথম পুরুষ স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও প্রথমে কার্য্যকারণত্মিকা ত্রিগুণময়ী স্বীয় বহিরঙ্গাশক্তি মায়াকে ঈক্ষণ করিয়া এই সৃষ্টি করিয়াছেন।

স্বয়ং ব্যাসদেবই কোন্ পুরাণ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৭।২৩-২৪) বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দ-সংজ্ঞিতম্॥
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্।

পুরাণ অষ্টাদশ প্রকার যথা,—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিব-পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড় পুরাণ, নারদীয় পুরাণ ভাগবতপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বামনপুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্যপুরাণ; কূর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক পুরাণ বিভাগ—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ।
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কানন্দ তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তে)

হে শুভদর্শনে! অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মনীষিগণ,—বিষ্ণুপুরাণ নারদীয়-পুরাণ, মঙ্গলময় ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহপুরাণ—এই ছয়টী পুরাণকে **সাত্ত্বিক** পুরাণ বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টি **'রাজসিক'** এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টি পুরাণ **'তামসিক'** বলিয়া কথিত হয়।

"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" ন্যায়ানুসারে সাধারণ জনগণ মহাজনগণকে, এমন কি, অপৌরুষেয় শাস্ত্রাদিকেও নিজের উপমায় বিচার করিয়া থাকেন। মৎসর ও অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণ পরস্পর পরস্পরকে হেয় করিয়া প্রত্যেকেই নিজে বড় হইতে চাহে। ঐরূপ শ্রেণীর লোক মনে করে,—মহাজন ও শাস্ত্রের মধ্যেও বুঝি সেইরূপ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত! উপরিউক্ত অষ্টাদশ পুরাণের তালিকা পাঠ করিয়া আমাদের মৎসর চিত্তবৃত্তি হয় ত' বলিবে যে, শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতিকে 'সাত্ত্বিকপুরাণ' বলিয়া অপর পুরাণসমূহকে রাজসিক ও তামসিক শ্রেণীর বলায় সাম্প্রদায়িকতা বা নিজের মতকে বড় করিবার অভিসন্ধি রহিয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কিম্বা মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিকে সাত্ত্বিকপুরাণ বলিয়াছেন, তাঁহারা উপরিউক্ত ন্যায়ানুসারে আপনাদিগকে সাত্ত্বিক শ্রেণীর তালিকার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া রাজসিক ও তামসিক শ্রেণীর মধ্যে গণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ রাজসিক ও মৎস্যপুরাণ তামসিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কাজেই সেই সকল পুরাণ-লেখক ব্যাস বৈষ্ণবমতকে বা নিজেদের মতকে বাড়াইবার জন্য কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা সাম্প্রদায়িকতা প্রদর্শন করেন নাই।

এখানে আর একটী প্রশ্ন হইতে পারে; সেই সকল রাজসিক ও তামসিক পুরাণের মতকে আমরা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব কেন?

রাজসিক ও তামসিক বিচার পুরাণকে লইয়া নহে। পুরাণের উপদেশের অধিকারীর যোগ্যতা লইয়া, অর্থাৎ রাজসিক পুরাণে যে অভীষ্ট বস্তুর মাহাত্ম্য অধিক পরিমাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে; সেই অভীষ্ট বস্তু রাজসিক চিত্তবৃত্তির অধিকারীর যোগ্যতায় গৃহীত হইবে। রাজসিকপুরাণে সাত্ত্বিক কথা যে একেবারে থাকিবে না, তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে অধিক নাই। কোথায়ও মিশ্রিতভাবে, কোথায়ও অপরিস্ফুটভাবে এবং কোথায়ও বা সূত্রাকারে উদ্দেশমাত্র রহিয়াছে। আবার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের যুক্তি অনুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যখন অন্য পুরাণও (রাজসিক ও তামসিক) সাত্ত্বিক পুরাণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন, তখন তাহাতে সাত্ত্বিক পুরাণের শ্রেষ্ঠতা আরও দৃঢ়ভাবেই প্রমাণিত হয়। প্রতিযোগী ব্যক্তির মুখে যদি প্রশংসা নির্গত হয়, তবে তাহা অধিকতর সত্য বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস হইয়া থাকে।

শ্রীক্ষেত্র

সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রে আমরা দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধের নাম দেখিতে পাই, যথা—

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কি চ তে দশা॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ১।৩।২৪) বুদ্ধের নাম দেখিতে পাওয়া যায়—

ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধনামাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ একবিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেবদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহন নিমিত্ত 'বুদ্ধ' এই নামে অঞ্জনপুত্ররূপে গয়াপ্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন। বৈষ্ণব কবিরাজ জয়দেবও শ্রীগীতগোবিন্দ প্রারম্ভে দশাবতার-স্তোত্রে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণন করিয়াছেন.—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে॥"

বিষ্ণুপুরাণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্রেও বুদ্ধের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদি অর্চ্চাবতার যেরূপ জগতে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধেরও অর্চ্চা প্রাচীনকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিয়াছেন। কুর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদি বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসকগণ যেরূপ বৈষ্ণব নামে পরিচিত, তদ্রূপ দশাবতারের অন্যতম বুদ্ধের শুদ্ধ স্বরূপানুগত উপাসকগণেরও বৈষ্ণবনামে পরিচিত হইতে কোন বাধা নাই; অথচ বরাহ, নৃসিংহাদি বিষ্ণুর উপাসকগণ যেরূপ নিজদিগকে বিষ্ণুর অনুগত 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান করেন, বুদ্ধের অনুবর্ত্তিগণ বুদ্ধকে সেইরূপ বিষ্ণু বলিয়া স্বীকার করেন না ও নিজদিগকে বিষ্ণুর অনুগত বৈষ্ণব অভিমান না করায় তাঁহারা সনাতনধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণবগণ হইতে নিজদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। নিজদিগকে অবৈষ্ণব অভিমানে বিভূষিত করিতে গিয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে।

'যে না মানে তা'র হয় সেই পাপে নাশ।'

দ্বিতীয়াভিনিবেশজ অস্মিতায় বুদ্ধের অনুগামিগণ বুদ্ধকে অবিষ্ণু ও নিজদিগকে অবৈষ্ণব অভিমান করিয়া বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবমাত্রেই বুদ্ধকে বিষ্ণু বলিয়াই জানেন। বুদ্ধকে বৈষ্ণবগণ কখনও বেদবিরোধী বা বেদের প্রতিকূল প্রচারক বলিয়া মনে করেন না, কারণ বুদ্ধ 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি'—এই বেদবাক্যই জগতে প্রচার করিয়াছেন। বিষ্ণুর কার্য্যই জগৎপালন বা সত্তা-সংরক্ষণ। বুদ্ধদেব 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' প্রচার করিয়া সেই স্থিতিকার্য্যই জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বেদনিন্দক নহেন, পরন্তু অর্ব্বাচীনজন-বহুমানিত বেদের হিংসাবহুল কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দক তাঁহার তথাকথিত সেবকগণ। শ্রুতিস্মৃত্যাদি শাস্ত্রেও কর্ম্মকাণ্ডের বহু নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥

"নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" বা ভাগবতীয় "লোকে ব্যবায়ামিষমদ্য সেবা নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা" (ভাঃ ১১।৫।১১)

—এই সকল বেদশাস্ত্রানুগত বাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রীবুদ্ধের 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' প্রচারে শুনিতে পাওয়া যায়। তবে অবৈষ্ণব, ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে বিজড়িত-মতি দৈবীমায়া বিমোহিত কর্ম্মকাণ্ডীর অত্যন্ত তামসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণই বুদ্ধের এই স্থিতিসংরক্ষক সাত্ত্বিক প্রচারকে তাঁহাদের তামসিক ধর্ম্মের প্রতিকূল জানিয়া বৌদ্ধগণের পরিবর্ত্তে বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের ঘাড়ে অযথা 'বেদনিন্দক' আখ্যা চাপাইয়াছেন। একদিকে যেমন অবৈষ্ণবাভিমানী বৌদ্ধগণ বুদ্ধের প্রচারের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিমোহিত হইয়াছেন, অপরদিকে আবার ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বিমোহিত কর্ম্মকাণ্ডীয় অবৈষ্ণবগণও কর্ম্মকাণ্ডকেই বেদের যথাসর্ব্বস্ব মনে করিয়া সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং অবৈষ্ণব কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যক্তিগণের সহিতই বিষ্ণ্বাবতার বৌদ্ধের বিরোধ, বৈষ্ণবগণের সহিত বুদ্ধের কোনও বিরোধ নাই। বরং বুদ্ধ 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' প্রচার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সহায়তাই করিয়াছেন।

অনাদিকাল হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে দশাবতার মূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই জন্য শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রকে দশাবতার-ক্ষেত্র নামে অভিহিত করা হয়, (স্কন্দপুরাণ উৎকলখণ্ড ৫৫।১৪ দ্রষ্টব্য)। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের অধীশ্বর শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা শ্রীমূর্ত্তিকেই

অনেক অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় বৌদ্ধগণের কল্পিত নির্ম্মিত প্রতীক-বিশেষ বলিয়া ধারণা করেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষম্।
তদা লভস্ব দুর্দ্দর্শো তেন যাহি পরং স্থলম্॥"

সাঙ্খ্যায়ন ভাষ্য :—"আদৌ বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্ত্তমানং যদ্দারু দারুময় পুরুষোত্তমাখ্যদেবতা শরীরং প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে অপুরুষং নির্ম্মাতৃ-রহিতত্বেন অপুরুষং তৎআলভস্ব দুর্দ্দর্শো হে হোতঃ তেন দারুময়েণ দেবেন উপাস্যমানেন পরংস্থলং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছেত্যর্থঃ।" অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে বিপ্রকৃষ্টদেশে যে অপৌরুষেয় দারুব্রহ্ম সমুদ্রতীরে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উপাসনা করিলে লোকসমূহ পরম বৈষ্ণব-লোকে গমন করেন।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও বাচস্পত্য-নির্ম্মাতা তারানাথও অথর্ব্ববেদের নামোল্লেখ করিয়া উক্ত বাক্যটী উদ্ধার করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ডে ২১।৩ শ্লোকেও এইরূপ বাক্যেরই প্রতিবচন দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকল খণ্ডে ২১শ অধ্যায়ে আরও লিখিত আছে যে, "এই দারুব্রহ্ম অর্চ্চাবতারটী শ্রুতিপ্রসিদ্ধ" (২১।৫)। স্কন্দপুরাণোক্ত উৎকলখণ্ডে আরও লিখিত আছে যে—এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেব নিত্যকাল বাস করিতেছেন। এই ধাম সৃষ্টি বা প্রলয় দ্বারা আক্রান্ত হয় না। সত্যযুগে অবন্তিনগরে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' নামে এক পরমভাগবত রাজর্ষি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই পরমভাগবত মহারাজই দেবর্ষি নারদের আনুগত্যে ভক্তবৎসল শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথের লুপ্ত সেবা পুনরায় প্রকট ও শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-সৌষ্ঠব-কল্পে মন্দির ও প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করেন। আজও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গুণ্ডিচার নিকট 'ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর' নামে একটী প্রাচীন দীর্ঘিকা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের পূর্ব্বে নীলাচলপতি শ্রীপুরুষোত্তম 'নীলমাধব' নামেও আখ্যাত হইতেন।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যদিগের যে-সকল তীর্থস্থান ছিল, ঐ সকলও বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বৌদ্ধপ্রায় হইয়া গেল, এমন কি সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রায় সকল চিহ্নই লুপ্ত হইতে থাকিল। উৎকল রাজ্যেও বৌদ্ধদিগের অধিকার বিস্তৃত হইল। তাহাতে সুদীর্ঘকাল দারুব্রহ্ম বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সনাতন ধর্ম্মজগতে অপ্রকাশিত রহিল। বৌদ্ধগণ আর্য্যগণের তীর্থ ও দেবতাকে 'দূষিত' (?) করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে 'দন্তপীঠ' স্থাপন ও শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মূর্ত্তিকে

'বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ' আখ্যা প্রদান করিলেন। এমন কি আর্য্যগণের অনুকরণে উহারা শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার ন্যায় ঐ ত্রিমূর্ত্তির রথাদি উৎসবও করিতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কেরল ও চোল রাজ্যের প্রাগ্‌ভাগে পাণ্ড্য-প্রদেশ নামে একটী প্রসিদ্ধ জনপদ আছে। এই দেশে পাণ্ড্যবিজয় নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার 'দেবেশ্বর' নামে একজন সুবুদ্ধিমান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও পুরোহিত ছিলেন। এই মন্ত্রীর পরামর্শে পাণ্ড্যবিজয় বৌদ্ধগণের হস্ত হইতে উৎকল রাজ্য অধিকার এবং পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে খৃষ্ট পূর্ব্বকালে বৌদ্ধ-প্রভাব বিদূরিত করেন। পাণ্ড্যবিজয় দেবেশ্বরের সহিত পুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তিকে মন্দির হইতে অন্যত্র লইয়া তথায় শ্রীবিগ্রহের যথাশাস্ত্র অভিষেক ও উৎসবাদি করেন। এখনও 'পাণ্ড্যবিজয়' নামে একটী উৎসব শ্রীপুরুষোত্তমে প্রচলিত আছে। সিংহাসন হইতে রথারোহণকে 'পাণ্ড্যবিজয় বা উড়িয়া ভাষায় 'পাহাণ্ডি' বলে। এই 'পাণ্ড্যবিজয়' শব্দটী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যলীলা ১৩।৫ ও ১৪।৬১, ২৪৬, ২৪৭ সংখ্যায় উল্লেখ আছে। 'পণ্ডা' শব্দে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। বোধ হয়, 'পাণ্ডা' শব্দটীও 'পাণ্ড্যবিজয়' হইতেই উৎপত্তিলাভ করিয়াছে।

পাণ্ড্যবিজয় রাজার মন্ত্রী ও পুরোহিত দেবেশ্বর বা দেবস্বামীর পুত্রই আদি বিষ্ণুস্বামী। এই সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামীর সাতশত অধস্তন সাতটী মোক্ষ-দায়িকা পুরীতে বাস করেন। শ্রীপুরুষোত্তম সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম নহে, এস্থলেও বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়স্থ প্রায় একশত ত্রিদণ্ডি এককালে অবস্থান করিয়া জগন্নাথের সেবক ছিলেন। তাঁহাদের গৃহস্থ শিষ্যগণই বর্ত্তমানকালে পাণ্ড্যবংশ।

পঞ্চম শতাব্দীতে "ফাহিয়ান" নামক প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক পুরুষোত্তমক্ষেত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত লিখিয়াছেন যে, ঐ স্থানে তখন বৌদ্ধধর্ম্ম অদূরিত রূপে প্রচারিত রহিয়াছে এবং ব্রাহ্মণদিগের কোনও দৌরাত্ম্য নাই।

সপ্তম শতাব্দীতে আচার্য্য শঙ্কর ভারতের ধর্ম্মগগনে উদিত হইয়া প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ প্রচার করেন। লিঙ্গাইত বা শিবস্বামী সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবে রুদ্র-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শেষবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈত ও বিদ্ধাদ্বৈত মতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে অনেকটা অসমর্থ হইলে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় কিছুদিনের জন্য

ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে। সেই হইতে আদি বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের কথা এক প্রকার লুপ্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তিকালেও লক্ষ্মীধর ও শ্রীধর প্রভৃতি দুই একটী ত্রিদণ্ডী বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের যে প্রাদুর্ভাব না হইয়াছিল, ইহাও নহে। শ্রীধর স্বামী বিদ্ধাদ্বৈতবাদ স্বীকার না করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদ মতে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির ভাষা ও নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্লোকাদি রচনা করেন। লক্ষ্মীধর 'নামকৌমুদী' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

শঙ্করাচার্য্য রুদ্রসম্প্রদায়ান্তর্গত বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের দশনামী অথবা অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিগণের দশটী নাম গ্রহণ করিয়া দশনামী সন্ন্যাস প্রথা স্বগণে প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে, এই দশনামী সন্ন্যাসীর প্রথা শঙ্করই সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকটা সম্প্রদায়-বৈভব বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ। শঙ্করাচার্য্য শ্রীজগন্নাথদেবকে পঞ্চোপাস্যের অন্যতম রূপেই গ্রহণ করেন এবং পুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সংলগ্ন-স্থানে, ভোগবর্দ্ধন বা 'গোবর্দ্ধন নামে একটী মঠ স্থাপন করেন! সপ্তমশতাব্দীতে 'হুয়েন সাং' নামক দ্বিতীয় চৈনিক পরিব্রাজক পুরুষোত্তম-দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, "সেই সময় বুদ্ধদন্ত সিংহলে নীত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ঐ তীর্থ সম্পূর্ণরূপে দূষিত হইয়াছে।"

একাদশ-শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী লক্ষ্মণদেশিক রামানুজ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করেন এবং নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ দারুব্রহ্মের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করেন। তিনি এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী মঠ স্থাপন করেন। উহা সম্প্রতি রামানুজকোট বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামানুজাচার্য্যের জনৈক প্রিয়-শিষ্যের নাম গোবিন্দ। গোবিন্দের সন্ন্যাসের নাম তামিলভাষায় এম্বারুমানার "এম্বার" অর্থাৎ "মন্নাথ" এই শব্দটীর পূর্ব্বাংশ ও শেষাংশ একত্র করিয়া "এম্ব-আর বা 'এমার' পদ সিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীরামানুজীয়গণ গোবিন্দের নামানুসারে তাঁহার মঠের নামকরণ করিয়াছেন। কেহ বলেন, রিউয়ার রাজার প্রতিষ্ঠিত মঠ বলিয়া উহা সাধারণতঃ রেওয়া শব্দস্থানে এমার শব্দ ব্যবহৃত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

আধুনিক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের আলোক-বর্ত্তিকার অন্যতম রূপকর্ত্তা আশ্রয়-বিগ্রহ জগদ্গুরু **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** অপ্রকট-তিথিবরা পালনের মাধ্যমেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ বিষয়-বিগ্রহ **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্য ব্যতীত বিষয়-বিগ্রহের করুণা লাভ করা যেমন অসম্ভব, আবার অনর্থ-পঙ্কিলে পতিত জীব যে-পর্য্যন্ত হৃদয়-কলুষ মার্জ্জন করিতে অসমর্থ হয় সেই পর্য্যন্ত হৃদয়-নাথকেও প্রাণভরা প্রীতির ডোরে আপন করিতে পারে না। তাই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমহংসকুল-তিলক **শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** প্রভুবরের প্রবর্ত্তিত ধারায় স্নাত হইয়া সমিতির সেবকবৃন্দ প্রতিবৎসরেই প্রথমে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-তিথি পালনপূর্ব্বক তৎপর দিবসে শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন উদ্‌যাপন করিয়া তৎপশ্চাৎ দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় সম্মিলিত হন।

অমানিশার আগমনে যেমন নিশীথ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, শ্রীল ঠাকুরের আত্ম-সঙ্গোপন-লীলাও যেন বৈষ্ণব-জগতের পক্ষে ঐরূপ অভাবনীয় রূপ ধারণ করে। তাঁহার বিরহে বৈষ্ণবগণ যে-অভাববোধ করিতেছিলেন সেই স্থানে আর এক উদ্ভাবিত জ্যোতিষ্ক-সদৃশ গৌড়ীয়-গগনকে তদীয় উত্তরাধিকারীসূত্রে আলোকিত করিলেন আচার্য্যভাস্কর চিদ্বিলাস প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

বিভিন্ন শাস্ত্রাদি মন্থন করত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায় শতগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থরাজি এবং লুপ্ততীর্থাদি প্রকাশ এবং বৈষ্ণব-দর্শনের প্রতিপাদ্য-বিষয়াদি ব্যাপকরূপে প্রচার-আচার করিয়া এক নবদিগন্তের দিগ্‌প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন তাহা যেমন অভূতপূর্ব্ব তেমান এক বিরাট জাগরণের অধ্যায়-সূচনাও করিয়াছেন।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পুনরাবৃত্তি করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদও বলিতে গিয়া অত্যুক্তি করেন নাই যে,—"সেই দিন আর বেশী

বাকী নাই, যেদিন পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-কথায় মুখরিত হইবে। শ্রীচৈতন্য-দর্শন জানিবার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তবাসী উদ্‌গ্রীব হইবেন" ··· ইত্যাদি।

আজ "কৃষ্ণ-চেতনায়" জগদ্বাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে কত শত-শত, সহস্র-সহস্র নরনারী জড়ীয় জগতের সুখ-বিলাস, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নির্ম্মৎসর গৌর-কথা প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিয়া আচার ও প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি, দেশ-কাল, পাত্রের জন্য নহে পরন্তু সমস্ত জীব-জগতের জন্য—এককথায় উহা সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্ম, এই আত্মধর্ম্মই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম।

জগতের লোক যতদিন পর্য্যন্ত আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না, ততদিন পর্য্যন্ত তথাকথিত বিভিন্ন ধর্ম্মীয় আবর্ত্তে সংঘাতের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইবেন। যে-দিন জীবের আত্মদর্শন ঘটিবে, সেইদিনই নিত্যধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারিবেন; নচেৎ মনোধর্ম্ম, শরীর-ধর্ম্ম প্রভৃতির প্রতি মোহযুক্ত হইলে বিভেদ পূর্ণমাত্রায় আরোপিত হইতে বাধ্য থাকিবে এবং এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির গণ্ডিতে আবদ্ধ হইলে জগতে কখনই শান্তির বন্যা প্রবাহিত হইবে না বা হইতে পারে না।

এই আত্মধর্ম্মের কথা যাঁহারা জগতে দৃক্‌পাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃততে নির্ম্মৎসর, তাঁহারাই প্রকৃততে জগতের হিতকারী বান্ধব। "Back to God and Back to Home—this is the message of Goudiya Misson."—ইহাই গৌড়ীয়গণের প্রচারিতব্য বিষয়।

কৃষ্ণ ছাড়ি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

আমি কে? সংসারই বা কি? এর কারণই বা কি? এবং এই কারণের হেতুই বা কি? আর সমস্ত কারণের কারণ-সংঘাত উৎসই বা কোথা হইতে —কোথেকে? ইহার অনুসন্ধান না করে শুধু খাওয়া-পরা, রোগের চিকিৎসা করিলেই বা কি হইবে? যদি তাহাতে আমাদের শান্তি হয় তবে মৃত্যু, বার্দ্ধক্য-রোধ কি কখনও সম্ভব? অবিনশ্বর আত্মচিন্তায় যে পর্য্যন্ত আমরা বিভাবিত হইতে পারি নাই, ততদিন পর্য্যন্ত নশ্বর চিন্তা আমাদিগকে উদ্বেলিত করিবেই। তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ গাহিয়াছেন,—

দন্তেনিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও রথযাত্রা উপলক্ষে পূর্ব্বদিবস শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন ও পরের দিন রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীগৌরধারায় বিভাবিত হইয়া "কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই"—এই প্রবল ভাব লইয়া "জয় জগন্নাথ, জয় বলদেব, জয় সুভদ্রাজী কি জয়"—প্রভৃতি উচ্চ ধ্বনিতে নবদ্বীপের আকাশ মুখরিত করিতে করিতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইয়া শহরের প্রধান প্রধান পথগুলি অতিক্রম করত সন্ধ্যালগ্নে ফাঁসিতলা ঘাটস্থ শ্রীমনসমা-মন্দিরের সন্নিকটে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হন। এইস্থানে অষ্টরাত্রি অতিক্রম করিয়া নবমদিবসে পুনঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রথারূঢ় করত পূর্ব্ববৎ সুন্দরাচলের দিকে যেমন ক্ষেত্রমণ্ডলে পুনর্যাত্রার অনুষ্ঠান হয় অথচ "কৃষ্ণে লঞা ব্রজে যাই এ-ভাব অন্তর" এবং 'যঃ কৌমারহরঃ' কাব্যে পরিস্ফুট আছে তাহাতেই উদ্দীপনা আনয়ন করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে
শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব প্রতিবৎসরেই শ্রীঝুলন-যাত্রায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বৎসরেও মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজের উদ্যোগে ও মঠের অন্যান্য সেবকবৃন্দের ঐকান্তিক সেবা-প্রচেষ্টায় উক্ত অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন হয়।

এই উপলক্ষে ২৫শে শ্রাবণ (ইং ১০।৮।৮১) সোমবার হইতে ৩১শে শ্রাবণ (ইং ১৬।৮।৮১) রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিশেষ পাঠ-কীর্ত্তন, বক্তৃতা, বিবিধ উপকরণের ভোগ এবং ছায়াচিত্র-প্রদর্শনী তথা মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ অনুষ্ঠান সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২৫শে শ্রাবণ সকাল হইতেই শ্রীমন্দির তথা তোরণ বিভিন্ন পত্র-পুষ্প, পতাকা, মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি-দ্বারা শ্রীমঠকে সুসজ্জিত এবং হিন্দোল-দোলায়

বস্ত্র ও বহুপ্রকার রঙ্গীন-কাগজ প্রভৃতি দ্বারা চিত্রিত ও সজ্জিত করা হয়। অধিবাস-দিবসে সন্ধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীল বৈষ্ণব মহারাজ হিন্দোল বা শ্রীঝুলন-উৎসব সম্পর্কে প্রাক্‌কথন তথা গৌড়ীয় দর্শনে উহার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে বর্ণনা করেন।

২৬শে শ্রাবণ মঙ্গলবার ঝুলনযাত্রা-দিবসে শ্রীহরিবাসর বা একাদশী তিথিবরা সমাগতা হন। ঐদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলেপর কীর্ত্তনমুখে নগর-পরিক্রমা করা হয়। নগর-পরিক্রমান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবস হরিবাসর ও ঝুলন উপলক্ষে সম্পূর্ণ দিন শ্রীভাগবত পারায়ণ এবং দ্বিপ্রহরে বিশেষ ভোগরাগের ব্যবস্থা করা হয়।

ঐদিন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ সদলবলে উপনীত হইয়া আরও উৎসবের শোভা বর্দ্ধন করেন। এই উৎসব উপলক্ষে পার্শ্ববর্ত্তি স্থান হইতে এমনকি বহু দূর দূর প্রান্ত হইতেও নিমন্ত্রিত ভক্তবৃন্দ তথা সজ্জনগণও উপনীত হন।

ঐদিন বৈকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রীবৈষ্ণব-সম্মিলনীর সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ হিন্দোলদোলায় শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর ঝুলন-যাত্রা উন্মোচন করেন। তাঁহার উন্মোচনী সভায় নাতিদীর্ঘ ভাষণ যেমন হৃদয়গ্রাহ্য ছিল—তেমনি ছিল তাৎপর্য্যব্যঞ্জক।

এই উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মহতী ধর্ম্মীয় সভার আয়োজন ছিল। শ্রীবলদেব-পুর্ণিমার দিন বিশেষভাবে আয়োজিত ধর্ম্মীয় সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ শ্রীবলদেব-তত্ত্ব, ঝুলনযাত্রার বৈশিষ্ট্য ও ইহার তাৎপর্য্যপুর্ণ ব্যাখ্যা বর্ণন করেন এবং রাতে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনাদি দেখান হয়।

উৎসব সমাপ্তির দিন অর্থাৎ ৩১শে শ্রাবণ সূর্য্যোদয় অন্তে শ্রীবলদেব-পূর্ণিমার পারণ উপলক্ষে ভোর হইতেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আগন্তুক সকলকেই মহাপ্রসাদ প্রদান করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা করা হয় নাই। এই উৎসব সম্পাদনায় মঠের সেবকবৃন্দের অকুণ্ঠ পরিশ্রম দর্শকবৃন্দকে অভিভূত করিয়াছে।

—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

———

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৩শ বর্ষ | কারণোদশায়ী ৩ পদ্মনাভ, ৪৯৫ গৌরাব্দ | ৭ম সংখ্যা
৩১ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৮ ; ইং ১৭।৯।১৯৮১

সানুবাদং

শ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্]

১। অস্ত্যেকঃ পরমোপায়ো ভবতঃ পাপনিষ্কৃতৌ।
সর্ব্বভক্ষাখ্যদোষস্য বদরীং শরণং শ্রয়॥ ২৮॥

১। (শ্রীব্যাস বলিলেন)—হে বৈশ্বানর! আপনার পাপ-নিষ্কৃতির এক পরম উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। **আপনি বদরীর শরণ গ্রহণ করুন, তবেই আপনার সর্ব্বভুক্-নামের দোষ উপশম হইবে॥ ২৮॥**

২। যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
ভক্তানামপ্যভক্তানামঘহা মধুসূদনঃ ॥ ২৯ ॥

৩। তত্র গঙ্গাম্ভসি স্নাত্বা কৃত্ব প্রদাক্ষণং হরেঃ।
দণ্ডবৎ-প্রণিপাতেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

২-৩। যে-স্থানে সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবদেব জনার্দ্দন বিরাজ করেন এবং সেই মধুসূদন কি অভক্ত, কি ভক্ত, সকলেরই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন; আপনি তথায় গমনপূর্ব্বক জাহ্নবীজলে স্নান, হরির প্রদক্ষিণ এবং তাঁহার চরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করুন। এইরূপ করিলেই আপনার সকল পাপ ক্ষয় হইবে ॥ ২৯-৩০ ॥

৪। ততো ব্যাসমুখাচ্ছ্রুত্বা ঋষীণামনুবাদতঃ।
উত্তরাভিমুখো বহ্নির্গন্ধমাদনমাযযৌ ॥ ৩১ ॥

৪। অনন্তর বৈশ্বানর শ্রীব্যাসের মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঋষিগণের অনুমোদনক্রমে উত্তরাভিমুখ হইয়া গন্ধমাদনে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

৫। ততো বদরিকাং প্রাপ্য স্নাত্বা গঙ্গাম্ভসি স্বয়ম্।
নারায়ণাশ্রমং গত্বা নত্বা প্রোবাচ ভক্তিমান্ ॥ ৩২ ॥

৫। তিনি ক্রমে **বদরিকাশ্রমে** উপনীত হইয়া গঙ্গাজলে স্নান করত **নারায়ণাশ্রমে** গমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন— ॥ ৩২ ॥

অগ্নিউবাচ—

৬। বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘনং পুরাণং, সনাতনং বিশ্বসৃজাং পতিং গুরুম্।
অনেকমেকং জগদেকনাথং নমাম্যনন্তাশ্রিত-শুদ্ধবুদ্ধিম্ ॥ ৩৩ ॥

৬। **অগ্নি বলিলেন**,— যিনি বিশুদ্ধ, বিজ্ঞানঘন, পুরাণ, সনাতন, প্রজাপতি-পতি, গুরু, অনেক, এক, জগতের একমাত্র নাথ, অনন্ত, আশ্রয় ও শুদ্ধবুদ্ধি—আমি সেই বিভুকে নমস্কার করি। ৩৩ ॥

৭। মায়াময়ীং শক্তিমুপেত্য বিশ্বকর্ত্তারমুদ্দিশ্য রজোপযুক্তম্।
সত্ত্বেন চাস্য স্থিতিহেতুমুগ্রমথো তমোভিগ্রসিতারমীড়ে ॥ ৩৪ ॥

৭। যিনি বিশ্ব-সৃষ্টির নিমিত্ত স্বীয় মায়াময়ী শক্তির আশ্রয়ে রজোযুক্ত হইয়াছেন, বিশ্বপালনের জন্য যাঁহার সত্ত্বমূর্ত্তির বিকাশ এবং সেই বিশ্বের গ্রাসের জন্যই যিনি পুনরায় উগ্র তমোমূর্ত্তি অবলম্বন করেন, আমি সেই বিষ্ণুকে পূজা করি ॥ ৩৪ ॥

৮। অবিদ্যয়া বিশ্ববিমোহিতাত্মা, বিদ্যৈকরূপং বিততং ত্রিলোক্যাম্।
বিদ্যাশ্রিতত্বাৎ সকলজ্ঞমীশ মবিদ্যয়া তু জীবোঽহং প্রপদ্যে ॥৩৫॥

৮। যিনি অবিদ্যা দ্বারা বিশ্বকে বিমোহিত করেন, ত্রিলোকে যাঁহার একমাত্র বিদ্যারূপ বিস্তৃত; বিদ্যার আশ্রয়ে যিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, আমি অবিদ্যাহত জীব তাঁহার শরণাগত হই ॥ ৩৫ ॥

৯। ভক্তেচ্ছয়াবিষ্কৃত-দেহযোগমাভোগ-ভোগার্পিতযোগযোগম্।
কৌশেয়-পীতাম্বর-জুষ্টশক্তিং, বিচিত্রশক্ত্যষ্টময়েষ্টমীড়ে ॥ ৩৬ ॥

৯। যিনি ভক্তের ইচ্ছায় দেহযোগের আবিষ্কার করেন এবং ভক্তের ইচ্ছাতেই ভোগ-ব্যাপার প্রকাশাপ্রকাশ করেন; যিনি কৌশেয় পীত-বসন-ধারী ও শক্তির সহিত মিলিত এবং যিনি বিচিত্র অষ্টশক্তিময়, আমি সেই ইষ্টদেবকে স্তব করি ॥ ৩৬ ॥

১০। অথ প্রসন্নো ভগবান্ স্তুতঃ সর্ব্বৈর্হৃদি স্থিতঃ।
প্রোবাচ মধুরং বাক্যং পাবকং পাবনার্থিনম্ ॥ ৩৭ ॥

১০। অনন্তর সর্ব্বভূতের দেহবিহারী প্রসন্নাত্মা ভগবান্ এইরূপে স্তুত হইয়া পাবনার্থী পাবককে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন,— ॥ ৩৭ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

১১। বরং বরয় ভদ্রন্তে বরদোঽহমুপাগতঃ।
স্তবেনানেন তুষ্টোঽস্মি বিনয়েন তবানঘ ॥ ৩৮ ॥

১১। ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন,—হে অনঘ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বরদরূপে সমাগত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি প্রার্থনা কর ॥ ৩৮ ॥

অগ্নিরুবাচ—

১২। জ্ঞাতং ভগবতা সর্ব্বং যদর্থমহমাগতঃ।
তথাপি কথয়াম্যেতদীশ্বরাজ্ঞানুপালনম্ ॥ ৩৯ ॥

১৩। সর্ব্বভক্ষ্যো ভবাম্যেব নিষ্কৃতিস্তু কথং ভবেৎ।
অত্যন্ত-ভয়সম্পত্তিরেতস্মাজ্জায়তে মম ॥ ৪০ ॥

১২-১৩। **অগ্নি উত্তর করিলেন**,—হে ভগবন্! যদিও আপনি সমস্তই জানিতে পারিতেছেন যে, কিজন্য আমি উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করা আমার উচিত; এই কর্ত্তব্যবোধে বলিতেছি,—হে বিভো! আমি যদি সর্ব্বভক্ষ্যই হইলাম, তবে আমার নিষ্কৃতি কিরূপে হইবে? এজন্য আমার অত্যন্ত ভীতি জন্মিতেছে ॥ ৩৯-৪০ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

১৪। ক্ষেত্রদর্শনমাত্রেণ প্রাণিনাং নাস্তি পাতকম্।
মৎপ্রসাদাৎ পাতকন্তু ত্বয়ি মাস্তু কদাচন ॥ ৪১ ॥

১৪। **শ্রীনারায়ণ কহিলেন**,—হে অগ্নে! এই ক্ষেত্র দর্শনমাত্রেই প্রাণিগণের পাতক বিনষ্ট হইবে, আর আমার অনুগ্রহে কদাচ তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না ॥ ৪১ ॥

১৫। ততঃ প্রভৃতি ভূতাত্মা পাবকঃ সর্ব্বতো ভৃশম্।
কলয়াবস্থিতশ্চাত্র সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪২ ॥

১৫। হে স্কন্দ! তদবধি ভূতাত্মা পাবক সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত হইয়া পূর্ণকলায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

১৬। য এতৎ প্রাতরুত্থায় শৃণোতি শ্রাবয়েচ্ছুচিঃ।
অগ্নিতীর্থ-কৃতস্নানফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

১৬। যে শুচি মানব প্রভাতে শয্যা-পরিত্যাগের পর এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, নিঃসংশয়ে তাহার অগ্নিতীর্থ-স্নানের ফললাভ হয় ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে অগ্নিকৃত-বদরীনারায়ণ-স্তুতিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে অগ্নিকৃত বদরীনারায়ণ-স্তুতি-বর্ণন-নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

———

হরিনাম মহামন্ত্র

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত নাম-রূপাদির পার্থক্য

বস্তুর আদিম নিদর্শন সংজ্ঞা বা নাম। জড়বস্তুর রূপের সহিত, গুণের সহিত ও ক্রিয়ার সহিত বস্তুসংজ্ঞা বা নামের ভেদ আছে। নাম কিছু রূপ নহে, নাম কিছু গুণ নহে, অথবা নাম কিছু ক্রিয়া নহে। নাম রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার অন্তরালে মায়া অবস্থান করে বলিয়া আমরা বস্তুর নাম রূপাদির ব্যবধান বুঝিতে পারি। দ্বৈতজ্ঞান নিবন্ধন একই বস্তুর বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় মধ্যে মায়িক বা মাপিয়া লইবার উপযোগিতা বর্ত্তমান। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান মায়াতীত বৈকুণ্ঠবস্তুর নাম রূপ-গুণ ও লীলাদির মধ্যে মায়িক ভাব অবস্থান করিতে পারে না। তাহা অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া প্রকৃতির অতীত বস্তুতে মায়িক ব্যবধানঘটিত রূপগুণাদিতে ভেদ উৎপন্ন হয় না। হরি-বস্তুটি অপ্রাকৃত, ইহা প্রকৃতির সৃষ্টবস্তু-সমূহের অন্যতম নহে। পক্ষান্তরে হরি হইতেই প্রকৃতির উদয় মাত্র। হরি প্রাকৃত বস্তু না হওয়ায় নাম ও নামীর মধ্যে প্রাকৃত মাপিয়া লইবার যোগ্যতা অবসর নাই। অপ্রাকৃত হরিনাম ও প্রাকৃত মায়িকবস্তুসমূহের নাম পরস্পর ভিন্ন পরিচয়াশ্রিত।

'মন্ত্র' হইতে মনোধর্ম্মের ত্রাণ হয়

মনকে যাহা ত্রাণ করে তাহাই মন্ত্র। মন বাহ্য জগতের ভোক্তৃরূপে ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বস্তুসমূহ উপভোগে সমর্থ। যে-অনুষ্ঠান মনকে বাহ্য-বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইতে রক্ষা করে তাহা মন্ত্র। বাহ্য-বস্তুর ভোক্তা মন অন্তঃস্থিত বস্তুতে নিযুক্ত হইলে তাহার বাহ্য-বস্তু উপভোগ করিবার অবকাশ হয় না। ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্য জগতে ভ্রমণশীল হইলে মনের দ্বারা ভোগ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্য-জগতে ভ্রমণশীল হইলে মনের দ্বারা ভোগ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়-দেবগণ উপাস্য-বস্তুতে পরিণত হইলে তাহাদের বিষয়-ভোগ অর্থাৎ বাহ্যরূপ-রস-গন্ধ-শব্দস্পর্শাদি গ্রহণ হয়। তাহারা সংযত হইয়া অন্তর-বস্তুসমূহের আনুগত্যে নিযুক্ত হইলেই মনের পরিত্রাণ হয়। মনের পরিত্রাণসমূহই সাধন। মন্ত্রকেই সাধন বলা হয়। অসিদ্ধমন নিগৃহীত হইলে মন্ত্রসিদ্ধি। অন্তর-বস্তুসমূহের বহুত্ব ঐকান্তিকতার বিরোধী। বহুত্ব-নিবন্ধন বহু বস্তুর সেবক হওয়া মন্ত্রসিদ্ধির ব্যাঘাতমাত্র।

'নাম' মুক্তের গ্রহণীয়ঃ বদ্ধের পক্ষেও মুক্তির জন্য নাম

অসিদ্ধজন অসংযত মনকে শাসন করিতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। তখন তিনি সাধনকার্য্যে রত বলিয়া সাধক নামে কথিত হন। অনর্থযুক্ত-ভাবসমূহ তাঁহাকে যে-কালে উদ্বেলিত করে, সেইকালে অনর্থ-হস্ত হইতে মুক্তি-লাভের জন্য তাঁহার মন্ত্র গ্রহণ। উন্নত অবস্থায় অনর্থ-নিবৃত্তোন্মুখ হইলে হরি-নিষ্ঠ মুক্তমন "হরিনাম' গ্রহণে উপযোগী হন; **মুক্তানর্থ ব্যক্তিই শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন।**

'মন্ত্র' অনর্থযুক্ত জীবকে অনর্থমুক্ত করে; নাম অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে কৃষ্ণপ্রাপ্ত করায়।

'নাম' ও 'মন্ত্রের' পার্থক্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন। সংসারমুক্ত বিষয়-বাসনা-রহিত মুক্তকুল শ্রীরূপানুগত্যে হরিনাম গ্রহণে উপাসনা করিতে সমর্থ হন। 'নামে' সম্বোধনের পদ; 'মন্ত্রে' (অবস্থিত) নামে চতুর্থান্ত-যুক্ত জড়াহঙ্কার-নিরোধক সম্বন্ধ-জ্ঞান পরিস্ফুট। সম্বোধনকারী সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট, সম্প্রদানকারী অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত হইয়া সম্বন্ধ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী।

জপ্য 'মন্ত্র' অপেক্ষা কীর্ত্তনীয় 'নাম' শ্রেষ্ঠ

চতুর্থান্ত প্রণবযুক্ত স্বাহা, স্বধা বা নমঃ সম্বলিত মন্ত্রে 'নাম' আছে তথাপি তাহার সহিত **'নামে'**র ভেদ এই যে, 'নাম' নাম-ভজনে সম্বোধনের পদমাত্র। **নামে সম্বোধন ব্যতীত অন্য বিভক্তি** নাই। নামের নিকট আত্ম-সমর্পণ বা অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত ভাব-যাজনই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বোধনই যথেষ্ঠ। যে-কালে জীব সাধনরাজ্যে প্রবেশ করেন, তাহার মন্ত্রজপই প্রধান অনুষ্ঠান। জপ দুই প্রকার—মানস জপ ও উপাংশু জপ। জপবিচারে উচ্চারিত শব্দ অপরের কর্ণগোচর হইলে, নিজের জপের সফলতা হয় না। সেজন্য স্বল্প বা লঘুউচ্চারণ যুক্ত উপাংশু জপ অপেক্ষা মানসরূপ অর্থাৎ যেখানে উচ্চারণকার্য্য মনে-মনে সম্পাদিত হয়, তাহার শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কথিত হয়। জপ-দ্বারা কেবল জপকারীর স্বার্থ সিদ্ধি হয়, পরের তদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না; কিন্তু জপ-বিচারে উপাংশু জপাপেক্ষা মানস জপ মন্ত্র সিদ্ধির অধিক সফলতা। জপ ও কীর্ত্তনের মধ্যে ভেদ এই

যে, জপকারী নিজ স্বার্থপর, কিন্তু কীর্ত্তনে 'জীবে দয়ার' প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেদীপ্যমান। **যদি কীর্ত্তন না থাকে, তাহা হইলে জ্ঞাপক সম্প্রদায়ের উৎপত্তির অভাব ঘটে।** মন্ত্রের আকর্ষণ কীর্ত্তনমুখেই হয়, পরে তাহাই শিষ্যের জপের অবলম্বন হয়।

জপ অপেক্ষা কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি ষোড়শ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,—

'জপকর্ত্তা' হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক পুরাণে কেনে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে॥ (চৈঃ ভাঃ ২৮৪-২৯০)

নারদীয় পুরাণে প্রহ্লাদবাক্য—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মনঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্‌শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥

উচ্চ 'নাম' কীর্ত্তনের উপদেশ

কীর্ত্তনের সংজ্ঞানিরূপণে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—

নামরূপগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।
মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ এই যে (শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য ২৩ অধ্যায়)—

প্রভু বলে, কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণগুণ 'নাম' বই না বলিহ আর॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সবে 'হাতে তালি' দিয়া॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥

শ্রীনামের অসংখ্যাত উচ্চ-কীর্ত্তন

মহামন্ত্রের মানস জপ হইতে পারে, মহামন্ত্রের উপাংশু জপ হইতে পারে, আবার মহামন্ত্রের কীর্ত্তন হইতে পারে। উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনের কথা ক্রমসন্দর্ভ ৭ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়ে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন যে,—"নাম-কীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্। অত্র যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা। অতএব **যত্তন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তি-সংযোগেনৈব।**" সুতরাং চতুঃষষ্টি প্রকার সাধনভক্তির অন্যতম **'জপকার্য্য' কীর্ত্তনযোগেই করিতে হইবে**; ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার অভিপ্রায়েই "সর্ব্বক্ষণ বল" এইরূপ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উপাংশু বা মানসজপাদি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিযোগেই কর্ত্তব্য, ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের অভিমত।

'সর্ব্বক্ষণ বল' এই বাক্যে প্রকৃত অর্থ

'বল' এই বাক্য ও 'সর্ব্বক্ষণ বল' প্রভৃতি বাক্যে জপ কিরূপে করিতে হইবে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। পুনরায় 'কীর্ত্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া' উক্তিতে মহামন্ত্র জপ-কীর্ত্তন এবং অনেকে একত্র হইয়া ঘরে এবং নগরে করতালি সহ কীর্ত্তনের স্পষ্ট আদেশ থাকিতে অন্য মন্ত্রের ন্যায় কেবল জপের ব্যবস্থা নিরাকৃত হইয়াছে।

শ্রীনামকীর্ত্তন-বিরোধী মতের খণ্ডন

আধুনিক সারগ্রাহিতাহীন ভারবাহীসম্প্রদায়ের মহামন্ত্রে কেবল জপপ্রথা প্রচারটী কুপ্রচার ও অসৎসিদ্ধান্ত-মূলে উদ্ভাবিত বলিয়া অগ্রাহ্য জানিতে আর কাহারও বাকী নাই। এই সকল কুপ্রথা ও সিদ্ধান্ত-বিরোধ হইতেই মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে নবীন ছড়াসমূহের কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ছড়া-কীর্ত্তনে মনুষ্যের রচিত সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ অসম্বন্ধ নামসমূহ মহাপ্রভুর মত-বিরোধী। অনর্থযুক্তজীব মন্ত্র রচনা করিতে অধিকারী নহেন। মন্ত্র শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে প্রাপ্তব্য। যে গুরু-সজ্জায় সজ্জিত জীব নিজ অহঙ্কার বৃদ্ধির জন্য কল্পিত নাম-মন্ত্র রচনা করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ অবহেলা করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠান কোন ব্যক্তিই আদর করিতে পারেন না। **"ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্।"**

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীগৌর কৃষ্ণ অভেদ

শ্রীগৌর ও কৃষ্ণ অভেদ-বিষয়ে নবীন মতবাদ

আজকাল কতকগুলি লোকের মনে এরূপ হইয়াছে যে, কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর গতি নাই। তাঁহার নাম স্মরণ ও তাঁহার মন্ত্র উপাসনা ব্যতীত আর উপাসনা নাই। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের আবশ্যক নাই। ইহা যে কেবল কলিকাতা নগরীতে আছে, তাহা নহে, কিন্তু অনেকানেক ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও অনেকে এই কথা প্রচার করিতেছে।

স্মার্ত্ত-তান্ত্রিক-মতে কৃষ্ণভজন অশাস্ত্রীয়; শ্রীগৌরানুগত্যে কৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠত্ব

এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই, একথা নিতান্ত সত্য। যাঁহারা স্মার্ত্তমতে বা তান্ত্রিক-মতে কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভজনে প্রেমোদয় হয় না, ইহা সত্য। স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিক কৃষ্ণ-ভজনে সম্বন্ধ-জ্ঞানের নিতান্ত অভাব, সুতরাং তাহাদের ভজনই ভজন-বিরোধী। এই মাত্র বলা উচিত, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণ আশ্রয় করত কৃষ্ণ-ভজন না করিলে পরম-পুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়-কালের পূর্ব্বে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী

প্রভৃতি কৃষ্ণ-ভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতপ্রিদ ছিল। যদিও শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবের বাহ্য প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।

শ্রীগৌরানুগত্যে কৃষ্ণভজনকারীর সৌভাগ্য ও মহিমা

যাহাই হউক, শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ের পর যাঁহারা প্রভুর উপদেশ-মত প্রভুর লীলা চরিতোদিত কৃষ্ণভক্তি অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যেরূপ অপূর্ব্ব উদয়, তাহা পূর্ব্বে আর কোথায় দেখা যায় না। কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ চরণাশ্রয় করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহারাই জগতে পরম ধন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পরিত্যাগ করা যাহাদের মত হইয়াছে, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না;

গৌরভজন ও কৃষ্ণ-ভজন একই তাৎপর্য্যপর। উভয় লীলাই অভেদ ও নিত্য

গৌর-কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাহারা মনে করেন, গৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাহাদের গৌর কৃষ্ণে ভেদ-জ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। কৃষ্ণলীলায় ভজন বিষয় প্রতিভাত, গৌরাঙ্গ-লীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, ততই কৃষ্ণলীলা মনে পড়ে। কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া গৌর, এবং গৌর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ—কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। গৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়।

গৌর-কৃষ্ণলীলা ওতপ্রোতভাবে কলিজীবের মঙ্গলদায়িনী

এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। "আমরা গৌর ভজিব, আর কৃষ্ণস্মরণ করিব না।"—একথা একটী দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ কৃষ্ণ ভজিব, গৌরকে স্মরণ করিব না,—ইহাও মহাদুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে কলি-জীবের পরমামৃতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। একটু

বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে গৌর কৃষ্ণ পরস্পর এক বলিয়া মনে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত।—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ (ভাঃ ১১।৫।৩২)

গৌর ব্যতীত কৃষ্ণ-ভজন এবং কৃষ্ণ-ব্যতীত গৌর-ভজন উভয়ই শাস্ত্র-বিরোধী পন্থা

শ্রীগৌরাঙ্গ কে? যেই গৌর, সেই কৃষ্ণ—কৃষ্ণ স্বয়ং গৌর হইয়া নিজে কৃষ্ণরস আস্বাদন করত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণশূন্য গৌর-উপাসনা একটি প্রথা হয়, তাহা গৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন; শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা গৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাসনা-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না। সমস্ত গোস্বামী-মণ্ডলীর উপদেশ অবজ্ঞাপূর্ব্বক যাহারা কেবল গৌরবাদী হইবেন, তাহাদের একটি নূতন পন্থা হইল, বলিতে হইবে।

নিষ্ঠাভেদে স্বতন্ত্রভাবে গৌর ও কৃষ্ণ-ভজনের দৃষ্টান্ত থাকিলেও একটি অপরটির পরিপূরক

কতকগুলি মহাপুরুষের কেবল গৌরাঙ্গে সমস্ত ভজন-সিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও তাঁহাদের পক্ষে নিষ্ঠাভেদে কৃষ্ণভজন বলিতে হইবে। কৃষ্ণই গৌর হইলেন, আমরা গৌরাঙ্গ পরিকরে নিত্য অবস্থিতি করিতেছি,—এই ভাবিয়া স্ব-স্ব নিষ্ঠা ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভজন সাধারণ ভক্তের পালনীয় নহে, ভক্ত বিশেষের নিষ্ঠা মাত্র। কিন্তু ঐ সকল ভক্তেরা নিজ নিষ্ঠায় রত থাকিয়া গৌর কৃষ্ণের অভেদ-নিষ্ঠ ভক্তদিগের কখনই বিরুদ্ধ উপদেশ দেন নাই, তাঁহারাও যেখানে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন হইত, তথায় তাহাতেই যথেষ্ট মগ্ন থাকিতেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, গৌর ভজন-রূপ একটী মতবাদ না হয়। নিরন্তর শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করি, তাহাতে দোষ নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজন নিষেধ করিতে পারি না; বিশেষতঃ কেবল গৌর-ভজনের দ্বারা পরে গৌরাঙ্গের কৃপায় তাহাদেরও কৃষ্ণ-ভজন দৃঢ় হইবে, ইহাই ফল বলিয়া বোধ হয়।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থান্ বিবিধবিকৃতিভিস্তুচ্ছতাং দর্শয়ন্তং
প্রেমানন্দং প্রসূতে সকলতনুভৃতাং যস্য লীলাকটাক্ষঃ।
নাসৌ বেদেষু গূঢ়ো জগতি যদি ভবদীশ্বরো গৌরচন্দ্রস্তৎ
প্রাপ্তোঽনীশবাদঃ শিবশিবগহনে বিষ্ণুমায়ে নমস্তে ॥ ৪২ ॥

করুণ কটাক্ষে যাঁর ধর্ম্ম অর্থ কাম আর
মোক্ষাদিরে তুচ্ছ বোধ হয়।
সকল আনন্দকন্দ জীবে দেয় প্রেমানন্দ,
গৌরাঙ্গ সমান কেহ নয় ॥
বিষ্ণুমায়া তোরে নমস্কার।
দুর্জ্ঞেয় প্রভাব তব, আমি আর কি কহিব,
জীবে কৈলে শবের আকার ॥২॥ ধ্রু
হরি হরি শিব শিব, অচেতন প্রায় জীব,
চৈতন্য-চরণ পাসরিয়া।
গৌরাঙ্গ ঈশ্বর নহে, অদ্ভুত সাহসে কহে,
তব মোহে মোহিত হইয়া ॥ ৩ ॥
বেদের সিদ্ধান্ত গূঢ়, বুঝিতে না পারে মূঢ়,
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে গৌরতত্ত্ব।
বেদ কহে "কৃষ্ণবর্ণ" মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য,
প্রবর্ত্তন কৈল সর্ব্ব সত্ত্ব ॥ ৪ ॥
শ্রুতিসার গীতা কহে, "আদিত্যবর্ণ" বলি তাহে,
সে পুরুষ মায়ার অতীত।
"ত্বিষাই কৃষ্ণ" বর্ণ যার, ভাগবতে কহে সার,
কলিযুগে বর্ণ হ'বে পীত ॥ ৫ ॥
সুবর্ণবর্ণ হেম দেহ, চন্দনে চর্চ্চিত সেহ,
অঙ্গদাদি করেন ধারণ।
মহাভারতের বাণী, সন্ন্যাস করিল যিনি,
শান্ত নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণ ॥ ৬ ॥

উপপুরাণ সৌর,　　কহে বর্ণ স্বর্ণগৌর,
সুদীর্ঘাঙ্গ গঙ্গাতীরে বাস।
দয়ালু কীর্ত্তনকারী,　　কলিযুগে গৌরহরি,
করিবেন প্রেমের প্রকাশ ॥ ৭ ॥
"কৃষ্ণবর্ণ" মনু কহে,　　"স্বপ্নধী অগম্য" তাহে,
এইরূপে সর্ব্ব শ্রুতি শাস্ত্র।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিভু,　　শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্ব প্রভু,
গূঢ়রূপে কহেন সর্ব্বত্র ॥ ৮ ॥
সর্ব্বেশ্বর গৌরচন্দ্র,　　যদি নাহি কহে মন্দ,
হরি হরি কি করিব হায়।
অনীশ্বরবাদ ভবে,　　জীব প্রাপ্ত হৈল তবে;
বিশ্ব হৈল অচৈতন্য প্রায় ॥ ৯ ॥
উঠ জাগ জীবগণ,　　না রহিও শব হেন,
প্রাপ্যবর লহ বিচারিয়া।
অচেতন দশা ত্যজি'　　চৈতন্য চরণ ভজি'
প্রাপ্য কৃষ্ণপ্রেম লভ গিয়া ॥

ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপি বাগ্মিতাং ধিগ্‌যশো
ধিগধ্যায়নমাকৃতিং নববয়ঃ শ্রিয়ঞ্চাস্তুধিক্।
দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিক্
নচেৎ পরিচিতঃ কলৌ প্রকটগৌরগোপীপতিঃ ॥ ৪৩ ॥

অষ্টাবিংশ কলিযুগ প্রথম সন্ধ্যায়।
গোপীপতি কৃষ্ণ অবতীর্ণ নদীয়ায় ॥
সর্ব্বেশ্বর—কৃষ্ণ, রাধা—কান্তাশিরোমণি।
কান্তাকান্ত্যে অঙ্গ ঢাকা গৌরগুণমণি ॥
অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর বিপ্রলম্ভ রসে।
স্বীয় গূঢ় বাঞ্ছা পূরে অশেষ বিশেষে ॥
সর্ব্বজনপরিচিত এই গৌরহরি।
যে জন না ভজে তা'র কিসের চাতুরী ॥

ধিক্ সে উজ্জ্বলকুল সর্ব্ব সদাচার।
বাগ্মিতায় ধিক্ ধিক্ বেদপাঠ তার॥
অঙ্গের সৌন্দর্য্যে ধিক্ নবীন বয়স।
ধিক্ সে সম্পত্তি আর বহু মান যশ॥
দ্বিজত্বেও ধিক্, ধিক্ বিমল আশ্রম।
সর্ব্ব ক্রিয়া কর্ম্ম তা'র বৃথা পরিশ্রম॥
চারিবর্ণাশ্রমী যদি গৌরাঙ্গ না ভজে।
সর্ব্বক্রিয়া করিলেও নরকেতে মজে॥
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে সবে ভজ শ্রীচৈতন্য।
অবহেলে কৃষ্ণপ্রেম লভি হও ধন্য॥ ৪৩॥

শ্রীক্ষেত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৬ পৃষ্ঠার পর)

রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের মন্দিরে বিগ্রহের সন্নিকটে একটী কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত ধর্ম্মবাহনকুক্কুর মূর্ত্তি ছিল। শ্রীরামানুজাচার্য্য ঐ কুক্কুর মূর্ত্তিকে শ্রীবিগ্রহের নিকট হইতে অপসারিত করিয়া দেন এবং শ্রীমন্দিরের সেবার সৌষ্ঠব বিধান করেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে নিত্যানন্দপ্রভু এবং পরে অদ্বৈতপ্রভু, ঠাকুর হরিদাস, স্বরূপ দামোদর ও তদনুগত গোস্বামিগণ ও তাঁহার যাবতীয় গৌড়ীয়ভক্ত এইস্থানে আগমন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবের' পরমসম্মানিত ও সেবিত ক্ষেত্ররূপে জগজ্জীবের সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। এমন কি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র আপনাকে নবদ্বীপচন্দ্রের চরণে বিক্রীত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের প্রধানকার্য্যাধ্যক্ষ রায় রামানন্দ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাদি এই নীলাচলক্ষেত্রে গৌরসুন্দরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহা-

প্রভুর সময়ে এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে একটী যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার পর ২৪ বৎসরের মধ্যে—

"অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১।২২

পূর্ব্ব ৬ বৎসরের মধ্যেও তিনি নীলাচলে গমনাগমন করিয়াছেন। এই নীলাচলে এককালে সুকৃতিমান্ জীব যুগপৎ 'চলাচল', 'দুই ব্রহ্ম' ও গৌর-শ্যামরূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সাগরে নদ-নদী-মিলনের ন্যায় মহাপ্রভুর বহুদেশস্থ ভক্তগণ মহাপ্রভুর পদামৃত-সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। এইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়—ব্রজনাগরী-শ্রেষ্ঠা বৃষভানুনন্দিনীর ভাবে বিভাবিত হইয়া ও তদ্রূপ পৃথক্‌ভাবে আবার বৃষভানুনন্দিনীর ভাবস্বরূপা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর কৃষ্ণবিরহোন্মাদ-দশা প্রদর্শন করাইয়া জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য নিরন্তর কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন। গুণ্ডিচা-মার্জ্জনলীলাদ্বারা কৃষ্ণ-আরাধকের চিত্ত কিরূপ অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত—শুদ্ধ—নির্ম্মল—বৃন্দাবনস্বরূপ হওয়া উচিত, তাহা জানাইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে জগতে নামাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার নির্য্যাণান্তে তাঁহার চিদানন্দময়দেহ ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য, ভক্তগণের দ্বারা তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করান ও স্বয়ং ভগবান হইয়াও ভক্তের বিরহোৎসবের জন্য স্বহস্তে ভিক্ষা করিয়া মহোৎসব সম্পাদন প্রভৃতি লীলাদ্বারা ভক্ত-ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ বা শ্রৌতমতের নামে অশ্রৌতমতদুষ্ট শাঙ্কর বেদান্ত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধ বেদান্তসিদ্ধান্ত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় শাঙ্কর-বেদান্ত-মতগ্রস্ত বৈদান্তিককে শুদ্ধ বৈদান্তিক-আচার্য্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং সার্ব্ব-ভৌমের ন্যায় নৈষ্ঠিক স্মার্ত্তের দ্বারা মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিয়াছেন। মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর এই নীলাচলে জীবের প্রতি তাঁহার অমন্দোদয়-দয়ার কতই না আদর্শ বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং নীলাচল-ক্ষেত্র যে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণেরই আপনার আদরের ও সেবার বস্তু এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এখনও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে কাশীমিশ্রের ভবনে গম্ভীরা বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনস্থলী বিরাজ করিতেছেন। এখনও শ্রীরায় রামানন্দের

প্রতিষ্ঠিত গৌরপদাঙ্কিত 'জগন্নাথবল্লভ-উদ্যান বিরাজিত থাকিয়া সাবরণ শ্রীগৌরসুন্দরের পবিত্রস্মৃতি উদ্দীপন করিয়া দিতেছে। নবরাত্র যাত্রার সময় মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে প্রেমানন্দে এই জগন্নাথবল্লভে অবস্থান করিতেন। কোন সময়ে বৈশাখী পূর্ণিমা-যামিনীতে আশ্রয়ের ভাবে প্রমত্ত শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক নানাপ্রকার দিব্যোন্মাদ প্রকাশ করিতে করিতে— "অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১৯শ পরিচ্ছেদে এই সকল অপ্রাকৃত-লীলার বিস্তৃত বিবরণ অনর্থমুক্ত অপ্রাকৃত-রসিকপুরুষগণের উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও জগন্নাথবল্লভ যে একমাত্র গৌড়ীয়বৈষ্ণবেরই স্থান এ বিষয়ে কোনও মতদ্বৈত থাকিতে পারে না। শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের দ্বারা এ স্থানের সেবার উজ্জ্বলতা পুনঃস্থাপিত হওয়া বৈষ্ণবমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। আজও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভক্তগণের সহিত জলক্রীড়াস্থলী জগন্নাথ-বল্লভেরই অতি সন্নিকটে 'শ্রীনরেন্দ্র সরোবর' ও 'গুণ্ডিচার' নিকটে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর' বিরাজ করিতেছেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থলী, সমুদ্রতীরে ঠাকুর হরিদাসের সমাধি, মামু-ঠাকুরের সেবিত 'টোটা গোপীনাথ' পরবর্ত্তিকালের গঙ্গামাতা মঠ প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের জগমোহনে গরুড়-স্তম্ভের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন বলিয়া তাঁহার শ্রীপদযুগলের দুইটী আলেখ্য অর্চ্চা ঐস্থানে বিরাজিত ছিল। উক্ত পদাঙ্কদ্বয় বর্ত্তমানকালে মন্দিরের বাহিরে মন্দির-প্রাকারের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডে উচ্চ বেদীর উপর সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও শুনা যাইতেছে, এখন উহার সেবাবিষয়ে বিশেষ অযত্ন হইতেছে। দক্ষিণ-দ্বার দেশের নিকট 'শ্রীচৈতন্যমণ্ডল' নামে একটী স্থান আছে। উৎকল পাণ্ডা সম্প্রদায়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যত্নেই সেই স্থানটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিও বিরাজিত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই পুরুষোত্তমে আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত একটী মঠ বিরাজিত ছিল। এখন সেই মঠ অপ্রকাশিত হইলেও শ্রীল জীবগোস্বামি প্রভুর শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দের প্রতিষ্ঠিত একটী সমৃদ্ধ সেবা তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র যে সর্ব্বতোভাবে একমাত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবেরই তীর্থস্থান ও সম্পত্তি—এবিষয়ে কোন মতদ্বৈত থাকিতে পারে না।

শ্রীঋশ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান

পূর্ব্বকালে অযোধ্যার রাজা শ্রীলোমপাদ প্রথমে পরম সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে দৈববশতঃ দ্বাদশবর্ষ যাবৎ রাজ্যে অনাবৃষ্টির জন্য প্রজাগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়। ক্রমে ক্রমে দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দিল। অনাবৃষ্টিবশতঃ ক্ষেত্রে আর সেরূপ শস্যাদি জন্মে না। অন্নাভাবে প্রজাসকল ক্লিষ্ট হইয়া জীর্ণ-শীর্ণ হইতে লাগিল। এইসব দুর্লক্ষণ দেখিয়া রাজা মহা দুশ্চিন্তায় দিবারাত্র কালযাপন করিতেছেন। কি-প্রকারে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন, ভাবিয়া কোনই কূল-কিনারা পাইতেছেন না।

এমত সময়ে মন্ত্রী রাজাকে পরামর্শ দিলেন,—"মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন; বিখ্যাত ঋষি মহামুনি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋশ্যশৃঙ্গ মহাযোগী পুরুষ। আপনি তাঁহাকে আনয়ন করিয়া একটী বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন; তাহা হইলেই সুবৃষ্টি হইয়া রাজ্যের এই দারুণ অমঙ্গল বিদূরিত হইবে। আপনি আর কাল-বিলম্ব করিবেন না; তাঁহাকে আনিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করুন। বিভাণ্ডক ঋষি অত্যন্ত ক্রোধ-পরায়ণ, তিনি পুত্রকে কিছুতেই এই রাজধানীতে আসিতে দিবেন না। কারণ, ইহা ভোগের রাজ্য, আর তাঁহার পুত্র পরম যোগী। ঐ ঋষির অজ্ঞাতসারে তাঁহার পুত্রকে কোন কৌশলক্রমে ভুলাইয়া এ রাজ্যে আনিয়া যজ্ঞ করিতে পারিলেই সুবৃষ্টি হইয়া প্রজারক্ষা হইবে; নতুবা বর্ত্তমানে আর কোন উপায় দেখিতেছি না।" রাজা মন্ত্রীর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই এ কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন।

সুচতুর মন্ত্রী রাজাজ্ঞায় রাজ্যের মধ্যস্থিত শ্রেষ্ঠা এক বিলাসিনী সুন্দরী রমণীকে গোপনে আনয়ন করিয়া তাহার নিকট এই দারুণ সঙ্কটপূর্ণ প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত মুনিপুত্রকে রাজ্যমধ্যে আনয়ন করিয়া অনাবৃষ্টি দূর করিতে হইবে। সুন্দরী ঈষৎ হাস্য সহকারে মন্ত্রীকে বলিল,—'কোন চিন্তা নাই। মন্ত্রীবর! আমি কত যোগী-মুনি-ঋষিকে মোহিত করিয়াছি—এ সামান্য কার্য্য কি আর পারিব না? তবে এ কার্য্যে অনেক অর্থের আবশ্যক হইবে।' মন্ত্রী বলিলেন,—'অর্থের জন্য কোন চিন্তা করিবে না।

কিন্তু সাবধান! ঋশ্যশৃঙ্গকে এমন কৌশলে আনিবে তাঁহার পিতা জানিতে না পারেন। তিনি জানিলে মুনির শাপে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।'

বারবনিতা নবনলিনী মন্ত্রীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ লইয়া একটী সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খী নৌকা প্রস্তুত করাইল। আর একটী প্রকাণ্ড রাজপথ যোগীর বসতিকানন হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইল। রাজপথের দুই পার্শ্বে সুন্দর সুফলবৃক্ষ সারি সারি রোপণ করাইল। লিচু, আম, জাম, পনস নানাবিধ ফল এবং গোলাপ, মালতী, যূথিকা, বেল, মল্লিকা নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প-ফল বৃক্ষে ঐ প্রশস্ত রাজপথের দুই পার্শ্ব শোভা পাইতে লাগিল। পথিপার্শ্বস্থ গ্রামের নাম হইল ঋশ্যশৃঙ্গ গ্রাম এবং পথের নাম—ঋশ্যশৃঙ্গ পথ।

এক দিবস উক্ত বারনারী ঐ ময়ূরপঙ্খী নৌকাটীকে নানাবিধ পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া কতিপয় সুন্দরী রমণীকে বিচিত্র বসন-ভূষণে বিভূষিত করত ঐ সুদৃশ্য নৌকায় আরোহণ করাইল। গঙ্গাজলের কলস নানা প্রকার সুমিষ্ট সরবত এবং অম্ল-মধুর মুখরোচক দ্রব্য এবং জিহ্বার তোষণকারী রকমারী মিঠাই-মণ্ডা সযত্নে নৌকার ভিতর রাখিয়া দিল।

খরস্রোতা নদীর জলে ঐ সুন্দরীবৃন্দ দাঁড় বাহিয়া যোগাশ্রমের অভিমুখে চলিল। করতাল, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, বীণা ইত্যাদি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন-পূর্ব্বক চৌদিক আমোদিত করিয়া কাননাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিককণ্ঠে মধুর কীর্ত্তনধ্বনি, হস্তস্থিত বলয়ের সুমধুর ঝঙ্কার এবং সুলম্বিত বেণীর মধ্যস্থিত পুষ্প-সৌরভে দিক-দিগন্ত আমোদিত হইতে লাগিল। সেই সুন্দরীগণের অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য দর্শনে স্বর্গের অপ্সরীগণও লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে লাগিল। অতি নব্যা, ভব্যা, নিবিড়-নিতম্বা, পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠী, সুকেশা, সুবেশা, সুনাশা, মধ্যক্ষীণা, গজেন্দ্রগমনা, শূক্ষ্মবস্ত্র-পরিধানা ললনাগণের সুমধুর হাস্য এবং বস্ত্র-মধ্য হইতে তাহাদের রূপ-লাবণ্য বিজলীর ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছে। এরূপ দেখিলে সত্যসত্যই পরমযোগিগণও মোহপ্রাপ্ত হয়। ক্রমে ক্রমে ইহারা নৌকাযোগে ঐ যোগীর আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া একটী নিভৃত স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিল, মুনিবর বিভাণ্ডক উষঃকালে তপস্যায় গমন করেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিয়া আসেন। শ্রীঋশ্যশৃঙ্গ যোগাসনে বসিয়া বেদ পাঠ করেন।

পূর্ব্বাচরিত নিয়মানুসারে ঋষিবর বিভাণ্ডক তপস্যায় গমন করিয়াছেন; তাঁহার পুত্র বেদ পাঠ করিতেছেন। এমত সময়ে ঐ সুন্দরীবৃন্দ নানাবিধ হাব ভাব-সহকারে নৃত্য এবং গীত করিতে করিতে ঋশ্যশৃঙ্গ-সমীপে উপনীত হইল। ঋশ্যশৃঙ্গ তাহাদিগকে দেখিয়া অবাক। ইনি জন্মাবধি কোন রমণী দর্শন করেন নাই। এজন্য পুরুষ রমণীতে তাঁহার ভেদজ্ঞান ছিল না। ইনি হরিণীর গর্ভে জাত বলিয়া নাসিকার উপরে একটী শৃঙ্গ থাকায় ইহার নাম 'ঋশ্যশৃঙ্গ' হইয়াছে।

ঋশ্যশৃঙ্গ অবলাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'তোমরা কে। কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছ?' ঐসুন্দরী বেশ্যা নবনলিনী বলিল,—'আমরা স্বর্গের মুনিবৃন্দ; তোমাকে লইবার জন্য আসিয়াছি।' একথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া ঋশ্যশৃঙ্গ সকলকেই আলিঙ্গন করিলেন,—"আহা! এমন সুন্দর মুনি ত আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। এখানে যে-সব মুনিবৃন্দ আসেন, তাঁহারা কদাকার। তাঁহাদের বড় বড় দাড়ি-গোঁফ ইত্যাদি। আর এ কি চমৎকার রূপ। আমি আর এখানে থাকিব না। এই মুনিদের সঙ্গে স্বর্গে চলিয়া যাইব।' রমণীগণ ঋষিকে সুমিষ্ট হরিতকী, মিঠাই-মণ্ডা, সরবত ইত্যাদি প্রদান করিলে তাহার সুমধুর আস্বাদ পাইয়া বলিলেন,—'আহা কি মধুর হরিতকী! এখানকার হরিতকী কষায়, ভাল লাগে না। এ যে সমস্তই মধুর। হে মুনিগণ! আমি অদ্যই আপনাদের সঙ্গে চলিয়া যাইব।' সুন্দরী বলিল,—'আজ থাক্—আমরা দু'এক দিনের মধ্যেই তোমাকে আমাদের দেশে লইয়া যাইব।' এই প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

বিভাণ্ডক সন্ধ্যার সময়ে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পুত্র বলিলেন,—'বাবা! আজ পরম রূপবান মুনিবৃন্দ আমাদের আশ্রমে আসিয়াছিলেন। এইরূপ মুনি আর কোনদিন দেখি নাই। কি চমৎকার রূপ—তাঁহাদের কণ্ঠস্বর কি মধুর! তুমি দেখিলেই তাঁহাদের প্রতি তোমার ভক্তি হইবে।' মুনিপুত্র রমণীবৃন্দের হাব-ভাব এবং অন্যান্য সকল কথা বর্ণনা করিলেন। বিভাণ্ডক বলিলেন,—'পুত্র! তুমি কখনই ইহাদের সঙ্গে যাইবে না। সর্ব্বনাশ!—ইহারা রাক্ষসী!!' এইসব বলিয়া পুত্রকে ভয় দেখাইলেন। কিন্তু পুত্র মনে মনে বলিলেন,—বাবা অজ্ঞান, কিছু বুঝিলেন না। বাবা যাহাই কেন বলুন না, এমন সৎসঙ্গ আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না।'

এইরূপ কিছুদিন যায়, প্রত্যহই রূপসীগণ আসিয়া মুনিপুত্র ঋশ্যশৃঙ্গকে নানা হাব-ভাব বিলাসাদি প্রদর্শন করিয়া তাহার মন হরণ করিয়া লইল। একদিন সত্যসত্যই তাহারা ঋশ্যশৃঙ্গকে লইয়া সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খী নৌকায় উঠাইল এবং নানাবিধ গীতবাদ্য-দ্বারা মুনিপুত্রকে ভুলাইয়া অযোধ্যাভিমুখে চলিল। এদিকে সন্ধ্যার সময় বিভাণ্ডক মুনিবর কুটীরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার পুত্র নাই। ঋষি জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ক্রোধে পুত্রের অন্বেষণে বাহির হইলেন। ঐ সুদৃশ্য প্রশস্ত রাজপথে চলিয়া যাইবার সময় মুনি পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—'আমার পুত্রকে তোমরা কেহ লইয়া যাইতে দেখিয়াছ?' তাহারা মন্ত্রীর পরামর্শ সকল ঋষিকে বলিল,—'ঠাকুর! এ গ্রামের নাম—'ঋশ্যশৃঙ্গ' গ্রাম। আপনার পুত্র রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য এই পথের পার্শ্বে যে-একটী নদী আছে, সেই পথে অযোধ্যায় চলিয়া গিয়াছেন।'

ঋষি বিভাণ্ডক মনে করিলেন, আমার পুত্রের বুঝি বিবাহের ইচ্ছা হইয়াছে; সেইজন্য রাজপুরীতে গিয়াছে, ইহা ভাবিয়া তিনি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার দারুণ ক্রোধের শান্তি হইল। এদিকে যথাসময়ে ঋশ্যশৃঙ্গ রাজভবনে পৌঁছিলে রাজা তাঁহাকে বহু সমাদর করিয়া দিব্য অট্টালিকায় বাসস্থান প্রদান করিলেন। এবং তাঁহার দ্বারা একটী সুবৃহৎ যজ্ঞ করাইলেন। তাহাতে রাজ্যমধ্যে সুবৃষ্টি হইয়া প্রজাগণ সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। রাজা তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা কুমারী শান্তা দেবীকে মুনির সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

সৌভরি ঋষির বৃন্দাবনে যমুনায় মৎস্যগণের আনন্দ-কেলি দর্শন করিয়া বিবাহের ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি রাজার নিকট তাঁহার পরমাসুন্দরী একটী কন্যার বিবাহপ্রার্থী হইলেন। বৃদ্ধ মুনিকে দেখিয়া ও তাঁহার বচন শুনিয়া রাজার ভয় হইল; বিবাহ না দিলে মুনিবর কি অভিশাপ প্রদান করিবেন ঠিক নাই। কৌশলে মুনিকে বলিলেন,—'আমার কন্যা যদি আপনাকে স্ব-ইচ্ছায় বিবাহ করিকে চায়, তাহা হইলে আমার আপত্তি নাই।' সৌভরিঋষি এই কথায় সম্মত হইলে রাজা অন্তপুরে যাইয়া কন্যাদিগকে লইয়া আসিলেন। তখন সৌভরি মুনি যোগবলে এমন মনোহর বেশ ধারণ করিলেন, তাহা দেখিয়া রাজার ৫০টী কন্যাই মোহিত হইয়া মুনির গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিল। বহুকাল তপস্যার পর সৌভরি মুনির

এইরূপ যোগভঙ্গ হইলে তিনি ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলেন। প্রসিদ্ধ বিশ্বামিত্র ঋষি ষাট হাজার বর্ষ ঘোর তপস্যা করিয়াও মেনকার মোহিনীরূপে মোহিত হইয়া তাহার গর্ভে 'শকুন্তলা' নামে একটী কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন।

বড় বড় যোগী পুরুষদের যখন এই দশা, তখন ভগবৎকৃপা ভিন্ন জীব কখন ভগবানের এই দুর্জ্জয় মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। তাই শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আদ্যাশক্তি মোহিনী বেশে নৃত্য করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন—'কাহার এই নৃত্য দেখিবার অধিকার আছে? জিতেন্দ্রিয় না হইয়া গমন করিলে এ নৃত্য দেখিবার কাহারও অধিকার নাই।' এই বাক্য শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীবাসাদি প্রধান প্রধান ভক্তবৃন্দ সকলেই উক্ত নৃত্য-দর্শনে অস্বীকার করিলেন। ইহাকেই বলে আদর্শ শিক্ষা। রমণী-বেশে নৃত্য দর্শনেই অদ্বৈতাচার্য্যের এই শিক্ষা, আর যেখানে সেখানে রাসলীলার ত কথাই নাই।

পরমযোগী মহেশ্বর; তিনিও সমুদ্র মন্থন-সময়ে ভগবানের মোহিনী মায়া সন্দর্শনে নিজ পার্শ্বস্থিত পার্ব্বতী দেবীকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া কামবশে মোহিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ক্ষুদ্র জীবের অহঙ্কার করা বৃথা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইজন্য শ্রীগোপীনাথের শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—

"গোপীনাথ! আমি ত' কামের দাস।
বিষয়-বাসনা জাগিছে হৃদয়ে, ফাঁদিছে করম-ফাঁস॥
গোপীনাথ! কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি দূরে তেয়াগিব, হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি॥
গোপীনাথ! কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়- বশীভূত মন, না ছাড়ে বিষয়-রতি॥
গোপীনাথ! হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া লহ নিজ-পানে, ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥"

শ্রীগুরু-তত্ত্ব

পূর্ব্বের ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীগুরুসেবার বিধি সম্বন্ধে কতিপয় শাস্ত্রবাক্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বর্ত্তমানে আরও কিছু নিবেদন করিতেছি; দেবাগমে শ্রীশিব ও শ্রীনারদ বাক্যে যথা,—

"গুরু শয্যাসনং যানং পাদুকে পাদপীঠকম্।
স্নানোদকং তথা ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥
গুরোরগ্রে পৃথক্‌পূজামদ্বৈতঞ্চ পরিত্যজেৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে বিবর্জ্জয়েৎ॥"

"যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥
গুরোর্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌতথক।
বস্ত্রং ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥"

অর্থাৎ, কদাচ গুরুদেবের শয্যা, যান, পাদুকাযুগল, পাদপীঠ, স্নানোদক ও ছায়া লঙ্ঘন করিবে না। শ্রীগুরুদেবের অগ্রে পৃথক্ পূজা এবং তাঁহার সহিত আমার ভেদ নাই, এই প্রকার বাক্য পরিত্যাগ করিবে। তথা গুরুদেবের সমীপে মন্ত্রদান ব্যাখ্যা কার্য্যে এবং প্রভুত্ব প্রকট করিবে না।

শ্রীনারদবাক্যে যেখানে যেখানে গুরুদেবকে দর্শন করিবে সেখানে সেখানে কৃতাঞ্জলি হইয়া ছিন্নমূলে বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে দণ্ডবৎপ্রণাম করিবে। শিষ্য কখনও গুরুর বাক্য, আসন, যান, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, বসন ও ছায়া লঙ্ঘন করিবে না।

মনু স্মৃতিতে বর্ণিত আছে যে অসাক্ষাতেও কেবল গুরুর নামাক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিবে না। তথা গুরুর গমন, স্মরণ ও চেষ্টা প্রভৃতির অনুকরণ করিবে না। গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে তাঁহার প্রতি গুরুতুল্য আচরণ করিবে। গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইলে স্বীয় আত্মীয় গুরুবর্গকে অভিবাদন করিবে না। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে,—

যথাতথা যত্র তত্র ন গৃহ্লীয়াচ্চ কেবলম্।
অশক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্লীয়াচ্চ যতাত্মবান॥
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণু শব্দাদনন্তরম্।
পাদ শব্দ সমেতঞ্চ নতমূর্ধাঞ্জলীযুতঃ॥"

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে—যেখানে সেখানে অভক্তি সহকারে যেমন তেমন করিয়া গুরুর নাম গ্রহণ করিবে না, স্থিরচিত্তে নতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রণব শ্রীঅমুক ও বিষ্ণুপাদ সংযুক্ত করিয়া অর্থাৎ "ওঁ অমুক শ্রীবিষ্ণুপাদ এই প্রকার নাম গ্রহণ করিবেন।

আরও বর্ণিত হইয়াছে,—মোহবশতঃ কোন বিষয়ে গুরুকে আদেশ করিবে না এবং গুরুর আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য ভোজন কিম্বা তাঁহার কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না। অন্যত্র বর্ণিত আছে যে গুরু আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইবে। তিনি গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। গুরুর অগ্রে আসনে বা শয্যায় থাকিবে না, দণ্ডায়মান হইবে। যাহা কিছু অন্নপানাদি প্রিয় ও মনোরম তাহা প্রত্যহ গুরুকে নিবেদন করিয়া পরে নিজে ভোজন করিবে।

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিতে—

"ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িত পীড়িতেঽপি বা।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ॥
আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মনা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্॥

গুরু কর্ত্তৃক তাড়িত বা পীড়িত হইলেও গুরুর অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিবে না, তাঁহার বাক্যে অনাদর এবং অপ্রিয় আচরণ করিবে না। কায়মনোবাক্য দ্বারা তথা প্রাণ ও ধনসকল দ্বারা যিনি গুরুর প্রিয়সাধন করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পূরণ করাই প্রকৃত শিষ্যের কর্ত্তব্য। মহাজনগণ বলেন,—

"কৃষ্ণ রুষ্ট হইলে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হইলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে।"

অতএব শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ও তাঁহার প্রীতিবিধান করাই সৎশিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের কৃপা শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমেই শিষ্যের প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে।

"গুরুপাদপদ্মে যার রহে নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি॥"

অর্থাৎ, শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ভক্তি রহিয়াছে তিনিই জগৎ উদ্ধার করিতে সমর্থ। সুতরাং জীব মাত্রেরই শুদ্ধবৈষ্ণবকে গুরুরূপে বরণ করিয়া হরিভজন করা কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারাই মনুষ্যমাত্রেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-প্রাপ্তিরূপ পরানন্দ পরাশান্তি লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীগুরু-সেবাদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ সন্তুষ্ট হন সেরূপ আর কোনভাবে হন না। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্য—

নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপ শমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষা যথা॥ (ভাঃ ১০।৮০।৩৪)

আমি সর্ব্বভূতাত্মা, গুরুসেবা দ্বারা যেরূপ তুষ্ট হই, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও যতিধর্ম্ম আচারেও তদ্রূপ তুষ্ট হই না। বিষ্ণুধর্ম্মে ও শ্রীভাগবতে হরিশ্চন্দ্র বাক্যে, যথা—

"গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে॥
কামক্রোধাদিকং যদযদাত্মনোঽনিষ্ট কারণম্।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥"

গুরুসেবাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম হইতে উত্তম অথবা পবিত্র ধর্ম্ম আর নাই। গুরুতে ভক্তি করিলে মানব আত্মার অনিষ্টকর যে-যে কাম-ক্রোধাদি রিপু আছে, তৎসমুদয় শীঘ্রই জয় করিতে পারেন। পদ্মপুরাণে দেবহূতি-স্তবে আছে—

"ভক্তির্যথা হরৌমেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ॥"

যদ্রূপ আমার হরিতে ভক্তি আছে গুরুতে যদি সেইপ্রকার নিষ্ঠা থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যদ্বারা হরি আমাকে নিজমূর্ত্তি প্রদর্শন করুন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীগুরুতে প্রগাঢ় ভক্তির দ্বারাই ভগবৎস্বরূপ দর্শন লাভ হইয়া থাকে। দেবতাগণ পর্য্যন্ত গুরুনিষ্ঠ ভক্তকে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হন, যেহেতু শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে,—

সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দী কুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যন্নোঽতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবম্॥

যেহেতু শিষ্যকে গুরুতে নিশ্চলাভক্তি করিয়া আমাদিগকে লঙ্ঘনপূর্ব্বক বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইবে সেইহেতু দেবগণ সাধকের গুরুতে ভক্তি মন্দীভূত করেন। সুতরাং কোনকারণেই গুরুপাদপদ্মে ভক্তি নিষ্ঠার কিঞ্চিৎ হানিও না হয় সেদিকে সাধকের বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে।

অনেকে শ্রীভগবানের সহিত গুরুদেবের সম্পূর্ণ অভেদ বিচার করিয়া সেবা করিয়া থাকেন। এমনকি শ্রীগুরুর চরণে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া তুলসী পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ঘোরতর অশাস্ত্রীয় বিচার। ইহার দ্বারা নরকের পথ পরিস্কার হইয়া থাকে। এবিষয়ে আমাদের সাবধান করিবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ-চূড়ামণি শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুবর তদীয় ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—

"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ
অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যতে।"

শাস্ত্রে যে-যে স্থলে শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুকে ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, শুদ্ধভক্তগণ সেই সেই স্থলে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের প্রিয়তম বলিয়াই মনে করেন। অতএব শুদ্ধগুরুসেবকগণ শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তম জানিয়া শ্রীগুরুসেবা করিয়া থাকেন। যাহা হউক শ্রীগুরুতত্ত্ব অনন্ত, সুতরাং মাদৃশ অধমের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়, যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

স্বকীয় ও পরকীয়-বাদ

শ্রীকৃষ্ণ অবিচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন লীলা-পুরুষোত্তম। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সকল-ই অবিচিন্ত্য। অনর্থযুক্ত মানব বা দেবাদি ত' দূরের কথা, শুদ্ধ জীবাত্মস্বরূপও উহার অণুচিদ্ধর্ম্মত্ব নিবন্ধন আরোহপন্থায় অবিচিন্ত্য ভগবানের লীলারস উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তবে শুদ্ধ নির্ম্মলাত্মা যখন হ্লাদিনী বা কৃষ্ণশক্তির কৃপায় উদ্ভাসিত হয়, তখনই সেই আত্মস্বরূপ কৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদনে সমর্থ হইতে পারে।

সর্ব্ব অপ্রাকৃত রসের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মধুররস অপার, অতুল, অসমোর্দ্ধ ও দুর্ব্বিগাহ। কিন্তু কৃষ্ণের দুইটী অসীম গুণ জীবের পক্ষে বড়ই ভরসাস্থল।

একটী—তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা, আর একটী—তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা-প্রভাবে তিনি অপার, অসমোর্দ্ধ, দুর্ব্বিগাহ তত্ত্বকেও অনায়াসে প্রপঞ্চে আনয়ন করিতে পারেন। তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-প্রভাবে তিনি তুচ্ছ প্রপঞ্চে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন এবং প্রপঞ্চের হেয়তা ও অবরতার সহিত সম্পূর্ণভাবে অসংস্পৃষ্ট বা অনভিভূত থাকিয়াও ঐ সকল সর্ব্বোৎকৃষ্টতত্ত্ব প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিনেত্রবিশিষ্ট ভক্তগণের অপ্রাকৃত সুদর্শনের বিষয়ীভূত হয়।

বিশেষতঃ কলিযুগের জীবের সৌভাগ্যপরাকাষ্ঠার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না, কারণ এই যুগে স্বয়ং মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অপূর্ব্ব লীলারস বিতরণ করিবার জন্য ঔদার্য্যময় বিগ্রহরূপে প্রকটিত। আবার জীবের সৌভাগ্যের পথ এই যুগে এত সহজভাবে আবিষ্কৃত যে, স্বয়ং বিষয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের ভাবে অবতীর্ণ হইয়া লোকশিক্ষক।

কিন্তু ভগবানের এত অধিক করুণাসত্ত্বেও আমাদের দুর্দ্দৈব প্রবল হইলে, আমরা বিবর্ত্তবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে অনুরাগবিশিষ্ট হই। "এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ"—ঔদার্য্যলীলা-প্রকটকারী লোকশিক্ষক গৌরসুন্দরের এই উক্তি আমাদেরই দুর্দ্দৈবজ্ঞাপক। দুর্দ্দৈব জীবকে বিবর্ত্তে পাতিত করিয়া অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম হইতে প্রাকৃত সহজধর্ম্মসমূহে অনুরাগবিশিষ্ট করাইয়া দেয়। তাই জগতে প্রাকৃত-সহজিয়ার দুই প্রকার শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়—এক প্রকার—নীতিবাদী, আর এক প্রকার—নীতি উল্লঙ্ঘনকারী ব্যভিচারী। নীতি-বাদিগণ অদ্বিতীয় ভোক্তা রসিকরাজ লীলা-পুরুষোত্তমের লীলাবলীকে তাঁহাদের প্রপঞ্চগত ক্ষুদ্র পাপপুণ্যবিচারের গণ্ডীমধ্যে মাপিতে গিয়া পরমা শ্রী-যুক্তা শ্রীকৃষ্ণলীলা তাঁহাদের মাপকাঠির শ্লীলতা অতিক্রম করিয়াছে, বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা ব্যভিচারযুক্ত অক্ষজ মনোধর্ম্মের বিচারের দ্বারা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে মাপিতে গিয়া 'নাস্তিক' হইয়া পড়েন। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় 'শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণির' উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া "গাছে না উঠতে এক কান্দি"—এই ন্যায় অবলম্বন করেন।

অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্ব্বিগাহতাম্।
স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো ময়া॥"

—উঃ নীঃ গৌণসম্ভব প্রঃ ২৩

—অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ চিন্ময়, সুতরাং অতল ও অপার—প্রপঞ্চগত ব্যক্তির পক্ষে অতল, কেননা প্রপঞ্চ ভেদ করিয়া শুদ্ধ অপ্রাকৃত-তত্ত্বে প্রবেশ অসাধ্য; অপার কেননা, অপ্রাকৃত-রস এত বিচিত্র ও সর্ব্বব্যাপী যে, তাহা পার হওয়া যায় না। আবার যদি কেহ অপ্রাকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সিদ্ধতত্ত্ব মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহা বর্ণন করেন, তবুও সেই অধোক্ষজতত্ত্ব প্রাপঞ্চিক শব্দমলক্রমে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। যদি ভগবান্ স্বয়ংও বলেন, তথাপি শ্রোতা ও পাঠকদিগের প্রপঞ্চদোষে তাঁহাদের পক্ষে প্রতীতি-দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। এই জন্যই রস-সমুদ্র দুর্ব্বিগাহ। কেবল সেবোন্মুখ পুরুষ তটস্থ হইয়া জগতে তাহার কণামাত্র প্রকাশ করিতে পারেন। সেবোন্মুখতাক্রমে জীবের চিদ্বিষয়িনী বিদ্বৎপ্রতীতি দ্বারা উপলব্ধি হয়।

শ্রীরূপের এই উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া আমরা যে বলপূর্ব্বক 'রূপানুগ' হইতে চেষ্টা করি, তাহা আমাদের দুর্দ্দৈব মাত্র। কখনও বা জ্ঞাতসারে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে আমরা শ্রীল রূপপাদের উক্ত বাক্য অবহেলা করিয়া থাকি। যাঁহারা জ্ঞাতসারে উক্ত বাক্যের অবহেলা করেন, তাঁহারা গুর্ব্বপরাধী; সুতরাং দূর হইতে দণ্ডবদ্‌যোগ্য। আর যাঁহারা অজ্ঞাতসারে উক্ত বাক্যের বিরুদ্ধ-পথে চলেন, তাঁহারা বিপথগামী, সুতরাং কৃপার পাত্র।

প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিমুখতার সহজবৃত্তিই এই যে, তাঁহারা প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া 'অপ্রাকৃত' বুঝিবার চেষ্টা করেন। একশ্রেণীর প্রাকৃত সহজিয়া শক্তি-পরিণামবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহারা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম"—এই শ্রুতি-বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া অশ্রৌত মনোধর্ম্মে বিচার করেন,—প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের বিচিত্রতার উদ্ভব হইয়াছে—পশুপক্ষী ও স্ত্রী-পুরুষের প্রেম হইতেই কল্পনাবশে অপ্রাকৃত রাজ্যের বিচিত্রতার ছবি গৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা এই জগৎকে নিত্য চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলনরূপে গ্রহণ না করিয়া হরিবিমুখতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকল্পে চিজ্জগতের নিত্যলীলার অবতরণকে বিকৃত হেয় প্রতিফলন বলিয়া কল্পনা করেন। তাই তাঁহারা ভগবানেরও চিন্ময়-নিত্য-নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকেও জড় ভোগ্যের অন্যতম জানিয়া প্রকৃতির দ্বারা অভিভাব্য জ্ঞান করিয়া শ্রুতি-স্মৃতি-গীতা ভাগবত-বিরোধী সিদ্ধান্তেরই আদর করেন। আধুনিক গ্রাম্য কবি, প্রাকৃত

সাহিত্যিক প্রভৃতি এই শ্রেণী মধ্যে গণ্য। আর এক শ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া মুখে 'শক্তিপরিণামবাদ' স্বীকার করিলেও, শ্রুতির কথা মানিলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা প্রাকৃত ধারণায় 'অপ্রাকৃত' বুঝিবার জন্য কৌতূহলবিশিষ্ট। তাঁহারা প্রাকৃতবুদ্ধি-বিজড়িত হইয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায় দুর্ব্বিগাহ অপ্রাকৃত-রসতত্ত্ব বুঝিতে চান, দেবীধামে থাকিয়া বিরজার পরপারের সন্ধান লইতে চান, আত্মার সহজধর্ম্মকে অনাত্মার অর্থাৎ ভোগোন্মুখ দেহ ও মনের সহজ-ধর্ম্মের সহিত এক ভাবেন।

এই সকল ব্যক্তি 'স্বকীয়' ও 'পরকীয়' শব্দের তাৎপর্য্য এবং এই তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে যে অপ্রাকৃত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে আমাদের হরি-গুরু-বৈষ্ণবকৃপায় উদ্ভাসিত ও অপ্রাকৃতত্ত্বের উদ্দেশ লাভ করা উচিত। তৎপূর্ব্বে কেবলমাত্র প্রপঞ্চগত বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা অনুমানবলে ঐসকল অধোক্ষজ-সেবাপর ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয় আলোচনা করিলে অ্যাম্যাদিগকে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া অপ্রাকৃত-সহজতত্ত্বের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমরা কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আচার্য্যের নিকট হইতে এতৎসম্বন্ধে যতটুকু শ্রবণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারই কিয়দংশ আচার্য্যের আদেশমাত্র পালনের জন্য নিম্নে ব্যক্ত করিলাম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সর্ব্বরস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুর-রস কহি তা'র নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া রূপে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তা'র মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদ কারণ॥ —চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ

আত্ম ও পর—এই দুইটী তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্মই—আত্মারামতা, তাহাতে রসের পৃথক সহায় নাই। কিন্তু পরারামতাধর্ম্মে রস-বিচিত্রতা ও রসোৎ-

কর্ষের জন্য বহুবিধ পৃথক সহায়ের অবস্থান আছে। আত্মারামতা ও পররামতা উভয়ই নিত্য ব্যাপার। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে যেমন 'আত্মারাম', অপরদিকে তেমনই 'পররাম'। এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত লীলাপুরুষোত্তমের পক্ষেই স্বাভাবিক। কৃষ্ণলীলার এককেন্দ্রে আত্মারামতা, আবার তদ্বিপরীত কেন্দ্রে পররামতার পরাকাষ্ঠারূপ পরকীয়তা। আত্মারামতার দিকে টানিলে ক্রমশঃ রসের নিরপেক্ষভাব ও শুষ্কতা, আবার পরকীয়েরদিকে বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রসের অধিকতর প্রফুল্লতা।

"রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ" (ভাঃ ১০।৩৩।১৬) "রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি-লীলয়া" (ভাঃ ১০।৩৩।১৯), "সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ" (ভাঃ ১০।৩৩।২৫) প্রভৃতি ভাগবতীয় বচনদ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, 'আত্মারামতাই' কৃষ্ণের নিজধর্ম্ম। কৃষ্ণ—অয়দ্বতত্ত্ব, তাঁহার শক্তি অনন্ত (পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮)। সেই সকল শক্তি রূপবতী হইয়া আত্মারাম কৃষ্ণকে ক্রীড়া করান। কৃষ্ণের এক পরাশক্তিই রসবিলাসের জন্য অনন্তশক্তিরূপে প্রকাশিত হন। ঐ অনন্তশক্তি পরাশক্তিরই কায়ব্যূহ বা বিস্তার। রাসক্রীড়াতে এক কৃষ্ণ যতসংখ্যক, গোপীশক্তিও ততসংখ্যকরূপে প্রকাশিতা। সকল-ই কৃষ্ণ, কিন্তু চিচ্ছক্তি যোগমায়া কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে কৃষ্ণকে এবং গোপীসমূহকে পৃথক্ প্রকট করান, লীলাপোষণের জন্য সকলকে পৃথক্‌ভাবে সাজান এবং রসপোষণের জন্য পরস্পর পারকীয় সম্বন্ধাভিধান প্রদান করেন। এই অচিন্ত্যা চিচ্ছক্তির অচিন্ত্যব্যাপার ক্ষুদ্রজীব বা ব্রহ্মাদি আধিকারিক দেবতার বুদ্ধির অগম্য।

কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময় চিজ্জগতে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়া বুদ্ধি তথায় প্রবল থাকায়, দাস্যরস পর্য্যন্তই তথায় রসের সুন্দর গতি অর্থাৎ সেই স্থানের মধুররসসাদৃশ্যও দাস্যের স্তরে স্থিত। আবার স্বকীয় অভিমানে রসের অত্যন্ত দুর্ল্লভতা ও চমৎকারিতা হয় না-দেখিয়া তিনি আত্মশক্তিকে শতসহস্র গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া বিলাস করেন।

বিকৃতপ্রতিফলনরূপ প্রাকৃত জগতে বিষয় ও আশ্রয়ের বহুত্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত চিজ্জগতে বিষয়ের একত্ব ও আশ্রয়ের বহুত্ব নিত্যসিদ্ধ। প্রাকৃত জগতে বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে যে বিকৃত বহুবিষয় ও বহু বিকৃত আশ্রয়রূপ অভিমান উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা পরস্পর হিংসা, দ্বেষ মাৎসর্য্য, ভোগবুদ্ধি

প্রভৃতি অবরতা ও হেয়তার চিত্রই নিত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে একমাত্র নিত্যসিদ্ধ বিষয়ের অনন্ত আশ্রয়স্বরূপ অভিমান নিত্যসিদ্ধ থাকায় তথায় আশ্রয়ের মধ্যে পরস্পর যে-সকল প্রতিযোগিতাদিভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও বিষয়ের সুখতাৎপর্য্যময় বলিয়া নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ ও চিদ্রসবিচিত্রতার সহায় এবং চমৎকারকারিতার পুষ্টিকারী।

নশ্বর জড়জগৎ চিদ্ধামের হেয়-বিকৃত-প্রতিফলনস্বরূপ। বিকৃত হেয় প্রতিফলনে সকলই বিপরীত। আদর্শে আমরা যখন আমাদের প্রতিবিম্ব দেখি, তখন আমরা আমাদের দক্ষিণহস্তকে বামহস্তরূপে এবং বামহস্তকে দক্ষিণহস্তরূপে দেখিয়া থাকি। জলাশয়ে পতিত বৃক্ষপ্রতিচ্ছায়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, বৃক্ষের মূলদেশ উর্দ্ধদিকে ও উর্দ্ধদেশ নিম্নদিকে প্রতিফলিত হইয়াছে। তদ্রূপ প্রাকৃত জগতে বিকৃত-প্রতিফলনে যেটী অত্যন্ত নিকৃষ্ট ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত, অপ্রাকৃত জগতে বস্তুর নিত্যসিদ্ধ শুদ্ধ মূলস্বরূপে তাহা অত্যুৎকৃষ্ট। এইরূপ বিচার নহে যে, প্রাকৃত জগতের 'নিকৃষ্ট ব্যাপারটী' সেই স্থানে 'উৎকৃষ্ট' বলিয়া স্থাপিত। যাঁহারা প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের অভ্যুদয় বা অচিতেই চিচ্ছক্তিবিশেষ বর্ত্তমান কল্পনা করেন, সেই সকল আরোহবাদী হরিবিমুখ ব্যক্তি এইরূপ বিচারে পতিত হইয়া বাউল সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি হইয়া পড়ে; পরন্তু যাঁহারা অবরোহবাদী, তাঁহারা জানেন, জগতে বিকৃত প্রতিফলনরূপ ভোগভূমিতে পারকীয় বলিয়া যে কথা প্রচলিত, তাহা নরকপ্রদ; কিন্তু নিত্যপ্রকট অজ্ঞেয় উপাদেয় নিত্যাকর সেবাভূমিতে একমাত্র বিষয়দ্যোতক বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ যাহাকে 'পারকীয়' অভিধান প্রদান করেন এবং যে ধারণা পোষণ করেন, তাহা বস্তুতঃ 'অপারকীয়' শব্দবাচ্য ব্যভিচারপূর্ণ, ঘৃণাস্পদ ও দণ্ডযোগ্য ব্যাপার। 'পর' শব্দ একমাত্র কৃষ্ণকে বুঝায়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তুই 'পারকীয়'। কৃষ্ণই একমাত্র যখন বিষয় এবং আর বাদ বাকী সকলই আশ্রয়, তখন বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে জীব স্বরূপতঃ আশ্রয় হইয়া যে পুরুষ বা নিজেকে 'ভোক্তা' বলিয়া অভিমান করে, তাহা তাহার অত্যন্ত কৃষ্ণ-বিমুখতা মাত্র। জড়জগতে বিষয়ের বহুত্ব ধারণা প্রভাবে অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস রাজ্যের অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনকে বহুবিষয়ের অন্যতম জ্ঞান অপরাধময়। আবার কৃষ্ণই যেস্থলে একমাত্র নায়ক,

সেস্থলে পরকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ বা ব্যভিচারপুষ্ট বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সামান্য কোন জীব যখন 'নায়ক' পদবী প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে বিষয়ের বহুত্ব নিবন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে। গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় পর-রসকে প্রপঞ্চ মধ্যে গোকুলের সহিত আনয়ন করিয়াছেন, তখন গোকুল-ললনাদিগের সম্বন্ধে জড়ালঙ্কারগত অক্ষজ-বিচার স্থান পাইতে পারে না।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে (কৃষ্ণবল্লভা প্রঃ ১৯) শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

"মায়াকল্পিত তাদৃক্ স্ত্রীশীলনেনানুসূয়িভিঃ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥

—প্রকটলীলায় ব্রজগোপীদের পত্যভিমানিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবতার মাত্র। গান্ধর্ব্ববিবাহাদিও মায়িকপ্রত্যয় মাত্র। মায়া-কল্পিত বিবাহিত পতি-অভিমানিগণের সহিত কৃষ্ণ-স্বরূপ-শক্তি ব্রজ-বনিতাগণের কখনই মিলন হয় নাই। বস্তুতঃ একমাত্র শক্তিমদ্বিগ্রহের স্বরূপগত শক্তি গোপীগণের অন্যত্র স্বরূপতঃ বিবাহ না থাকায় তাঁহাদের উপপত্নীত্ব বা পরদারত্ব নাই।

তথাপি পরোঢ়াত্ব অভিমান নিত্য বর্ত্তমান। তাহা না হইলে অপূর্ব্ব রসোদয়ের প্রাকট্য কখনই স্বভাবতঃ হয় না। রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কথাটী অনুভব করিতে পারিবেন। অপরের পক্ষে আলোচনা-প্রসার নিষ্প্রয়োজন।

চিচ্ছক্তি-যোগমায়া গোলোকস্থ নিত্য-আকর-স্বরূপ-প্রোঢ়া-অভিমানকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বরূপশক্তিগণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজে আনয়ন করিয়া সেই সেই অভিমানকে পৃথক্ সত্ত্বরূপে স্থিত করেন। তাঁহাদিগের সহিত কৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ-শক্তিগণের বিবাহ সম্পাদক পূর্ব্বক কৃষ্ণকে নশ্বর বিষয়-ভোক্তা-পতির পরিবর্ত্তে, নিত্যপতি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া 'নিত্যানুরাগৈক-বিষয়' বলেন। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞা স্বরূপ-শক্তিগণ যোগমায়া দ্বারা নিজ নিজ রসাবেশে সেই সেই প্রত্যয় স্বীকার করেন, ইহাতে রসের উৎকর্ষ ও স্বেচ্ছাময় লীলা-পুরুষোত্তমের ইচ্ছাশক্তির পরমোৎকর্ষই লক্ষিত হয়;—এরূপ উৎকর্ষ বৈকুণ্ঠ বা দ্বারকাদিতে হয় না। অপ্রাকৃত বিষয়ে অদ্বয়-জ্ঞানাভাবে আসুর-ভাব বিমূঢ় জনগণ জড় জগতের বহু-বিষয়-সমাকুল

অবরতাময় ঔপপত্যের দোষগুলি কৃষ্ণলীলায় দর্শন করিয়া কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন মাত্র।

কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি গোপীগণ 'পর' অর্থাৎ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়। অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ-ই তাঁহাদের ভোক্তা হইতে পারে না। যোগমায়ার প্রভাবে অভিমন্যু প্রভৃতি মায়াকলিত অবতারণ সেই সকল গোপীকে তাঁহাদের বিবাহিত পত্নী বলিয়া অভিমান করেন, অভিমন্যু প্রভৃতি কৃষ্ণেতরতত্ত্বকে বঞ্চনা করাই ব্রজগোপীদের জড়ভোগরত কৃষ্ণসেবা-বিমুখ-পতি-বঞ্চনা। সুতরাং ঐরূপ পতি-বঞ্চনা করিয়া একমাত্র পতি শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্য বিধান করাই পারকীয়ত্ব বা কৃষ্ণ সম্বন্ধে নিত্যাবস্থিতি।

অতএব গোলোকে পারকীয় ও স্বকীয়রসের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। তথায় পারকীয়-সার—যে স্বকীয় নিবৃত্তি এবং স্বকীয় সার যে পারকীয় নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ, তদুভয়ে এক রস হইয়া উভয় বৈচিত্র্যের আধাররূপে বিরাজমান। গোলোকবীর গোবিন্দে ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য পতিত্ব উপপতিত্ব শুদ্ধ নির্ম্মল রূপে যুগপৎ অবস্থিত।

(ক্রমশঃ)

পরলোকে শ্রীকৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয়

গভীর বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদ-পদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পরমস্নেহাস্পদ তথা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, কলিকাতাস্থ টেংরা মহল্লাস্থিত ২সি প্রভুরাম সরকার লেন নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল বসু মহোদয় শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গত ৮ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট) মঙ্গলবার শ্রীএকাদশী দিবসে স্বধামে গমন করিয়াছেন। ইনি বিশ্ববিশ্রুত আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অন্যতম প্রধান পার্ষদ শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক অজাতশত্রু শ্রীশ্রীল নরহরি সেবা-বিগ্রহ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। বসু মহাশয় আমাদের

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। ইহা আমরা প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। যখনই ইনি শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মকে দর্শনের জন্য আসিতেন তখনই মহাপুরুষের দর্শনে প্রেমে আপ্লুত হইয়া রোদন করিতেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মও বাৎসল্যভাবে গদ্গদ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। উভয়ে পরস্পরে মিলিত হইলে যে এক অপূর্ব্ব দিব্য-ভাবের উদয় হইত তাহা আমি এক্ষণে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। যাঁহারা এই বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই বিষয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইঁনি কায়মনোবাক্য তথা অর্থের দ্বারা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রচুর সেবা করিয়াছেন। বাহ্যত ইনি দীক্ষা গ্রহণ না করিলেও অন্তরাত্মা তাঁহার বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনি ছিলেন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগত প্রাণ, বৈষ্ণব দেখিলেই তিনি তাঁহাদের প্রচুর সেবা করিতেন। শাস্ত্র বলেন,—

"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবণম্।
অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥"

এই শ্লোকের অর্থ করিতে গিয়া পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় তদীয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

"অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যাধনে॥"

(শ্রীচৈতন্য ভাঃ আঃ ৭।১৩৭)

শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণগোপাল বাবু বস্তুতঃই প্রাণ দিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের প্রচুর সেবা করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য একাদশী তিথিতে স্বচ্ছন্দে শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের তিনি প্রাণপ্রিয় সেবক ছিলেন। নিত্যলীলা প্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম গোপাল বাবুর অন্তিম সেবা গ্রহণ করিবার জন্য সমিতির মূলমঠ হইতে অসুস্থের অভিনয় করিয়া তাঁহার (গোপালবাবু) বাড়ীতে শুভবিজয় করেন। নিজজনের মাসব্যাপীকাল সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে অহৈতুকী কৃপা প্রদান করেন। সত্যিই গোপাল বাবু শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপাধন্য আদর্শ পুরুষ ছিলেন। শ্রীধামনবদ্বীপে সমিতির মূলমঠের মুখ্য প্রবেশদ্বার যাহা 'শ্রীনরহরি তোরণ' নামে খ্যাত তাহা গোপালবাবুর অন্যতম কীর্ত্তিরূপে ঘোষিত রহিয়াছে।

গোপালবাবু প্রতিবৎসর তাঁহার গ্রাম্যবাড়ী (বনগাঁ-শিয়ালদহ লাইনে) ঠাকুরনগরের নিকট আনন্দপাড়ায় শ্রীশ্রীনরহরি ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব আজীবনকাল বিরাটভাবে উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা বেদান্ত সমিতির সেবকমাত্রেই অবহিত আছেন। বৈষ্ণবে গাঢ় প্রীতি না থাকিলে এইরূপ অনুষ্ঠান করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি থাকার ফলেই তাঁহার মধ্যে অশেষ সদ্‌গুণ-রাজির সমাবেশ হইয়াছিল।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পুত্রগণ শ্রীমান্ মদনমোহন বসু, শ্রীমান্ শ্যামসুন্দর বসু ও শ্রীমান্ সমর বসু প্রভৃতি বৈষ্ণবস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত সমিতির বৈষ্ণবগণকে লইয়া গত ২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) রবিবার শ্রীশ্রীরাধা-অষ্টমী দিবসে মহাপ্রসাদ দিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত সমিতির সহ-সভাপতি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজদ্বয়ের অধ্যক্ষতায় এবং বৈষ্ণবগণের সেবাপরায়ণতায় উক্ত অনুষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীগোপাল বাবুর পুত্রগণ বহুবিধ মহাপ্রসাদের দ্বারা বৈষ্ণবগণকে ও হাজার হাজার সুধী সজ্জনগণকে আপ্যায়িত করেন।

সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও বহু দূরে অবস্থান করায় এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সংক্ষেপ সময়ে হওয়ায় তিনি আসিয়া উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তবে তিনি পরে শ্রীগোপাল বাবুর বাড়ীতে গিয়া পুত্রপরিজনকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

গোপাল বাবুর অন্তর্দ্ধানে বেদান্ত সমিতির সেবকগণ তাঁহাদের এক অন্তরঙ্গ সেবককে হারাইলেন। তজ্জন্য যে-অভাব হইল তাহা আর কখনও পূরণ হইবার নয়। সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহার পরিবারবর্গকে বিশেষ সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১৩৩শ বার্ষিক নিয়ম-সংহোৎসব

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

[illegible]

শ্রীগৌরাব্দ [illegible]

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ফোন ঃ ২৪৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২৯শে পদ্মনাভ, ২৬শে আশ্বিন (ইং ১৩।১০।৮১) মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তচ্ছাখা মঠসমূহে ১৩শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার-দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—৩০শে ভাদ্র, ১৩৮৮ ; ইং ১৬।৯।৮১

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবাসূচী ঃ—

২৬শে আশ্বিন, ইং ১৩।১০।৮১ মঙ্গলবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৩শ বর্ষ | গর্ভাদশায়ী, ৪ দামোদর, ৪৯৫ গৌরাব্দ | ৮ম সংখ্যা
৩০ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৮৮; ইং ১৭।১০।১৯৮১

সানুবাদং

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্]

১। মার্কণ্ডেয়স্ততঃ শ্রুত্বা তীর্থাটন-পরিশ্রমম্।
দর্শনং নারদস্যাসীন্মথুরায়াং ষড়ানন॥ ৪৮॥

২। পূজিতো বন্দিতস্তেন নারদো মুনিসত্তমঃ।
কথয়ামাস মাহাত্ম্যং বদর্য্যা যত্র কেশবঃ॥ ৪৯॥

১-২। (শিব বলিলেন,—) হে ষড়ানন! অনন্তর মার্কণ্ডেয় তীর্থ-পর্য্যটনের শ্রমের বিষয় আলোচনা করিয়া মথুরায় গমন করেন এবং তথায় নারদের দর্শন লাভ করত সেই মুনিসত্তমের পূজা ও বন্দনা করেন। নারদ

মথুরায় অবস্থান-পূর্ব্বক হরির আবাস বদরীতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তিনি মার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন,—॥ ৪৮-৪৯ ॥

নারদ উবাচ—

৩। কিমিতি ক্লিশ্যতে সাধো তীর্থাটন-পরিশ্রমৈঃ।
বদর্য্যাখ্যং মহাক্ষেত্রং সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥ ৫০ ॥

৪। তত্র যাহি যত্র সাক্ষাদ্ধরিং পশ্যসি চক্ষুষা।
তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়োপেতো বিশালামাযযাবৃষিঃ ॥ ৫১ ॥

৫। স্নাত্বা শিলামুপবিশন্ জজাপাষ্টাক্ষরং পরম্।
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ত্রিরাত্র্যন্তে জনার্দ্দনঃ ॥ ৫২ ॥

৩-৫। নারদ বলিলেন,—হে সাধো! তুমি তীর্থপর্য্যটন-পরিশ্রমে কেন ক্লিষ্ট হইতেছ? **বদরী-নামক মহাক্ষেত্রের সন্নিধানে হরি নিত্য বিদ্যমান। সেই বদরীবনে** গমনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ হরিকে চক্ষু দ্বারা দর্শন কর। মুনি মার্কণ্ডেয় দেবর্ষি নারদের বাক্যে বিস্মিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই **বিশাল বদরীক্ষেত্রে** গমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া শিলায় উপবেশন করত অষ্টাক্ষর পরম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রজনীত্রয় অতীত হইলে ভগবান্ জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া মার্কণ্ডেয়-সমীপে উপনীত হইলেন ॥ ৫০-৫২ ॥

৬। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা-বিভূষণম্।
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রেমগদ্গদয়া গিরা।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা মার্কণ্ডেয়ো জনার্দ্দনম্ ॥ ৫৩ ॥

৬। মার্কণ্ডেয় জনার্দ্দনের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-শোভিত ও বনমালা-বিলম্বিত রূপরাশি দর্শন করিয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং প্রণত হইয়া প্রেমগদ্গদ বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

৭। অশাশ্বতে চ সংসারে সারে তে চরণাম্বুজে।
সমুদ্ধারঃ কথং নৃণাং ত্রাহি মাং পরমেশ্বর ॥ ৫৪ ॥

৭। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই অনিত্য সংসারে আপনার পাদপদ্মই একমাত্র সার। সংসাররত নরগণের কিরূপে উদ্ধার হইবে ? হে পরমেশ্বর ! আমাকে ত্রাণ করুন ॥ ৫৪ ॥

৮। তাপত্রয়-পরিশ্রান্তমনেকাজ্ঞান-জৃম্ভিতম্।
সংসার-কুহরে ভ্রান্তং ত্রাহি মাং কৃপয়াচ্যুত ॥ ৫৫ ॥

৮। হে অচ্যুত! আমি এই সংসারকুহরে পড়িয়া ভ্রান্ত বুদ্ধিবশে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে পরিশ্রান্ত ও অনেকরূপ অজ্ঞানে বিজৃম্ভিত হইয়াছি, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৫৫ ॥

৯। অনেক-যোনিযন্ত্রেষু নিঃসৃতেস্তনুবেদনাম্।
গর্ভবাসকৃতাং প্রাপ্তং ত্রাহি মাং করুণাম্বুধে ॥ ৫৬ ॥

৯। হে করুণানিধে! আমি অনেক যোনিযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভবাস-ক্লেশ ও পরে নির্গমনের বেদনা অনুভব করিয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৫৬ ॥

১০। কৃমিভক্ষিত-সর্ব্বাঙ্গং ক্ষুৎপিপাসাকুলঞ্চ হি।
আন্ত্রমালাকুলে গর্ভে ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫৭ ॥

১০। আমি যখন নাড়ীমালাকুল গর্ভে বাস করিয়াছি, তখন আমি ক্ষুধায় পিপাসায় আকুল হইলেও কৃমিকুল আমার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিয়াছে; হে মধুসূদন! আমাকে ত্রাণ করুন ॥ ৫৭ ॥

১১। অমেধ্যাদিভিরালিপ্তং নিশ্চেষ্ট-শ্রমমাকুলম্।
স্মরন্তং নিজকর্ম্মোত্থং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫৮ ॥

১১। গর্ভবাস-সময়ে আমার কোনই চেষ্টা ছিল না, তথাপি আমি শ্রমাকুল হইয়াছি। যখন অতি অপবিত্র মল-মূত্রাদিতে আমার সর্ব্ব শরীর বিলিপ্ত হইয়াছিল, তখন আমি কেবল আমার স্বীয় কর্ম্ম স্মরণ করিতাম; হে মধুসূদন! আমাকে ত্রাণ করুন ॥ ৫৮ ॥

১২। বচনাদাননিঃশ্বাসাশক্তং ভয়মুপাগতম্।
গর্ভবাসমহাদুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫৯ ॥

১২। গর্ভবাসে পরিভাষণ, আদান বা নিশ্বাস-ত্যাগ-সামর্থ্য থাকে না, সর্ব্বদা ভীত হইয়া বাস করিতে হয়; হে মধুসূদন! গর্ভবাসে অতীব দুঃখ, আমাকে ত্রাণ করুন ॥ ৫৯ ॥

১৩। জরা-মরণ-বাল্যাদি-দুঃখ-সংসার-পীড়িতম্।
দুঃখাব্ধৌ সুখবুদ্ধিং মাং কৃপাসিন্ধো প্রপালয় ॥ ৬০ ॥

১৩। জরা, মরণ ও বাল্যাদি দুঃখে সংসার অতীব দুঃখময়, কিন্তু সেই ক্লেশবহুল সংসার-সাগরে আমার সুখবুদ্ধি হইয়াছে; হে কৃপাসিন্ধো! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬০ ॥

১৪। কদাচিৎ কৃমিতাং প্রাপ্তং কদাচিৎ স্বেদ-জন্মিতাম্।
কদাচিদুদ্ভিজ্জত্বঞ্চ কদাচিন্নরতাং গতম্ ॥ ৬১ ॥

১৫। সর্ব্বযোনি-সমাপন্নং বিপন্নং বিগতপ্রভম্।
অনাথং ত্বাং সমাপন্নং ত্রাহি মাং কৃপয়াচ্যুত ॥ ৬২ ॥

১৪-১৫। আমি কখনও কৃমিযোনি, কখন স্বেদজ-জন্ম, কদাচিৎ উদ্ভিদ্-যোনি এবং কখন নরদেহ এইরূপে সর্ব্ববিধ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছে, আমার প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে, হে অচ্যুত! আমি অনাথ হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি. কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ত্রাণ করুন ॥ ৬১-৬২ ॥

১৬। উপস্থানমিদং পুণ্যং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে গতিম্ ॥ ৬৬ ॥

১৬। এই পুণ্য উপাখ্যান শ্রবণে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। যে মানব এই উপাখ্যান শ্রবণ করে বা কাহাকেও শ্রবণ করায়, তাহার গোবিন্দে গতি লাভ হয় ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়কৃত বদরীনারায়ণ-স্তুতিবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়কৃত-বদরীনারায়ণ-স্তুতি-বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায়।

— —

গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-ক্ষেত্রের পূর্ব্বাবস্থা

শ্রীনদীয়াচাঁদের আবির্ভাব-ভূমি উখড়াপরগণার শ্রীধাম মায়াপুর হইতে দশক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে যে স্থানে মহাদেব বারুইএর বরোজের নিকট কর্ত্তাভজাদলের আদিগুরু আউলেচাঁদশিশু পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সেই স্থানে যাবতীয় ভ্রান্তিময় বিদ্ধ-মতবাদ নিরাস করিয়া জাগতিক জ্ঞানে বিভোর মানব-মতিকে পরমার্থ-পথে চালিত এবং শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আনীত বিশুদ্ধ ভক্তি-প্রবাহকে পুনরায় বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রবাহিত করিবার জন্য ভক্তিপথের এক দ্রুত গমনশীল পুরুষ আবির্ভূত হন।

বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর-ছন্দের আদিলেখক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জন্মস্থান—'উলা'গ্রামের নির্দ্দেশ

তাঁহার আবির্ভাবের কয়েকবর্ষ পরেই **উলানগর** মহামারীতে জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ মহামারীর ভীষণ প্রকোপ উপলক্ষ করিয়া উলানগরে আবির্ভূত নিত্যসিদ্ধ সাহিত্যিকবর বঙ্গভাষায় **সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'বিজনগ্রাম' নামক একটী মহাবাক্য রচনা করিয়াছিলেন। রচনাকাল ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ।** এই উলাগ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত উখড়া পরগণার মধ্যে। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৫১ মাইল। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের মুর্শিদাবাদ লাইনের রাণাঘাট ষ্টেশনের অব্যবহিত পরেই যে **বীরনগর ষ্টেশন,** তাহারই নামান্তর সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন **উলাগ্রাম।** এই নগরীর যে-স্থানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই জন্মভিটা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের গৌরব-গীতি গান করিতেছে।

ঠাকুরের আবির্ভাব-কাল

সপার্ষদ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ভীষণ কলিকল্মষদুষ্ট জীবের ভোগবুদ্ধির বিপরীত প্রগতি-সেবার বিচার উন্মেষণার্থ যে-সময় প্রপঞ্চে স্বীয় ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ-ত্রিশত-বর্ষ পরে অর্থাৎ **৩৫২ গৌরাব্দ, ১৭৬০ শকাব্দ, ১৮৯৫ সম্বৎ, ১২৪৫ বঙ্গাব্দ ও ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর এবং বাংলা ১৮ই ভাদ্র**

ত্রয়োদশী তিথিতে সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত পুরুষরূপে শ্রীশ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের এক পরমপ্রিয় নিজ-জন আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ ও তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়

ভুবনমঙ্গল অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তম স্বয়ং মহাবদান্য-লীলা বিস্তারের জন্য যে সুবিমলা ভক্তির পথে বিচরণ নিত্য-বিজ্ঞানসম্মত আনন্দলাভের নিদর্শনরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার পরস্পর-বিবদমান-শক্তি-সমূহের বিকাশক্রমে বিমল প্রেমধর্ম্মের সুশীতল-রশ্মি হীনপ্রভ ও মলিনতা-জলধিতে আবৃত হইবার আতঙ্ক জগজ্জীবকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই প্রেম-সূর্য্যাংশুকে সুবিমল-স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্যে অনাবৃত করিতে তাঁহার নিজ-জন পুরুষোত্তম-সেবাপর পুরুষবর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-বিষয়ের আশ্রয়বিগ্রহরূপে জগতে সম্যগ্‌গত হইয়াছিলেন।

কর্ম্মজড় পঞ্চোপাসক-কুলে আবির্ভূত হইলেও তাহার উৎসাদন-কল্পেই তাঁহার আবির্ভাব

যখন তিনি আগত হইলেন, লোকে বাহ্য-দর্শনে দেখিতে পাইলেন যে, পঞ্চোপাসকের কুলে, পঞ্চোপাসকের গৃহে এক প্রপঞ্চাতীত উপাসক আসিয়াছেন। ভোগ-বিহ্বল দুর্ব্বলপ্রাণ মানব নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম-ভূমিতে বিচরণপূর্ব্বক যেরূপ নানাপ্রকার সদসৎ-কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে, সেইরূপ কর্ত্তৃত্বে উদাসীন, শুদ্ধ জীবাত্মার স্বরূপ ও কৃত্যের আদর্শ-রূপে কোন ভগবচ্ছক্তি বা ভগবৎ-প্রকাশতত্ত্ব জগতে প্রকাশিত হইলেই জগন্মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

বিবিধ দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি অপধর্ম্মের নিরাসকল্পে ঠাকুরের আবির্ভাব

মানস চাঞ্চল্য বদ্ধজীবের কৃষ্ণেতর বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত করিয়া যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয়। সৎকর্ম্মভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তের বহির্ভাগে তাদৃশ যথেচ্ছাচারিতাপূর্ণ আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বশৈলে গৌড়াকাশে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-নির্ম্মুক্ত কোন আদর্শ ঋক্ষ উদিত হইতে পারেন না—এরূপ ভ্রান্তির অপনোদনকল্পে—অধন্য দেশকেও ধন্য করিবার নিমিত্ত—অপূত ভূমিকেও পূত করিবার জন্য—অবদ্য-কলিকালেও নিরবদ্য সত্যযুগে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে জগতের অকল্যাণ-সমূহ নিরাস করিয়া কল্যাণ আবাহনার্থ গৌড়-শশধর ও তৎপারিষদ নক্ষত্র-মণ্ডলীর উদয়-বিষয়ে ঐ ভাগ্যহীন দেশবাসী

অযোগ্য, অপুণ্য জনগণেরই অধিক দাবী। তামস-তন্ত্র-প্লাবিত গৌড়দেশে যোগিপাল, ভোগিপালের গীত এবং মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরির ছড়া-গানের ঝিল্লি-রবে মুখরিত তিমির-রাশিকে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" শ্রীমুখ-গাথার উজ্জ্বল আলোক সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়াছিল। ভূতসিদ্ধি, বশীকরণ, পঞ্চপক্ষি-সাধন, পঞ্চদেবাবাহন প্রভৃতি বিচার-সমূহ যে-দেশে, যে-কালে, যে-সকল কর্ম্মবীর-পাত্রপুঞ্জে প্রবল ছিল, সেই সময়ে সেই দেশে সেই সকল পাত্রের নিকট একজন অতিমর্ত্ত্য মূর্ত্তমঙ্গলের আগমন—অহৈতুক দয়াময় ভগবানের অমন্দোদয়-দয়ারই পরিচয়।

শ্রীনিবাস-আচার্য্যের পর শ্রীল ঠাকুরই একমাত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলা-সংগোপনের পরবর্ত্তিকালে আচার্য্য শ্রীনিবাস, ঠাকুর নরোত্তম এবং প্রভু শ্যামানন্দ প্রপঞ্চে সেই প্রেম-বারিধারা-বর্ষণের দেবতাত্রয় হইয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সঞ্চার করিয়াছিলেন। বহুবর্ষের অনাবৃষ্টি-অল্পবৃষ্টি-বশতঃ জীবের হৃদয়-মরু প্রেমাঙ্কুর-উদ্ভেদনে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং কালের প্রচণ্ড প্রতাপ হইতে অন্যাভিলাষী কর্ম্মিকুলের উদ্ধারের জন্য বিহিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আসব সেবা, নৈতিক-উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়োত্থ চেষ্টা, উৎকট-তর্ক-পিপসা, অবৈধ জড়োন্নতি-কামনা প্রভৃতি আময়-সমূহের আনুষঙ্গিক ঔষধিস্বরূপ প্রেমার অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষা সময়োপযোগী বলিয়াই বিচারিত হয়। সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দবস্তু পুরুষোত্তম তদানীন্তন প্রপঞ্চে সচ্চিদানন্দ সেবকের সেবা-বিধান অনুমোদন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পুনঃ প্রবাহকারী

শ্রীনিবাসাদি ত্রিধারা ব্রজ-বাস-রত গোস্বামি-ষট্‌কের অনুকূল সেবাস্রোতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া অখিলরসামৃত-সাগর-সঙ্গমে গমনকালে শতধারায় প্রবাহিত হইবার পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে শুষ্কতা,—নিরম্বুতা প্রভৃতি বাধা লাভ করিয়াছিল। এই সময় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের একটী অলৌকিকী কৃপাশক্তি শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর স্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিয়া দিয়া কল্যাণ-কল্পতরুকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল।

ঘন তিমিরের মধ্যে উজ্জ্বল তারকাদ্বয় পূর্ণভাবে প্রবল প্রতাপ বিস্তার করিতে অসমর্থ হয়। পশ্চিমগগনে সূর্য্যালোক অন্তর্হিত হইলে তারকামণ্ডলী নৈশ-তিমির-অপসারণে দর্শকগণের সাহায্য করে। প্রদোষকালেও কিছুকাল আলোকছায়া পথিকের ন্যূনাধিক সাহায্য করিয়া থাকে। পুনরায় নিশানাথের আগমনে জীবের চিত্ত আশাভরে উল্লসিত হয়।

কেবলাদ্বৈতবাদ-বিপথ হইতে উদ্ধারকারী ভক্তিবিনোদ

নিত্য জীবনের সন্ধান দেওয়া দূরে থাকুক, কর্ম্ম-কোলাহলমত্ত জীনগণ শান্তি-পিপাসায় যে কেবলাদ্বৈতবাদের ঘোরতর তমিস্রে প্রবেশ্যাকাঙ্ক্ষা করেন, তাই বিপথ—এরূপ সতর্ক করিবার লোকের অভাব হইলে প্রপঞ্চাগত সামাজিকগণ নানাপ্রকার মতবাদে বিপন্ন হন। ক্লেশতন্ত্র জীব-নিচয় স্বগত-সজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত মতবাদীর উচ্চকণ্ঠরব শ্রবণ করিয়া যখন কাল্পনিক শান্তির আকাশ-কুসুমের অনুসন্ধানে কৈবল্যের অনুসন্ধান করেন, তখন নিষ্কপট ভজনশীলের দৈন্যময় ক্ষীণস্বর কেবলাভেদবাদীর তারস্বরের যে অপ্রয়োজনীয়তার বিজ্ঞাপন প্রচার করে, তাহা কল্যাণকল্পতরুর সুকল্যাণ-ফল লাভের অনুকূল।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যাদি কুপথ হইতে একমাত্র রক্ষাকারী ভক্তিপথের প্রদর্শকরূপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভোগ ও ত্যাগের কণ্টক-ভূমিকায় জীবের সর্ব্বক্ষণ ক্লেশ পাইবার যোগ্যতা আছে। অসতর্ক খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন বিচার আত্যন্তিক মঙ্গল-বিধানে অসমর্থ। এজন্য আশ্রয়ানুগত ভক্তির বিচারই আমাদের নিত্য অবলম্বনীয় হওয়া আবশ্যক। আময়োচিত ঔষধরূপে বৃন্দাবনীয় ভক্তিলতা পূর্ব্বশৈলেও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ববোধক উপাস্য-বিগ্রহগণ যাঁহাদিগকে আকর্ষণ করেন, তাঁহারাই নিরস্তকুহক সত্য-গ্রহণে অগ্রগামী হইতে পারেন, ইহারই নাম সুকৃতি। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতিকে সরণীজ্ঞানে যে-সকল পথিক পথহারা হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বিপথে গমন করেন, তাঁহাদিগের জন্যই নিষ্কপট পথপ্রদর্শকের আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তদাশ্রিত জনগণকে উৎসাহান্বিত করিয়া জীবকুলের প্রপঞ্চ হইতে অপ্রাকৃত-পথে যাইবার ভক্তি-সরণী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সেই পথও দুর্গম-কণ্টকপূর্ণ বলিয়া আতঙ্ক পোষণ করায় জীবনপথের পথিকগণের স্থানে স্থানে বিপৎসঙ্কুলতা উপলব্ধি হইয়াছিল। সরল সহজ ভক্তি-সুপথের আশ্রয়ে

পরমলভ্য আনন্দ প্রয়োজন তত্ত্ব অসমোর্দ্ধত্ব প্রতিপাদন করে, ইহা জানাইবার আদর্শ-জীবনের অভাব ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই সকল অভাব কি পরিমাণে পূরণ করিয়াছেন, শুদ্ধজ্ঞানোন্মেষে তাহাই লক্ষিতব্য বিষয়।

ঠাকুর জীবের বিশুদ্ধ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বের নির্দ্দেশক

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণের সহিত **সম্বন্ধ**-বিশিষ্ট জৈব ও জড় জগতের উদ্দেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবৎ-সেবাই **অভিধেয়**, জড়ভোগ-বাসনা উহার অন্তরায়—এই সকল কথা আচার-প্রচারের দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। শান্তি, ভুক্তি ও আনন্দ—পরা শান্তি ও সুষ্ঠু কৃষ্ণভক্তিতেই পর্য্যবসিত—ইহা জানাইয়া **প্রয়োজন**-তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত ইতরকথা-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তির মহত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যাঁহারা অমন্দোদয়-দয়ার সন্ধান দিতে পারেন না, তাঁহাদিগের মহত্ত্বের আশা-ভরসা করা কল্যাণ-কামিগণের আদৌ প্রয়োজনীয় বিষয় নহে।

ঠাকুরের কৃপা-ভিক্ষা ও জীবনী—তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবে কীর্ত্তনীয় ও তাহাই আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা

শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় শুদ্ধভক্তগণ যেরূপ কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, তাদৃশী কৃপার অসমোর্দ্ধতা প্রতিপাদনকল্পে আচার-প্রচার-মুখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কারুণ্য তাঁহার বার্ষিক (তিরোভাব)-আবির্ভাব-কালের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের বিষয়। শাস্ত্র বলেন,—দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে বসতি স্থাপনপূর্ব্বক ভুক্ত অমঙ্গলের হস্ত হইতে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের দ্বারাই মুক্ত হওয়া যায়। আমরা যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-অনুষ্ঠানত্রয়ে ভগবান্ ও তদীয়-জনগণকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলেই পরমগোপ্তা জগন্নাথের অবশ্য নিত্যকৃপাভাজন হইতে পারিব। যিনি আমাদিগের এই ভবসাগরে নিমজ্জমান অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অকৈতবে কৃপা বিতরণ করেন, সেই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ববিৎ অর্থাৎ বন্ধ-মোক্ষবিৎ পণ্ডিতের বেদোজ্জ্বলা-বুদ্ধি আমাদের জীবন-পথের ধ্রুবতারা-রূপে আমাদিগকে পরিচালনা করুন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

———

কৃষ্ণদাস্য

সৎসঙ্গে শ্রদ্ধাই মায়াজয়ের উপায়

বদ্ধ জীবসকল ত্রিগুণময়ী মায়াতে মোহিত হইয়া কৃষ্ণদাস্য বিস্মরণ পূর্ব্বক অবিদ্যাময় সংসারে বারংবার ভ্রমণ করিতেছেন, ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণদাস্য যিনি স্বীকার করেন, তিনিই ত্রিগুণময়ী মায়াকে জয় করিতে ক্ষমবান হন। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের সৎসঙ্গে শ্রদ্ধা না হয় ততদিন কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আধ্যাত্মিক প্রভৃতি নানাবিধ কষ্ট জীব ভোগ করেন। শ্রীচরিতামৃতে—

কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেমজন্মে তিহোঁ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

শ্রীনাম সর্ব্বসাধনের সার এবং নাম-নামী অভিন্ন

সাধুসঙ্গ লাভ হইলে জীব শ্রীহরিনাম আশ্রয় করেন; শ্রীনাম সর্ব্বসাধনের সার, সেই নামরস আস্বাদন করিবার জন্য আমাদের প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় পরিধান পীতাম্বর সদৃশ রাধাকান্তি আবরণে 'নামই উপায়, নামই উপেয়' এই শিক্ষা দিয়া জীবকে কৃষ্ণদাস্যে আকর্ষণ করিয়াছেন। নামভজনকারী ব্যক্তি নামের যাহা অনুকূল তাহা ব্যতীত আর কিছু করিবেন না।

অপরাধশূন্য নাম গ্রহণ হইতে প্রেমলাভ

নামাপরাধ অর্থাৎ নামের যাহা প্রতিকূল তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা এবং প্রতিপালক, এই অনন্য ভাব আশ্রয় করিবেন। যে পর্য্যন্ত স্বরূপ-ভ্রমরূপ অনর্থ দূর না হয়, সাধক ভজনের উপযোগী হইতে পারেন না। স্ব-স্বরূপ বুঝিতে পারিলে সম্বন্ধ জ্ঞানোদয় হয়। ক্রমে অভিধেয় রূপে ভজন করিতে করিতে প্রয়োজন প্রেমধন লাভ করিয়া প্রেমের মুখ্য অঙ্গ মধ্যে সমর্থ হন।

সদ্‌গুরু পদাশ্রয় ব্যতীত প্রকৃত কৃষ্ণদাস্য লাভ করা কঠিন

সদ্‌গুরু আশ্রয় করিয়া সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন এই তিন তত্ত্ব অবগত না হইলে প্রকৃত কৃষ্ণদাস্য লাভ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যিনি একান্ত কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার প্রয়াসী ভগবান্ তাঁহার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ করেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীতা)

ষড়রিপুর সদ্ব্যবহার

শুদ্ধ ভক্ত হইতে যাঁহাদের প্রয়াস, তাঁহারা মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে ভজন করিলে অল্পকালেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন। পূর্ব্বের দুষ্টভাব কাম, ক্রোধ তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তখন কর্ম্ম কৃষ্ণ কৃষ্ণসেবায়, ক্রোধ নামাপরাধীর উপর, লোভ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণলীলাগুণ আস্বাদনের জন্য, মোহ কৃষ্ণের স্বমাধুর্য্যে, দম্ভ আমি যেরূপে পারি অখিল জগৎ একদিকে রাখিয়া সৎসঙ্গ লাভ করত কৃষ্ণভজন করিব—এইরূপ দৃঢ়তা হইয়া থাকে।

নামানন্দ সিন্ধুস্বরূপ, ব্রহ্মানন্দ তাহার নিকট খাতোদক

বস্তুতঃ কৃষ্ণভজন অপেক্ষা জীবের আর কিছুই সুখ নাই। কৃষ্ণনামানন্দ কত সুখকর তাহা নামাশ্রয়কারী সাধুজন বুঝিয়াছেন। কৃষ্ণ-নামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদক ব্রহ্মানন্দ তার তুলনায় খাতোদক সম। নিরপরাধে নাম লইলে সেই রসসিন্ধু আস্বাদন করিতে পারা যায়। নামরস সিন্ধুর নিকট কর্ম্মযোগ অন্ধকূপ সদৃশ। নানাবিধ উপাসনা ত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে নামভজন নামপরায়ণ সাধুসঙ্গ এই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

জগৎ-ব্যাপক হরি, অজভব আজ্ঞাকারী, মধুরমুরতী লীলা-কথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম মহৎ সেই, তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥

প্রেমধন স্বপ্রকাশবস্তু, অপক্ক অবস্থায় উহা লাভে অধৈর্য্য ব্যভিচারিগণ—ইঁচড়েপাকা সহজিয়া

সর্ব্বসাধ্যসার শ্রীনাম নিরপরাধে করিলে প্রেমধন অবশ্যই লাভ হইবে। মহাপ্রভুর এবং তদ্ভক্ত মহাজনগণের বাক্য বিশ্বাস করাই ধর্ম্ম। ভজনে একান্ত দৃঢ় হইয়া কিছুদিন ভজন না করিয়া প্রেমধন পাইবার আশায় অধৈর্য্য হইলে প্রেমলাভে নানা বিঘ্ন হইবার উপক্রম হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেরূপ করেন না। যে-পর্য্যন্ত প্রেমধন স্বপ্রকাশ না হন, অভিধেয়রূপে ভজন-সাধন করিয়া থাকেন। সাধনে পরিপক্কতা হইলে ক্রমোন্নতি অনুসারে প্রেমধন লাভ হয়, এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

অহো বৈকুণ্ঠস্থৈরপি চ ভগবৎপার্ষদ-বরৈঃ
সরোমাঞ্চং দৃষ্ট্বা যদনুচর বক্রেশ্বরমুখাঃ।
মহাশ্বর্য্যপ্রেমোজ্জ্বলরসসদাবেশবিবশী।
কৃতাঙ্গাস্তং গৌরং কথমকৃতপুণ্যঃ প্রণয়তু ॥ ৪৪ ॥

মহান্ আশ্চর্য্য কিবা আহা মরি মরি!
আনন্দ চিন্ময় রস চমৎকারকারী ॥
গৌরাঙ্গের অনুচর বক্রেশ্বর আদি।
সুমধুর রসেতে আবিষ্ট নিরবধি।
অশ্রুকম্প পুলকাদি নানাভাব অঙ্গে।
নিরবধি ভাসে সুখসিন্ধুর তরঙ্গে ॥
ব্রহ্মানন্দাদিক সব তুচ্ছ করি মানে।
বৈকুণ্ঠের সুখ নহে ইহার তুলনে ॥
গৌরপ্রিয়জন প্রেম-সিন্ধুতে সাঁতারে।
বিষ্ণুশ্রেষ্ঠপারিষদ স-রোমাঞ্চ হেরে ॥
সেইত গৌরাঙ্গে অহো ভাগ্যহীনজন।
কেমনে ভজিবে পদে লইয়া শরণ ॥ ৪৪ ॥

দত্ত্বা যঃ কমপিপ্রসাদমথ সংভাষ্যস্মিতশ্রীমুখং
দূরাৎ স্নিগ্ধদৃশা নিরীক্ষ্য চ মহাপ্রেমোৎসবং যচ্ছতি।
যেষাং হন্তকুতর্ক্ক কর্ক্কশধিয়া তত্রাপিনাত্যাদরঃ
সাক্ষাৎ পূর্ণরসাবতারিণি হরৌ তুষ্টা অমী কেবলম্ ॥ ৪৫ ॥

পূর্ণপ্রেমামৃতরস স্বয়ং অবতারী।
প্রকট হইল ভবে শ্রীগৌরাঙ্গহরি ॥
দরশন দিয়া জীবে ভাগ্য করে দান।
সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে তার আকর্ষিয়া প্রাণ ॥

সুমধুর মৃদুমন্দ মুখ হাস্য শোভা।
অমৃত মধুর বাণী জনমনোলোভা॥
"ওহে ভাই, বল কৃষ্ণ, লহ মোরে কিনি।"
মধুর সম্ভাষি কহে গৌরগুণমণি॥
দূর হৈতে নেহারিয়া স্নিগ্ধ দরশনে।
প্রেমদান করে কা'রো আকর্ষিয়া মনে॥
এহেন গৌরাঙ্গে যেই অত্যাদর করি।
ভজন না করে তার দুষ্কৃতি বিচারি॥
অত্যাদর শব্দেতে ঈশ্বর বুদ্ধি কহে।
"দেশবাসী" "বুদ্ধিমান্" সন্ন্যাসী বুদ্ধি নহে॥
কুতর্কে কর্কশবুদ্ধি যত দুষ্টগণ।
গৌরাঙ্গে না ভজে তা'রা চতুর্ব্বিধ জন॥
"মূঢ়" "নরাধম" আর "মায়াহৃত-জ্ঞান"।
"অসুর-স্বভাব" সর্ব্ব কুপণ্ডিতাখ্যান॥
চৈতন্য যে বস্তু "মূঢ়" বুঝিতে না পারে।
চৈতন্য না ভজি জড়কর্ম্মাঙ্গ বিস্তারে॥
জড়কাব্যকলাতে আসক্ত 'নরাধম'।
চৈতন্য না ভজে পাঞা উত্তম জনম॥
"মায়া-অপহৃতজ্ঞান" সাংখ্যাদিক করি।
জড়মায়া শ্রেষ্ঠ মানে কুযুক্তি বিস্তারি॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদি প্রেমদত্ত ধর্ম্ম।
দেখি শুনি চৈতন্যের নাহি বুঝে মর্ম্ম॥
চৈতন্য পুরুষ বিনা শক্তি অচৈতন্য।
মোক্ষদা কল্পিয়া—নাহি ভজে শ্রীচৈতন্য॥
"অসুর-স্বভাব" সর্ব্ব নির্ব্বিশেষবাদী।
কুটিল কুযুক্তিবাণ হানে নিরবধি॥
আনন্দ চিন্ময় রসে ছলমল অঙ্গ।
অসুর-স্বভাবে নাহি ভজে শ্রীগৌরাঙ্গ॥

অন্তঃশান্ত বাহিরেতে শৈব ধর্ম্মে রত।
সভায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম শ্রোতা অভিমত ॥
ভাগবত ভক্তি বিনা অর্থে ব্যাখ্যা করে।
গৌরাঙ্গের অঙ্গে কেহ লাঠি ফেলি মারে ॥
অহো কি করুণ মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর।
হেন জীব হিত কিসে বাঞ্ছে নিরন্তর ॥
মূঢ়রে সৌন্দর্য্যে মোহি—আর নরাধমে।
কৃষ্ণগীতিকাব্যে মোহি কৈল নরোত্তমে ॥
মায়াহৃতজ্ঞানে চিচ্ছক্তি সঞ্চারিয়া।
প্রেমদান করে জড় বুদ্ধি ছাড়াইয়া ॥
অসুরস্বভাব জনে সুদর্শন দিয়া।
প্রেমেমত্ত করে তার অজ্ঞান নাশিয়া ॥
পরম করুণ প্রেমদাতা-শিরোমণি।
সব ছাড়ি ভজ গোরার চরণ দু'খানি ॥

কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিলে আমরা কি বুঝি ?

"আমাদের সর্ব্বপ্রথমেই জানা দরকার যে" বৈষ্ণবধর্ম্মটী কি ? শুদ্ধ জীবাত্মার নিত্যধর্ম্মই "বৈষ্ণবধর্ম্ম" বা "কৃষ্ণদাস্য"। জীবাত্মা নিত্য অর্থাৎ সনাতন বস্তু সুতরাং জীবাত্মার নিত্যধর্ম্মই—সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। ইহা কেবল হিন্দুর ধর্ম্ম নহে। ইহা নিখিল চেতন বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম।—জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম, নিত্যসেবাবৃত্তি।

জীবের স্বধর্ম্মই ভগবৎ-সেবা—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় পশিল ॥

জীব তাহার স্বধর্ম্ম সেবা-বৃত্তি ভুলিয়া যখন জগতে প্রভু সাজিতে যায়, তখন সে—প্রভু হইতে ত' পারেই না অধিকন্তু প্রকারান্তরে মায়ার দাস হইয়া পড়ে। নিজকে স্ত্রীর প্রভু, পুত্রের প্রভু, ভৃত্যের প্রভু, অর্থের প্রভু, সম্মানের প্রভু, সমাজের প্রভু বলিয়া অভিমানযুক্ত হয় বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদেরই দাস ও অনুগত হইয়া তাহাদের সেবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া থাকে। যে দিন এই বিকৃতদাস্যবৃত্তিটী একমাত্র নিত্যবস্তু স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে নিযুক্ত হইবে, সেই দিন লুপ্ত নিত্যস্বভাব ফিরিয়া আসিবে। সেই নিত্যদাস্য স্বভাবতই জীবের নিত্যধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম —উহাই সর্ব্বজীবের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম এবং জীবের স্বধর্ম্ম বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে।—অতএব **"সেবাই ধর্ম্ম"** অর্থাৎ ভগবৎসেবাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম :—কিভাবে সেবা করিতে হয় তাহাই জানা দরকার।—

কৃষ্ণপ্রীতি ও সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসুখান্বেষই ভগবদ্ভক্তি বা "সেবাধর্ম্ম"। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। শরণাগত হইয়া সেবাই জীবের হরি-ভজন। সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কথঞ্চাহো তদ্ভজনং ?" সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ভজন কিরূপ ? তদুত্তরে ব্রহ্ম বলিয়াছিলেন—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যে নৈরাম্যুস্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্ ॥"

ভক্তিই ভগবানের ভজন। ভক্তি শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ইহাই প্রসিদ্ধ অর্থ এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ভজন। ইহলোক ও পরলোকের এবং যাবতীয় কামনা অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি ভগবৎসেবেতর অনিত্যেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কামনা নিরাসপূর্ব্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে প্রেম-দ্বারা তন্ময়তাই ভগবদ্ভজন ; ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য—এই ভজন প্রধানতঃ নববিধ। যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

এই নববিধা ভক্তিই কৃষ্ণ-ভজনের অনুকূল। যথাঃ—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণদিতে ধরে মহাশক্তি ॥

কিন্তু এই নববিধ ভজনের মূলে আত্মনিবেদন অর্থাৎ শরণাগতিই সকলের মূল। এই মূলকে ছেদন করিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

অতএব হরিগুরু-বৈষ্ণবের নিত্যানুগত্যই "কৃষ্ণসেবা বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম"। জীব যখন সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হয় তখনই সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় এবং ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদনের ভাব আসে। যথা :—

আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন ভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি "স্বতন্ত্র" জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে॥

ভক্ত নিত্যকালই গুরুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস তাহা হরিভজন নহে, উহা প্রকৃতপক্ষে মায়ার ভজন বটে। কোন ব্যক্তি যদি গুরুর আনুগত্য ব্যতীত নিজ মতানুযায়ী সদাচার, তীর্থভ্রমণ, ভগবদ্ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজন, ত্যাগ, তপস্যাচরণ-নাম-সংকীর্ত্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যাঙ্গানুশীল করিতে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি তাহার কিছুমাত্র হরিভজন হইতেছে না, পরন্তু সেই ব্যক্তি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম চরিতার্থ করিতেছে মাত্র। যেখানে প্রতিষ্ঠাশা, কনক-কামিনী-সংগ্রহেচ্ছায় হরিভজনের কপট অভিনয়, তাহা হরিভজন নহে, কেবল কৈতবযুক্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র। হরিভজনের মূলই গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য। বদ্ধাবস্থায় জীবের গুরুর আনুগত্য ভিন্ন হরিভজনে প্রবেশলাভই হয় না। আবার সিদ্ধাবস্থায় যে সিদ্ধ-দেহে ভজন তাহাতেও নিত্য গুরুদেবের আনুগত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার মধুর ভাবে রসসেবায় গুরুকৃপা সখীর আনুগত্য ব্যতীত রাধাগোবিন্দের ভজন ভজনই নহে।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন-হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

অন্যাভিলাষ, জ্ঞান কর্ম্মাদির আবরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হরিভজন।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

যিনি হরিভজন করিতে অভিলাষ করেন, তাহার লৌকিকই হউক, বৈদিকই হউক যে-কোন কার্য্য হরিসেবানুকূলে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্যে হরির প্রীতির জন্য যাজন করা কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বজাতির অধিকাংশই গুরু-বৈষ্ণবে লৌকিকতায়ে আস্থাবান্; কিন্তু যে-সমস্ত মহাত্মাদের শরণাগত হইয়া মনগড়া হরিভজনে অগ্রসর হইতেছে, তাঁহারা প্রকৃত গুরু-বৈষ্ণব কিনা এবং ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত অনর্থ-মুক্ত-পুরুষ কিনা অথবা আমাদের মত অনর্থযুক্তবদ্ধজীব কিনা তৎসম্বন্ধে সমালোচনারই এখন দরকার। চকৃখড়ি গোলা, চুণগোলা বা শ্যামাঘাসে যদি কেহ দুগ্ধ বা ধান্য ঘাস বলিয়া বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাস্থাপন করিয়া তাহা ভোজন করে তাহার দ্বারা কি দুগ্ধ ও অন্নভোজনের ফল পাওয়া যাইবে?

আমরা প্রকৃত সাধুগুরুবৈষ্ণব চিনিতে না পারিয়া পদে পদে প্রতারিত হইতেছি এবং অনেকের **উপজীবিকার ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছি।** উপযুক্ত ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহার আনুগত্য স্বীকার করত পারমার্থিকপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না বলিয়াই ভজন ঠিক হইতেছে না। অন্ধগণের দ্বারা অন্ধ আমরা অন্ধকারগর্ত্তে নীত হইতেছি।

আমাদের ভজনের পথের উপদেষ্টা গুরু-করণ, বৈষ্ণবানুগত্য প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠানের পরিপাটী সকলই ঠিক আছে কিন্তু গোড়ায় "গলদ" রহিয়াছে। **ত্যাগীর পদে ভোগীকে নিযুক্ত করিলে যে দুর্দ্দশা ঘটে আমাদের তাহাই ঘটিতেছে**; অতএব এরূপ গোড়ায় গলদ রাখিয়া কোন বিষয়েই পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিব না, ইহা ধ্রুব সত্য।—

"শ্রীগৌড়ীয়ের প্রচার্য্য বিষয়"

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অবধূত নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগমনে দুইটী কার্য্যই প্রধান। একটী প্রেম-প্রচার, অন্যটী পাষণ্ডদলন। যথা:—

প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ড দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

প্রেম প্রচার যেমন মহাবদান্যতার দৃষ্টান্ত, শুদ্ধভক্তি-প্রচার দ্বারা পাষণ্ড-দলনও সেইরূপ জীবে দয়ার পরিচায়ক, শ্রীগৌড়ীয় এই দুইটী মহৎকার্য্য উদ্‌যাপনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।—গৌড়ীয় আমাদের পারমার্থিকপথে নিঃস্বার্থ অনর্থমুক্ত পথপ্রদর্শক।

গৌড়ীয়গণের আরাধ্য দেবতা একমাত্র ভগবান্ "ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ"। তিনিই অদ্বয়জ্ঞান সম্বন্ধতত্ত্ব। তাঁহারই সন্ধিনীশক্তিপ্রকটিত তদ্রূপবৈষ্ণব

শ্রীধাম বৃন্দাবন। ব্রজবধূবর্গ যে রাগানুগভক্তি দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন, তাহাই অভিধেয়। তদ্বিষয়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি অভিসন্ধিরূপ কপটতানির্ম্মুক্ত অমল শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র প্রমাণ। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমাই প্রয়োজন। ইহাই চৈতন্য মহাপ্রভুর মত। তাহাতেই গৌড়ীয়ের আদর অন্য কোন মতে আদর নাই গৌড়ীয়ের আদর্শ কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য-পরা সেবা।"

যেখানে সেবার নামে ভোগ বা জ্ঞান-কর্ম্মাদি অন্যাভিলাষের আবাহন সেখানে গৌড়ীয়ের সহানুভূতি নাই। গৌড়ীয় নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যের উপাসক এবং ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয়-বিনির্ম্মুক্ত-নিষ্কিঞ্চন রূপানুগ-গৌরজনের নিত্য কিঙ্কর। শ্রীগুরুর নিরস্তকুহক বাস্তব-সত্যে কোনও ভ্রম থাকিতে পারে না, ইহাই গৌড়ীয়ের সুদৃঢ় বিশ্বাস। তাই আজ গৌড়ীয় সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্যের সুদৃঢ় বিশ্বাসভূমিকায় নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া অবস্থিত। তাহার অপর দিকে দেবীধামের অসংখ্য জীবকুল অসংখ্য মনোধর্ম্মের অনাদি স্রোতে ভাসমান রহিয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়ের প্রচার্য্য বিষয় সুদর্শন বা অধোক্ষজ ভক্তি

সুদর্শন বিষ্ণুর হস্তস্থিত চক্র। উহা ভক্তের রক্ষক এবং পাষণ্ডকুলের সংহারক। উহা দুর্ব্বাসনাযুক্ত কুদার্শনিক দুর্ব্বাসার নিকট ভয়ঙ্কর, আবার হরি-সেবা-পরায়ণ অম্বরীষের নিকট পরম প্রশান্ত সেব্যবস্তু। সুদর্শনের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন। তাহারই অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত—প্রতিপাদ্যবিষয় নির্ম্মৎসর সাধুজনপ্রিয়, জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম ভক্তি। শ্রীগৌড়ীয় ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারক বৈদান্তিক। স্বকপোল-কল্পিত অসুর-বিমোহনকারী ভাষ্যানুগত নির্ব্বিশেষ বৈদান্তিকব্রুব নহেন। শ্রীগৌড়ীয় অপ্রাকৃত স্বধর্ম্মপ্রচারক। শ্রীরূপানুগ ও জীবপাদের সৎসিদ্ধান্তের প্রচারক শ্রীগৌড়ীয় বিপ্রলম্ভবিগ্রহ রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিততনু শ্রীগৌর-সুন্দরের একনিষ্ঠ উপাসক।

শ্রীগৌড়ীয় শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপক, অক্ষজজ্ঞান ও অধোক্ষজ ভক্তিমীমাংসক। শ্রীগৌড়ীয় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী, মন্ত্রব্যবসায়ী, কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী, ভাগবত-ব্যবসায়ী, শিষ্য-ব্যবসায়ী, বৈষ্ণবব্রুব-গুরুব্রুবগণের ভণ্ডামীর উদ্ঘাটন ও উৎসাধনকারী।

—শ্রীগৌড়ীয়ের একমাত্র কৃত্য। "গৌর-বিহিত-কীর্ত্তন।" গৌড়ীয় নামমাহাত্ম্য, ভক্ত ও ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রচারক। শ্রীগৌড়ীয় কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রবর্ত্তিত শ্রুতিপ্রতিপাদ্য নামগানকারী। শ্রীগৌড়ীয় নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের যথাযথ ভেদপ্রদর্শনকারী। শ্রীগৌড়ীয় অসাম্প্রদায়িক নামধারী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী নহেন। গৌড়ীয়গণ চিৎসমন্বয়বাদী সৎসাম্প্রদায়িক। শ্রীগৌড়ীয় একমাত্র পারমার্থিক অবরোহবাদী পত্র। পরমার্থীর আচরণে বিগ্রহজীবী, ধামজীবী পাণ্ডিত্যজীবী, মন্ত্রজীবী, ভেকজীবী সংবাদপত্রজীবী হওয়া বা পাঠক ভৃতক (যাহারা বেতন গ্রহণে পাঠ করেন) প্রভৃতির দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

অতএব শ্রীগৌড়ীয় যে আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুকূল একমাত্র পারমার্থিক পত্র সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণই নাই। গৌড়ীয়ের উপাস্যদেবতা, গৌড়ীয়ের ধর্ম্ম, গৌড়ীয়ের কর্ত্তব্য এবং আমাদের উপাস্য-দেবতা, ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই এক। সুতরাং আমাদের মত অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের সর্ব্বতোভাবে গৌড়ীয়ের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহাতে শ্রীগৌড়ীয়ের আদেশ মত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শুদ্ধভাবে আমাদের সমাজে প্রচলিত হয় তৎপক্ষে সকলেরই উৎসাহান্বিত হওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ হইতে স্বার্থপর উপদেষ্টাদের প্রভুত্ব দূর করিবার চেষ্টাও করিতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় কি জন্য যে স্বার্থপরদের অপ্রিয় ও শত্রু হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন "কেবা কারে ভালবাসে স্বার্থনাশে যায় জানা" গৌড়ীয়গণ ধর্ম্মের নিন্দক ইহা স্বার্থপরদের কথা। যাহাদের নিজের ধর্ম্মে আস্থা নাই সে অপরের ধর্ম্মকে সর্ব্বদা নিন্দা করে, ইহা স্বভাব সিদ্ধ। ধর্ম্ম উপজীবিকার বস্তু নহে। যাহারা ধর্ম্মের ভাণে জীবিকানির্ব্বাহের যোগাড়ে ব্যস্ত তাহারাই গৌড়ীয়ের বিরোধী শত্রু। কিন্তু আমাদের মত প্রবঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত জীবের পক্ষে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা পরম শ্রেয়পথ প্রদর্শক।

(ক্রমশঃ)

দেব-দেবীর পূজা ও বলিদান

পূজার গুণানুরূপ প্রকারভেদ

পরম কারুণিক বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর কল্পে কল্পে অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃজন-ক্রমে নিজভজননিষ্ঠ ভক্তগণের ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। তৎপ্রসঙ্গে প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে অবস্থিত অনন্তকোটি জীবও স্ব-স্ব পূর্ব্বাবস্থা বা কর্ম্মানুরূপ ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় শুভাশুভ কর্ম্মে ব্রতী হইয়া থাকেন। মিশ্র কর্ম্মফলে মর্ত্ত্যলোকে প্রাপ্তজন্ম জীবগণের মধ্যে মানব জাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ শুভকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লোক এবং পাপাদিবর্দ্ধক কার্য্যদ্বারা নরকাদি প্রাপ্তি মনুষ্যজাতি মাত্রেরই সম্ভব। পশ্বাদি জাতির সে বালাই নাই। ভগবৎসৃষ্ট মানবগণ পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে বিভিন্ন প্রকৃতির শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন এবং নিজ নিজ শ্রদ্ধানুরূপ গুণসম্পন্ন দেবদেবীর পূজায় রত হইয়া থাকেন। যথা :—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনা॥ (গীঃ ১৭।১-৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—মানবগণের দেবতা-পূজাদিতে যে-শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়, তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে তিন প্রকার জানিবে। ইহা তাহাদের স্বভাব-জাত, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা অর্থাৎ সেই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিষয় এক্ষণে শ্রবণ কর। হে অর্জ্জুন! সত্ত্বগুণের তারতম্যানুসারে বিবেকী ও অবিবেকী সকলেরই শ্রদ্ধাটী নিজ নিজ অন্তঃকরণ বৃত্তির (সত্ত্ব, রজস্তমো গুণের) অনুরূপ হইয়া থাকে। যেহেতু এই লৌকিক পুরুষ শ্রদ্ধাময়, অতএব যে-ব্যক্তির যেরূপ সত্ত্ব বা অন্তঃকরণ, তিনি সেই প্রকার শ্রদ্ধাযুক্ত হন বলিয়াই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধারূপে শ্রদ্ধার ত্রৈবিধ্য বর্ণন করিলাম। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাবন্তগণ সত্ত্ব-প্রকৃতি-দেবগণের পূজা করিয়া থাকেন। রাজসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জনগণ

রজঃ প্রকৃতি যক্ষ-রাক্ষসাদির পূজা করেন এবং তামসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্টগণ তমঃ প্রকৃতি প্রেত ও ভূতগণের পূজা করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীরাধিকার পূজা, স্তোত্র ও কবচাদি বর্ণনান্তর তাঁহার অংশ-প্রভবা **শ্রীদুর্গার উপাখ্যানে** সুরথকৃত পূজা প্রসঙ্গে দেখা যায়। যথা—

ভারতে ভারতীং পূজ্যাং **দুর্গাং যঃ পূজয়েদ্বুধঃ।**
সোঽন্তে যাতি চ তল্লোকং পরমৈশ্বর্য্যবানিহ॥
কৃত্বা চ বৈষ্ণবীপূজাং বিষ্ণুলোকং ব্রজেৎ সুধীঃ।
মাহেশ্বরীঞ্চ সম্পূজ্য শিবলোকঞ্চ গচ্ছতি॥
সাত্ত্বিকী রাজসীচৈব ত্রিধা পূজা চ তামসী।
ভগবত্যাশ্চ বেদোক্তা চোত্তমা-মধ্যমাধমা॥
সাত্ত্বিকী বৈষ্ণবানাঞ্চ শাক্তাদিনাঞ্চ রাজসী।
অদীক্ষিতানামসতাং বন্যান্যাং তামসী স্মৃতা॥
জীবহত্যাবিহীনা যা বরা পূজা চ বৈষ্ণবী।
বৈষ্ণবা যান্তি গোলোকং বৈষ্ণবীবরদানতঃ॥
মাহেশ্বরী রাজসী চ বলিদান-সমন্বিতা।
শাক্তাদয়ো রাজসাশ্চ কৈলাসং যান্তি তে তয়া।
কিরাতা নরকং যান্তি তামস্যা পূজয়া তথা॥

(ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃতিখণ্ড ৬৪।৪৩-৪৯)

যে জ্ঞানী ব্যক্তি ভারতে পূজনীয়া কৌশিকী দুর্গাদেবীকে পূজা করে সে অন্তে দেবীলোকে গমন করে এবং ইহলোকেও পরম ঐশ্বর্য্যবান্ হয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তি বৈষ্ণবীর পূজা করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে ও মাহেশ্বরীর পূজা করিয়া শিবলোকে গমন করেন। বেদে শ্রীরাধিকার পূজার ন্যায় ভগবতী দুর্গারও সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকার উত্তমা, মধ্যমা অধমা পূজা কথিত আছে। এই ত্রিবিধ পূজার মধ্যে বৈষ্ণবদিগের সাত্ত্বিকী পূজা, শাক্তদিগের রাজসী পূজা ও অদীক্ষিত বন্য পশুতুল্য অসাধুগণের পূজা তামসী বলিয়া কথিতা। জীব-হিংসা-রহিত শ্রেষ্ঠ পূজা বৈষ্ণবী (সাত্ত্বিকী)। বিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবীর বরদানে গোলোক-ধামে গমন করেন। আর বলিদান-সমন্বিতা মাহেশ্বরীর পূজা রাজসী। শাক্ত প্রভৃতি রাজসব্যক্তিগণ সেই রাজসী পূজাফলে কৈলাসধামে গমন করেন। কিরাতগণ সেইরূপ তামসী পূজার ফলে নরকে গমন করে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে স্কান্দ ও ভবিষ্য পুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও দেখা যায়—

শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥
সাত্ত্বিকী জপ যজ্ঞাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতম্॥
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনা প্রিয়ে।
দেবীসূক্ত-জপশ্চৈব যজ্ঞোবাহ্নযু তর্পণম্॥
রাজসী বলিদানেন নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা॥
সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা।
বিনামন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানাঞ্চ সম্মতা॥

অর্থাৎ, শারদীয়া দুর্গাপূজা—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ রূপেই কথিত হয়, তাহা শ্রবণ কর। সাত্ত্বিকী পূজা, জপ হোম ও নিরামিষ নৈবেদ্যদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। পুরাণাদিতে ভগবতীর যে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করাই জপ। দেবীচরণে তন্মনস্ক হইয়া উহা পাঠ করিবে। এবং দেবীসূক্ত পাঠকেও জপ বলা হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতিদানই যজ্ঞ নামে কথিত। পশুঘাত পূর্ব্বক সামিষ নৈবেদ্যাদিদ্বারা পূজাই রাজসী পূজা। এবং কিরাতগণের অনুষ্ঠিত জপ, যজ্ঞ ও মন্ত্রাদি-বিহীন সুরা ও মাংসাদিসহ পূজাই তামসী পূজা নামে অভিহিত।

এই সমস্ত পুরাণ-বচন পর্য্যালোচনায় দেখা যায়—সাধারণতঃ পূজায় পূজকের রুচি বা গুণভেদে ত্রৈবিধ্য থাকিলেও সাত্ত্বিকী পূজাই সর্ব্বপূজা শিরোমণি, তাহার ফল অক্ষয়, দুঃখলেশ-বিবর্জ্জিত, পরিণামে সুখদ ও মুক্তিপদাদির প্রাপক। রাজসী-পূজা আপাত সুখদ হইলেও ক্ষণস্থায়ী ও পরিণামে দুঃখদ-রূপেই পরিদৃষ্ট হয়। তামসী পূজার ত কথাই নাই। তাৎপর্য্য এই যে—মায়াসৃষ্টদেহধারী মানবমাত্রেই ত্রিগুণযুক্ত। তবে যাহার সত্ত্বগুণ প্রধান অর্থাৎ যাহার অর্দ্ধাংশ সত্ত্ব গুণ এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ রজস্তমো গুণ তাহাকেই সাত্ত্বিক বলা যায়। এবং তৎকৃত পূজাই সাত্ত্বিকী পূজা। সেইরূপ রজোগুণপ্রধান রজোগুণীকৃত পূজা রাজসী ও তমোগুণপ্রধান তমোগুণীকৃত পূজা তামসী। গীতায় ভগবান্ নিজে অর্জ্জুনকে সত্ত্বাদিগুণযুক্ত-গণের পূজার ফলভেদ বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ। (গীঃ ১৪।১৮)

অর্থাৎ, যাহাদের সত্ত্বগুণ প্রধান তাহারা ঊর্দ্ধে (স্বর্গাদি হইতে উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধলোকে) গমন করে; রজোগুণী লোকসমূহ মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে অবস্থান করে এবং ঘৃণ্য তমোগুণী তামসিক লোকগণ নরকাদি নিম্নতর লোকে গমন করে।

এই ভগবদ্বাক্যেও প্রতীতি হইতেছে যে, যিনি যে-গুণযুক্ত হন, তিনি সেইরূপ গুণযুক্ত দেবতার পূজাটীও নিজগুণানুরূপ ভাবেই সম্পন্ন করেন। তাহার ফলে ভুক্তি, মুক্তি, স্বর্গ ও নরকাদি যথাযোগ্যভাবে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এক দুর্গাপূজারই ত্রিবিধত্ব বর্ণন করিয়া বৈষ্ণবী (যোগমায়া)-রূপা দুর্গার সাত্ত্বিকী পূজায় সত্ত্বগুণসম্পন্ন বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবীর বরে গোলোকে গমন করেন বলিয়াছেন। আবার রজোগুণী শাক্তাদি-জনগণ ঐ দুর্গারই অংশভূতা মাহেশ্বরীরূপা মহামায়ার বলিদানাদিরূপ পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাকৃতিক লয়ে বিনাশশীল অনিত্য কৈলাসপর্ব্বতে গমন করেন। আর যদি ঐ বলিদানাদিরূপ পূজার বলিবিঘ্নাদি ঘটে তবে সুফল প্রাপ্তি ত দূরের কথা সবংশে বিনাশপ্রাপ্তই হইয়া থাকেন।

বলির প্রতিনিধি গ্রহণীয় কি না ?

পঞ্চোপাসকগণের পক্ষে দুর্গাপূজা মহাপূজা নামে অভিহিত। যথা—

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী। (চণ্ডী ১২।১২)
শারদীয়া মহাপূজা চতুঃ কর্ম্মময়ী শুভা।
তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ॥ (লিঙ্গ পুরাণ)

অর্থাৎ শরৎকালীন দুর্গাপূজাই মহাপূজা নামে অভিহিতা। তাহা স্নপন অর্থাৎ মহাস্নান, পূজন, বলিদান ও হোম—এই চারিটী কর্ম্মাত্মিকা ও মঙ্গল-দায়িনী। সপ্তম্যাদি তিথিত্রয় অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকামী জনগণ ভক্তির সহিত যথাবিধি শ্রীদুর্গার ঐ মহাপূজা সম্পন্ন করিবে।

এই সব বচনানুযায়ী তাঁহারা বলেন—দুর্গাপূজায় বলিদান করিতে হয়; নচেৎ একটী অঙ্গের আচরণের অভাবে মহাপূজার হানি হয়, সুতরাং বৈধ বলিতে দোষ নাই (?)। বৈধ বলির দোষ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এখন বলি কাহাকে বলে দেখা যাউক—

"বলিঃ পূজোপহারঃ"। পূজার উপহার বা নৈবেদ্যাদিকেই বলি কহে; যথা—কাকবলিঃ, শিবাবলিঃ প্রভৃতি। বলিঃ—"দেবতোদ্দেশেন যথাবিধি পূজোপহারত্যাগঃ।" দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া যথাবিধি পূজোপহার নৈবেদ্যাদি-দানই 'বলি' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য। অমরকোষে দেখা যায়—'করোপহারয়োঃ পুংসি বলিঃ' অর্থাৎ 'রাজার কর ও উপহারকে বলি কহে। এই অর্থে বলি শব্দ পুংলিঙ্গ হয়। ভরতেরও ইহাই অভিমত।

ইহাতে মৎস্য মাংস ভোজনলোলুপ শাক্তগণ বলিবেন—'পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ' ইত্যাদি চণ্ডীর বাক্যে পশুবলি দিবারই বিধি রহিয়াছে। বিশেষতঃ স্বধর্ম্মপরায়ণ বহু হিন্দুই ধর্ম্মভীরু ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ। তাহারা শাক্তদের ঐ সব কথায় ভ্রমে পতিত হইয়াই হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিয়াও পূজায় বলিদান ও দেবীর প্রসাদরূপে তাহা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ঐ ভ্রম-সংশোধন ও কল্যানার্থ একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতেছি। 'তারা প্রদীপে'র দ্বিতীয় পটলে উক্ত আছে—

সাধকো জীব হত্যাঞ্চ কদাচিন্নৈব কারয়েৎ।
ইক্ষুদণ্ডঞ্চ কুষ্মাণ্ডং তথা রম্ভাফলানি চ॥
পিণ্ডক্ষীরৈঃ শালিচূর্ণৈঃ পশুং কৃত্বা দদেৎ বলিম্।
তত্তৎ ফলবিশেষেণ তৎপশুং কল্পয়েৎ সদা॥

অর্থাৎ—সাধক কদাচিৎ জীবহত্যা করিবে না। যদি বিশেষ ফলোদ্দেশে বলিদান একান্ত কর্ত্তব্য মনে করেন, তবে ইক্ষুদণ্ড, কুষ্মাণ্ড, রম্ভাদি সুমিষ্ট ফল বলিদান করিবে। অথবা **ক্ষীরপিণ্ড ও শালি-তণ্ডুলচূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা নিজাভীষ্ট পশুর আকৃতি নির্ম্মাণক্রমে** বলি প্রদান করিবে।

কালিকা পুরাণেও উক্ত আছে। যথা—

কুষ্মাণ্ডমিক্ষুদণ্ডঞ্চ মদ্যমাষসব এবচ।
এতে বলি সমাঃ প্রোক্তাস্তৃপ্তৌ ছাগসমাঃ স্মৃতাঃ॥

কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মদ্য ও মধু—এই সকল বলিদান করিলে ছাগবলির তুল্য ফল ও দেবতার তৃপ্তি উভয়ই লাভ হয়। তবে **'মদ্যমপেয়মদেয়-মনিগ্রাহ্যম্'** এই উশনোক্ত বাক্যদ্বারা মদ্যকে অদেয় বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন। উক্ত বচনসমূহের তাৎপর্য্যে জানা যাইতেছে পশুঘাতন ব্যতীতও ইক্ষুদণ্ডাদি দ্বারাই ছাগবলির ফল লাভ ও শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা হয়।

নিজ নিজ উদর পূর্ত্তির জন্য পশুহিংসায় বরং নরকপাতাদিরূপ অধঃপতনই হইয়া থাকে।

তথাপি তাঁহারা যদি সমাংসরুধির দানরূপ অঙ্গহানির প্রশ্ন উঠান, তবে—

"প্রধানস্যাক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ।
তদঙ্গস্যাক্রিয়ায়াস্তু নাবৃত্তির্ন চ তৎক্রিয়া॥"

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব-ছন্দোগ-বচন)

অর্থাৎ প্রধান কার্য্য যদি কোনও বিঘ্নাদিতে বাদ পরে, তবে সর্ব্বাঙ্গের সহিত পুনরায় তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, আর প্রধান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে দুই-একটি অঙ্গের অনুষ্ঠান জন্য পুনরায় তাহার (সেই অঙ্গের) আবৃত্তি বা সেই প্রধান ক্রিয়াবৃত্তি কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

শ্রাদ্ধতত্ত্বে সপিণ্ডীকরণ-প্রসঙ্গে ধৃত ছন্দোগ-পরিশিষ্টের এই বচনানুযায়ী বলিব—মহাপূজার চারিটী কার্য্যমধ্যে প্রধান কার্য্য বা অঙ্গী দুর্গাপূজা। স্নপন, বলিদান ও হোম তাহার অঙ্গ এবং সমাংসরুধির দানটী বলিদানরূপ অঙ্গেরও অঙ্গস্থানীয়। এমতাবস্থায় বলিদান কার্য্যটী ইক্ষুদণ্ডাদিদ্বারা সম্পন্ন করা হেতু সমাংসরুধির দানরূপ সামান্যাঙ্গের বৈকল্যেও পূজাফল নিশ্চিতই লাভ হইবে। এই সামান্য একটী অঙ্গ রক্ষার্থ নৃশংসভাবে পশুহত্যা করা শুধু দেবতা পূজার অজুহাতে নিজ নিজ জিহ্বা-লালসা পূর্ণ করা ভিন্ন পরমার্থ কিছুই নাই।　　(ক্রমশঃ)

স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণবমত

স্মৃতি-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মত অথবা স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ মনীষীবৃন্দের মতকে স্মার্ত্তমত বলা হয়। বিষ্ণু-সম্বন্ধীয়জনকে বৈষ্ণব ও ইঁহাদের মতকেই বৈষ্ণবমত বলা হয়। কর্ম্মিগণের ভোগপর ও জ্ঞানিগণের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান-রহিত একমাত্র সেবামূলা বৃত্তিদ্বারা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনার পন্থাকেই বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবমত কহে।

সর্ব্বপ্রথম আলোচ্য—'স্মৃতি' কি? কেনই বা 'স্মৃতি' নাম হইল? সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে, ধর্ম্মশাস্ত্রের নামান্তর 'স্মৃতি'। 'স্মৃ'-(ভাবে)-'ক্তি' প্রত্যয় হইলে—অনুভূত বস্তুর 'কালান্তরে জ্ঞান' বুঝায় ও 'স্মৃ'-(কর্ম্ম)-

'ক্তি' প্রত্যয়ে স্মৃতি হইলে মন্বাদি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র বা 'ধর্ম্ম-সংহিতা' বুঝায়। স্মৃতি-শব্দে যদি আমরা ধর্ম্ম-সংহিতাকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে কর্ম্মকাণ্ড-বোধক বেদের শাখাবিশেষকেই স্মৃতি বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন,—যে-শাস্ত্রে সর্ব্বকর্ম্ম প্রবৃত্তিতে বিষ্ণুর নিরবচ্ছিন্ন স্মরণের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই স্মৃতি। 'সাত্বত' ও 'স্মার্ত্ত'-ভেদে স্মৃতি দ্বিবিধা। এই দুই স্মৃতির অনুগত ধর্ম্মমতও সাত্বত বা পারমার্থিক-বৈষ্ণব-মত এবং স্মার্ত্ত বা আর্থিক-মত—এই দুইভাগে বিভক্ত।

'অর্থ'-শব্দে প্রয়োজন ও 'পরমার্থ'-শব্দে পরম-প্রয়োজনকে উদ্দেশ করা হয়। যাঁহারা কৃষ্ণেতর বিষয়ের বা তাৎকালিক সুখ ও সম্পদ-দায়ক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারা আর্থিক-ধর্ম্মতৎপর এবং যাঁহারা পরম-প্রয়োজন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য গোলোক বৃন্দাবনের নিত্যসেবা নিরন্তর অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা পরমার্থ ধর্ম্মপর। যাঁহারা দেহ ও মনে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করিয়া কোন সাধন বা অভিধেয়কে অবলম্বন করত দেহানন্দের অনুসন্ধান করেন অথবা মনের সহিত সম্বন্ধ যোজনা করিয়া কেবলমাত্র দুঃখভাবকেই প্রয়োজন মনে করেন, তাঁহারাই আর্থিক ধর্ম্মযাজী বা স্মার্ত্ত মতাবলম্বী। আর দুঃখভাবই যদি প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ কখনই মোক্ষের কথা বলিতেন না। তাঁহারা বলেন—ইহা সুখ-স্বরূপ। দুঃখাভাব রোগরূপ দুঃখের অবসান মাত্র, কারণ আরোগ্য-লাভ করিলেই সমস্ত শেষ হইয়া যায় না। আরোগ্য লাভের পরে যদি সুখ-লাভের যাবতীয় প্রবৃত্তি ও উপকরণ পরিপূর্ণভাবে না থাকে, তাহা হইলে সেই দুঃখাভাব অস্থায়ী হইয়া পড়ে। যাঁহারা ভগবৎপ্রীতিকে পরম-স্বতন্ত্র-সাম্রাজ্ঞীরূপা বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে আর্থিক বা নৈতিক বিধির অধীনা মনে করেন, তাঁহারা জীবের দেহ ও মনের সুখ-স্বচ্ছন্দতার উপর লক্ষ্য করিয়া চতুর্ব্বর্গ-ফলাভিসন্ধান-তৎপর হন এবং আধিকারিক দেবতাগণকে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া ফলানুষ্ঠান করেন ও করাইয়া থাকেন, তাঁহারাই স্মার্ত্তমতাবলম্বী বলিয়া সাধারণতঃ কথিত হন।

যে মহত্ত্বের অধিক আর মহত্ত্ব নাই এবং যাহার সমানও আর নাই, তাহাই চরম বা পরম-বিশেষণে বিশেষিত হইবার যোগ্য। তাঁহারই অনুগত মতাবলম্বী সজ্জনগণই বৈষ্ণব বা সাত্বত-মতাবলম্বী বলিয়া কথিত হন। মোক্ষে আত্মা জড়মুক্ত হইয়া যখন নিত্যধর্ম্ম ভগবৎ-

প্রীতিরূপ পরম-প্রয়োজন লাভ করে, তখন তাহা 'পরমার্থ' পদবাচ্য হইয়া থাকে। একমাত্র পরমার্থের অনুসন্ধান ব্যতীত যেখানে যত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও দুঃখাভাবরূপ মোক্ষের অনুসন্ধান, তাহা সমস্তই আর্থিক বা স্মার্ত্ত-মত মধ্যে গণ্য। যে-সকল কর্ম্ম কেবলমাত্র জগতের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক হিতসাধক, সেইসকল কর্ম্ম স্মার্ত্ত-মতের অন্তর্ভুক্ত। স্মার্ত্তমতে ইজ্যা, সন্ধ্যা, বন্দনা, যজ্ঞেশ-পূজা প্রভৃতি যে ঈশ-আরাধনার চাক্ষুষ অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা পারমার্থিক নহে। কারণ, ঐ সকল অনুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্ম-কর্ত্তা ও কর্ম্ম-কারয়িতা উভয়ের জড়ভাব-পুষ্টি বা অস্থায়ী সমাজের কিছু উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে মাত্র। ভক্তিশাস্ত্রে যে বৈধী-ভক্তির ব্যবস্থা আছে, তাহা পারমার্থিক বা বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম্ম। ইহা অনিত্য অর্থ প্রসব করিয়া কখনও নিরস্ত হয় না; পরন্তু নিত্যকালই পরম-প্রয়োজন-স্বরূপ নিত্য-ভগবৎসেবাতে নিমগ্ন করাইয়া রাখে। স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবমতের বাহ্যতঃ অনেক স্থলে সৌসাদৃশ্য দেখা গেলেও ইহাদের মধ্যে অন্তর-নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পগত পার্থক্য যথেষ্ঠরূপে বিরাজিত। তজ্জন্য স্মার্ত্ত ও সাত্বত-স্মৃতি নামে জগতে দুইপ্রকার স্মৃতি প্রচলিত আছে।

বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয়েই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করেন। দেবতাকে মান্য করেন। বিষ্ণুপূজা করেন; একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠান করেন; গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা করেন; শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, মঠ-প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহার্চ্চন করিয়া থাকেন। বাহ্য-দৃষ্টিতে তারকব্রহ্ম শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেও দেখা যায়। বিষ্ণুপ্রসাদ, চরণামৃত, নির্ম্মাল্যাদি বৈষ্ণবের ন্যায় গ্রহণ করেন। গুরু বরণ করেন, মন্ত্র গ্রহণ করেন, শালগ্রাম অর্চ্চন করেন, তুলসী সেবা করেন, তুলসীমালা ধারণ ও তিলক-ধারণ করেন। গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করেন। পুরুষোত্তম-তীর্থ গমন, দর্শন করেন। সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন। চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রতানুষ্ঠান করেন। সংস্কারাদি গ্রহণ করেন। গোত্র এবং বংশ স্বীকার ইত্যাদি সমস্তই করেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি উভয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ এতগুলি সৌসাদৃশ্য থাকিল, তবে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবে ভেদ কোথায়? তদুত্তরে বলা যায় যে, বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত এক হইতে পারেন না। কারণ ইঁহাদের মধ্যে অন্তর-নিষ্ঠা, উদ্দেশ্য প্রভৃতির সহিত অন্যান্য আচরণের আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান, অর্থাৎ পরব্যোম ও দেবীধাম-গত বিপুল ভেদ রহিয়াছে। এমন কি, 'বৈষ্ণব'-

নামধারী ব্যক্তিগণের মধ্যেও বাহ্যাচরণ এক দেখা গেলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে এক নহে। বাহিরের দিকে বিষ্ণুভজন কিম্বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা, মালা-তিলক-ধারণ, বৈষ্ণবের যাবতীয় সাজ-সজ্জা, হাব-ভাব, চাল-চলন রক্ষা করিয়াও, তাঁহারা অন্তরে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তনিষ্ঠা পোষণ করায় কার্য্যতঃ স্মার্ত্ত হইয়া পড়িতেছেন। একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সুবিজ্ঞ বৈদ্যই জীবের অন্তরের এইসকল ব্যাধির কথা জানেন। যেখানে অন্তর-নিষ্ঠা নাই, সেখানে যাবতীয়-কর্ম্ম-প্রচেষ্টা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলা; সেখানে পারমার্থিকতা নাই।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করেন বটে, কিন্তু একজন দৈব-বর্ণাশ্রমী ও অপরজন অদৈব-বর্ণাশ্রমী। শাস্ত্রে এরূপ দেখা যায়—

দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

একজন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও বিষ্ণু-প্রীতিবিধান করেন, তাঁহার সেবা-সৌষ্ঠবের জন্য আবশ্যক হইলে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর তোষণে সচেষ্ট হন। বিষ্ণু-তোষণার্থ যাবতীয় চেষ্টা নিযুক্ত করেন এবং প্রয়োজনমত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেও প্রস্তুত থাকেন। অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারকে হৃদয়ের প্রভু না করিয়া, বিষ্ণু-প্রীতিকেই একমাত্র কৃত্যরূপে বরণ করিয়া থাকেন। আর একজন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন-ছলে ধর্ম্মার্থ-কামাপবর্গ অনুসন্ধান করেন। ইহার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত,—শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত যাজ্ঞিক বিপ্রগণের যজ্ঞানুষ্ঠান ও তদীয় পত্নীগণের ভগবৎসেবা। যাজ্ঞিক বিপ্রগণ তৎকালে নৈষ্ঠিক-বর্ণাশ্রম-যাজনকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিপ্রগণ বর্ণাশ্রমী হইলেও কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন ও যাজ্ঞিক পত্নী-গণের কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিরূপ সৌভাগ্য দর্শন করিয়া নিজদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন,—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদযত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥
(ভাঃ ১০।২৩।৪০)

এ প্রসঙ্গ দ্বারা জানা যায় যে, বাহ্যতঃ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম-পালনকারী হইলেও সাধকগণের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য বিদ্যমান।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হইলেও উভয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ ও অন্তরতঃ বহু পার্থক্য বা বৈষম্য বিদ্যমান। বৈষ্ণবের বিচারে বিষ্ণু স্বতন্ত্র, স্বরাট্‌পুরুষ; বৈষ্ণব বিষ্ণুর নিত্যদাস; বিষ্ণুর নিত্য-সেবাই তাঁহার নিত্যধর্ম্ম। স্মার্ত্তগণের বিষ্ণুর পরম স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত হয় না। যদিও তাঁহারা "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" প্রভৃতি বেদমন্ত্র মুখে উচ্চারণ করেন, তথাপি তাঁহারা বিষ্ণুকে পরম-স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। এবং তাঁহারা বিষ্ণুকে নিজেদের কর্ম্মাঙ্গের অধীন ফলদাতা দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন। সমস্ত কর্ম্মের শেষে স্মার্ত্তগণ সর্ব্বকামদ, বরদ ও সর্ব্বফলদাতা কর্ম্মাধিপতি বিষ্ণুর প্রতি 'কৃষ্ণার্পণমস্তু" নামক একটী বাক্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। ফলতঃ জানা যায় যে, ভগবান্ একনিষ্ঠ ভক্তগণের অর্থাৎ প্রহ্লাদ, অম্বরীষ প্রভৃতি ভক্তগণের পূজা ব্যতীত দুর্ব্বাসা, যাজ্ঞিক-বিপ্রগণের নানাবিধ উপচারে ও আড়ম্বরে পূজা কখনও গ্রহণ করেন না। একজন বিষ্ণুর অহৈতুকী কৃপানুসন্ধান করেন, অপরজন বাহ্যতঃ বিষ্ণুপূজার সাজ-রক্ষা করত 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া' খাইবার যোগাড় করিয়া থাকেন।—অর্থাৎ বিষ্ণুদ্বারা নিজ-নিজ ভোগৈশ্বর্য্যাদি চতুর্ব্বর্গ সাধন করিয়া লইবার কামনা পোষণ করেন। অতএব উভয়ের মধ্যে বিষ্ণুপূজার পার্থক্য সুধীগণের সহজবোধ্য।

উভয়েই দেবতাগণকে সম্মান করেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ 'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ' এই বাক্যকে অবলম্বন করিয়া, সর্ব্ব-দেব ও সর্ব্বজীব তাঁহার লীলার সহায়ক সেবক মাত্র বলিয়া মনে করেন এবং "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"—এই বাক্য স্মরণ করিয়া মানদ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করত সর্ব্বদেবে ও সর্ব্বজীবে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া থাকেন। স্মার্ত্তগণ দেবতা-মাত্রকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর অথবা শক্তি, গণেশ, সূর্য্য, রুদ্র ও বিষ্ণুকে সম-পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়া অবিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকেন।

উভয়েই ব্রতাদি-পালন করেন। কিন্তু ঐ সকল ব্রতকে বৈষ্ণবগণ ভক্ত্যঙ্গ বা কৃষ্ণসেবা-রসের উদ্দীপক-স্বরূপ মনে করেন, আর স্মার্ত্তগণ ব্রতকে শারীরিক, মানসিক ও ধর্ম্মার্থ-সাধক কর্ম্মাঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উভয়েই গঙ্গা-স্নানাদি করেন। বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা গঙ্গা, যমুনা, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, সিন্ধু প্রভৃতি তীর্থাদির দর্শন ও স্পর্শন মাত্রই বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু-স্মৃতির উদ্দীপনা হইয়া থাকে। আর স্মার্ত্তগণ স্বকৃত

পাপরাশি, অপবিত্রতা, অশৌচাদি যাবতীয় শারীরিক-মানসিক ক্লেদাদি গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইতে চান। বৈষ্ণবগণ গঙ্গাকে সাক্ষাৎ ভক্তিরস-স্বরূপা সেব্যা মূর্ত্তি বলিয়া জানেন, কিন্তু স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের যাবতীয় কুবাসনা ধৌত করিবার যন্ত্র-বিশেষ মনে করেন। অতএব বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তের গঙ্গাপূজা ও স্নান কখনই এক হইতে পারে না।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই **শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা**, মঠ-প্রতিষ্ঠা, **বিগ্রহার্চ্চনাদি** করিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু বৈষ্ণবগণ জানেন,—

"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" এবং "ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার" ইত্যাদি। আর স্মার্ত্তগণ মনে করেন—ভগবদ্বিগ্রহ কাঠ, পাথর, মাটি, অষ্টধাতু ইত্যাদি দ্বারা গঠিত। ইহাতে কল্পনা করিয়া 'ভগবত্তা' আরোপিত হইয়া থাকে, কার্য্যসিদ্ধি হইলে উহা ফেলিয়া দিতে হয়। বৈষ্ণব বিগ্রহ ও বিগ্রহীতে ভেদবুদ্ধি করেন না, স্মার্ত্তগণ ভেদবুদ্ধি করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের বিগ্রহ নিত্য, শাশ্বত এবং স্মার্ত্তের বিগ্রহ তাৎকালিক স্বার্থসাধক অনিত্য। বৈষ্ণব অন্তরের অন্তঃস্থলে নিত্য-বিরাজিত স্বরাট্ লীলাময় পুরুষোত্তম দেবতাকে বিগ্রহরূপে প্রকটিত করেন। স্মার্ত্তগণ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া কোনও শিল্পিদ্বারা কাঠ, পাথর, মাটির পুতুল করিয়া তাহাতে কৃষ্ণ, বিষ্ণু বা অন্য দেবদেবীর আরোপ বা কল্পনা করেন এবং সেই অচেতন বস্তুকেই সচেতন মনে করিবার অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা তদ্দ্বারা নিজ-নিজ স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইবার বৃথা চেষ্টা করেন ও পূজান্তে তাহা বিসর্জ্জন করেন।

মঠ প্রতিষ্ঠা—সৎপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, টোল বা সাধুগণের আবাস-স্থানকে মঠ বলে। সাধারণতঃ পারমার্থিক ছাত্রগণের শিক্ষা ও আবাস-স্থানই মঠ নামে খ্যাত। অজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয়, স্বার্থপর ও মায়াবদ্ধ জীবকুলকে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মায়ার কবল হইতে মুক্ত করিয়া নিত্য, স্বরাট, লীলাময় পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীর সেবায় নিযুক্ত করাইতে ও পরাশান্তি লাভের জন্য শিক্ষা ও দীক্ষা দ্বারা আচারে ও প্রচারে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া জগতে আদর্শ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি আশ্রম-ধর্ম্মিগণ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে সজ্জন বৈষ্ণবগণ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন বা করিতেছেন।

অর্চ্চন—পদ্মপুরাণ আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে,—দ্বাপরযুগ অর্চ্চন-প্রধান ছিল। তৎকালে ভগবান্ শ্রীহরিকে অর্চ্চনের দ্বারা লাভ করা যাইত। কিন্তু কলিকালেও বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয় সম্প্রদায়ে অর্চ্চনটী বিশেষরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালে অর্চ্চনের প্রাধান্য যথেষ্ঠরূপে বিদ্যমান থাকায় মনে হয় কলিকালেও আনুসঙ্গিকভাবে অর্চ্চনের আবশ্যকতা বিশেষরূপে রহিয়াছে। কারণ, সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঋষি বৈষ্ণবগণের ভজনানুক্রমিক স্তর-হিসাবে তর-তমতা বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধায়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১২।২।৪৭)

কেবলমাত্র অর্চ্চা-বিগ্রহেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনকারী জনগণকে প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত-সংজ্ঞা দেওয়া হয়। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ-ভেদে ভক্তগণ প্রায়ই সমস্ত যুগে ছিলেন বা বর্ত্তমান আছেন। অবশ্য ইহাও বিচার্য্য যে, ক্রম-পন্থানুযায়ী যদি ভক্তগণের তারতম্য না থাকিত, তাহা হইলে এত প্রকার শাস্ত্র ও শাসন-পদ্ধতি বা শিক্ষা-পদ্ধতি প্রণয়ন করিবার কিছুই আবশ্যকতা থাকিত না। যদিও 'কলৌ তদ্‌হরি-কীর্ত্তনাৎ', তথাপি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা আলোচনা করিলে জানা যায় যে,—'যদ্যপহন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব'। অতএব কলিকালেও গৃহস্থগণের পক্ষে অর্চ্চনের আবশ্যকতা আছে ও সেইজন্যই বৈষ্ণবগণ ভজনের চরম-সীমা শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-জীউর নিত্য সেবা লাভ করিবার জন্যই তাঁহাদের কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। স্মার্ত্তগণের পঞ্চদেবতার অর্চ্চন ও মঠ-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, শিব-প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা ও দোল বা তুলসী মঞ্চ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তাহাদের সৎকর্ম্মের অধীন অনিত্য ফলপ্রসূ ব্যাপার মাত্র। যেহেতু স্মার্ত্তগণ যাহা অনুষ্ঠান করেন, সবই কামনার বশবর্ত্তী হইয়া করেন। ইঁহাদের পঞ্চ-দেবতার উপাসনা কাম্য-কর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। স্মার্ত্তগণ আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের জন্য কোনও দিন কোনও ক্রিয়া-পদ্ধতির ব্যবহার করেন না; পরন্তু, জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন-মানসে সর্ব্বকর্ম্ম করেন ও করাইয়া থাকেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডীয় বিভাগে ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিতে যে-সমস্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা কামকামীগণের

কামনা-পরিপূরক সৎকর্ম্ম বা পুণ্যলাভের পন্থা-স্বরূপ। স্মৃত্যুক্ত সৎ-কর্ম্ম বা পুণ্য-লাভের পন্থা-স্বরূপ। স্মৃত্যুক্ত সৎ-কর্ম্ম বা পুণ্যার্জ্জনের অনুষ্ঠান-সমূহ জীবকুলের আত্যন্তিক মঙ্গল-লাভের কারণ না হইয়া কেবলমাত্র বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যেহেতু গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন,—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী-ধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কাম-কামা লভন্তে॥ (গীঃ ৯২১)

কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম ফলে স্বর্গলাভ করেন। তথায় প্রভূত সুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনঃ মর্ত্তলোকে আগমন করিয়া থাকেন। কামকামী ব্যক্তিগণ ত্রয়ী অর্থাৎ বেদের কর্ম্মমার্গের অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকেন। অতএব, বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তগণের মঠ-প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রভৃতি সম্পূর্ণ পৃথক ভাবধারা-বিশিষ্ট।

হরিনাম শ্রবণ ও গ্রহণ—স্মার্ত্তগণ কাম্য-কর্ম্মান্তর্গত, যজ্ঞ, তপস্যা, প্রায়শ্চিত্ত, চান্দ্রায়ণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দান প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহের পরিপূরক অঙ্গহিসাবে শ্রীহরিনামের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকে গ্রহণ বা সমর্থন করিয়া থাকেন। নাম যে সাক্ষাৎ হরি হইতে অভিন্ন বস্তু—ইহা স্মার্ত্তগণ স্বীকার করেন না। যে-কোনও ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা সাধন-কল্পে স্মার্ত্তগণ অন্তে শ্রীহরিনামের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা জানেন—

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ-পরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরা-কুম্ভমিবাপগাঃ॥ (ভাঃ ৬।১।১৮)

নারায়ণ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণের প্রায়শ্চিত্তাদি ক্রিয়া, সুরা-কুম্ভের জলের ন্যায় অপবিত্র বা নিষ্ফল হয়। এইজন্য স্মার্ত্তগণ শেষে বলিয়া থাকেন,—

যৎ সাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জনতা বাপ্যজানতা।
তৎসর্ব্বং ভবতু সাঙ্গং শ্রীহরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

অথবা আরও বলিয়া থাকেন—"কৃতে কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ শরণমহং করিষ্যে" ইত্যাদি। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন—কেবলমাত্র নামের ফল-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি লাভ করিবার নিমিত্ত বা নিত্যকাল নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীরাধামদন-মোহনজীউর নিত্য সেবা লাভ করিবার নিমিত্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

ত্রয়োদশবর্ষ-পূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় রূপানুগ-আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর আচার্য্যসিংহ সর্ব্ববেদান্তবিত্তম **শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ বিশেষভাবে উদ্‌যাপন করেন। এই বিরহ-তিথিপূজা-উপলক্ষে বিগত ২৬শে আশ্বিন (ইং ১৩।১০।৮১) মঙ্গলবার সমিতির আকর-মঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিরহ-মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রাতে মঙ্গল-আরতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বিরহ-মাঙ্গলিক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ "বিরহ-মাঙ্গল্য" পাঠ করিয়া শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহে তদীয় বিশ্রম্ভ সেবকের বিরহ-বেদনার ধারা কিরূপ বিগলিত হয় তাহা পাঠমুখে আলোচনা করেন। তদুপরি শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের বহুমুখী বিচার-বৈশিষ্ট্য ও অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলীও কীর্ত্তন করেন।

দ্বিপ্রহরে বিশেষ ভোগরাগ এবং বিভিন্ন মঠ হইতে আমন্ত্রিত বৈষ্ণববৃন্দ তথা অন্যান্য ভক্তগণ এবং সজ্জনগণকে বিবিধ প্রকার চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি প্রসাদাদি-দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়।

ঐ দিবস বৈকালে এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য আসাম-দেশীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর নিয়ামক-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরহরি

ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলাপতি-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ গৌড়ীয় দর্শনে বিরহ-তত্ত্ব ও শ্রীল গুরু মহারাজের অশেষ গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল পরিব্রাজক মহারাজ এক দীর্ঘ ভাষণে শ্রীশ্রীল গুরু-পাদপদ্মের জীবন-দর্শনের অলৌকিক গুণাবলী ভাব-গম্ভীর কণ্ঠে আবেগময়ী ভাষায় ভাষণ প্রদান করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন এবং শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনান্তে সভা শেষ হয়।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠের

বাৎসরিক-মহোৎসব

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ শাখা-মঠসমূহের বর্ত্তমান আচার্য্য-সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ** সমিতির অন্যতম শাখাকেন্দ্র মেঘালয় প্রদেশান্তর্গত তুরা শহরস্থিত "শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সদলবলে ইং ২০।৮।৮১ তারিখে দমদম এয়ার পোর্ট হইতে Airoplan যোগে রওনা হইয়া গৌহাটী এয়ার পোর্টে উপনীত হন। তথা হইতে উক্তদিনেই Private car যোগে তুরা সহরস্থিত শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। আর তুরার ভক্তবৃন্দের হৃদয় যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রতিদিনই মধুলোভী ভৃঙ্গের ন্যায় ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের দর্শনের ও হরিকথা শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় সুধী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল মহারাজের সন্নিকটে উপস্থিত হইতেন।

প্রতিবৎসরই এই উৎসবটি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের নিকট বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাই ইং ২২।৮।৮১ তারিখে

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর অধিবাসের দিন শ্রীমঠাদি বিভিন্ন প্রকার পত্র, পুষ্প, কদলীবৃক্ষ, বিচিত্র রঙের পতাকা, অনুলেপন-দ্বারা নবরূপে সাজিয়েছিলেন। সর্ব্বপ্রথমের (২৩।৮।৮১ তারিখে) অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী ভক্তবৃন্দ তথা স্থানীয় বহু সজ্জনবৃন্দ সমভিব্যাহারে সকাল ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত এক বিরাট বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় নাম-সংকীর্ত্তন সহযোগে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করিতে করিতে আকাশ-বাতাস হরিনামে মুখরিত করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নগর-পরিক্রমা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কীর্ত্তনান্তে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী পারায়ণ আরম্ভ হয়। ঐদিন বৈকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-প্রদর্শনীর দ্বার-উন্মোচন করেন এবং নাতিদীর্ঘ এক সারগর্ভ ভাষণে কৃষ্ণ-লীলার চমৎকারিতা এবং শ্রীল প্রভুপাদ ধর্ম্মীয় প্রদর্শনীযোগে শিক্ষার যে-বৈশিষ্ট্যপ্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহাও ব্যাখ্যা করেন।

ঐদিন সন্ধ্যারতি অন্তে এক মহতী ধর্ম্মসভা হয়। প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল" শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও সনাতন ধর্ম্ম"। শ্রীশ্রীল গুরু মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এইদিন প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন শ্রীটি. কে, দাস (উপাধ্যক্ষ, তুরা সরকারী মহাবিদ্যালয়), প্রধান বক্তা ছিলেন Mr, B. R. Sharma, Principal, Tura Central School, এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ বক্তৃতা করেন। সভায় উদ্বোধনী-ভাষণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ প্রধান অতিথি এবং প্রধান বক্তার পরিচয় প্রদান করত সভার কার্য্য পরিচালনা করিতে সভাপত মহারাজকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

২৪।৮।৮১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় আলোচ্য বিষয় ছিল **অবতার-বাদ ও শ্রীকৃষ্ণ**। উক্ত ধর্ম্মসভায় Mr. S. Prasad, Superintendent of Police, পশ্চিম গাড়োহিল্‌স, তুরা এবং Porf. P. C. Kar, Tura Govt. College যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ বক্তৃতা করেন।

২৫।৮।৮১ ইং তারিখে অর্থাৎ অন্তিম দিবসে ধর্ম্মসভার আলোচ্য বিষয় 'পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু' এইদিনে মিঃ সিঙ্গজন সাংমা,

এম, এল, এ, তুরা সেন্ট্রাল স্কুলের অধ্যক্ষ বি, পি, শর্ম্মা যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী, ডাঃ সারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও আরও অনেকে ভাষণ দান করেন।

প্রতিদিনই সভাপতির ভাষণ শুনিবার জন্য স্থানীয় বহু ভক্ত তথা সুধীবৃন্দ দীর্ঘ সময় ধরিয়া অপেক্ষা করত ভাষণ শ্রবণ করেন এবং প্রতিদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সমিতির আচার্য্যপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত স্বভাব সুলভ জলদ-গম্ভীর, পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাবলীল প্রাঞ্জল ভাষা ও শাস্ত্রীয় বহু নিগূঢ় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দ প্রচুর আনন্দ লাভ করত ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর পরদিন অর্থাৎ শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে (ইং ২৪.৮.৮১) পূর্ব্বাহ্ণ হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত আহূত, অনাহূত ও রবাহূত আগত সকল ব্যক্তিকেই অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসব-অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু ভক্তের সাহায্য-সহানুভূতি বিশেষ প্রশংসনীয়। মাননীয় সর্ব্বশ্রী যতীন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, কিশোরী লাল জাঙ্গোরিয়া, মেঘা বাবু, শঙ্কর বাবু ও নিমচাঁদ শর্ম্মা এবং পি, ডব্লু, ইঞ্জিনীয়ারগণ তথা আরও অনেক গণ্যমান্য মহোদয়গণ প্রচুর সহানুভূতি করিয়াছেন।

এই উৎসব অনুষ্ঠানে মেঘালয় গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের বিশেষ সেবা-প্রচেষ্টা ও উৎসাহ উদ্দীপনা বিশেষ প্রশংসনীয়।

২৬।৮।৮১ ইং তারিখে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ স্থানীয় B. S. F.-এর সুধী ব্যক্তিগণের আহ্বানে তাঁহাদের নিজস্ব অডিটরীয়াম হল্-এ হিন্দীতে ভাষণ দান করিয়াছিলেন সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং সৈনিক-বৃন্দের কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা, দেশপ্রিয়তা থাকা প্রয়োজন তৎসম্বন্ধেও। তৎপর শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভু চলচিত্রের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাদের আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

—শ্রীনরনারায়ণ ব্রহ্মচারী

———

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৩শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ৫ কেশব, ৪৯৫ গৌরাব্দ | ৯ম সংখ্যা
৩০ কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৮৮ ; ইং ১৬।১১।১৯৮১

সানুবাদং

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্]

গরুড় উবাচ—

১। জয় জয় ত্রিভুবন-জন-মনোভবন বিদলিতাঘ-গুণ।
সকল-গীর্ব্বাণ-বন্দিত-চরণ-কমল-যুগল-পরিমল-
বহল-রিপু-বন-বিভঞ্জন বিদ্যোতমান্-সকল-সুরাসুর-
মুকুটকোটি-বিলসিত নিজপীঠ-কমল নিরসিত নিজজন-
হৃদয়-তিমিরপটল-বহল হিমকর ইব ত্রিবিধ-সন্তাপ-

সন্দোহ-হরণ-চরণ, জগদুদয়-স্থিতি-লয়-বিলাস-বিলসিত-
ত্রিবিধমূর্ত্তি, কীর্ত্তিস্ফুর্জ্জিতজগদুদয়সন্দোহ দিনকর ইব,
নিজজন-মানস-সরোজ-ষট্পদ-বিদিত-সকলবেদ-
বিদ্যোমান-মানস-নিজজন-মুনিজন-বন্দিতপদ-নখনীর-
পবিত্রীকৃত-গীর্ব্বাণ-মুনি-মানস-বন্দিত-চরণরজঃ-
প্রসাদ-সারভূত জগতামধীশ নমস্তে নমস্তে ॥ ১০ ॥

১। **গরুড় বলিলেন**—হে প্রভো! ত্রিভুবন-স্থিত জনগণের হৃদয়ই আপনার বাসভবন। আপনার গুণে দুরিত-রাশি বিদলিত হয়। যে-সকল দেবতা আপনার চরণকমল-যুগল বন্দনা করেন, আপনি তাঁহাদের রিপুরূপ বনরাজি বিভঞ্জন করিয়া থাকেন। আপনি নিয়ত প্রভা-যুক্ত; আপনার পীঠ-কমলে সকল সুরাসুরের কোটি কোটি মুকুট বিলুণ্ঠিত হয়। আপনি শশধরের ন্যায় নিজ ভক্তজনের হৃদয়-তিমির-রাশি বিদূরিত করেন। আপনার চরণের শরণ লইলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপ আপনি হরণ করিয়া থাকেন। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ আপনার ত্রিবিধ মূর্ত্তি প্রকটিত হয়। আপনি আবির্ভূত হইলে দিনকরের উদয়ের ন্যায় নিখিল জগৎ উদ্ভাসিত ও আলোকিত হয়। আপনি স্বীয় ভক্ত-গণের মানস-সরোরুহের ষট্পদ-স্বরূপ, নিখিল বেদ-বিদ্যা আপনার বিদিত, আপনার মন নিরন্তর বিদ্যোতমান। মুনিগণ আপনার নিজজন, তাঁহারা আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া স্বদীয় নখর-নীরে আত্মা পূত করেন। আপনার চরণরেণুই আপনার অনুগ্রহের সারভূত জানিয়া সুর-মুনিগণ মনে মনে সেই চরণরেণু বন্দনা করেন, আপনি বিশ্বের অধীশ্বর, আপনি জয়যুক্ত হউন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ১০ ॥

২। অপি চ অষ্ট-শক্তি সহিতো বনমালী পীত-চৈল-কুসুমাবলি-শোভঃ।
পঙ্কজাকর-বিরাজিত-পাদঃ পাতু মামবহিতেন্দ্রিয়বর্গঃ ॥ ১১ ॥

২। আবার বলি—যিনি অষ্ট-শক্তি-যুক্ত, যাঁহার গলে বনমালা বিলম্বিত, পীত-বসন ও কুসুমসমূহ যিনি শোভিত, পদ্মাকরে যাঁহার পাদপদ্ম বিরাজিত এবং যাঁহার ইন্দ্রিয়-নিচয় সংযত, সেই জগদীশ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১২ ॥

৩। ভক্ত-হৃৎকমল-রাজিত-মূর্ত্তির্দ্দুষ্ট-দৈত্য-দলনোত্থিত-কীর্ত্তিঃ।
বদ্ধসেতু-রবিতাশ্রিত-লোকঃ পাতু মামনুদিনং ভুবনেশঃ ॥ ১২ ॥

৩। ভক্তগণের হৃদয়-পদ্মে যাঁহার মূর্ত্তি নিয়ত বিরাজিত, দুষ্ট দৈত্য-দিগের দলনজন্য যাঁহার কীর্ত্তি অভ্যুত্থিত, যিনি সেতু-বন্ধন করিয়াছেন। এবং যিনি আশ্রিতের পালক, সেই ত্রিভুবন-পতি আমাকে পালন করুন ॥ ১২ ॥

৪। স্থির-চল-ত্রিবিধ-তাপ-হিমাংশুর্ভাসমান-তরণি-প্রতিভাসঃ।
এক এব বহুধা কৃত-বেষো মায়য়াবতু মহামতিরীশঃ ॥ ১৩ ॥

৪। যিনি নিয়ত ও অনিয়ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের হিমাংশু, যিনি স্বীয় প্রতিভায় ভানুর ন্যায় উদ্ভাসিত হন, মায়া এইরূপ বিবিধ বেশ রচনা করিয়া যাঁহার মহিমা প্রকাশ করে, সেই ঈশ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

৫। ভক্তচিন্তনকৃতে কৃতরূপঃ শৈশবেন বহুশাসিতভূপঃ।
বেদমার্গ উরুধা হিতকারী রীতিরীশি-তুরীয়ং গুণশালী ॥ ১৪ ॥
যজ্ঞভুগ্-হৃদয়-বন্ধন-ধারী বিশ্ব-মূর্ত্তিরবলাংশুক-হারী।
পালনেঽপি মহতাং বহু-দেহো রাস এষ তনুমানবতান্ন ॥ ১৫ ॥

৫। যিনি সত্যরূপ-ধৃত বলিয়া ভক্তগণ যাঁহার চিন্তা করেন, শৈশবেই যিনি বহু অবনীপতিকে শাসন করিয়াছেন, যিনি বেদের পথস্বরূপ, যিনি স্বয়ংরূপে বহু হইয়াছেন যিনি জগতের হিতকারী, যাঁহাতে এই ঐশীরীতি বিদ্যমান, যিনি তুরীয় অর্থাৎ পরব্রহ্ম যিনি সর্ব্ব-গুণশালী, যিনি যজ্ঞভুক্, স্বেচ্ছায় যিনি বন্ধন ধারণ করেন, বিশ্বই যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি অবলা গোপীগণের বসন হরণ করিয়াছেন, মহীয়ানগণের পালনের জন্য যিনি বহুদেহ ধারণ করেন, রাস-রসিক সেই শরীর-ধারী হরি আমাদিকে রক্ষা করুন ॥ ১৪-১৫ ॥

৬। প্রেমভক্তি-পুরুষৈরুপলভ্যঃ পুরুষঃ কৃত-সমস্ত-নিবাসঃ।
দাস্যবৃন্দহৃষিতো নিজ-দাসঃ প্রেক্ষণৈক-করুণোঽবতু বিশ্বম্ ॥ ১৬ ॥

৬। যিনি প্রেমভক্তিপূর্ণ পুরুষগণের লভ্য, যিনি পুরুষরূপে সর্ব্বত্র বাস করেন, যিনি ভক্তগণের সেবা-দ্বারা হৃষ্ট হন, যিনি স্বয়ং স্বাধীন, সেই হরি একমাত্র করুণাকটাক্ষে বিশ্বকে রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

৭। কণ্ঠ-লম্বিত-তরুক্ষু-নখাগ্র-ক্রুষ্ট-গোপ-রমণী-কুচভারঃ।
লীলয়া যুবতিভিঃ কৃত-বেষঃ শেষ এষ ভবতাদুপশান্ত্যৈ ॥ ১৭ ॥

৭। যাঁহার কণ্ঠে গোপ-রমণীগণের কুচ-ভার ন্যস্ত হয়, যিনি ব্যাঘ্র নখের ন্যায় নখাগ্রভাগ দ্বারা গোপীদিগের কুচচয় আকর্ষণ করেন এবং যিনি লীলা-বশতঃ যুবতী গোপীগণের সহিত বিবিধ বেশ রচনা করেন, সেই অনন্ত আমাদিগের ভবতাপ উপশম করুন ॥ ১৭ ॥

৮। দণ্ডপাণিরয়মেব জনানাং শাসিতাত্ম-নিয়মোক্ত-হিতানাম্।
পাবনায় মহতামনুশালী বিশ্ব-দুঃখ-শমনো ভবতান্নঃ ॥ ১৮ ॥

৮। যিনি স্বেচ্ছাচার নরগণের শাসনের জন্য দণ্ডধারণ করিয়াছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পবিত্রতা রক্ষার্থ আনুকূল্য করেন এবং যিনি বিশ্বের দুঃখ দূর করেন, সেই ঈশ আমাদের ক্লেশ বিনাশ করুন ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে গরুড়কৃত-বদরীনারায়ণ-স্তুতিবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে গরুড়-কৃত বদরী-নারায়ণ-স্তুতি-বর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায়।

ভাই সহজিয়া

তুমি মনে কর, তুমিই বৈষ্ণব। তুমি মনে কর, তুমিই ভাবুক। তুমি মনে কর, তুমিই রসিক। তুমি মনে কর তোমার জড়বুদ্ধিতে কৃষ্ণ আটকাইয়া আছেন, তোমার প্রাকৃত ভোগ-বুদ্ধিতে কৃষ্ণভক্তিরস আবদ্ধ। তুমি কৃষ্ণ গড়িতে পার, তুমি কৃষ্ণ-ভক্তিতে পারঙ্গত। তোমার নিকট রূপ, রঘুনাথ ভক্তি শিখিতে পারে, তুমি জড়রস রসিকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলাকে প্রাকৃত করিতে পার, অনর্থবিশিষ্ট হইয়া রসিকতা প্রভাবে জয়দেব, চণ্ডীদাসকে হারাইয়া দিয়াছ, নামপরায়ণ হরিদাস ঠাকুর তোমার ক্রীড়াপুত্তলি। ঠাকুর নরোত্তম তোমার রসিকতা বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন, তোমার প্রতিষ্ঠা ব্যাঘাত করিয়াছিলেন। জড়ভোগময় নব

রসিকদল তোমার পৃষ্ঠপোষক। তোমারই নাচিয়া গাইয়া সিদ্ধি একচেটিয়া করিয়াছ, প্রাকৃত রসের সব বুদ্ধিগুলি তোমাদের মাথায় আছে। এ হেন ধনে ধনী তুমি। অকিঞ্চনের কথায় কাণ দিবে না।

ভাই সহজিয়া! তুমি ব্রজভাব-লুব্ধ হইয়া অন্তরের ভাই বাহিরে ফুটাইয়া দিয়াছ, বাহিরের দৃষ্টিতে সব কথা ফুটিয়া উঠায় ভিতরে আর তোমার কিছুই নাই। এই কুকুরে শেয়ালে খাওয়া দেহটিকে তুমি অপ্রাকৃত গোপতনয়া করিয়াছ। হৃদয়ে পৌরুষ ভাব পোষণ করিয়া বাহিরে অবগুণ্ঠনবতী সখী হইয়াছ, নাকে নোলক পড়িয়াছ। সেমিজের উপর পাছা পেড়ে কাপড় পরিতে শিখিয়াছ। অপ্রাকৃত বনফুলের মালার পরিবর্ত্তে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নাগর অন্বেষণ করিতেছ। তোমার ভাব শুদ্ধ বৈষ্ণবে বুঝিতে পারিবে না। অন্তরঙ্গ ভক্তেরও বুদ্ধির অগোচর। বলিতে লজ্জা বোধ হয়, তোমাদের বাক্যে সকল স্ত্রী-ধর্ম্ম জড় দেহেই প্রকাশ হয়। কেবল ভিতরে পুরুষ ভাব, বাহিরে স্ত্রীবেশ। ইহা কি রসিকের ধর্ম্ম মহাপ্রভু বাহিরে পুরুষ ছিলেন, অন্তরে কৃষ্ণ-সেবিকা গোপীর চিত্ত-ভাব পোষণ করিয়াছিলেন। আর ভাই সহজিয়া, তুমি হৃদয়ে পুরুষ-ভাব, পুরুষদেহ, বাহিরে গোপীর বেশ। মহাপ্রভু যাহা শিক্ষা দিলেন, তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ তোমার। প্রভু বলিলেন, আত্মার ধর্ম্ম গোপীভাব, তুমি বুঝিলে দেহের ধর্ম্ম গোপীভাব। "অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার"। প্রভুর ভক্ত তুমি তাহা উল্টাইয়া দিয়া জড় ভোগে প্রবৃত্ত হইলে! তবে তুমি বলিতে পার, ইহা কলিকাল। প্রভু যাহা বলিবেন তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ করিলে প্রভুর অনুগত বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করা যাইবে।

প্রভু ঈশ্বর, জীব বশ্য; সুতরাং জীবের আচরণ প্রভুর ঠিক উল্টাই করা চাই। কৃষ্ণ কি তোমার ন্যায় প্রাকৃত বস্তু, যে তুমি প্রাকৃত সখী-ভেক লইলে কৃষ্ণ অপ্রাকৃত ছাড়িয়া দিয়া তোমার করস্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবেন? কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া স্ত্রীবেশমণ্ডিত তোমার পুরুষ শরীর লইয়া কি প্রকারে বস্ত্র হরণ করিবেন? যদি তোমার ভাগ্যে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাহ্যবসন অপহৃত হয়, তাহা হইলে তোমার কপটতা ধরা পড়িয়া যাইবে। আর যদি রূপের অনুগত হইয়া অন্তশ্চিন্তিত সেবনোপযোগী সিদ্ধ দেহ দ্বারা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত মানস-সেবা কর, তাহা হইলে বস্তুসিদ্ধি কালে ঘৃণিত প্রাকৃত দেহটা পড়িয়া যাইত। ভাই সহজিয়া। অনাত্মদেহে কেন আত্মবুদ্ধি করিতে গিয়া

সখীভেকী সাজিলে? আমরাও তো তোমার মতলব বুঝিয়া তোমাতে আকৃষ্ট হইতে পারিলাম না।

ভাই সহজিয়া! তুমি কেন কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে তোমার জড়ধর্ম্মের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া জড়সুখ অর্জ্জন করিলে? তুমি ভাই! অর্চ্চনের নাম করিয়া চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা জড় দেহের থলিটাতে পুরিলে? কেন ভাই, ধনীর দ্বারে গিয়ে কৃষ্ণের প্রসাদের ছলনায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিয়া লইলে? কেন ভাই, ঠাকুরের সেবায় ঠাকুরের অর্থগুলি নিজের বিলাসিতায় লাগাইলে? কেন ভাই, ঠাকুরের অর্থে প্রাকৃত স্ত্রীলোকের মল গড়াইয়া দিলে? কেন ভাই, গুরু সাজিয়া শিষ্যকে নরকে পাঠাইলে? কেন ভাই, গুরুর উপদেশ ছাড়িয়া জড়-ভোগে মন দিলে? কেন ভাই, বহু শিষ্য করিয়া দল বাঁধিলে? আমরা তো তোমাকে নানা স্থানে দেখিতে পাইতেছি, তুমি কখনও রাগানুগীয় সাধকাগ্রগণ্য হইয়া কনিষ্ঠাধিকারে ঘণ্টা নাড়িতেছ, কখনও পুষ্পাদির ঘ্রাণ গ্রহণে পুলকিত হইতেছ, কখনও বা লোকের মুখ বন্ধ করিবার জন্য ভিক্ষা দিতেছ; কেন ভাই, ছাগলের মুখে দই দেওয়া? এ সকল করিয়া কি ফল হইবে, আমাকে বুঝাইয়া দেও। আমি কি তবে বুঝিব যে, তুমি দোকান খুলিয়া লোক বঞ্চনায় ব্যস্ত হইয়াছ?

ভাই সহজিয়া! তুমি যাবতীয় লম্পটকে প্রাকৃত লাম্পট্য অবশ্য শিখাইতেছ। সংযত ব্যক্তিকে প্রাকৃত ব্যভিচার রত করাইতেছ। ধর্ম্মের আচরণে বিপথে লওয়া কি তোমার উচিত? কৃষ্ণ পরম রসময়, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে তাঁহার অবস্থিতি। তোমার জড়ভোগময় ধারণায় তিনি আটক পড়িয়াছেন—মনে করা তোমার বাতুলতা মাত্র। তুমি জড়ের চিত্র লইয়া গোপীজন বল্লভের লীলা আঁকিবে, ইহা তোমার অপরাধের ফল মাত্র। কৃষ্ণ অপ্রাকৃত লীলাময়; তাঁহার বিকৃত প্রতিফলন এই জড়জগতে আসিয়া সত্য ধর্ম্মের উৎসাদন করিয়াছে, তোমাকে দণ্ডবিধি আইনের শাসন-যোগ্য করিতেছে। তুমি কেন ছলনাকে আশ্রয় করিয়া অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে জীবের ভোগময় ঘৃণিত চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতেছ? তুমি কেন কৃষ্ণের পারকীয় বিষয়াদির কথা না বুঝিয়া জীবকে পাপ-পঙ্কিলে নিমগ্ন করিতেছ? আমি জানি, তুমি পার্থিব অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনে প্রমত্ত হইয়া নারদাদির দুর্ল্লভ হরিপ্রেমকে পাপের আকর করিয়া তুলিতেছ। আমি জানি, তোমার দলে অনেক লোক আছে। তোমার পাপের সাহায্য করিতে কেহই

পশ্চাৎপদ হইবে না। হরিবিমুখতা পাইয়াই তোমার এই দশা হইয়াছে। আমি তোমার জন্য অনুতাপ করি এবং তোমার সৎবুদ্ধি হ'ক—গোপীজন-বল্লভের চরণে প্রার্থনা করি।

ভাই সহজিয়া! তোমার ধর্ম্ম কখনই রামানন্দ রায়ের নির্ম্মল সহজ ধর্ম্ম নহে। তোমার ধর্ম্ম কখনই গোপীগণের হৃদ্গত ভাব নহে। সাধকোত্তম উদ্ধব মহাশয়, লক্ষ্মীদেবী এবং শ্রুতিগণ, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যাঁহার পরম বরণীয় সুশীতল আনুগত্য লাভের আশায় সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত, সেই বৃষভানুনন্দিনীর কৃপা পাইয়া তাঁহার পদরেণুকে কবে তুমি রূপানুগ ভক্তগণের ন্যায় অপ্রাকৃত রস দ্বারা সেবা করিবে! কৃষ্ণচন্দ্র রসময়; বৃষভানুকুমারী নিজ গণে যে-কাল পর্য্যন্ত না তোমাকে অপ্রাকৃত রসময়ী পরিচারিকা করিবেন, তৎকালাবধি তোমার অপ্রাকৃত লীলায় অধিকার নাই। ভোগময় জড়বুদ্ধি দ্বারা রসময়ীর রসসেবা-অধিকার পাওয়া যায় না।

ভাই সহজিয়া! তুমি অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রস বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত সম্ভোগের আদর বাড়াইয়াছ। প্রাকৃত সম্ভোগ রস তোমাকে হরিবিমুখ করাইবে। যখন তুমি সত্য সত্যই বৃষভানুনন্দিনীর চরণ আশ্রয় করিবে, তোমার জড়ের ইন্দ্রিয়ের সুখগুলি একেবারে বিদগ্ধ হইবে। জড়রসের পোড়া ছাই তোমার প্রাকৃত অভিমান-রূপ মানবৃক্ষের তলায় পরিত্যাগ করিয়া নিরভিমানী হইয়া হরিনাম কর। অপ্রাকৃত রসকে প্রাকৃত রসের সহিত মিশাইয়া ফেলিবে না। শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রস তোমার প্রাকৃত সুখ-স্বচ্ছন্দতা ধ্বংস করুক, তুমি প্রাকৃত সহজিয়া-সঙ্গ দূরে বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধভক্ত হও। তুমি রূপানুগের চরণাশ্রয় করিয়া অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রস উদ্দীপিত কর, তাহা হইলে প্রাকৃত-প্রতিষ্ঠা আসিয়া তোমাকে নিরয়গামী করিতে পারিবে না। ভাই প্রাকৃত সহজিয়া! তোমার সহিত রূপানুগের কোন দিন কোন সম্বন্ধ হয় নাই। তবে তুমি যে সম্বন্ধ মনে করিয়াছ, তাহা বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ার মত। যে-কাল পর্য্যন্ত তোমার প্রাকৃত সম্ভোগ রস তোমাকে বঞ্চনা না করিবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি অপ্রাকৃত বস্তু-গুলিকে তোমার নিজের প্রাকৃত ভোগের বস্তু মনে করিবে। উহা কখনই কৃষ্ণসেবা নহে। যদি কৃত্রিম অভিনয়ের কৃষ্ণ 'কৃষ্ণ' হইতেন, তাহা হইলে অপ্রাকৃত গোপী তাহার করতলগত হইত; যদি গোপীসাজে সজ্জিত বিষয়ী অভিনয় করিতে গিয়া যথার্থই কৃষ্ণসেবা করিত, তাহা হইলে তাহার

গোপীভাব ছাড়িয়া যাইত না। অভিনয় কালে সজ্জিত গোপীর হৃদয়বৃত্তি যদি স্থায়ীভাবে সামগ্রী সম্মিলন হইত, তাহা হইলে অন্তরঙ্গ রসে নিত্যকাল রসিক হইয়া যাইত। মাটীয়া বুদ্ধির দ্বারা মাটীয়া অভিমানে মাটীয়া রসের সেবা করিলে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বুঝা যায় না। ভাই সহজিয়া, তুমি তোমার মাটীয়া বুদ্ধি ত্যাগ কর, অবশ্যই রূপানুগের অপ্রাকৃত প্রেমালিঙ্গন তুমি লাভ করিবে। প্রাকৃত-সহজিয়া দল তোমাকে মাথায় করিয়া নাচিলেও তুমি নিজ ভোগময়ী মাটিয়া বুদ্ধি তুমি ছাড়িতে পারিবে না। চিন্ময় বুদ্ধিতে চিন্ময় দেহে চিন্ময় রস-দ্বারা চিন্ময়ীর পাল্য দাসী হইয়া নিরন্তর সেবা কর। তাহা হইলেই তোমার হৃদয়-কটাহের চিদ্রস উথলিয়া উঠিবে।

ভাই সহজিয়া! তুমি মনে করিয়াছ, আকুমার ব্রহ্মচারী শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি সংসারে প্রবেশ না করায় তোমার মত জড়রস না বুঝিতে পারিয়া কোন দিনই রসিক হইতে পারেন নাই; তুমি প্রকাশ্যে ও গোপনে লোকসংগ্রহে পটু হইয়া শিব-ব্রহ্মাদির দুর্লভ অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ রসকে উজ্জ্বল করিয়াছ! ভাই তোমাকে আর কি বলিব, আমি আমি আশীর্ব্বাদ করি—তুমি তোমার জড়ীয় তর্পণে ব্যস্ত থাকিয়া সহজিয়া-মণ্ডলীকে তাহাই শেখাও। তোমার আর নীরস হইয়া জড়রস ছাড়িয়া অপ্রাকৃত রস-সেবার আবশ্যক নাই। অপ্রাকৃত রস-সেবার ভাবটা রূপানুগের প্রতি ন্যস্ত কর।

ভাই সহজিয়া! রাই-কানুর ক্রীড়া-রহস্য তুমি আপামর সাধারণের নিকট অঙ্গভঙ্গী করিয়া গান গাহিয়া বেড়াও। কত মাতাল, কত লম্পট তোমার গান শুনিয়া অপ্রাকৃত রসকে ঘৃণিত জড়রস বোধ করুক্। তুমিও চাঁই হইয়া হাটে বাজারে-মাঠে খোল-করতালের যোগে প্রাকৃত রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দেও। তোমার সহিত দুগ্ধপোষ্য শিশু অনুদ্গত-শ্মশ্রু বালক জড়রসে পণ্ডিত হইয়া গোবিন্দ-লীলা গান করিবার নামে বিদ্যাসুন্দর রসমঞ্জরী না পড়িয়া বসে! মহাপ্রভুর "যঃ কৌমারহরঃ" গান শুনিয়া প্রাকৃত যুবক-যুবতী স্ব-স্ব প্রাকৃত ধর্ম্মে উন্মত্ত না হয়। পিতা পুত্রে একত্রে সমাসীন হইয়া আজ-কালকার সভ্যতার অনুকরণে বৈঠকখানার নগ্নচিত্র বিশেষ সুনীতি-পুষ্ট হইতে পারে, রাই কানুর গান প্রাকৃত কাণে শুনিতে পারে এবং সহজিয়া বংশ বিস্তার করিয়া বৈষ্ণব-গোষ্ঠী বৃদ্ধি হইল, মনে করিতে পারে। আপন

ভজন-কথা প্রচার করিয়া, প্রতিষ্ঠার লোভে ঢক্কা বাজাইয়া রসগান করা কি ভাই ভাল হইল ?

ভাই সহজিয়া ! তোমার চোখটী সর্ব্বদা ছল ছল, নাসিকায় নাসামল সর্ব্বদা লম্বমান, খোলে ঘা দিবার পূর্ব্বেই পুলকোদ্গম, প্রেমে ঢল ঢল হইয়া হাত দুইটি অপরের স্কন্ধে সর্ব্বদাই লগ্ন ; যাবতীয় স্ত্রীলোকের পদরেণুতে মস্তকটি ভূষিত, স্ত্রীলোকেরাই বড়ভক্ত প্রভৃতি বিচার সমূহে তুমি বড়ই পারদর্শী। কীর্ত্তন করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন হওয়া তোমার ধর্ম্ম ; আপনাকে রসিকেন্দ্র মুকুট-মৌলি, রাগানুগীয়, সিদ্ধাগ্রগণ্য, রসে ডগমগ প্রভৃতি জড়ভাবে বিভোর জানিতেছ। তোমার চাতুরী ভক্তাভক্ত সকলেই বুঝিতে পারে। তুমি গোদাস হইয়া গোস্বামী হইতে চাও, সাধনে অনর্থ অতিক্রম করিতে না পারিয়া সিদ্ধির ভাণে প্রেমিক হইতে চাও, তোমার দেবদাসীর মুখে গান শুনিতে ভাল লাগে, নর্ত্তকীর কণ্ঠে হরিগুণগান শুনিতে তোমার আপত্তি নাই, পেশাদার গায়কের রস-গানেও রসাভাসযুক্ত আখরে তুমি বিভোর। তোমাকে আমি বেশ জানিয়াছি, কিন্তু তোমাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারি নাই।

তোমার বেরসিক ভাই—

—রূপানুগ (শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীকৃষ্ণ-নাম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক

কলি-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়া জগতে কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কলিকালে হরিনাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া তিনি সকলকেই কৃষ্ণনাম করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। "নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন"—ইহাই তাঁহার শ্রীমুখ-আজ্ঞা। নদীয়া বিহার-কালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে নাম-প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ আজ্ঞা করিলেন ;—

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥

ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৯-১০)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের শ্রীনাম প্রচার

প্রভুর আজ্ঞা-ক্রমে দুইজনে জীবের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে লাগিলেন ; যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

আজ্ঞা পাই' দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ, বল ভাই হঞা একমন॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬-১৭)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পূর্ব্বে ভক্তগণের প্রতি নামোপদেশ

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পূর্ব্বদিন সকল ভক্তকেই শ্রীচরণে আকর্ষণ করিলেন। ভক্তগণ দণ্ডবৎ প্রণত হইলে মহাপ্রভু তাহাদিগকে এই শেষ আজ্ঞা করিলেন,—

আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে—"কৃষ্ণ গাও গিয়া॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে, কি ভজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।২৫-২৮)

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাবলে শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণে অধিকার

শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যাঁহার যত প্রীতি, তাঁহার আজ্ঞা পালনে তাঁর তত চেষ্টা। জীবনটি কৃষ্ণনামময় করাই প্রভুর উপদেশ। কৃষ্ণনাম ব্যতীত এ সংসারে আর কিছুই সত্য বস্তু নাই। শ্রীমহাপ্রভুতে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস

আছে, কৃষ্ণনামে তাঁহার অবিশ্বাস হয় না। প্রভুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শ্রীগুরু-কৃপাবলে কৃষ্ণনাম করিতে পারিলেই সকল লাভ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম দিয়া এবং কৃষ্ণনাম বলাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব উদ্ধার করিয়াছেন।

বিভিন্নস্থানে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ নামোপদেশ

দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে এক কৃষ্ণনাম-বলে সকলকেই বৈষ্ণব করিলেন, যথা চরিতামৃতে,—

যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈল সব গ্রাম॥
'কৃষ্ণনাম' লোক মুখে শুনি' অবিরাম।
সেই লোক 'বৈষ্ণব' কৈল অন্য সব গ্রাম॥
কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১০১, ১১৭-১১৮)

কূর্ম্ম-ক্ষেত্রে কুর্ম্ম নামা বৈদিক ব্রাহ্মণকে প্রভু আজ্ঞা করিলেন,—

"গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা।
কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৭, ১২৯)

দ্বিজ বাসুদেবকে প্রভু কহিলেন,—চরিতামৃতে—

নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। (চৈঃ চঃ মঃ ৭।১৪৭)

গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায়কে প্রভু উপদেশ দিলেন,—

"—ইহা হৈতে যাহ' বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে।
আর, 'নাম' লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লইতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি॥" ইত্যাদি

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৯১-১৯৩)

শ্রীতপন মিশ্রকে প্রভু বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আঃ ১৪।১৩৭,১৪৩)—

কলি-যুগধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ॥

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥

জীবের স্বরূপোদ্বোধক শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণে পশু পক্ষীরও মঙ্গল

শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা-কালে মহাপ্রভু পশু-পক্ষী, স্থাবর-জঙ্গমকেও কৃষ্ণনামে পাগল করিয়াছিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৭।২৯, ৪৪-৪৬)—

প্রভু কহে,—কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥
ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুরে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বলি' নাচে মত্ত হঞা ॥
'হরিবোল' বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত, সেইধ্বনি শুনি' ॥
'ঝারিখণ্ডে' স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥

ঐকান্তিকভাবে শ্রীনামাশ্রয়েই নামের তত্ত্বোপলব্ধি

কৃষ্ণনাম কি বস্তু, তাহা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিলেই জানা যায়। "নিরন্তর নাম লয় খাইতে শুইতে। তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য সর্ব্বক্ষণ আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। অতিশয় মূর্খ আমরা, তাই মহাপ্রভু কৃপা করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণনাম দিয়াছেন। এখন প্রভুর বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিতে পারিলেই আমাদের সকল আশা পূর্ণ হয়।

শ্রীকৃষ্ণনামই বেদ-বেদান্তের একমাত্র উদ্দিষ্ট বস্তু শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও কৃষ্ণনামের বৈশিষ্ট্য

কাশীবাসী সন্ন্যাসীগণ মহাপ্রভুকে বেদান্ত শ্রবণ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,—

প্রভু কহে,—শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন ॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ, সদা,—এই মন্ত্রসার ॥
'কৃষ্ণমন্ত্র' হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭১-৭৪)

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮৩)

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি'।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়।
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৯৫-৯৬

জীবদুঃখ-দুঃখী মহাপ্রভুর আচারাপরায়ণ হইয়া শ্রীনাম-প্রেম-প্রচার

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কতদিনে আমরা নিরন্তর নাম করিতে সক্ষম হইব, এবং নামের ফল প্রেমধন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিব? অপার কৃপাময় মহাপ্রভু আমাদিগকে স্বীয় সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত কৃষ্ণনাম প্রদান করিয়াছেন, আমাদের দুর্দ্দৈববশতঃ এমন নামে আমাদের রুচি হয় না। জীব উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ হইয়া মহাপ্রভু নিজে নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার আচরণই আমাদিগের পালনীয়।—

"কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ বিনা প্রভু আর কিছু না বাখানে॥"
"নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গা-ধারা প্রায়॥
ক্ষণে নাচে, হাসে, গায়, করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন॥"

নামাচার্য্যরূপে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাব ও শ্রীনাম বিতরণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীহরিদাস ঠাকুর নামতত্ত্বের আচার্য্য হইয়া অবতীর্ণ হন। আজীবন অপতিত ভাবে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিয়া তিনি জগতে নাম-মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন। নিরন্তর নাম করিতে করিতে নাম-

রসার্ণবে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া হরিদাস ঠাকুর পাগলের ন্যায় হাস্য-ক্রন্দন করিতে করিতে জগজ্জীবকে হরিনাম-ধন বিতরণ করিয়াছেন।—

"বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেকে গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানামূর্ত্তি॥"

শ্রীকৃষ্ণনাম নিষ্কপটভাবে নিরপরাধে গ্রহণেই সর্ব্বশুভোদয়

ভাবিয়া দেখিলে কৃষ্ণনাম অপেক্ষা সহজ সাধ্য বস্তু আর কিছুই নাই। যোগাড়ম্বর, জ্ঞানাড়ম্বর, বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য প্রভৃতি কোন গোলই নাই, কেবল সরলভাবে সযতনে কৃষ্ণনাম করা,—ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর কি হইতে পারে? তবে মুখে নাম-মাহাত্ম্যে গাঢ় বিশ্বাসের ভাব, জন-সমাজে নাম প্রচার, কিন্তু অন্তরে অরুচি বা অন্য প্রক্রিয়ার প্রতি ঝোঁক থাকিলে কিরূপে সুফল উদয় হইবে? নিরপরাধে নাম করিলেই নামের ফল প্রেমধন লাভ হয়, কিন্তু তাহা না করিলে কিরূপে সে ফল লাভ হইবে? কেবল মুখে নামতত্ত্ব বিশ্বাস করিলে বা শাস্ত্র পাঠে অবগত হইলে কোন কাজ হয় না, কার্য্যে পর্য্যবসিত হইলেই ফল পাওয়া যায়। যাহারা নাম মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও নাম করেন না, তাহারা নিরপরাধী নহেন; অসৎসঙ্গজনিত হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাহাদের নামে রুচি হয় না, সে-কারণ নামের নিকট তাহারা অপরাধী। সৎসঙ্গে অপরাধ ক্ষয় করিয়া সরলভাবে নামাশ্রয় করাই শুভ লক্ষণ। অপরাধ পরিত্যাগের সহিত যত্ন-সহকারে নাম করিলে স্বল্পদিনের মধ্যেই নাম সুখকর বোধ হয়। ক্রমশঃ সুখ এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, নাম আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। তখন সহজেই নামের একান্ত আশ্রয় হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতেই সর্ব্ব শুভ উদয় হইতে আরম্ভ হয়।

নিরন্তর শ্রীনাম-গ্রহণে অধিকার প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত আমাদের আর কোন ধনই নাই। কলি-জীব অতিশয় দরিদ্র জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নামরত্ন আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমরা যেন নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিতে পারি,—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতেঃ প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যবর্য্য

অষ্টোত্তরশতশ্রীক মদীয় শ্রীশ্রীগুরুদেবস্য

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামিনঃ

মহারাজস্য বিরহাৎ মহামহোৎসবমুপজীব্য স্বস্তিকেয়ম্

কেশবস্য প্রসাদেন শ্রীকেশব মহান্‌কৃতী।
গৌড়ীয়বেদান্ত সংস্থাং স্থাপয়েৎ হি সযত্নতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগুরুং সচ্চিদানন্দং সাক্ষাৎ কৃষ্ণাশ্রয়ং প্রভুং।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমম্ প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥ ২ ॥

ন মিত্রং ন চ পুত্রঞ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবঃ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৩ ॥

ন চ বিদ্যা গুরুস্তুল্যং ন তীর্থং ন চ দেবতা।
গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোঽপি সদ্‌গুরোঃ সেবকস্য চ ॥ ৪ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরোরারাধনং কুরু।
গুরোর্বক্ত্রে স্থিতং কৃষ্ণং গুরুভক্ত্যা চ লভ্যতে ॥ ৫ ॥

তস্য বিরহতিথ্যাং হি শিষ্যাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ।
শ্রদ্ধাঞ্জলিং প্রদানার্থং সন্তঃ ভক্তি-পরায়ণাঃ ॥ ৬ ॥

অনুদাসো নিকুঞ্জোঽহং মম নাস্তীতি কিঞ্চণঃ।
কেবলং তৎ কৃপালেশঃ সততং ভক্তিদো ভবেৎ ॥ ৭ ॥

যেনাবিদ্যাং পরিত্যজ্য প্রার্থয়াম্যাশিষং সদা।
তব নাম প্রচারেহি জীবনং যাপয়ামীতি ॥ ৮ ॥

তৎকৃপালেশপ্রার্থিনঃ

দাসানুদাসস্য—

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারিণঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী,
নবদ্বীপ।

স্বকীয় ও পরকীয়বাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যার ২৫২ পৃষ্ঠার পর)

বিশুদ্ধ গৌড়ীয়মতে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ পারকীয় ভজনই স্বীকৃত উহাই শ্রীজীবের স্বকীয়-বিচার। কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যভিচারী প্রাকৃত-সহজিয়া শ্রীল রূপানুগবর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য চিদ্‌বিলাস গুরু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুবর শ্রীল রূপগোস্বামী চরণের মতানুযায়ী পারকীয়রসের অনুমোদনকারী ছিলেন না বলিয়া তর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যক্তি মনে করেন, জড়ীয় ব্যভিচার নিরস-কল্পে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু স্বকীয়-রসের অনুমোদন করায় তিনি তাঁহাদের ন্যায় ব্যভিচারপর রসিক ভক্ত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।

প্রকটকালে স্বীয় আনুগত্যাভিমানীগণের মধ্যে কোনও অভক্তকে জড়বিচার-ধর্ম্মপর স্বকীয় রসে রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরমচমৎকারময় পারকীয় ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং জড়-ভোগপর হইয়া তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু পারকীয়-বিচার-সৌন্দর্য্যের অনুকূলেই স্বকীয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত-পারকীয়-ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কেননা, তিনি স্বয়ং রূপানুগবর সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতি রসিককুলচূড়ামণিগণ সেই শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে তাঁহাদের 'শিক্ষাগুরু' পদে বরণ করিয়াছেন। মূঢ় প্রাকৃতসহজিয়াগণ চিদ্বিলাসকে অচিদ্‌ভোগ্যবস্তু-সামে যে ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হয়, তন্নিরাকরণই স্বকীয়-বিচার-প্রদর্শন মাত্র।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর ভিন্ন ভিন্ন রুচি-প্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থা এবং কোন কোন স্থলে অপ্রাকৃত পরকীয়বাদের সুষ্ঠু প্রতীতির জন্য অপ্রাকৃত-স্বকীয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন। 'তাঁহার উজ্জ্বল-নীলমণির' 'লোচনরোচনী' টীকার—"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া" প্রভৃতি বাক্যেই সেই কথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

পাছে অনধিকারিগণ এত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গূঢ়তত্ত্ব প্রাকৃতবুদ্ধিতে বুঝিতে গিয়া বিকৃত ধর্ম্ম আশ্রয় করে, সেই আশঙ্কায় শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বিশেষ সতর্ক ছিলেন। কিন্তু তিনি জীবের মঙ্গলকামনায় এত সাবধান হইলেও অনাদি-বহির্ম্মুখ গুরুদ্রোহী স্বতন্ত্র জীব নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়াছে। প্রাকৃতবুদ্ধি দ্বারা অপ্রাকৃত চরমতত্ত্ব বুঝিতে গিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি দুষ্ট-মত-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অনর্থযুক্ত প্রাকৃত জীবের পক্ষে রসতত্ত্ব আলোচনা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৩।৩০) বলেন,—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাঽপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

—অরুদ্র ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ কালকূট পান করিতে যাওয়া মৃত্যুর চেষ্টা মাত্র, তদ্রূপ অমুক্ত ব্যক্তিরও রসতত্ত্ব মনের দ্বারাও আলোচনা করা আত্ম-বিনাশের হেতুমাত্র। বর্ত্তমানে যে সকল প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কারণ—এইরূপ অনধিকার-গত চেষ্টায় প্রবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহারা এক বুঝিতে অন্য বুঝিয়া বাহাদুর মনে করিতেছে। যাহারা অপ্রাকৃত নির্ম্মল পরম চমৎকারময় পারকীয় রসকে প্রাকৃত-জগতের 'ঘৃণ্য' 'দণ্ডার্হ'-ব্যভিচারের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইতে চায়, তাহারা ধার্ম্মিক ত' দূরের কথা, পশু ও পিশাচাদি ইতর জীব হইতেও নিকৃষ্ট। তাহাদিগের সঙ্গ দুঃসঙ্গ বোধে সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যার ২৮১ পৃষ্ঠার পর)

স্মার্ত্তমতে বৈধ-হিংসার অধিকারী নির্ণয়

বৈধহিংসা শ্রুতি-পুরাণাদির অনুমোদিত বলিয়া প্রতিনিধি বা অনুকল্প ইক্ষু কুষ্মাণ্ডাদি গ্রহণ করিতে শাক্তগণের অনিচ্ছা ও আপত্তি দেখা যায়। এতদনুকূলে তাঁহারা **ভবিষ্যপুরাণ** হইতে বলেন ; যথা :—

অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেষাণাঞ্চ তথা বলাৎ।
শ্রীণবেদ্বিধিবদ্ধীরঃ মাংসশোণিততর্পণৈঃ॥

তথা—স্বমেকমেকং বরদা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা।
রুধিরেণোরণস্যেহ তর্পিতা বিধিবন্নৃপ॥
অজস্য দশবর্ষাণি রুধিরেণ সুতর্পিতা।
মাহিষেণ শতং বীর তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা॥
সহস্রং তৃপ্তিমাপ্নোতি স্বদেহরুধিরেণ চ।
তর্পিতা বিধিবদ্দুর্গা ভীত্বা বাহূরুজঙ্ঘকম্॥
নারেণ শিরসা বীর পূজিতা বিধিবন্নৃপ।
তৃপ্তা ভবেদ্ভৃশং দুর্গা বর্ষাণাং লক্ষমেব তু॥

অর্থাৎ, ছাগ-পশু, মহিষ ও মেষ বলিদ্বারা বিধিবৎ দুর্গাপূজা করত সমাংস-রুধির তর্পণাদির দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবে। হে নৃপ! মেষ বলি ও তাহার রুধিরের দ্বারা বিধিবৎ তর্পিতা বরদা দুর্গাদেবী এক বৎসর-ব্যাপী তৃপ্তিলাভ করেন। ছাগপশু ও তাহার রুধির দ্বারা তর্পিতা হইলে দশবৎসরব্যাপী তৃপ্তি এবং মহিষ বলিদ্বারা শতবৎসরব্যাপী তৃপ্তি লাভ করেন। স্বদেহরুধিরের দ্বারা সহস্র বৎসরব্যাপী তৃপ্তি লাভ হয়। অতএব বিধিবৎ নিজের বাহু উরু কিম্বা জঙ্ঘা ছেদন করিয়া সেই রুধির দান করিবে। হে বীর, হে নৃপ, নরশিরের (নরবলির) দ্বারা বিধিবৎ দুর্গা দেবী পূজিতা হইলে, লক্ষবর্ষব্যাপী তাঁহার অতীব তৃপ্তি হইয়া থাকে। কালিকাপুরাণে দেখা যায়:—

মহামায়ে জগন্মাতঃ সর্ব্বকাম-প্রদায়িনি।
দদামি দেহরুধিরং প্রসীদ বরদা ভব॥
ইত্যুক্ত্বা মূলমন্ত্রেণ নতিপূর্ব্বং বিচক্ষণঃ।
স্বগাত্ররুধিরং দদ্যান্মানবঃ সিদ্ধসন্নিভঃ॥

হে জগন্মাতা, হে মহামায়া, সর্ব্বভোগপ্রদানকারিণী, আমি তোমাকে নিজ দেহরুধির দান করিতেছি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজগাত্ররুধির দান করিবে। ইহাতে রুধির দানকারী সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন।

উক্ত ভবিষ্যপুরাণ-বচনে পুনঃ পুনঃ 'বীর', 'নৃপ', ইত্যাদি সম্বোধন পদদ্বারা উক্ত বলি-বিধান ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদি জাতির সকাম রাজসিকপূজা সম্বন্ধেই জ্ঞাপিত হইতেছে। বিষয়ে প্রগাঢ় মমত্ব হেতু তন্মাণে দুঃখিত সমাধি নামক বৈশ্য ও রাজ্যভ্রষ্ট সুরথ রাজার পূজা প্রসঙ্গেও চণ্ডীতে দেখা যায়।—

তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥ (চণ্ডী ১৩।১০-১১)

অর্থাৎ, সুরথ রাজা বৈশ্যের সমভিব্যাহারে সেই নদীতীরে দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্পধূপাদির দ্বারা পূজন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম সম্পাদন করত তিন বৎসর যাবৎ পূজা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাহারা কখনও নিরাহারী কখনও বা (ফল-মূলাদি দ্বারা) সংযতাহারী হইয়া তন্মনস্ক ও সংযতেন্দ্রিয় থাকিতেন এবং নিজ নিজ গাত্রের রক্ত বলিরূপে উপহার দিয়াছিলেন।

সুরথ রাজার লক্ষ বলিদান বিষয়ক একটী উপাখ্যান শ্রোত পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। এতৎ সম্বন্ধে **ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতাতেও** দেখা যায়—

ছাগং যো হন্তি তং হন্তি ছাগোভূত্বা চ খড়্গভৃৎ।
সুরথং পরলোকে হি পশবো জঘ্নুরিত্যুত॥

যে ছাগকে হনন করে ছাগও পরজন্মে খড়্গধারী হইয়া তাহাকে বধ করে। 'বলি'-প্রদত্ত সমুদয় পশুই পরলোকে সুরথ রাজাকে হনন করিয়াছিল। সংহিতার এই বচন অনুসারে সুরথ রাজা লক্ষ 'বলি' দিয়া পূজা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইলেও পরিণামের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় ভগবতীর বর ও সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও সুরথ রাজা পশুবধরূপ পাপের ফল হইতে নিষ্কৃতি পান নাই; পরন্তু তিনি তৎ-ফলভোগ জন্য নরকে গমন করিয়া সেই সব পশুর অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পশু বলিদানের এইরূপ পরিণতি নারায়ণ ঋষিও শ্রীদুর্গাপূজার ফল ও কালাদিবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।—

বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র দুর্গা প্রীতির্ভবেন্নৃণাম্।
হিংসাজন্যঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

(ব্রঃ বৈঃ পুঃ ৬৪।১০)

অর্থাৎ, হে নারদ! বলিদানসহ শ্রীদুর্গাপূজা করিলে ভগবতী দুর্গাদেবী প্রীত হন সত্য কিন্তু জীব-হত্যা-জনিত পাপও হইয়া থাকে এবং সেই পাপের ফল পূজককে ভোগ করিতে হইবে,—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

যত্র সিংহস্য ব্যাঘ্রস্য নরস্য বিহিতো বধঃ।
ব্রাহ্মণোঽস্তু বল্যাদৌ তত্রায়ং বিহিতঃ ক্রমঃ॥
কৃত্বা ঘৃতময়ং ব্যাঘ্রং নরং সিংহঞ্চ ভৈরব।
অথবা পূপবিকৃতং যবক্ষোদময়ঞ্চ বা।
ঘাতয়েচ্চন্দ্রহাসেন তেন মন্ত্রেণ সংস্কৃতম্॥

(কালিকা পুঃ ৬৭।৫২-৫৫)

অর্থাৎ, **ব্রাহ্মণ** নিজগাত্ররুধির দান করিলে **আত্মহত্যারূপ পাপভাগী হয়। মত্ত দান করিলে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়।** যে যে স্থানে সিংহ, ব্যাঘ্র বা নরবলির বিধি আছে সেই সেই স্থলে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিম্নলিখিত ক্রম জানিবেন। হে ভৈরব! বলির প্রতিনিধি ঘৃতময় ব্যাঘ্র, নর বা সিংহ নির্ম্মাণ করিয়া অথবা ঘৃতময় পিষ্টক বা যবচূর্ণের দ্বারা **ব্যাঘ্র, মনুষ্য বা সিংহ নির্ম্মাণ** ক্রমে পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা তাহার সংস্কার পূর্ব্বক চন্দ্রহাস (খড়্গ) দ্বারা ছেদন করিবে। উক্ত প্রমাণ হইতে বোঝা যায় ব্রাহ্মণের পক্ষে মত্ত-মাংস-রুধিরাদির দ্বারা দেবীপূজা নিষিদ্ধ। কোনও ব্রাহ্মণ রজস্তমোগুণে অভিভূত হইয়া যদি বলিদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে পিষ্টক নির্ম্মিত প্রতিনিধি দ্বারা ঐরূপ বলিদান করিতে পারেন। সুতরাং বৈধ হিংসাও তাঁহার পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণও স্পষ্টভাবেই পাওয়া যাইতেছে; যথা—

বৈধ-হিংসা ন কর্ত্তব্যা বৈধ-হিংসা তু রাজসী।
ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ॥

(শ্রাদ্ধ-বিবেক-টীকা-কৃদ্ গোবিন্দানন্দধৃত বৃহন্মনু-বচন)

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের বৈধহিংসা করাও কর্ত্তব্য নহে। বৈধহিংসা রজোগুণীর রাজসিক কার্য্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা কখনও কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু তাঁহারা সাত্ত্বিক বলিয়াই নির্ণীত হন; সাত্ত্বিকগুণ ব্যতীত কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না।

উক্ত কালিকা পুরাণে ব্রাহ্মণের স্বগাত্ররুধির দান—আত্মহত্যাতুল্য বলাতে, জানা যাইতেছে—ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকভাবে পূজাই প্রশস্ত। তবে যদি কেহ কামনা বাসনার দাস হইয়া রাজসিক ভাবে বলিদানাদিসহ পূজা করেন তথাপি স্বগাত্ররুধির দিবেন না। (ক্রমশঃ)

গীতার মর্ম্মবাণী *

[প্রথম-অধ্যায়]

(শ্লোক সংখ্যা : ১-২)

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন
নিজ মন্ত্রীবরে।
কি ঘটিল কুরুক্ষেত্রে
জানিবার তরে ॥১॥

কি করিল দুর্য্যোধন
আর যুধিষ্ঠির।
সমবেত হইয়াছে
যুদ্ধ করি স্থির ॥২॥

সঞ্জয় বর্ণনা দিল
দেখি দিব্যচক্ষে।
রণক্ষেত্র প্রতিচ্ছবি
নৃপতি সমক্ষে ॥৩॥

করিলেন সৈন্যসজ্জা
পাণ্ডু পুত্রগণ।
তথা দেখিলেন দ্রোণ
আগে দুর্য্যোধন ॥৪॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৩-৬)

দ্রুপদ রাজার পুত্র
ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম।
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ
বীর বলীয়ান ॥৫॥

বীরশ্রেষ্ঠ যদুকুলে
নামেতে সাত্যকী।
কাশীরাজ মহারথী
বিরাট নৃপতি ॥৬॥

ধৃষ্টকেতু পুরুজিত
বীর চেকিতান।
দৌপদীর পঞ্চপুত্র
মহা বলীয়ান ॥৭॥

শৈব রাজা মহাতেজা
দ্রুপদ সহিত।
আসিয়াছে যুদ্ধক্ষেত্রে
করিতে বিহিত ॥৮॥

অভিমন্যু যুধামন্যু
প্রতাপে প্রবল।
পাণ্ডবের সৈন্যদল
অ [illegible] অটল ॥৯॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৭-১১)

প্রথম দিনের যুদ্ধ
ভীষ্ম মহামতি।
সাজিলেন সেনাপতি
রোষিতে দুর্গতি ॥১০॥

---

* গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের এই মর্ম্মবাণী ধারাবাহিক ভাবে শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। —প্রকাশক

অশ্বত্থামা জয়দ্রথ
সুতপুত্র কর্ণ।
কুরুকুলের বিকর্ণ
আর অন্য সৈন্য ॥১১॥

দুর্য্যোধনের নিমিত্ত
দিতে বলিদান।
যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবৃন্দ
লয় নিজস্থান ॥১২॥

নিজ সৈন্য অগণিত
দেখি দুর্য্যোধন।
প্রকাশিল দম্ভ কত
বৃথা আস্ফালন ॥১৩॥

(শ্লোক সংখ্যা : ১২-১৯)

করিলেন শঙ্খধ্বনি
কুরু-পাণ্ডু সৈন্য।
ভেরী মাদল বাজিল
সৈন্যের সৌজন্য ॥১৪॥

কুরুপক্ষে একা ভীষ্ম
বাজাইল শঙ্খ।
মেদিনী ভেদিল তাহে
সৃজিল আতঙ্ক ॥১৫॥

কৃষ্ণ-শঙ্খ পাঞ্চজন্য
সুর সুমধুর।
পঞ্চপাণ্ডব শঙ্খিল
দিব্য সেই সুর ॥১৬॥

ইহাদের সাথীগণে
বাজাইল শঙ্খ।
নিজ নিজ মনোনীত
যেমন পছন্দ ॥১৭॥

কাঁপাইল চারিভিত
করিয়া স্তম্ভিত।
কুরুসৈন্য ভয়ে ভীত
হৃদয় ব্যথিত ॥১৮॥

(শ্লোক সংখ্যা : ২০-২৬)

অর্জ্জুনের কথা মত
রথের সারথী।
রাখিলেন সৈন্য-মাঝে
মহান রথটি ॥১৯॥

দেখিলেন দুইদলে
বন্ধু পরিজন।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের
বিরস বদন ॥২০॥

পুত্র পৌত্র বন্ধুগণ
শ্বশুর ও ভ্রাতা।
আচার্য্য মাতুল সহ
পরিচিত সখা ॥২১॥

অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্য্য
ভীষ্ম মহামতি।
যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রিত
নানা নরপতি ॥২২॥

ভীষ্ম দ্রোণে নিরখিয়া
　　অর্জ্জুন ধানুকী।
অধোমুখে রহিলেন
　　যেন অতি দুঃখী ॥২৩॥

(শ্লোক সংখ্যা : ২৭-৩০)

মোহগ্রস্ত ধনঞ্জয়
　　দেখি রণস্থলে।
ভুলিল রণের কথা
　　অন্তরে অনল ॥২৪॥

করুণায় বিগলিত
　　কুন্তীর নন্দন।
কি করিবে থরথরি
　　বিষাদিত মন ॥২৫॥

অতি শুষ্ক মুখখানি
　　ঘূর্ণিত মস্তক।
অঙ্গের তাপ বৃদ্ধিল
　　স্তম্ভাদি অবশ ॥২৬॥

কম্পিল পার্থের তনু
　　ধনু ভূপতিত।
অশুভ লক্ষণে ভরা
　　সারথী স্তম্ভিল ॥২৭॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৩১-৩৫)

আত্মীয় কুটুম্বগণ
　　হইলে নিধন।
কি হইবে রাজ্যলাভে
　　অরাতি-দমন ?২৮॥

করয়ে তাহারা যদি
　　আমাকেই হত্যা।
না বধিব উহাদেরে
　　নাহি দিব ব্যথা ॥২৯॥

ধন প্রাণ তুচ্ছ ভাবি
　　আচার্য্য মাতুল।
পুত্র পৌত্র পিতামহ
　　শ্বশুরের কুল ॥৩০॥

ইহারা হইলে হত
　　না রহে আপন।
কেমনে করিব আমি
　　জীবন ধারণ ?৩১॥

পৃথিবীর রাজা সাজা
　　সে তো তুচ্ছ কথা।
ত্রিভুবন পাইলেও
　　না করিব হত্যা ॥৩২॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৩৬-৩৯)

শত্রু বটে দুর্য্যোধ
　　সে যে জ্ঞাতি ভাই।
ভাইকে করিতে বধ
　　আমি নাহি চাই ॥৩৩॥

রাজ্যলোভে লোভাতুর
　　রাজা দুর্য্যোধন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলিয়াছে
　　অধর্ম্মেতে মন ॥৩৪॥

অগণিত মিত্রক্ষয়
হইবে যুদ্ধেতে।
তাই যুদ্ধ নাহি চাই
পুণ্য কুরুক্ষেত্রে ॥৩৫॥
সনাতন কুলধর্ম্ম
হইবে বিনাশ।
তাই নাহি চাহি যুদ্ধ
ওহে শ্রীনিবাস ॥৩৬॥
(শ্লোক সংখ্যাঃ ৪০-৪৬)
মহাযুদ্ধ বিনষ্টিবে
অগণিত জন।
বিধবা হইবে বহু
বৈধব্য জ্বলন ॥৩৭॥
রাজ্যলোভে না করিব
স্বজনে হনন।
না রহিলে কুলধর্ম্ম
নরকে গমন ॥৩৮॥
পিতৃকুল আঁধারিলে
ভরিবে জঞ্জাল।
যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন
এ যে মহাকাল ॥৩৯॥
ভাবি মোরে অসমর্থ
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ।
মারিলে নিরস্ত্র মোরে
মরিব উত্তম ॥৪০॥
এই বলি ধনঞ্জয়
শোকাকুল মনে।
ত্যজিলেন ধনুর্ব্বাণ
সে ভীষণ রণে ॥৪১॥
(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউ দিল্লী।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি [illegible] সম্পাদিত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত গীতাভূষণ-ভাষ্য
ও
শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ-কৃত
বিদ্বদ্রঞ্জন-ভাষাভাষ্য সম্বলিত।
উত্তম বাঁধাই—১৮'০০ টাকা

কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৭৫ পৃষ্ঠার পর)

দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত

ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবে ভগবৎপরাঙ্মুখ মায়ামুগ্ধ জীব অর্থাৎ নরমাত্রেই দিব্যজ্ঞান বা নিজস্বরূপতত্ত্বকে অবগত হয়—শাস্ত্রে দীক্ষা শব্দের এই অর্থই প্রকাশিত আছে।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি যা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

যে অনুষ্ঠান হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ এবং পাতক রাশির সম্পূর্ণ বিনাশ সাধিত হয়, তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উহাকে দীক্ষা নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানী নিঃস্বার্থ পরোপকারী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বভাবতঃই কৃপাপরবশ হইয়া জীবের নিজ নিত্যস্বরূপতত্ত্বকে উপলব্ধি করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবোন্মুখ করাইয়া দেন। প্রচ্ছন্ন জড়ীয় ভোগবিলাসাদি নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন স্বার্থ সম্বন্ধের উহার সহিত কোন সংস্রব নাই। শাস্ত্র, গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপাকে নিঃস্বার্থ পরোপকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যিনি শিষ্যকে পরমার্থপথে চালিত করিয়া ভগবদ্দর্শন করাইতে পারেন, তিনিই গুরু। তাঁহার নিজের ভগবদ্দর্শন সিদ্ধ হইয়াছে, তাই তিনি শিষ্যকে ভগবদ্দর্শনে সাহায্য করিতে পারেন। গুরু ও ভক্তচূড়ামণি, তিনি সংসারমুক্ত বিষয়স্পৃহা-শূন্য। তিনি যে-কোন আশ্রমে বর্ত্তমানের অভিনয় দেখাইতে পারেন। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসীর বেশে থাকিতে পারেন। কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ না হইলে কেহ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদের গুরু হইতে পারেন না। দীক্ষাগুরু ষড়্‌বেগজয়ী হওয়া দরকার। শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥ অর্থাৎ :—

কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তার নাম।
কামের অতৃপ্ত ক্রোধ-বেগ মনোধাম॥
সুস্বাদু-ভোজনশীল জিহ্বা-বেগ নাম।
অতিরিক্ত ভোক্তা যেই উদরেতে খাম॥

যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর।
উপস্থবেগের বশে কন্দর্পতৎপর।
এই ছয় বেগ যার সদা বশে রয়।
সে জন গোস্বামী করে পৃথিবী বিজয়॥

অর্থাৎ কায়িক মানসিক বাচনিক ত্রিদণ্ড গ্রহণ করত সংযমী হইয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানের দাস হইতে হইবে।—

ঈষা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মনা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে॥

কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাই নৈষ্কর্ম্ম্য। যিনি কায়মনোবাক্যে নিখিলাবস্থায় শ্রীহরিতোষণার্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন তিনি জীবন্মুক্ত গুরুপদবাচ্য।

শিষ্য সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত

ভগবদ্দীক্ষায় শ্রদ্ধাহীন, জড়ীয়বিলাসে প্রমত্ত, দীক্ষার আবশ্যকতা অনভিজ্ঞ অনধিকারী, অসংযমী ব্যক্তিগণ দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত নহে। যাহার আনুগত্য নাই তাহাকে সদ্‌গুরু কখনই দীক্ষা দান করিবে না। বদ্ধজীব হরিভজনের রহস্য অবগত নহে—নিত্য ভগবানের সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে হরিভজন শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন।

দীক্ষিত হইবার সময় শিষ্যকে গুরুতে আত্মসমর্পণ করিতে হয়—সেই শরণাগতিভাব আসিলে গুরু তাহাকে দীক্ষা দান করত আত্মসম করেন। অর্থাৎ অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃতগোচর হইতে পারে না। তাই দীক্ষার প্রয়োজন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

দীক্ষিত ব্যক্তিকে যাহারা অদীক্ষিত ব্যক্তির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া তাঁহাতে জাতিবুদ্ধি বা তাঁহাকে পূর্ব্ব পরিচয়ে জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহারা শ্রীমহাপ্রভু ও গোস্বামিবিরোধী। যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥ দীক্ষা প্রভাবে নরমাত্রই বিপ্রত্ব লাভ করেন। সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তিকে অদীক্ষিত অবস্থার পরিচয় দ্বারা পরিচিত করিলে অনভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয়।

দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার ও দীক্ষা দেওয়ার উপযোগিতা সম্বন্ধে লালাবাবুর বিষয় জানাইতে আগ্রহ জন্মিল। কৃষ্ণচন্দ্রসিংহ—প্রসিদ্ধ লালাবাবুর নাম অনেকে শুনিয়াছেন। ইনি একদিন বৈকালে জমিদারী পরিদর্শন করত সন্ধ্যার সময় গ্রামের মধ্যদিয়া গৃহে ফিরিতে ছিলেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন এক রজক-কন্যা তাহার পিতাকে বলিতেছে "বাবা বেলা যে গেল, বাসনায় আগুন দাও"। বালিকার এই উক্তি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আসিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থলে লাগিল। তিনি ভাবিলেন বেলাত আমারও গেল কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে পারিলাম কৈ? মুহূর্ত্তকাল মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়নিহিত বাসনারাশি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহা বৈরাগ্যের ভস্মে পরিণত হইয়া ৩০ বৎসর বয়সে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী সাজাইল। তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটী চতুষ্কোণ মন্দির নির্ম্মাণ করত তাহাতে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐ মন্দিরের পোষণার্থে মথুরা জেলায় পনের খানি গ্রাম ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই জমিদারী লইয়া মথুরার শেঠদিগের সঙ্গে ঘোরতর বিবাদ, শত্রুতা ও মোকদ্দমা হয়। এইসব মামলা মোকদ্দমায় লালাবাবুর পার্থিব সম্পৎ ও আত্মাভিমান প্রভৃতির উপর ক্রমেই বীতশ্রদ্ধা জন্মে। তিনি যৎসামান্য প্রসাদ ভোজন করত দিবারাত্র হরিনাম করিয়া দিনপাত করিতে থাকেন। তিনি চিড়িয়াকুঞ্জের কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে ব্যাকুল হইলেন। একদিন লালাবাবু বাবাজীর আশ্রমে যাইয়া দীনভাবে দীক্ষা পাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু সাধুর চরিত্র কি বিচিত্র, যে লালাবাবুর মত সংসারবিরক্ত, স্বখ্যাতি ভগবদ্ভক্ত শিষ্য পাইলে দীক্ষাগুরুর বিলম্ব করা ত দূরের কথা—দীক্ষাদান করিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুকে বলিলেন "বাবা তোমার দীক্ষা-গ্রহণের এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। বাবাজীর বাক্যে লালাবাবু দুঃখে ও বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন এবং কুঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া নিজের ত্রুটী অনুসন্ধান করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন. বুঝিয়াছি যথার্থই আমার দীক্ষাগ্রহণে বিলম্ব আছে। ভগবদ্ভক্তির ঘোর প্রতিবন্ধক, হৃদয়ের প্রধান মালিন্য অহঙ্কার এখনও আমার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। আমার ঠাকুরবাড়ী, আমি ব্যয়সম্পন্ন প্রসাদ ভোজন করি ইত্যাদি আমার এই জ্ঞানইত যায় নাই, আমাকে ধিক্। লালাবাবু তন্মুহূর্ত্তে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কুঞ্জে মুষ্টিভিক্ষা করত দিনান্তে

তাহাই ভোজন করিতে লাগিলেন। হৃদয় হইতে অহংবুদ্ধি যখন একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে মনে করিলেন তখন আবার একদিন বাবাজীর কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। এবার ভাবিয়াছিলেন বাবাজী নিশ্চয় কৃপা করিবেন। কিন্তু বাবাজী ধীরে ধীরে মধুর-সম্ভাষে বলিলেন, বাবা "তোমার দীক্ষা' গ্রহণে এখনও বিলম্ব আছে। লালাবাবু স্তম্ভিত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার মত কুটির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; এবারও কুঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া নিজের অপরাধের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমি স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের তরুতল আশ্রয় করিয়াছি। মাধুকরী করিয়া দিনপাত করিতেছি। অষ্টপ্রহর ভগবানের নাম লইতেছি তবুও ত আমার মনের মলিনতা দূর হইল না। কৈ আমার শত্রু শেঠ বাবুদের কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে ত যাইতে পারি নাই। এখনও ত শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব রহিয়াছে, তবে আমার মন বিশুদ্ধ হইল কৈ? ধন্য শ্রীগুরুর মহিমা; শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার দাসের যোগ্য করিতেছেন—এ উপেক্ষা নহে, ইহা দয়া!

লালাবাবু সকল কুঞ্জেই ভিক্ষা করিতে যাইতেন কিন্তু শেঠবাবুদের বাটীতে যাইতে তাঁহার পা উঠিত না। লালাবাবু যখন তাহার ত্রুটী লক্ষ্য করিলেন তখনই তাহার মান, অভিমান শত্রুতা, অহঙ্কার পলায়ন করিল। তিনি পরদিন মধ্যাহ্নকালে যমুনাস্নান করিয়া অতি দীনবেশে শেঠবাবুদের কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শেঠজী এই সংবাদ শুনিবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে, সত্যসত্যই লালাবাবু দ্বারে উপস্থিত। তাঁহার দীনবেশ ও বৈরাগ্য দেখিয়া শেঠজীর শত্রুতাভাব একেবারে বিদূরীত হইয়া গেল। লালাবাবুর মুখে মাধুকরী ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিতেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি লালাবাবুর চরণে পতিত হইলেন। লালাবাবু শেঠজীকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তাহাদের উভয়ের প্রেমাশ্রুতে বহুদিনের বিদ্বেষভাব ভাসিয়া গেল। শেঠজী যেমন লালাবাবুসহ ঠাকুর বাড়ীতে বাহিরে আসিলেন, অমনি দেখেন সম্মুখে "কৃষ্ণদাস বাবাজী" লালাবাবু মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। বাবাজী পরম যত্নে উঠাইয়া লালাবাবুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সস্নেহ বচনে কহিলেন, "বাবা তোমার দীক্ষা-সময় উপস্থিত।"

দীক্ষাগুরু কৃষ্ণদাস বাবাজীর ও লালাবাবুর আচরণে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে,—দীক্ষাগুরু ও দীক্ষাপ্রার্থী শিষ্য উভয়েরই নির্ম্মৎসর, নির্ম্মলহৃদয় ও নিষ্কিঞ্চন হইতে হইবে।

আমাদের কৌলিক দীক্ষাগুরু-মধ্যে অধিকাংশই অনর্থযুক্ত সংসারী, কাজেই এই গুরুতা একটা ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে এবং অনেকের জীবিকা এই গুরুভার উপরই নির্ভর করে, এরূপ স্থলে কৌলিক-গুরু বহাল রাখিয়া সেবোন্মুখ ভক্তের জন্য নিষ্কিঞ্চন গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যবস্থা থাকিলে কুলগুরুদেবের মধ্যেও একটা সংশোধনের প্রেরণা জাগিতে পারে। শিষ্যের মধ্যেও দীক্ষার উপযুক্ত হওয়ার জন্য একটা আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আমাদের এই ভ্রম-সংশোধন করিতে উদ্যোগী তাই কুলগুরুদেবেরা গৌড়ীয়ের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়কে অপাঠ্য ও ভঞ্জনের শত্রু বলিতে চাহেন। (ক্রমশঃ)

স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণবমত

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যার' ২৮৮ পৃষ্ঠার পর)

চরণামৃত ও মহাপ্রসাদ-গ্রহণ—

অকাল-মৃত্যু-হরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্।
বিষ্ণোর্পাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

এই বাক্যকে স্বীকার করিয়া স্মার্ত্তগণ বিষ্ণুর প্রসাদ বা চরণামৃতকে সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক ও অকালে অর্থাৎ অল্প বয়সে মৃত্যু-নাশক ঔষধরূপে মনে করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু, বিষ্ণুপাদধৌত চরণামৃত ও শ্রীমহাপ্রসাদকে স্মার্ত্তগণ বিষ্ণুবস্তুরূপে স্বীকার করিতে পারেন না। আর, বৈষ্ণবগণ 'অকাল'-শব্দে 'কৃষ্ণস্মৃতি-রহিত কাল' ও 'সর্ব্বব্যাধি-শব্দে 'ভব-রোগ' বা 'আত্মভোগপর সুখৈষণা'কে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ মনে করেন যে,—শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ, নির্ম্মাল্য, চরণামৃতাদি গ্রহণ করিলে জীব-হৃদয়ে নিরন্তর কৃষ্ণ-স্মৃতি হইয়া থাকে ও অকালের হাত হইতে নিষ্কৃতি

লাভ করিতে পারা যায় এবং 'আত্ম-ভোগপর স্বসুখ-বাসনাদি ভব-রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তাঁহারা জানেন—"মহাপ্রসাদ সেবা করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়।" এবং—

অশেষক্লেশ-নিঃশেষ-কারণং শুদ্ধভক্তিকম্।
বিষ্ণোর্পাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

অর্থাৎ চরণামৃত লাভদ্বারা শুদ্ধভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

গুরুবরণ—

উভয়েই গুরু-বরণ করেন সত্য, কিন্তু স্মার্ত্তগণ মনে করেন—অত্যুৎকৃষ্ট পুণ্যময় কর্ম্মফলবাধ্য জীবই গুরু হইবার যোগ্য। কারণ চৌরাশি লক্ষ যোনির মধ্যে 'মনুষ্য-জন্ম চারিলক্ষ'। এই মনুষ্য-জন্ম সমস্ত প্রাণী-জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যময়।

এতন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণের পুণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এবং তাহাদের বিচারে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জাত কোন পুণ্যবান্ মনুষ্যবিশেষই গুরু হইবার যোগ্য। এইরূপ সৎকুলে জাত মানবের যদি প্রাপঞ্চিক সদাচার বা কেবল নীতি-শাস্ত্র-জ্ঞানাদি থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই গুরু হইবার যোগ্য। স্মার্ত্তগণের এরূপ বিচার নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, পারমার্থিক শাস্ত্র উক্ত প্রাকৃত ভ্রমপূর্ণ বিচার পরিত্যাগ করিয়া বলেন,—

মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
ষট্‌কর্ম্ম-নিপুণো বিপ্রো মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাৎ বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাশ্চ গুরুঃ শূদ্র-জন্মনাং।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎ-প্রিয়াঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

আধ্যক্ষিক জগতে শৌক্র-ব্রাহ্মণকুল-প্রসূত ও পারমার্থিক বিচারে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি কলি-মল-নাশন-মানসে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা, সেই গুরু হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭)

অর্থাৎ মহাভাগবতগণ যে কোনও কুলে অবতীর্ণ হউন না কেন, তিনিই একমাত্র নিখিল ব্রহ্মজ্ঞ-কুলের গুরু হইবার যোগ্য। এবং নিখিল ব্রহ্মজ্ঞ-

সমাজ ও ভূসুর সমাজও তাঁহাদের নিজেদের মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহাভাগবতগণের শ্রীচরণ-রজে অভিষিক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞতার সার্থকতা সম্পাদিত হয় না। ইহাই হরিভক্তি-বিলাস ও সাত্বত-শাস্ত্রসমূহ তারঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন।

মন্ত্রগ্রহণ :—বেদের অংশবিশেষ বা দেবাদির উপাসনোপযোগী বাক্যকে 'মন্ত্র' বলে অথবা যে বাক্যকে একাগ্রতার সহিত অবলম্বন করিলে মানবকুল মনোধর্ম্মের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন, তাহাই 'মন্ত্র'। বিষ্ণু ও দেবাদির উপাসনার প্রধান অঙ্গরূপে মন্ত্রগ্রহণের আবশ্যকতা বিধায়, বৈষ্ণব এবং স্মার্ত্ত উভয়েই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা উভয়েই সদাচার-সম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান্ হইলেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান রহিয়াছে। কারণ নিষ্ঠার সহিত বহু-দেবদেবীর পূজোপাসনা করেন বলিয়া স্মার্ত্তগণ বহুনিষ্ঠ, আর নিষ্ঠার সহিত সর্ব্ব-আরাধনার শ্রেষ্ঠ আরাধ্য এক বিষ্ণুকেই কায়, মন, বাক্যে আরাধনা করেন বলিয়াই বৈষ্ণবগণ একনিষ্ঠ। বৈষ্ণবগণ এক বিষ্ণুকেই আরাধনা করিবার নিমিত্ত মন্ত্র গ্রহণ করেন, আর স্মার্ত্তগণ বহু দেবদেবীর আরাধনা করিবার নিমিত্ত মন্ত্র গ্রহণ করেন। যদি কেহ বলেন,—এরূপ উপাসনা দ্বারা কি ভগবানের পূজা হয় না?—তদুত্তরে বলা যায়—ভগবানেরই উপাসনা হয়; কিন্তু তাহা অবিধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। গীতায় বলেন,—

> যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
> তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ (গীঃ ৯।২৩)

এখানে 'অবিধি' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপাসনা দ্বারা ভগবৎসেবাপ্রাপ্তিরূপ নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। সুতরাং তাহা অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত তুচ্ছ ফলপ্রদ মাত্র।

শালগ্রামার্চ্চন :—স্মার্ত্তগণ কর্ম্মকাণ্ডীয় হোম, ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত, চান্দ্রায়ণ, শ্রাদ্ধ, জন্ম হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কারাদি কর্ম্মসমূহের অধিপতি দেবতাবিশেষ মনে করিয়া শালগ্রাম-শিলার্চ্চন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ প্রত্যেক কাম্যকর্ম্মের সফলতা ও সম্পূর্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত এবং বিঘ্ন বিনাশের জন্য শালগ্রাম শিলাকেই ভগবান্ মনে করত পূজা করিয়া থাকেন। স্মার্ত্তমতে বিগ্রহের আবাহন ও বিসর্জ্জন প্রভৃতি রহিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবমতে তাহা নাই। বৈষ্ণবগণ বলেন যে—"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"।

স্মার্ত্তগণ শিব, শক্তি, সূর্য্য, গণেশ ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণকে সমপর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়া পূজা করেন। বৈষ্ণবগণ কিন্তু বিষ্ণুকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর জ্ঞান করিয়া পূজা করেন। তাঁহারা কৃষ্ণেতর দেবতাগণকে এক একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন না, দেবতাগণকে কৃষ্ণের ভৃত্যজ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

একলা ঈশ্বর—কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪২)

অষ্টপ্রকারের প্রতিমাদিগকে নিত্য, অক্ষয়, প্রতিষ্ঠা মনে করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীযুগলকিশোরজীউর নিত্যসেবা করিয়া থাকেন। এবং কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তমাধিকার-ভেদে ভজনের সোপানসমূহ অতিক্রম করত ভজনের চরমসীমায় উপনীত হইয়া নিত্যকালের জন্য কৃষ্ণপ্রেমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই বৈষ্ণবদিগের অর্চ্চন-মার্গ।

তুলসী সেবন, ধারণ ও তিলক ধারণ :—

কোন্ পুষ্প ও পত্রদ্বারা পূজা করিলে কোন্ দেবতা প্রীত হন, অথবা কোন্ পুষ্প ও পত্র কাহার পূজার যোগ্য বা নিষিদ্ধ, তাহা পূজাবিধি পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। স্বভাবতঃ স্মার্ত্তগণ পঞ্চোপাসক। তাঁহারা বিষ্ণুসহ সকল দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। স্মার্ত্তগণ তুলসীর মাহাত্ম্য শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া অশেষ পাপরাশি ও দুষ্কর্ম্ম ধ্বংসকামনায় এবং অক্ষয় স্বর্গসুখভোগ-কামনায় তুলসীসেবা করিয়া থাকেন। আর বৈষ্ণবগণ তুলসীকে গোবিন্দ-বল্লভা ও কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী জ্ঞানে সেবা-পূজা করেন। তুলসীর স্নান, পূজা, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম-মন্ত্রাদিতে তুলসী কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী, কেশবপ্রিয়া প্রভৃতি উক্তি থাকায় ভক্তগণ পরমাদরের সহিত তুলসীর সেবা, তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ, পূজা, বন্দনাদি করিয়া থাকেন। প্রত্যেক দেবদেবীর উপাসনার নিমিত্ত তিলকাদি চিহ্ন ও বেশ স্ব-স্ব নিয়মানুসারে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবগণ ধারণ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

হরি-হরি কো কহুঁ ইহ দুখ ওর।
সংসার দাবানলে দহ দহ অন্তর
ধস ধস জিউ করু মোর ॥ ১ ॥

মদন কদনে দিবা নিশি হাম গোয়ায়লুঁ
কভু নাহি মিটত আশ।
ঘড়ি ঘড়ি বৈঠত ঘড়ি উতরত
নব নব মুরতি প্রকাশ ॥ ২ ॥

চঞ্চল চিত অতি মতি রতি মায়াময়
দিনে দিনে করত উদাস।
কালবায়ে দেহ-তরি—উধাও সো ধাওত
অব মঝু নিশ্চয় বিনাশ ॥ ৩ ॥

পাওয়লুঁ সুদুলহ—জনম চূড়ামণি
অযতনে রতন সমান।
আহার বিহারে সোই পশু হেন বিতায়লুঁ
ধিক মঝু মানব জ্ঞান ॥ ৪ ॥

ভুবন ভবনে ভব—ভ্রমণে সভয়চিত
সোঁউরিয়া অভয় চরণ।
অব শুন মাধব—নিদান বচন মম
তঁহি হাম লইলুঁ শরণ ॥ ৫ ॥

পতিত পামরবর হামে সব ছোড়ত
পতিতপাবন কহুঁ তোয়।
এ অধম দাস আশ পদপঙ্কজ—
দয়া নাহি ছাড়বি মোয় ॥ ৬ ॥

———

আমার দু'চার কথা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল ও প্রধানকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সহিত আমি আজ দীর্ঘদিন হইতে সম্পর্কযুক্ত। উক্ত সমিতির মুখপত্ররূপে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রতিমাসে আত্মপ্রকাশ করেন; আমি ঐ পত্রিকারও ধারাবাহিক ভাবে পাঠক। এই পত্রিকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়বস্তু প্রধানত আধ্যাত্মিক সম্পর্কে মানব-জীবনের পারমার্থিক আলোক প্রদান করিয়া থাকেন। সমিতি সমাজ-জীবনের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত রয়েছেন। যদিও পারমার্থিক-বিচারের দিক দিয়া আলোচনা করিলে ইহ জগতের স্থায়ীত্ব খুব নগণ্য এবং মূল্যায়ন-বিচারে ধর্ম্মীয় জীবনের মানদণ্ড সর্ব্বোপরি বরেণ্য, তবুও যেহেতু আমরা সামাজিক জীব তজ্জন্য জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যও আনুষঙ্গিক সমাজ-ব্যবস্থা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। দেশ, কাল, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া সংসার-যুদ্ধে আমাদিগকে নিয়োজিত থাকিতে হয়।

শ্রীগীতায় সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে দিয়ে শিক্ষা দিয়াছেন, অন্ততঃ জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্যও তো আমাদিগকে কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং কর্ম্ম যখন আমাদিগকে করিতেই হইবে তখন অহেতুক অন্যায়ভাবে অন্যের দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি না হয়, যেদিকে অবশ্যই আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মানুষের প্রধানতম লক্ষিতব্য বিষয় এই ধর্ম্মীয় জীবন অর্থাৎ সৎভাবে জীবন যাপন করার জন্যই খাদ্যাদি গ্রহণ করিব; কিন্তু শুধু খাওয়ার জন্য বেচে থাকিব ইহা আদর্শ মানব-জীবনের লক্ষ্য না হইয়া উহা ইতর জীবের লক্ষণই পরিস্ফুট করে। অতএব সমাজ জীবনের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রেখে 'কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অখিল প্রচেষ্টা' থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারণ কর্ম্মে আমাদের অধিকার আছে কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা দাবী করার অধিকার নাই। যথা শ্রীগীতায় দেখিতে পাই,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ (গীতা ২।৪৭)

অথচ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ (গীঃ ৩।৮)

অতএব, আমরা দেখিতে পাইতেছি আমাদের কর্ম্ম করার অধিকার থাকিলেও ফলাকাঙ্ক্ষার অধিকার নাই। অথচ নিয়তই কর্ম্মও করিতে হইবে; কেননা কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহও সম্ভব নহে। আবার এই কর্ম্মই বন্ধনের হেতু হয়, যদি উহা ভগবৎ উদ্দেশ্যে সংঘটিত না হয়, যথা— যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার॥ (গীঃ ৩।৯)

অর্থাৎ, যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর জন্য কর্ম্ম ব্যতীত এই জীবলোক কর্ম্মবন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাঁহার (বিষ্ণুর) উদ্দেশ্যে কৃত হইলে উহা নিষ্কাম হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই,—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মাং প্রভাবতঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

এক্ষেত্রে দেখা যায়, ভগবান্ বলিয়াছেন,—"আমার নিমিত্ত কৃত পাপও ধর্ম্মনামে কথিত হয়, কিন্তু আমাকে অনাদরপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিলেও পাপেরই প্রভাব সংঘটিত হইয়া থাকে।" সুতরাং কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর বলিয়া চীৎকার করিলেও তার তাৎপর্য্যগত অবস্থা অবশ্যই অনুধাবন করা বাঞ্ছনীয়।

সমাজ-জীবনে উক্ত সমিতির বহুমুখী অবদান বর্ত্তমানকাল বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। বিশেষত সুশৃঙ্খল জীবন ধারণের পথ প্রদর্শক ও আর্ত্ত জীবকুলের প্রতি সহানুভূতি এই সমিতির সেবকবৃন্দের জীবনাদর্শে দেখিতে পাই। বিপ্লবীয় যুগে ধর্ম্মজগতে ইহাও এক বিপ্লব-বিশেষ।

পরিশেষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এ্যাটর্নী ও উক্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার প্রকাশক শ্রীমৎ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব মহাশয়কে লিখিত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভৈরব দত্ত পাণ্ডে মহোদয় যে পত্র দিয়াছেন তাহা এই পত্রিকায় সন্নিবেশিত করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়

सत्यमेव जयते

Governor of West Bengal

RAJ BHAVAN
CALCUTTA.

25 September, 1981

Dear Shri Brahmachari,

I thank you very much for your good wishes and congratulations on assumption of my new office.

With regards,

Yours Sincerely,

Sd./-Illegible

(B. D. PANDE)

To
Shri Nabajogendra Brahmachari,
Shri Goudiya Vedanta Samiti,
P. O. Nabadwip,
Nadia—741302

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

শ্রীব্যাস-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৩শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৫ নারায়ণ, ৪৯৫ গৌরাব্দ | ১০ম সংখ্যা
৩০ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮৮ ; ইং ১৬।১২।১৯৮১

সানুবাদং

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্]

শিব উবাচ—

১। যস্য দর্শন-মাত্রেণ পাতকানি মহান্ত্যপি ।
বিলীয়ন্তে ক্ষণানেব সিংহং দৃষ্ট্বা মৃগা ইব ॥ ২৫ ॥

১। শিব বলিলেন,—যাঁহার দর্শনমাত্র মহাপাপ সকলও সিংহ-দর্শনে মৃগের ন্যায় ক্ষণ-কালমধ্যে বিলীন হয় ॥ ২৫ ॥

২। ধর্ম্মাধর্ম্মান্ বিজিত্যাথ বদরীশং বিভুং হরিম্ ।
দৃষ্ট্বা মুক্তিমুপায়ান্তি বিনায়াসং ষড়ানন ॥ ২৬ ॥

২। হে ষড়ানন, যিনি নিখিল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে জয় করিয়া বদরীর ঈশরূপে বিরাজিত, যে-বিভু হরিকে দর্শন করিয়া বিনা আয়াসে মানবগণ মুক্তি লাভ করে ॥ ২৬ ॥

৩। ত্যক্ত-প্রায়াণি তীর্থানি হরিণা কলিকালতঃ।
বদরীং সমনুপ্রাপ্য সাক্ষাদেবাবতিষ্ঠতে ॥ ২৭ ॥

৩। কলিকাল সমাগত দেখিয়া যিনি প্রায় সকল-তীর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ বিভু হরি সম্প্রতি বদরী-ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

৪। কলিকালমনুপ্রাপ্য মুক্তির্যেষামভিপ্সিতা।
দ্রষ্টব্যা বদরী তৈস্তু হিত্বা তীর্থনিশেষতঃ ॥ ২৮ ॥

৪। কলিকালে যে-সকল লোক মুক্তি অভিলাষ করে, অন্যান্য তীর্থ-সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহারা বদরীক্ষেত্র দর্শন করুক ॥ ২৮ ॥

৫। বিনা জ্ঞানেন যোগেন তীর্থাটন-পরিশ্রমৈঃ।
একেন জন্মনা জন্তুঃ কৈবল্যং পরমশ্নুতে ॥ ২৯ ॥

৫। জীব জ্ঞান, যোগ ও তীর্থ-পর্য্যটন-ক্লেশ ব্যতীতই বদরী-তীর্থ-দর্শনে একজন্মেই কেবলা ভক্তি-স্বরূপা মুক্তি লাভ করিবে ॥ ২৯ ॥

৬। জন্মান্তর-সহস্রৈস্তু যেন চারাধিতো হরিঃ।
স গচ্ছেদ্-বদরীং দ্রষ্টুং যত্র জন্তুর্ন শোচতি ॥ ৩০ ॥

৬। যাহারা সহস্র জন্মান্তরে হরির আরাধনা করিয়াছে, তাহারাই বদরী-তীর্থ-দর্শনের জন্য গমন করিতে সক্ষম। এই তীর্থ দর্শনে জীবের কোন শোকই থাকে না ॥ ৩০ ॥

৭। 'বদরী' 'বদরী' ত্যুক্তা প্রসঙ্গান্মনুজোত্তমঃ।
সংসার-তিমিরাবাধে দীপমুজ্জ্বালয়ত্যসৌ ॥ ৩১ ॥

৭। যে মনুজোত্তম প্রসঙ্গক্রমে "বদরী বদরী" এইরূপ নামোচ্চারণ করে, ভীষণ বাধাযুক্ত সংসার-তিমিরে তাহার উজ্জ্বল দীপ দর্শন হয় ॥ ৩১ ॥

৮। যথা দীপাবলোকেন তমোবাধা ন জায়তে।
তথৈব বদরীং দৃষ্ট্বা পুংসো মৃত্যু-ভয়ং কুতঃ॥ ৩২॥

৮। দীপ-দর্শনে যেরূপ অন্ধকারের বাধা বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বদরী-দর্শনে মানবের মৃত্যুবাধা কোথায়?॥ ৩২॥

৯। দর্শনাদ্‌-যস্য পাপানি রুদন্ত্যব্যাহতানি চ।
মুক্তি-মার্গমুপালক্ষ্য তং বন্দে বদরীপতিম্॥ ৩৩॥

৯। যাঁহার দর্শনে অব্যাহত পাপসকলও রোদন করে, মুক্তিমার্গ উপলক্ষ্য করিয়া আমি সেই বদরীশ্বরকে বন্দনা করি॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে শিবকৃত-বদরী-নারায়ণ-স্তুতিবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে শিব-কৃত বদরী-নারায়ণ-স্তুতিবর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায়।

ভাই সহজিয়া

অনর্থ থাকা কালীন কৃত্রিম সিদ্ধ-প্রণালী অমঙ্গল-জনক

ভাই সহজিয়া! তুমি বল আমি গুরুর কার্য্য করি না; কেবল মাত্র সিদ্ধ-প্রণালী দিয়া জীবকে সাধন-দশা হইতে মুক্ত করি। আমাদের দলে সকলেই সৌভাগ্যবান্ ভক্ত—রাগানুগ ভক্ত। তাহারা পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রের তোয়াক্কা রাখে না। গুরু নিজেই শিষ্যের শিষ্য, সুতরাং বৈধ ভক্তের কাণাচ দিয়াও হাঁটে না। তুমি বল যে,—শিষ্যানুবন্ধে ভক্তি থাকে না, তবে কেন তোমার ঐ প্রয়াস? তুমি বল—আমি শিষ্য করি না; তাহা কি সত্য? আজ-কালকার দিনে আট আনা (॥০) দিলে সিদ্ধ-প্রণালী পাওয়া যায়। মন্ত্র দিবার আগেই সিদ্ধ-প্রণালীর দাম দস্তুর হইয়া যায়। সিদ্ধ-প্রণালী না পাইলে সাধকের কোন মঙ্গল নাই। তুমি বল, রাগানুগ ভক্তের অনর্থ নিবৃত্তির পূর্ব্বেই সিদ্ধ-প্রণালী পাওয়া আবশ্যক। কিন্তু অনর্থ কাকালে

সিদ্ধ-প্রণালীকে অনর্থ-জড়িত করা কি তোমার ভাল? ফুল হইবার আগেই পাতায় ফল ধরিবে? এরূপ বুঝান কি শঠতা নহে?

যথা-তথা রস কীর্ত্তন ও ভজন-কথা ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ

ভাই সহজিয়া! তুমি যথায় তথায় রস-গান শিখাও, রস-গান শুনিতে যাও, রস-গান গাহিয়া নিজেকে রসিক মনে কর; হাটে-ঘাটে, বাজারে রসের কুসুম বিছাইয়া দেও। তোমার কি 'রস' ভাল লাগে না? তুমি অপ্রাকৃত রসের এত অনাদর করিতে শিক্ষা করিলে কেন? ভজন-রহস্য কি বাহিরে প্রকাশ করিতে আছে? "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা"।

বিভিন্নাংশ জীব স্বরূপ অনুযায়ী 'মঞ্জরী' হইলেও 'সখী' হইতে পারেন না

ভাই সহজিয়া! তোমার প্রদত্ত সিদ্ধ-প্রণালী পাইয়া মঞ্জরীগণ অনেক সময় নিজের সেবা ভুলিয়া গিয়া আপনাকে সখী অভিমান করিয়া বসিয়া থাকেন। ভাই! তুমি কি 'পাদাব্জয়োস্তব বিনা' শ্লোকটি ভুলিয়া গেলে? ভাই, মঞ্জরীরা তো কখনও আপবাদিগণকে সখী বলে না। মঞ্জরীর পরিচারিকারা নিজের গুরুকে সখী অভিমান করেন। তবে কেন তুমি হৃদয়ের ভাব এবং সেবা ভুলিয়া গেলে? যাহাকে মঞ্জরী রূপে পরিণত করিলে, সে কেন 'দাস্য' বিস্মৃত হইয়া গৌরবময়ী 'সখী' হইল? সে কেন মঞ্জরী-বৃত্তি ছাড়িয়া পাণ্ডিত্যাভিমান করিল? সে কেন কিশোরী-ধর্ম্মত্যাগ করিয়া প্রবীণা বৃদ্ধা বর্ষীয়সী হইল?

কৃত্রিম-ভাবে বসন ভূষণের কল্পনা সাধকের অহিতকর

ভাই সহজিয়া! তোমার বাক্য-প্রদত্ত 'বসন', 'উত্তরীয়' তাহার কেন ভাল লাগিল না? সে কেন কালিন্দী-তট-কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত গৃহে প্রবেশ করিল? সে কেন প্রবল ইন্দ্রিয় তাড়নায় গোপনে পুরুষাভিমান করিয়া ফেলিল?

সহজিয়াগণ কামুক বিধায় তাহারা বাৎসল্যাদি রসের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন

ভাই সহজিয়া! তোমার বিচারে বাৎসল্য সখ্য দাস্য রস বাতিল হইয়াছে; মানুষ দেখিলেই তুমি মধুর রসে পারঙ্গত বলিয়া বুঝিয়া থাক

সুতরাং নন্দের আশ্রিত জনকে, চিত্রক রক্তক পত্রকের আশ্রিত ভক্তকেও তুমি মঞ্জরী সাজাইয়া দিয়া থাক এবং নিশান্ত-লীলার গান শুনাইয়া কক্খটীর আনুগত্য শিখাও ; এ-সকল তুমি ভাল বোঝ ; কেন না তোমার অভিমানে তাদৃশ যোগ্যতা আছে !

প্রাকৃত বস্তু জড়ীয়গুণে অপ্রাকৃত হয় না

ভাই সহজিয়া ! তুমি কেন অপ্রাকৃত অর্চ্চা মূর্ত্তিকে, অপ্রাকৃত হরিনামকে প্রাকৃত বলিয়া ধারণা কর ? ভগবানের বৈকুণ্ঠ নাম ও শ্রীমূর্ত্তি কখনই প্রাকৃত নহে, তবে তুমি তাঁহাকে কেন প্রাকৃত বুঝিয়াছ ? ভাই তুমি বলিয়াছ যে, জড় দ্রব্য-গুণে প্রাকৃত বুদ্ধিটী অপ্রাকৃত হইবে। শ্রীবিগ্রহে শিলা ও কাষ্ঠ বুদ্ধি করিলেও, অর্থাৎ অর্চ্চায় শিলাবুদ্ধি ও অপরাধযুক্ত অক্ষর উচ্চারণ-প্রভাবে সকলেরই গোলোক লাভ হইবে। কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজন তাহা নিষেধ করিয়াছেন কেন ? তুমিত জান সেবোন্মুখ হইলেই কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা শুদ্ধ-চিদ্দেহে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরও বিকার উৎপন্ন করে।

জড়দেহে আত্মবুদ্ধি বা সিদ্ধ-দেহ-বুদ্ধি গর্দ্দভতা

'যস্যাত্মবুদ্ধিঃ' (১০।৮৪।১৩) শ্লোক হইতে তুমি ত জানিয়াছ যে তোমার **জড় শরীরকে সিদ্ধ দেহ মনে করিলে গর্দ্দভতা হয়**, তোমার পত্নী-পুত্র-বন্ধুদিগকে তোমার নিজের জ্ঞান করিলে তোমার **গোখরত্ব** হয়, অর্চ্চা মূর্ত্তিকে প্রাকৃত জানিলে তোমার **নির্ব্বুদ্ধিতা** হয়, কৃষ্ণচরণামৃতকে অপ্রাকৃত না জানিলে তোমার **রাসভতা** হয়, আবার **'যেষাং স এব ভগবান্'** (ভাঃ ২।৭।৪২) শ্লোকে তুমি জানিয়াছ যে—**কুক্কুর-শৃগাল খাওয়া দেহটাকে যিনি নিজের সেবনোপযোগী সিদ্ধ দেহ বলিয়া জানেন তিনি মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পান না**, তিনি ভগবানের দয়া পান না, তিনি কপটতার মধ্যে পতিত হন। **অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ'** (পদ্মপুরাণ) শ্লোকে তুমি জানিয়াছ যে হরিনামে অক্ষর-বুদ্ধি করিলে, শ্রীমূর্ত্তিতে কাষ্ঠ-শিলা বুদ্ধি করিলে, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করিলে, অপ্রাকৃত ভগবানে প্রাকৃত জীব বুদ্ধি করিলে, গুরুদেবে মরণশীল জীব বুদ্ধি করিলে, চরণোদকে জল বুদ্ধি করিলে, জীব প্রাকৃত নরকে পতিত হয়।

ফনোগ্রাফ্ নাম (?) করিলে গোপী বা রসিক হয় না

এ ছাড়া **'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত' ভক্তিবিলোচনেন** (ব্রঃ সং ৫।৩৮) শ্লোকটি ভুলিয়া গিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণের পাদপদ্ম ছাড়িয়া সহজিয়াদের

গুরুর পদে বরণ করিলে ? যে-সকল মায়াবাদীকে দেখিলে তুমি শিহরিয়া উঠিতে, সেই সহজিয়াদিগের ধামা-ধরা হইয়া আজ কিনা ভাই ! তুমি বল—"অপরাধময় নামের শক্তি হইতে 'ফনোগ্রাফ্'-যন্ত্র গোপী হয়। প্রাকৃত অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ ও ব্যভিচার করিতে করিতে জীব নরকে যাইবার পরিবর্ত্তে গোলোকে যায় !" শাস্ত্র সকল অন্যায় করিয়া তোমাকে গালাগালি দিয়াছে, তজ্জন্য ভক্ত ও ভক্তি-শাস্ত্রের অপরাধ হইয়াছে ! সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অপরাধ হইয়াছে ! এখন হইতে আমরা আর হরিনাম না করিয়া যাবতীয় 'ফনোগ্রাফ্' দিগকে রসিক ভক্ত করিয়া গোলোকে পাঠাইব। আর আমরা যে-যার নিজের বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব, আর ভাই সহজিয়া ! তোমরা আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে।

বিল্বমঙ্গলের উদাহরণে সহজিয়ার ক্রম-লঙ্ঘন অশাস্ত্রীয়

ভাই সহজিয়া ! তুমি বল শ্রদ্ধাতো সামান্য কথা, যাহাদের 'লোভ' হইয়াছে তাহাদের আবার ক্রম কি ? 'লোভ' হইলেই ত বিল্বমঙ্গলের ন্যায় সকলেই শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব প্রভৃতি সাধন-ক্রম ত্যাগ করিবে—ভাবাঙ্কুরের লক্ষণ তাঁহাতে প্রকাশের আবশ্যক নাই। প্রত্যেক প্রাকৃত-সহজিয়া, প্রত্যেক 'চিন্তামণি'-গুরুর নিকট কৃপালাভ করিয়াই প্রেমের স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একেবারে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর হইয়া অনুরাগ-সম্পত্তির অধিকারী হয়। তুমি কথায় কথায় পাপিষ্ঠ লম্পটগণকে প্রশ্রয় দিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেমের পঞ্চমস্তর অনুরাগের মালিক মানিতেছ। ইহা কি ভাই রূপানুগ পথ ? তুমি ভাই 'ভক্তিরসামৃত' ও উজ্জ্বল' মান না, কেন ? বিশেষতঃ লোভ-মূলা শ্রদ্ধা, লোভমূলা সাধুসঙ্গ, লোভমূলা ভজনক্রিয়া, লোভমূলা নিষ্ঠা প্রভৃতি টপকাইয়া হঠাৎ সকলেই বিল্বমঙ্গল হয় না।

বৈধক্রম অবলম্বন করিলেই রাগ ও লোভ জন্মে ; বিল্বমঙ্গলের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল

বিধিমূলা অর্থাৎ শাস্ত্রশাসন-ভয়মূলা শ্রদ্ধার ক্রম বৈধ-ভক্তিক্রম। আর লোভমূলা শ্রদ্ধা হইতে রাগানুগার ক্রম তোমার বুদ্ধিতে নাই কেন ? চরিতামৃতে মধ্য ত্রয়োবিংশে রাগানুগ ভক্তের প্রেমোদয়ের লক্ষণ বর্ণন করিতে

গিয়া মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন—কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥ সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন। সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন॥ অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি-নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥ রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীতাঙ্কুর॥ সেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম। সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম। (ক্ষান্তি প্রভৃতি নয়টি) এই নব প্রীতাঙ্কুর যার চিত্তে হয়। প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥ প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়। **রাগানুগ-মার্গীয় 'চিন্তামণি'-গুরু সকলেরই ভাগ্যে সাধারণতঃ পাওয়া যাইবে—এরূপ নহে।**

"সাধনাভিনিবেশন কৃষ্ণভক্তিরসোদ্ভবঃ।
প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে॥
আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ।"—সুতরাং

ভাই সহজিয়া! তুমিইতো জান অনর্থমুক্ত বৈধ সাধকমাত্রেই রাগানুগ-মার্গীয় পরম দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্ত প্রসাদজভাব বিল্বমঙ্গল নহেন।

সাধন বা ক্রমপথ ব্যতীত সিদ্ধি হয় না

ভাই সহজিয়া! সাধনভক্তি রাগানুগার নাই একথা তোমার নিতান্ত ভুল। তুমি একটী বিল্বমঙ্গলের উদাহরণ দিয়াই রাগানুগা মার্গের সকল সাধককে একেবারে অনুরাগে উঠাইয়া দিবে, একথা শ্রীরূপ গোস্বামী বিশ্বাস করেন না। তোমার এইরূপ ভ্রম-বিশ্বাস শুনিয়া আমার একটী গল্প মনে পড়িল; কোন ভৃত্য নিতান্ত ক্ষিপ্রতা সহকারে কোন দূরদেশ হইতে অত্যল্প কালের মধ্যে পদব্রজে আগত হইলে তাহার প্রভু বিস্ময় সহকারে ভৃত্যের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তদুত্তরে ভৃত্য কহিলেন তাহা হইলে আমি বোধ করি হাঁটিয়া আসিবার কালে খানিক পথ ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছি। ভাই সহজিয়া! তোমার ভক্তিমার্গে হাঁটাটাও কি এইরূপ? সকলে কিছু বেলুনে চড়িয়া নির্দ্দিষ্ট পথ বাদ দিতে পারে না। **সেতুর সাহায্য ব্যতীত লঙ্কায় পৌঁছান সকলের ভাগ্যে ঘটে না।**

(ক্রমশঃ)

—রূপানুগ (শ্রীল প্রভুপাদ)

সাধন

সুকৃতি-প্রভাবে জীবের সাধুসঙ্গে স্পৃহা ও কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্তি

জীব স্বীয় ভোগ-বাঞ্ছাবশতঃ ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া সুখাশায় এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। যতদিন জীবের সংসার-সুখের আশা ক্ষয়োন্মুখ হইয়া না পড়ে, ততদিন কোনক্রমেই তাহাদের ভগবদুন্মুখতা উদয় হয় না। বহু সুকৃতির ফল-স্বরূপ ভগবৎকৃপা-ক্রমেই জীবের সংসার-বাসনা দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে, তখন স্বভাবতই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে; সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবানকে পাইবার লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধ চরিত্র তত্ত্বজ্ঞ গুরুর চরণাশ্রয় করত ভজন-শিক্ষা করিতে হয়। ভজন-বলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়।

ভগবৎকৃপা-লাভের জন্যই সাধনের প্রয়োজন

নিতান্ত মায়ামুগ্ধ অবস্থা হইতে ভগবৎকৃপা লাভের যোগ্য হইবার জন্য জীবের সাধন কার্য্যটি অপরিহার্য্য জ্ঞানে স্বীকার করিতে হয়। "সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়,"—ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-উক্তি। অল্প পরিমাণে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াও যাহারা সাধন কার্য্যে অলসতা প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণ কৃপা পাইবার আশায় বসিয়া থাকেন, তাহাদিগের জন্মটি বৃথা অতি-বাহিত হয়, কোন ফলই হয় না। কৃষ্ণ-কৃপাময়, জীবের প্রতি অপার কৃপা বিস্তার করিয়া শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, আবার প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া সকল জীবকে শাস্ত্রার্থ বুঝাইয়া ঈশ্বরোন্মুখ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশেষতঃ এই কলিযুগে তাঁহার কৃপার সীমা নাই। ইহাতেও যাহারা ঈশ্বর-সাধনে উন্মুখ না হন, তাহাদিগের মঙ্গল লাভের আশা বৃথা।

সাধনের তারতম্যানুসারে সিদ্ধিতে ফলভেদ

নিতান্ত স্বতন্ত্র কৃষ্ণচন্দ্র ইচ্ছা করিলেই জীবকে দর্শন দিতে পারেন, কিন্তু যাহার হৃদয়ে এরূপ আগ্রহ নাই যে অল্প একটু সাধন করিয়া ভগবানকে লাভ করে, তাহার ঈশ্বর লাভের তৃষ্ণা তৃষ্ণা নহে, তাহা তৃষ্ণাভাস মাত্র। তাহার ঈশ্বর দর্শন ঘটিলেও সে তাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারিবে না। অতি তুচ্ছ-সংসার সুখের আশায় বৈকুণ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিবে। সাধন ব্যাপারটি আর কিছুই নহে, কেবল ভগবদ্বিষয়ে তৃষ্ণাবৃদ্ধির কৌশল মাত্র।

যত্ন ও আগ্রহের সহিত সাধন করিতে করিতে যাঁহার যতদূর তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয় তিনি সেইরূপ কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করেন, তৃষ্ণা পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত হইলেই কৃষ্ণ প্রকাশিত হইয়া পড়েন, কিছুতেই থাকিতে পারেন না। সাধন কার্য্যটি বদ্ধ-জীবের অস্বীকার করিলে হইবে না, যত্ন সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আদর-পূর্ব্বক যে-পরিমাণে সাধন করিবেন, সিদ্ধিও সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইবে।

সাধন কাহাকে বলে ?

সাধন কি ? শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধনম্।"

জীব স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস, ভগবৎপ্রেম জীবের নিত্যসিদ্ধ ধর্ম্ম। জীবের বদ্ধাবস্থায় সেই নিত্যসিদ্ধ ভাব-বিষয় প্রেমাকারে লক্ষিত হয়। যে উপায়ে সেই প্রেম-বিষয় হইতে উদ্ধার করিয়া হৃদয়ে প্রকট করা যায়, তাহাই সাধন। নানারূপ সাধন-অঙ্গ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে সমস্ত সাধনাঙ্গগুলি চতুঃষষ্টিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই আবার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি নববিধা ভক্তি হইয়াছে। সকল সাধনের সার—হরিনাম; বিশেষতঃ কলিযুগে।

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন; অন্য সাধনাঙ্গগুলি ইহার সহায়ক মাত্র

পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব সার্ব্বভৌম সাধন-শ্রেষ্ঠ কি জানিতে চাহিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিনাম-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠসাধন বলিয়া আজ্ঞা করিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে,— ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।

প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সংকীর্ত্তন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৪১)

শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০-৭১)

এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। হরিনামই একমাত্র সাধন। অন্যান্য সাধনাঙ্গগুলি হরিনামেরই সহায় স্বরূপে গৃহীত হয়। যদিও "এক অঙ্গ সাধে কেহ, সাধে বহু অঙ্গ" প্রভৃতি বাক্য শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, হরিনাম ছাড়িয়া যে-কোন অঙ্গ আশ্রয় করিলে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয়। হরিনামকে সাধন শ্রেষ্ঠ

জানিয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করত নামের সাধকরূপে অন্য অঙ্গগুলি স্বীকার করা যাইতে পারে, যেহেতু শাস্ত্রের স্পষ্ট আজ্ঞা এই :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ (বৃহন্নারদীয় ৩৮।১২৬)

শ্রীনামই একাধারে সাধ্য ও সাধন

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র, তাঁহারা অকপটে একান্তভাবে হরিনামাশ্রয় করেন। হরিনাম সাধন করিতে করিতে সিদ্ধিকালে তাঁহারা নামকেই সাধ্যস্বরূপে প্রাপ্ত হন, যেহেতু নামই সাধ্য, নামই সাধন; নাম ও নামী অভেদ।

শ্রীনাম-সাধন-ব্যাপারে সাধকের প্রতি উপদেশ

শ্রীনাম-সাধন ব্যাপারটি একটু আলোচনা করা আবশ্যক। সাধন ইন্দ্রিয়দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং সাধকের ইন্দ্রিয়গুলি দৃঢ় ও কর্ম্মপটু হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার দ্বারা দেহটিকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ রাখিলে সাধনকার্য্য সুন্দররূপে করা যায়। পক্ষান্তরে শুষ্ক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া দেহের প্রতি অত্যাচার করিলে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় অপটু হইয়া পড়ে, এবং সাধনের পরিবর্ত্তে অবশেষে সাধকের জীবনটী হারাইতে হয়। এ বিষয়ে গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ (গীঃ ৬।১৬-১৭)

অর্থ এই যে, অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির দেহ ও ইন্দ্রিয় কোনক্রমেই সাধনকার্য্যে সক্ষম হয় না। দেহের অসুস্থতা এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতা না জন্মে এরূপভাবে যুক্ত আহার-বিহার, সর্ব্বকর্ম্মে যুক্তচেষ্টা এবং যুক্তনিদ্রা ও জাগরণ স্বীকার করিলে সাধন কার্য্যটি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বদুঃখ নাশ করে। তাৎপর্য্য এই যে, অন্তরেন্দ্রিয়রূপ মনকে স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ-রূপ অনর্থচতুষ্টয় হইতে রক্ষা করত শ্রীনামের স্মরণ মননে নিযুক্ত করিতে হইবে এবং বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকে অতিভোজন, অতিনিদ্রা, বিষয়-প্রয়াস প্রভৃতি ভজন-প্রতিকূল অভ্যাস হইতে রক্ষা করিয়া নামকীর্ত্তন-রূপ সাধনে অবিরত রত করিতে হইবে। ইহাই সাধকের কৌশল।

ভক্তির অনুকূল-গ্রহণ প্রতিকূল বর্জ্জনে দৃঢ়তাই সাধনের মূল

ভক্তির অনুকূল স্বীকার এবং প্রতিকূল পরিহার বিষয়ে সাধকের দৃঢ়তা ও যত্নের আবশ্যক। সংসারী জীবের অনেক সময়ে অনেক ভজন-প্রতিকূল ব্যাপার ঘটে। বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তাপূর্ব্বক সেগুলি পরিত্যাগ না করিলে সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট-লাভে বিলম্ব ঘটায়। আজকার মত এই প্রতিকূল বিষয়টি স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব—এইরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টি ভজনবাধক বোধ হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-কার্য্যে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

সাধুসঙ্গই সাধকের সর্ব্বপ্রধান সহায়

সাধু—সাধনের সর্ব্বপ্রকার সহায়। বদ্ধজীবের হৃদয়টি অনর্থের এত বশীভূত যে, বহু চেষ্টা করিয়াও অনর্থ বিরম্বনা ত্যাগ করিতে পারে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—

কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।

সাধুসঙ্গ সাধনকার্য্যে নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০)
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫১)

নিরন্তর শ্রীনাম-গ্রহণ ও শ্রীনামের কৃপা-প্রার্থনা

নামপরায়ণ শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে নাম করিতে পারিলে সর্ব্বাপরাধ দূরীভূত হইয়া অতি শীঘ্রই নামতত্ত্ব হৃদয়ে উদিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আমাদিগের প্রার্থনা এই,—যেন আমরা শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে নিরন্তর নাম করিতে করিতে অতি শীঘ্রই নাম-রস লাভ করিতে পারি। শ্রীনামের কৃপা ব্যতীত আমরা আর কিছুই প্রার্থনা করি না।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুপাদপদ্মের

ত্রয়োদশ বার্ষিক বিরহ-তিথিতে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীমতে ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥"

হা-হা-গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, হা-হা প্রভু প্রাণেশ্বর ;
তোমার বিরহ-ব্যথায় মোদের হৃদি আজি জর জর।
শ্যামের শারদ-রাসযাত্রা-তিথি এসেছে ভুবনে আজ,
তব তিরোভাব-লীলাস্মৃতি তাই দোলা দেয় হৃদি-মাঝ।
একদা এ হেন তিথিযোগে তুমি মোদের সঙ্গ ছেড়ে,
রাধার প্রসাদী মালা বুকে ল'য়ে চলে গেছ ব্রজপুরে।
সেথা' রসরাজ-সাথে রাসমঞ্চেতে খেলিছ প্রাণের খেলা,
হেথা' হায় মোরা কাঁদি হৃদে ধরি' তোমার বিরহ-জ্বালা।
যে দিকে তাকাই, হেরি শুধু হায়—জাগিছে বিরহানল,
কে কা'রে কহিবে সান্ত্বনা-বাণী, ঝরে সবার আঁখি-জল
ময়ূর-ময়ূরী ভুলেছে নাচন, ধেনু নাহি ডাকে আর,
বাতাসে জাগিছে বেদনার শ্বাস, নীরব আজি চারিধার।
চন্দ্র যেন আজ করুণ নয়নে চাহিছে সুদূরাকাশে,
সুরধুনীর জল হয় না উতল কুলু কুলু উচ্ছ্বাসে।
তোমার লাগিয়া আমাদের প্রাণ করে আজ আন্‌চান্,
মরমে গুমরি' ভাবি এ' দুঃখের কবে হ'বে অবসান!
আমাদের কত কাছে ছিলে তুমি, এবে গেছ বহু দূরে,
না জানি আবার কবে গো তোমারে হেরিব নয়ন ভরে!
মনের গহনে শুনিব কবে গো তব স্নেহের আহ্বান,
কবে তুমি প্রভু মঙ্গল-পরশে করিবে মোদেরে ত্রাণ?
কবে গো তোমার শ্রীমুখে আবার শুনিব শ্রীহরি-কথা,
কবে গো আবার তব পদ-সেবি' জুড়াবো হৃদয়-ব্যথা!

হেথায় তোমার কাছে থাকি' ছুঁয়েছি, সেবেছি কত,
তথাপি তোমারে সেবিতে মোদের সাধ জাগে অবিরত।
কৃপা কর প্রভু সম্বন্ধ জানিয়া ভজি যেন তব পদ,
তোমার ভজনে অভিমান টুটি' শ্রেয়োলাভ সম্ভব।
কত উপদেশ দিয়াছো মোদেরে, শুনেছি তা' বহুবার,
তবু হায় কেহ শিখেছি কি কিছু, মেনেছি কি কণা তা'র?
অস্থির মনে শুনেছি ভাষণ, করিনি তা'র আচরণ,
প্রাণ দিয়ে যদি শুনিতাম তাহা, তবেই হ'ত কল্যাণ।
তুমি ব'লে গেছ—ভোগী আর ত্যাগী বুঝেনা ভক্তির কথা,
নিজ-সুখবাঞ্ছা নিয়েই তাহারা ব্যস্ত রহে সর্ব্বদা।
ধর্ম্মার্থকামের প্রার্থী ভোগীরা ও মোক্ষকামী ত্যাগীগণ,—
ভোক্তা সাজিয়া স্বরূপ ভুলে থাকি' পায় না হরি-চরণ।
গৃহ-সবাকেই বড় ভেবে যারা হরি-সেবা ত্যাগ করে,
অশান্তি-অনল জ্বলে ধিকি ধিকি তা'দের হৃদয় জুড়ে।
যা'দের সঙ্গে কোন কালে কা'রও দেখা নাহি হবে হায়;
সেই স্ত্রী-পুত্রাদির সুখার্থে শুধু বৃথা কেন দিন যায়?
শ্রীহরি-সেবার কথা ভুলি' গেলে মায়া এসে গ্রাস করে;
ক্রমে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ভোগের প্রবৃত্তি ওঠে বেড়ে।
আরো কহিয়াছ—ভাগবত শুনিতে গুরু-বৈষ্ণব-স্থানে,
নিত্য জপিতে লক্ষ 'শ্রীনাম' নিরপরাধে সাবধানে।
শ্রীনাম নহেক কেবল শব্দ, নহে নামাক্ষর শুধু,
নামী ও নামের কোন অংশেতে নাহি কোন ভেদ কভু।
কৃষ্ণের মত তাঁহার শ্রীনামে রূপ-গুণ-লীলা ভায়,
নাম-রসে ডুবি' ভক্ত সতত হাসে কাঁদে নাচে গায়।
শ্রীহরির সুখ-বিধানই ভক্তি, ভক্ত-সঙ্গে ভক্তি হয়,
ভক্তির পথ ছাড়া অন্য পথেতে হরি-পদ লভ্য নয়।
'ততোদুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য'—শ্লোকের সহজ ব্যাখ্যা করি',
জানালে মোদের, দুঃসঙ্গ ত্যজিয়া সাধু-সঙ্গ বরি।

চৈতন্য-বিমুখ আত্মীয়গণও কভু নহে নিজ-জন,
তা'দের সঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত হবে না'ক কল্যাণ।
আরো তব বাণী শুনেছি কর্ণে, ফোটে না তা' ভাষায় আজ,
বিরহ-ব্যথায় নয়নের জলে করি সদা হা-হুতাশ।
মাথা যা'র জ্বলে, সেই ছুটে চলে শীতল জলের দিকে,
মোরা তপ্ত হৃদয়ে শান্তির আশে ঠাঁই মাগি তব পদে।
পাপীতাপীগণে ভালবাসা দিয়ে টানিয়া নিয়েছো বুকে,
শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতে উদ্বুদ্ধ করেছো জড়বদ্ধ অসাধুকে।
সবার বন্ধু ছিলে তুমি যে গো, রাখনি কোন ব্যবধান,
তাই মানুষ আজ বিভেদ ভুলিয়া গাহে তব জয়গান।
তোমার মতন মোদের আপন কে'বা আছে ধরা-মাঝে ?
তব কৃপাশীষ পেতে তাই আজি মোদের হৃদয় নাচে।
শ্রীগৌড়ীয় সমাজ ঋণী তব কাছে, অনন্ত তব দান,
কুরেশের মত গুরু-সেবাব্রতে সঁপেছিলে দেহ-প্রাণ।
কৃষ্ণ-কথা ছাড়া অন্য কথা তো শুনিনি তোমার মুখে,
পরাবিদ্যালাভে প্রেরণা পেয়েছি তব কাছে কাছে থেকে।
'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' তোমার জয়-কীর্ত্তির স্মৃতি,
তব মনোঽভীষ্ট রূপায়ণে তাহা ব্যস্ত রয়েছে নিতি।
গুরু-পরম্পরা এসেছিলে তুমি সত্যধর্ম্ম প্রচারিতে,
হেথা' নির্দ্ধারিত লীলা শেষ করি' চলে গেছ নিত্যলোকে।
আজিকে তোমার অদর্শনে মোরা করি তব স্মৃতি-পূজা,
কৃপা কর যেন তোমার সেবাতে মগ্ন থাকি সর্ব্বদা।
তব পথপানে চেয়ে চেয়ে থাকা কতদিনে হ'বে শেষ ?
অন্তিমে মোদেরে দেখা দিও প্রভু ঘুচায়ে ত্রিতাপ-ক্লেশ !
আজি সঙ্কীর্ত্তন-সহ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তব পূত পদে,
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানাই তোমারে, বিরহ-ব্যথিত চিতে।

শ্রীগুরু-বিরহ-বাসর
২৯ পদ্মনাভ, ৪৯৫ গৌরাব্দ

শ্রীগুরুসেবাপরাধী—
পতিতাধম **শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল**

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

"বলিদানেন সততং জয়েচ্ছত্রূন্ নৃপান্নৃপঃ" (কালিকা ৬৭.৬)

অর্থাৎ, ক্ষত্রিয় রাজা নিত্য বলিদান করিয়া শত্রুরাজগণকে জয় করিবে।

বলিং দদ্যাৎ নরাধিপঃ ॥" (কালিকা ৬৭।৪৯)

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজা বলি দান করিবে ;

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও দেখা যায়—

আলম্ভ-জজ্ঞাঃ ক্ষত্রাশ্চ হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ।

পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্তু তপোযজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ ॥ (শান্তি পঃ ২৩১।৬৩)

উক্ত শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকা :—আলম্ভঃ—পশুহিংসা, হবির্ব্রীহ্যাদিকং পরিচারস্ত্বৈবর্ণিকসেবা, তপোব্রহ্মোপাসনম্'।

অর্থাৎ,—ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্মোপাসনাই যজ্ঞ, দেবগণের তৃপ্তি সাধনার্থ পশুহিংসাই ক্ষত্রিয়গণের যজ্ঞ, দেবদ্বিজের তৃপ্তি-সাধনোদ্দেশে শস্যোৎপাদন করাই বৈশ্যগণের যজ্ঞ এবং এই তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্র জাতির যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এখন আরও বিচার করা যাউক,—বেদের ভাষ্যরূপে সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ রচিত হইলেও, তাহা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিনভাগে বিভক্ত। সাত্ত্বিক কোনও পুরাণে বলিবিধান দেখা যায় না। বরং ভূয়োভূয়ঃ নিষেধই দেখা যায়। রাজসিক ও তামসিক জনগণের জন্য বিরচিত রাজসিক বা তামসিক পুরাণেই বলিবিধান দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বদর্শিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয়, কালিকাপুরাণ প্রভৃতির কতকগুলি রাজস ও কতগুলি তামস বলিয়াই তাহাতে রাজসিক ও তামসিকগণের সাময়িক উপাদেয় বলিদানবিধি কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই রাজসিক-তামসিক-বিধি লঙ্ঘন করত সাত্ত্বিকভাবে পূজা করাই বেদের বা পুরাণের তাৎপর্য্য।

স্মার্ত্তগণ শাস্ত্র-বহির্ভূত হইয়া বলিতে চাহেন,—

শারদীয়া দুর্গাপূজা অকালে ব্রহ্মার প্রদত্তবিধি অনুসারে রাবণকে বধ করার জন্য সর্ব্বপ্রথমে নাকি শ্রীরামচন্দ্রই করিয়াছিলেন। কিন্তু বাল্মিকীকৃত

মূল রামায়ণে উহা কোথাও দেখা যায় না। এমন কি, পরবর্ত্তিকালের তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' গ্রন্থেও ঐরূপ অসঙ্গত প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং "রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণাবোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা॥"—ইত্যাদি বোধন-পাঠ্য যে মন্ত্র রহিয়াছে, তাহা কোনও শাক্ত-পণ্ডিত বিরচিত প্রক্ষিপ্ত বাক্য বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। ঐরূপ বাক্যের সত্যতা মানিয়া লইলেও, "রামস্য অনুগ্রহায় চ" এই বাক্যে রামচন্দ্র ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্যও অকালে দুর্গাপূজার বিধান হইয়াছে। তাহা ছাড়া, যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, শ্রীরামচন্দ্র নিজে ঐরূপ ক্ষত্রিয় বিহিত সকাম পূজা করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাতে কোনও বলিদান না করিয়া যথার্থ সাত্ত্বিকভাবেই পূজাটী সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এবং ব্রজস্থ গোপ-কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি-কামনায় যে কাত্যায়নী নামা দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন, তাহাদের ঐ পূজাতেও পশুবলির কোনও উল্লেখ নাই।

সুতরাং সকাম-নিষ্কাম সকলপূজাই সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন করিলে প্রকৃত পূজার ফল লাভ হয়। তদন্যথায় পাপ-পুণ্য দুইটীই লাভ হয়। অর্থাৎ রাজসী ও তামসীপূজা আপাত মধুর হইলেও পরিণামে দুঃখপ্রদই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালে সত্ত্ব-প্রধান ব্রাহ্মণগণও রজঃ-প্রধান ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি নিজ নিজ গুণচ্যুত হইয়া তমঃ-প্রধান শূদ্রপ্রায় হইয়াছেন, সুতরাং তাহাদের কৃত-পূজাকে রাজসী বলা চলে না। রাজসীর অনুকরণ মাত্র।

স্মার্ত্তগণের বৈধ-বলির দোষ উদ্ঘাটন

পুরুষ দেবতার মধ্যে ভৈরবের উদ্দেশ্যে বহুস্থানে বলির প্রথা আছে দেখা যায়। ভৈরব শ্রীশিবেরই অবতার বিশেষ। 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু'—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জানা যায়—তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বা পরমভাগবত। তাঁহার উদ্দেশে বলিদান বা ঐ বলির পক্কাপক্ক মাংস-রুধিরাদি দান যে কতদূর ধৃষ্টতা, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এমন কি, ইহাতে বৈষ্ণবাপরাধই উপস্থিত হয় বলিয়া মনে করি। এরূপ সকাম পূজায় পুণ্যের পরিবর্ত্তে মহৎ পাপেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। যথা—

ক্ব মদ্যং ক্ব শিবে ভক্তিঃ ক্ব মাংসং শিবার্চ্চনম্।
মৎস্য-মাংস-রতানাং বৈ দূরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ॥ (কাশীখণ্ডম্)

অর্থাৎ, কোথায় মন্ত্র, আর কোথায় শিবভক্তি! মাংস কোথায় আর শিবার্চ্চন কোথায়! যাহারা মৎস্য-মাংস ভোজন করে শিব তাহাদের নিকট হইতে দূরেই অবস্থান করেন; অর্থাৎ তাহাদের কখনও শিবপ্রাপ্তি হয় না।

শিব যেমন বিষ্ণুপ্রসাদ ভিন্ন মাংসাদি গ্রহণ করেন না, সেইরূপ শিবপত্নী দুর্গাও বিষ্ণুপ্রসাদই কামনা করিয়া থাকেন; যেহেতু তিনি বৈষ্ণবী ও সতীসাধ্বী। মৎস্য-মাংসাদি কিছুই তাহার গ্রহণীয় নহে—যেহেতু শিব তাহা গ্রহণ করেন না। অথচ এই পশুবধ-জনিত পাপে পূজকের অধঃপতনাদি শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দেবী ভগবতী নিজেই বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

যে মমার্চ্চনমিত্যুক্ত্বা প্রাণি-হিংসন-তৎপরাঃ।
তৎপূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাত্তদধোগতিঃ॥
মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসা জীবঘাতনম্।
আকল্পকোটি-নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ॥
মম নাম্নাথবা যজ্ঞে পশু হত্যাং করোতি যঃ।
ক্বাপি তন্নিষ্কৃতির্নাস্তি কুম্ভীপাকমবাপ্নুয়াৎ॥
দৈবে পৈত্রে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণি-হিংসনম্।
কল্প-কোটি-শতং শম্ভো রৌরবে স বসেৎ ধ্রুবম্॥

(পদ্ম পুঃ ১০৪ অঃ)

অর্থাৎ, যাহারা আমি শক্তি, আমার পূজায় বলি দিতে হয় এই বলিয়া প্রাণীবধ-তৎপর, তাহাদের পূজা আমার পুরীষ (বিষ্ঠা) তুল্য জানিবে। কারণ ঐরূপ পূজায় পূজাফল লাভ করা ত দূরের কথা, ঐ পাপে তাহাদের অধোগতিই হইয়া থাকে। হে শিব! তামস প্রকৃতির মানবগণই আমার উদ্দেশ্যে জীবহত্যা করে এবং ঐ বধ-জনিত-পাপে আকল্পকোটি নরকে বাস করে—ইহাতে সংশয় নাই। আমার পূজা উপলক্ষে অথবা যজ্ঞে যে-ব্যক্তি পশুবধ করে, ঐ পাপে কোথাও তাহার নিষ্কৃতি নাই। সে কুম্ভীপাক নামক নরকে পতিত হয়। হে শম্ভো! দেবতা উদ্দেশে, পিতৃগণের উদ্দেশে অথবা নিজের উদরপূর্ত্তিজন্য যে-ব্যক্তি জীববধ করে, শতকল্প-কোটি-কাল সে নিশ্চয়ই রৌরব নামক নরকে বাস করে।

আরও দেখা যায়—

মমোদ্দেশে পশূন্ হত্বা সরক্তং পাত্রমুৎসৃজেৎ।
যো মূঢ়ঃ স তু পূয়োদে বসেদ্ যদি ন সংশয়ঃ॥ (পঃ পুঃ ১০৪ অঃ)

অর্থাৎ আমার উদ্দেশে পশুবধ করিয়া যে-ব্যক্তি সরক্ত পাত্র উৎসর্গ করে, সেই অজ্ঞান মানব তৎপাপে পূয়োদ নরকে বাস করে। ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

যজ্ঞাদিতে বলিদ্বারা কেবল ঘাতকই দোষী হন এরূপ নহে, পরন্তু এতৎ সংশ্লিষ্ট অনেকেই তুল্য দোষী হইয়া থাকেন। যথা—

হন্তা কর্ত্তা তথোৎসর্দ্ধকর্ত্তা ধর্ত্তা তথৈব চ।
তুল্যা ভবন্তি সর্ব্বে তে ধ্রুবং নরকগামিনঃ॥
উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্ত্তা ধর্ম্মা চ বিক্রয়ী।
উৎসর্গকর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকং ভবেৎ॥
মধ্যস্থস্য বধায়াপি প্রাণিনাং ক্রয়-বিক্রয়ে।
তথা দ্রষ্টুশ্চ সূনায়াং কুম্ভীপাকং ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

(পদ্ম পুঃ ১০৪অঃ)

অর্থাৎ—হন্তা (খড়্গাঘাতকারী), কর্ত্তা (যাহার পূজা), উৎসর্গকারী ব্রাহ্মণ ও পশুকে ধারণকারী—ইহারা সকলেই সমান পাপী; ঐ পাপফলে নিশ্চিত তাহাদের নরকে গমন হইয়া থাকে। জীববধের উপদেশদাতা, হন্তা, কর্ত্তা, ধর্ত্তা বিক্রয়ী (বিক্রয়কারী ও উৎসর্গকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ—ইহারা সকলেই নরকে গমন করেন। বধের নিমিত্ত ক্রয়-বিক্রয়-কালে যিনি মধ্যস্থ থাকেন, আর বধজন্য যূপকাষ্ঠে যোজিত পশুকে যিনি দর্শন করেন, তাহাদের কুম্ভীপাক নামক নরকে নিশ্চয়ই গমন হইয়া থাকে।

দেবযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে তথা মাঙ্গল্যকর্ম্মণি।
তস্যৈক নরকে বাসো য কুর্য্যাজ্জীবঘাতনম্॥ (পাদ্মঃ ১০৪ অঃ)

দেবযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে এবং পুত্রান্নপ্রাশন ও বিবাহাদি বিবিধ শুভকর্ম্মে যে ব্যক্তি ছাগাদি পশুবধ করে, তাহার নরকেই বাস হইয়া থাকে।

আরও দেখা যায়—

মদ্ব্যাজেন পশূন্ হত্বা যো ভক্ষেৎ সহবন্ধুভিঃ।
তদ্গাত্রলোমসংখ্যাব্দৈরসিপত্রবনে বসেৎ॥

আবয়োরন্যদেবানাং নাম্না চ পরকর্ম্মণি ।
যঃ সম্পোষ্য পশূন্ হন্যাৎ সোঽন্ধতামিস্রমাপ্নুয়াৎ ॥
পশূন্ হত্বা তথা ত্বাং মাং যোঽর্চ্চয়েন্মাংসশোণিতৈঃ ।
তাবৎ তন্নরকে বাসো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাদ্মোত্তর খণ্ড ১০৫ অঃ)

অর্থাৎ, আমার পূজার ভাণ করিয়া পশুবধপূর্ব্বক যে-ব্যক্তি বন্ধুগণসহ সেই মাংস ভোজন করে, সে ঐ পশুগাত্রের রোমসংখ্যা পরিমিত বৎসর পর্য্যন্ত অসিপত্র নামক নরকে বাস করে। তোমার, আমার বা অন্য দেবতার নাম করিয়া পরবর্ত্তী কার্য্যোদ্দেশে যে-ব্যক্তি পশুকে পোষণ করিয়া বধ করে, সে অন্ধতামিস্র নরকে গমন করে। সেইরূপ পশুবধ করিয়া ঐ পশুর মাংস-শোণিত দ্বারা যে-ব্যক্তি তোমার বা আমার অর্চ্চনা করে, যতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্র-সূর্য্য বর্ত্তমান থাকেন অর্থাৎ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সে পূর্ব্বোক্ত অন্ধতামিস্র নরকে বাস করে। (ক্রমশঃ)

কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২১ পৃষ্ঠার পর)

"শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠক ও কথক সম্বন্ধে" গৌড়ীয়ের উপদেশ

বৈষ্ণবের পারমার্থিক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ "শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্" এই বাক্যে ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অতুলনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভাগবত যদি আচারবান্ নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্ত ভাববতগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হন, তাহা হইলে ভাগবতের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আমরা জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশেও তাহাই পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার নিত্যসিদ্ধপার্ষদ ভাগবতের অদ্বিতীয় বক্তা রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী প্রভুকে আদেশ করিয়াছিলেন "বৈষ্ণবের পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন" "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে ॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্যকর সঙ্গ।

তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ ॥ তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল। কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে নির্ম্মল ॥ মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ইহা না বুঝয়ে বিদ্যা তপঃ প্রতিষ্ঠায় ॥ ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যার। সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার ॥ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু জগজ্জীবের শিক্ষার জন্য জানাইয়া ছিলেন যে, চৈতন্যভক্তগণের আশ্রিতব্যক্তির নিকট ভাগবত না পড়িলে কেহ কখনও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভাগবত বুঝা যায় না। বৈষ্ণবগুরুর শিষ্যই ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, অন্যে নহে।

মহাকুলপ্রসূত সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, বেদের সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও যদি অবৈষ্ণব হন তবে তিনিও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী নহেন —ইহাই নিখিলবৈষ্ণবশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত।

মহাপ্রভু একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন— "ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে। মর্ম্ম অর্থ না জানে ভক্তিহীন দোষে ॥ কোপে বলে প্রভু বেটা কি অর্থ ব্যাখানে। ভাগবতের অর্থ কোন জন্মেওনা জানে ॥ এ বেটার ভাগবতে কোন অধিকার। গ্রন্থরূপ ভাগবত কৃষ্ণ অবতার ॥"

দেবানন্দ পণ্ডিতের মত জ্ঞানবন্ত, তপস্বী, আজন্ম উদাসীন, শাস্ত্রে মহা-পণ্ডিত ব্যক্তির যখন অক্ষজজ্ঞান-হেতু অধোক্ষজ ভাগবতের মর্ম্মার্থ গ্রহণে অসম্ভব হইয়াছে, তখন অনর্থযুক্তব্যক্তি দ্বারা পাঠ যে শুধু কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠাশায় হইয়া থাকে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভাগবতব্যবসায়ী, শাস্ত্রব্যবসায়ীর মুখে শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। তাহাদের মুখে যাহা কীর্ত্তিত হয় তাহা বাহ্যাকারে দেখিতে হরিনামাক্ষরের ন্যায় হইলেও উহা মায়া। শ্রীহরি নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের হৃদয়ের ধন। শ্রীহরির চরণ-কমলের মকরন্দ-কণাবাহী অনিল মহদ্ব্যক্তিগণের সেবোন্মুখ বদন হইতেই উচ্চারিত হইয়া জীবগণের জন্ম-জন্মান্তরের চিত্তদর্পণের মলরাশি দূর করিয়া দেয়।

নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা ত্রিদণ্ডিগণই ভাগবত পাঠের যোগ্য। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমেই ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সাক্ষাৎভাবে শ্রবণাদি ভক্তি যাজন করেন তাঁহারাই ভাগবতপাঠের উত্তমাধিকারী। ভক্ত কখনও শাস্ত্র পাঠ করিয়া বা অপরকে শাস্ত্র শ্রবণ করাইয়া ঐ সকল শাস্ত্রের

বাক্য, বুদ্ধি ও চিন্তা মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখেন না অথবা নিজের চিত্ত-তোষণ ও অপরের চিত্তরঞ্জনের জন্য শাস্ত্রের পাঠক হন না। যাহারা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ভাগবত পাঠ করেন এবং উহা উপজীবিকা মনে করিয়া শ্রোতার মনস্তুষ্টি-জন্য তদনুকূল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহারা পূজ্যবস্তুকে পরমারাধ্য শালগ্রামদ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া উদরস্থ করাই যাহাদের নীতি ঐ সকল ব্যক্তি ভাগবত ব্যবসায় করিয়া উহার শ্রোতৃগণের সহিত নরকপথের পথিক হন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে,—

"যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব। তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥ শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"

দেবানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্যেও দেখিতে পাই :—

"বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত। কোন জন্মে না জানিহ গ্রন্থ-অভিমত॥ পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়। তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥"

যে-ব্যক্তি উদর ভরিয়া ভোজন করেন তিনি যে প্রকার বহির্দ্দেশে যাইয়া সন্তোষ পান, তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রকৃত ভক্ত তিনি শাস্ত্রের উপদেশমত স্বয়ং আচরণ করিয়া থাকেন। তিনি জীবদুঃখে কাতর হইয়া জীবে দয়া করিতে সমর্থ। কিন্তু কখনও তিনি কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশায় প্রচারক-বেশে প্রতারক হইয়া দেশে ভ্রমণ করত লোক বঞ্চনা করেন না।

যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের আজ্ঞা অমান্য করিয়া শ্রোতৃদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে "আগে ভজন পরে আত্ম-সমর্পণ" অর্থাৎ আগে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ পরে আত্মসমর্পণ, এইরূপ আরোহবাদীর ন্যায় প্রাকৃত চিন্তা বিশিষ্ট তাহারাও বদ্ধজীব। এইরূপ অবস্থায় এক অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্য অন্ধের যেরূপ গতি হইয়া থাকে এস্থলে তাহাই হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত অমলপুরাণে বাস্তব সত্য কীর্ত্তিত হইয়াছে ইহার অপর নাম 'পারমহংসী সংহিতা'। তাই কলির জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের সর্ব্ব-মঙ্গলময় মহাপ্রভু "ভাগবত সম্মুখে ধরিয়াছেন—দুই ভাই জগতের ঘুচালি অন্ধকার। দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥ এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র। আর ভাগবত হয় ভক্তিরসপাত্র॥

যাহাতে উক্ত গ্রন্থ প্রকৃত বৈষ্ণবদ্বারা সমাজে অধীত হয় তাহাই গৌড়ীয়ের চেষ্টা। আমরা যে স্বার্থপর ব্যবসায়ী পাঠোপজীবীদের দ্বারা প্রতারিত হইতেছি তাহাই স্পষ্টভাবে সকলকে সতর্ক করিতে যাইয়া গৌড়ীয়-পাঠক ও কথক গোস্বামীপ্রভুদের চক্ষুশূল হইয়াছেন।

"লীলারস কীর্ত্তন সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত"

হরিনাম মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু। অকিঞ্চনগণের একমাত্রবিত্ত, পরম নির্ম্মৎসর সাধুগণের সর্ব্ববিধ কৈতব বিনির্ম্মুক্ত পরম সম্পৎ, উহা কপট ভোক্তা বা কপটদৈন্যযুক্ত ব্যক্তির অধিগম্য নহে। হরি নির্গুণ, হরিভক্তিও নির্গুণ, সে-স্থানে গাঁজা, তামাক, মদ্য, স্ত্রীসঙ্গ, বিষয়কথা ও ভাগবতপাঠ যুগপৎ হইতে পারে না। হরিবিষয়ে আলোচনা হইবে সে-স্থানও নির্গুণ স্থান হওয়া দরকার।

"লীলারস সাধারণের কীর্ত্তনীয় নহে"

ভাগবতে আছে "নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ" সংসার পিপাসায় যিনি নিবৃত্ত, অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠায় যাহার আসক্তি নাই তিনিই লীলারসগানের ও শ্রবণের অধিকারী। নৈতৎ সমাচরেৎ জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ" (ভাঃ ১০) মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বহিরঙ্গ ভক্তসনে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, অন্তরঙ্গভক্ত স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত নির্জ্জনে রসালাপ করিতেন অতএব ভগবানের অন্তরঙ্গভক্ত ভিন্ন লীলারসগানে বা শ্রবণে অধিকার জন্মে না। শ্রীবাসের শ্বাশুড়ীই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। যে লীলারসকীর্ত্তনসময়ে বহিরঙ্গলোক উপস্থিত থাকিলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে প্রেম হইত না, সেই লীলারস আজ পথে-ঘাটে সর্ব্ব-সাধারণের কীর্ত্তনীয় হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে সুর ও লয় দিয়া নায়ক-নায়িকার জড়রসের সংমিশ্রণ গানগুলি শুনিতে বড়ই মিষ্টি ও প্রীতিকর। সেইজন্য ঘাটে পথে, থিয়েটারে, যাত্রাগানে, বাবুদের মজলিসে, বেশ্যাদ্বারে, গাঁজাখোরের আড্ডায়, জড়রসের সংমিশ্রণে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলারস বিকৃতাবস্থায় গান হইয়া থাকে। উহা লীলাকীর্ত্তন নহে তাহা ছুচোর কীর্ত্তন বিলাস বা ভোগ, নরকে যাইবার প্রশস্ত পথ।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে কভু প্রাকৃত গোচর"—লীলারস অপ্রাকৃত বস্তু ইহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখেহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ গুণ-লীলা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে পারে না।—কেবল সেবোন্মুখ-ইন্দ্রিয়ে এই স্বপ্রকাশ বস্তু শ্রীনামাদি স্বয়ং উদিত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলারস-কীর্ত্তনে সেবাবুদ্ধি প্রবলা থাকা দরকার। **আজকালের ব্যবসায়ী নামাপরাধিদলের যে রসকীর্ত্তন তাহা জড়ের কীর্ত্তন, ব্যবসায়ের কীর্ত্তন, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির কীর্ত্তন, এবং জড়েন্দ্রিয় তোষণের কীর্ত্তন ইহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা বা হরিভজনের লেশ মাত্র নাই।** এই জন্য মহাপ্রভু 'তৌর্য্যত্রিক' অর্থাৎ নৃত্য, গীত, বাদ্য এই তিনটীকে **ব্যসন** বলিয়াছেন। এ সমস্ত যদি নিষ্কিঞ্চন ভক্ত-দ্বারা হরিভজনের অনুকূলে হয় তবে ইহা দ্বারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইয়া থাকে। জগদানন্দ প্রভু বলিয়াছেন :—

অসাধুসঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদাই নামাপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥

দুঃসঙ্গে অর্থাৎ বিষয়সুখে এবং কামিনী কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠাশায় আসক্ত থাকিয়া যে লীলারস কীর্ত্তন হইতেছে, ইহাতে কেবল বিষময় ফলই উৎপন্ন হইতেছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, এইরূপ—

কোটীজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

অনেকে সদাচারী বৈষ্ণব সাজিয়া লীলারসের গানে দাস্যভাবের অভিনয় দেখাইতে সকলের নিকট কাকুতি, মিনতি, গড়াগড়ি, দশা, গাঝিঁকি, কপট অশ্রু আকু বাকু হাবভাব দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যে অভিমান-শূন্য নির্ম্মৎসর অনন্যশরণাগত পুরুষের সহজ বৃত্তি তাহা ইহারা একবারও ভাবেন না। **শরীর হইতে অভিমানটী যায় নাই** অথচ দণ্ডবৎ **কাকুতি মিনতির যে আধুনিক সাধুমহলে ছড়াছড়ি দেখি ইহাও একপ্রকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রথা ও দেশাচার বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।** অনর্থযুক্ত লীলারস কীর্ত্তন দ্বারাই আমরা বেশী রকম প্রতারিত হইতেছি।—

গৌড়ীয় এইরূপ লীলারসগানের বিরোধী। এই পথে যে অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহাও বৃথা যাইতেছে এবং এই কীর্ত্তনে সমাজে ও দেশে পরকীয়া ভজনের বিকৃত ভাব প্রবেশ করিয়া বিষম অনর্থ উপস্থিত করিয়াছে। গৌড়ীয় তাহা নিবারণার্থে কৃতসঙ্কল্প ; কাজেই কীর্ত্তন-ব্যবসায়ীগণ গৌড়ীয়কে শত্রু বলিয়া ধারণা করাত গ্লানি রটাইতেছে।

অষ্টপ্রহর চব্বিশ প্রহর পারীক্ষিৎ যজ্ঞাদি নাম সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত

কলিকালে কোন যজ্ঞাদির ব্যবস্থা নাই। একমাত্র নামযজ্ঞই কলির ব্যবস্থা "সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে ভজে সেই তারে ধন্য"। শ্রীনামকীর্ত্তনই কলিজীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। নববিধ ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদন সহিত সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

উচ্চৈঃস্বরে হরিনামসংকীর্ত্তনে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই ত্রিবিধ অঙ্গের ভজন হইয়া থাকে। অনুচ্চৈস্বরে নাম গ্রহণ করিলে স্মরণ ও কীর্ত্তন দ্বিবিধ অঙ্গের ভজন হয়। এই জন্য হরিদাস ঠাকুর তিন লক্ষ হরিনামের একলক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। হরিনামের এমনি শক্তি যে শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন ভক্তের মুখে উচ্চারিত নাম একবার শ্রুতিপথে প্রবেশ করিলে শ্রোতার মানসিক ভাব ফিরিয়া যায়। রামচন্দ্র খাঁ প্রেরিত বেশ্যা ও জগাই মাধাই তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য।

শ্রীনাম সেবোন্মুখ জিহ্বাতে স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি পায়। অতএব মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু হরিনাম সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে লইয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত প্রাণখোলা-ভাবে সাধুসঙ্গে গ্রহণ করিলে তাহাতে নামাপরাধ প্রভৃতি কোন দোষই থাকে না।

"ঘৃণা লজ্জা ভয়ং নিদ্রা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমম্।
জাতি কুলং শীলং চৈব অষ্টৌ পাশাঃ প্রতীর্ত্তিতাঃ॥

আমরা এই অষ্ট পাশাবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি সুতরাং আমরা বদ্ধজীব কাজেই পাশ মুক্ত হইয়া হরিনাম গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত হইতে হইলে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

এই অষ্টপাশ ছিন্ন করিতে ভগবৎসেবোন্মুখ হইয়া মুক্তপুরুষের আশ্রয় লওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। আসক্তির বন্ধনে বদ্ধাবস্থায় যে আমরা অষ্টপ্রহর,

চব্বিশ প্রহর পারীক্ষিৎ যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করি তাহার মধ্যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা প্রবল থাকায় উহা কামনাতে পরিণত হয়। ঐ ডাকে ভগবানের নিকট ধন-জন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গুপ্ত-প্রার্থনা নিহিত থাকে, কাজেই উহা একপ্রকার ব্যবসায়ী বুদ্ধিমাত্র। এই ব্যবসায়ী বুদ্ধি খাটাইতে গিয়া ভগবানের অনুগ্রহ পাই না, বরঞ্চ স্বার্থপর কতকগুলি ভণ্ড তপস্বীদের জীবিকার উপায় হইয়া নিজেরাই ঠকিয়া 'ইতঃ নষ্ট ততো ভ্রষ্ট হই।'

আমরা নিতান্ত অশিক্ষিত, অবিবেকী, স্বার্থপর ও অপরিণাম দর্শী বলিয়াই আধুনিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আমাদিগকে খেলার যন্ত্র করিয়া নিজ নিজ জীবিকা ও সুখ স্বচ্ছন্দতার সুবিধা করিয়া দিতেছেন।

"নব্য বৈষ্ণব বা বৈরাগী সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত"

গৌড়ীয় বৈরাগীবিদ্বেষী নহে, বৈরাগীর ভক্তই বটে। কিন্তু বহু-রাগীর বিদ্বেষী। অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গি অসাধুগণের সঙ্গবর্জ্জনকারী। প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ দেখিতে গেলে আমরা বুঝি যে বিরাগ শব্দ হইতে বৈরাগ্য শব্দের উৎপত্তি, তাহা হইলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, যাহারা বিরাগ-বিশিষ্ট তাহারাই বিরাগী। তাহা হইলে বিরাগ বলিতে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিরাগ বুঝায় তাহারই আলোচনার দরকার। যে পরিমাণে ভগবজ্জ্ঞান লাভ হইবে সেই পরিমাণে হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি বা বিরাগের উৎপত্তি হয়। যিনি যে পরিমাণ কৃষ্ণোন্মুখ হন, তিনি সেই পরিমাণ তদিতর বিষয়ে বিরাগযুক্ত হন। যেখানে যে পরিমাণ আলোক প্রবেশ করে, সেখানকার সেই পরিমাণ অন্ধকার দূর হয়, সুতরাং যথার্থ বৈরাগী হইতে হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইতে হইবে। কৃষ্ণোন্মুখ বলিতে কৃষ্ণসেবাতৎপর জানিতে হইবে। যিনি কৃষ্ণসেবাই একমাত্র জীবনের ব্রত করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বিরাগী। বর্ত্তমানকালে কেবল বেষের দোহাই দিয়াই অনেকে বৈরাগী নামকরণ করাতে বিরাগীনামের অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বৈরাগীর বেষ—আশ্রমাতীত পরমহংসের বেষ "স্বলিঙ্গান্‌শ্রমাংস্ত্যক্ত্বাচরেদবিধিগোচরঃ"—ইহাই পরমহংসের লক্ষণ।

আশ্রমাদি ব্যবস্থা কেবল কৃষ্ণবহির্ম্মুখের শাসন-জন্য। যিনি স্বতঃ কৃষ্ণোন্মুখ তাহাকে কোন শাসন বা বিধির অধীন থাকিবার আবশ্যকতা নাই। পরমহংস বৈষ্ণব যে-কোন আশ্রম চিহ্ন ধারণ করুন বা না করুন তিনি স্বতন্ত্র নন। তিনি গৃহে থাকলেও গৃহী নন, গৃহত্যাগী হইয়া বেড়াইলেও সন্ন্যাসী নহেন। তিনি পরমহংস গুরুর নিকটে থাকিয়া ভজননিরত থাকিলেও ব্রহ্মচারী নহেন। তিনি যে অবস্থাই থাকুন না কেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের, গৃহস্থোচিত সংযমের বনচারীর মুনিধর্ম্মের, সন্ন্যাসীর ভোগ-রাহিত্য ইত্যাদি গুণের অভাব নাই, সুতরাং পরমহংস কোন আশ্রম-বিশেষের ব্যক্তি নহেন। বিশেষতঃ কোন নিয়ম বা বিধিতে তাঁহার আগ্রহও নাই এবং ব্যভিচারও নাই। পরমহংস গৃহে থাকিতে পারেন।

কোনও পরমহংস মুক্তপুরুষ গৃহে ছিলেন বলিয়া আমার ন্যায় অনর্থযুক্ত কামুক ব্যক্তিও গৃহব্রতধর্ম্ম যাজন করিবার জন্য পরমহংসাবস্থা ছল করিয়া গৃহে থাকিব এরূপ বিচার কেবল দুর্ব্বুদ্ধি নয়—দুর্ভাগ্যও বলিতে হইবে। "ন মৌক্তিকং গজে গজে" যেহেতু গৃহমেধি ধর্ম্মটীই বদ্ধতামূলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে এবং বিষয়ে অনাসক্ত না হইলে ভগবদ্ধর্ম্মই যাজন হয় না। পরমহংসেরা সর্ব্বপ্রকারের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই ভগবদ্বাণী তাঁহাদের জীবনাদর্শে প্রতিফলিত।

যে-সকল বস্তুতে ভগবদিতর বুদ্ধি থাকে সেইগুলিতেই আমাদের ভোগবুদ্ধি প্রবল থাকে। সেই ভোগবুদ্ধিই আমাদের বদ্ধতা। এই ভোগবুদ্ধিরাহিত্য হইলেই আমাদের আসক্তি গেল। আমরা অনাসক্ত বা মুক্ত হইলাম। সুতরাং এই ভোগবুদ্ধি-ত্যাগের মূলে কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান হওয়া দরকার। কিন্তু একথা সকলেই মনে রাখিবেন; কৃত্রিম উপায়দ্বারা ভোগবুদ্ধি দূর করা যায় না। যখন আমরা উপনিষদের—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।"

এই বিশ্ব ভগবানের সেবোপকরণ। জীব ভগবদুচ্ছিষ্ট জ্ঞানে তাহার সম্মান ও সেবা করিতে পারেন মাত্র। কিন্তু এই বিশ্ব জীবের ভোগভূমি নহে; এই জ্ঞান প্রবল থাকিলেই ক্রমে ভোগবাসনার শিথিলতা আসে।

গীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

[দ্বিতীয়-অধ্যায়]

(শ্লোক সংখ্যা : ১-৩)

দেখি পার্থে বিমর্ষিত
সজল নয়ন।
কহিলেন কৃপা করি
শ্রীমধুসূদন ॥১॥

মায়াজালে জড়াইলে
সঙ্কট সময়।
নাহি শোভা পায় তোমা
বীর ধনঞ্জয় ॥২॥

স্বর্গপথে বাধা দেয়
মায়া যে নিকৃষ্ট।
জানিবেক মন্দ অতি
করয়ে অনিষ্ট ॥৩॥

ক্লীবত্ব ছাড়হ পার্থ—
তুচ্ছ অলক্ষণ।
উঠিয়া দাঁড়াও তুমি
শুনহ বচন ॥৪॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৪-৬)

অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য
শ্রেষ্ঠ ধনুর্ব্বিদ্।
তাঁহাকে বিন্ধিব বল
নহে সমুচিত ॥৫॥

মহামতি ভীষ্মদেব
অতি মাননীয়।
তাঁহাকে হানিলে বাণ
হইব অপ্রিয় ॥৬॥

রাজ্যলোভে জ্ঞাতিবধ
কভু না করিব।
ভিক্ষা-অন্ন সেও ভাল
অস্ত্র না ধরিব ॥৭॥

পরাজয়ে আছে গ্লানি
জয়ে কিবা লাভ।
শোকেতে ভরিলে রাজ্য
আসিবে বিষাদ ॥৮॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৭-৯)

বিশাল রাজত্ব সহ
মুক্তা ও প্রবাল।
ঘুচাইতে নাহি পারে
মনের জঞ্জাল ॥৯॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানি
কোন্‌টি মহান।
তাহা তুমি জান শুধু
কৃষ্ণ ভগবান্ ॥১০॥

তোমার চরণে আমি
লইনু শরণ।
সঙ্কট মোচন করো
বিপদ-ভঞ্জন ॥১১॥

নাহি চাহি যুদ্ধ আমি
ওগো জনার্দ্দন।
তোমাকে ত বলিয়াছি
ইহার কারণ ॥১২॥

এই বলি নিরবিল
পার্থ ধনঞ্জয়।
শুনিল কৃষ্ণের বাণী
ভরিল হৃদয় ॥১৩॥

(শ্লোক সংখ্যা : ১০-১২)

শোকার্ত্ত অর্জ্জুনে দেখি
শ্রীকৃষ্ণ তখন।
কহিলেন সুকথন
হর্ষিত বদন ॥১৪॥

অতীতে ছিলাম মোরা
আছি বর্ত্তমানে।
ভবিষ্যতেও রহিব
ভিন্ন ভিন্ন নামে ॥১৫॥

কভু কহ অর্থপূর্ণ
কভু কহ ভুল।
পণ্ডিতে না করে ইহা
নহে শোকাকুল ॥১৬॥

অকারণে শোক করা
পণ্ডিতে শোভেনা।
ক্ষণস্থায়ী দেহ ভোগে
ক্ষয়ের যন্ত্রণা ॥১৭॥

(শ্লোক সংখ্যা : ১৩-১৫)

জরা আসে মরদেহে
নাহি ব্যতিক্রম।
কুমার যুবক হয়
এই তো নিয়ম ॥১৮॥

ইন্দ্রিয় বিষয় সাথে
যবে হয় যোগ।
সেইমত জীবকুল
করে ফলভোগ ॥১৯॥

নাহি হয় মৃয়মান
দুঃখ বরষণে।
সুখ তরে লালায়িত
নহে সেই জনে ॥২০॥

যোগ্য ব্যক্তি সেইজন
যোগীর নিয়মে।
নাহি ভাবে বেশী কিছু
ঠাণ্ডা ও গরমে ॥২১॥

শীত-গ্রীষ্ম-শোক-তাপ
মানসিক ভ্রম।
ভ্রান্তিতে পড়িয়া জীব
কাটায় জীবন ।২২॥

(শ্লোক সংখ্যা : ১৬-১৯)

ধনঞ্জয় শোকাতুর
দেহের লাগিয়া।
বুঝাইল কৃষ্ণ তাহে
আত্মা বিশ্লেষিয়া ॥২৩॥
অসতের নাহি স্থিতি
হয় স্থিতি সত্যে।
সত্যাসত্য নিরূপণ
হয় শুদ্ধ চিত্তে ॥২৪॥
গীতার মূল রহস্য
আত্মাই সম্বল।
আত্মায় জ্বলিলে আলো
জীবন সফল ॥২৫॥
দেহের বিনাশ হয়
অবিনাশী আত্মা।
যুদ্ধ তুমি করো পার্থ
একমাত্র পন্থা ॥ ২৬ ॥
প্রমাণের ঊর্দ্ধে ইহা
হত্যা নাহি করে।
জগতে ব্যাপিয়া রহে
হৃদয় কন্দরে ॥২৭॥

(শ্লোক সংখ্যা : ২০-২৫)

বস্ত্র হয় পুরাতন
নব পরিধান।
নব দেহ প্রাপ্ত করে
আত্মা অনির্ব্বাণ ॥২৮॥
কালের কবলে যবে
দেহ পড়ে ঢলি।
অবিনাশী আত্মা ধায়
পুরাতনে দলি ॥২৯॥
জ্ঞানীজন-বাণী ইহা
আত্মা অবিনাশী।
হত্যা নাহি করে আত্মা
নহেক প্রয়াসী ॥৩০॥
নাহি জন্ম, নাহি মৃত্যু
আগুনে পোড়ে না।
জলেতে না পচে ইহা
বায়ুতে শোষে না ॥৩১॥
চিন্তার অতীত ইহা
বিকার রহিত।
কাটিতে না পারে অস্ত্র
শোক অনুচিত ॥৩২॥

(শ্লোক সংখ্যা : ২৬-৩০)

যদি বলো নাশ হয়
ক্ষণস্থায়ী আত্মা।
সেহেন আত্মার জন্য
চিন্তা করা বৃথা ॥৩৩॥
জন্ম সাথে মৃত্যু আসে
অলঙ্ঘ্য নিয়ম।
বৃথা কেন কর খেদ
শোক ব্যতিক্রম ॥৩৪॥

দুদিনের পরিচয়ে
হয়েক আপন।
ছাড়িলে আপনজন
শোক অকারণ ॥৩৫॥

এই আত্মা বিশ্লেষণ
আশ্চার্য্য কথন।
আত্মা বিশারদ বলে
বুঝিনি তেমন ॥৩৬॥

সত্যই দুর্ব্বোধ্য আত্মা
না বুঝে সবাই।
সেইজন্য শোকে মগ্ন
অশান্তি সদাই ॥৩৭॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৩১-৩৩)

ভাবিলে নিজের ধর্ম্ম
বুঝিবে তখন।
ধর্ম্মযুদ্ধ পুণ্য অতি
আছে প্রয়োজন ॥৩৮॥

অনায়াসে স্বর্গলাভ
যুদ্ধের মাধ্যমে।
লভয়ে ক্ষত্রিয়গণ
অতি ভাগ্যক্রমে ॥৩৯॥

অতএব শুন ওহে
কুন্তীর নন্দন।
অবহেলা কর যদি
আমার বচন ॥৪০॥

হইবে স্বধর্ম্মচ্যুত
কীর্ত্তি ধূলিস্মাৎ।
পাপেতে মজিবে তুমি
নরকেতে বাস ॥৪১॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৩৪-৩৬)

বলিলেন ভগবান্
বুঝাইয়া পার্থে।
যুদ্ধ অতি প্রয়োজন
সম্মান রক্ষার্থে ॥৪২॥

যুদ্ধ যদি নাহি কর
মায়ার ছলনে।
শত্রুপক্ষ রটাইবে
ভঙ্গ দিল রণে ॥৪৩॥

মরণ অধিক ভালো
নহে অপবাদ।
ইহা অতি ভয়াবহ
শত্রুর প্রভাব ॥৪৪॥

ঈর্ষা করি শত্রুগণ
কুকথা কহিবে।
কেমনে সহিবে তুমি
কুকথা অযথা ॥৪৫॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৩৭-৩৮)

সুখ দুঃখ মানিবে
সমানে সমান।
লাভ ক্ষতি সমতুল্য
মনে দিও স্থান ॥৪৬॥

না ধরিও যদি অস্ত্র
কামনার বশে।
কামনার সাথে সাথে
পাপ যে প্রবেশে ॥৪৭॥
জয় পরাজয় তুমি
ভাবিবে সমান।
রহিবে না পাপ তাহে
শুন পুণ্যবান ॥৪৮॥
কি হইবে পরিণাম
যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে।
কহিলেন ভগবান্
বুঝাইয়া পার্থে ॥৪৯॥
যুদ্ধে যদি দাও প্রাণ
স্বর্গেতে বসতি।
জয়ী যদি হও তুমি
মর্ত্ত্যে অধিপতি ॥৫০॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৩৯-৪১)

বলিলেন ভগবান্
নব কর্ম্মযোগ।
নাহি তাহে ফলাকাঙ্ক্ষা
কর্ম্মের দুর্ভোগ ॥৫১॥
নিষ্কামেতে না বৈগুণ্য
পাপ নাহি হয়।
স্বল্প হইলেও ইহা
নাশে মহাভয় ॥৫২॥
যে কর্ম্মী নিষ্কামী হয়
রহে একনিষ্ঠ।
সকামী কর্ম্মীর বুদ্ধি
বহুধা বিভক্ত ॥৫৩॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৪২-৪৫)

কর্ম্মকাণ্ডী করে কর্ম্ম
স্বার্থের লাগিয়া।
বেদে লেখা জ্ঞানকাণ্ডে
পশ্চাতে রাখিয়া ॥৫৪॥
তাহারা বিবেক হীন
কহে জনার্দ্দন।
বাসনার পিছে ছুটে
বিষায়িত মন ॥৫৫॥
প্রবল হইবে যত
ভোগের লাগিয়া।
মিছে আশা করা সেথা
শুদ্ধ পবিত্রতা ॥৫৬॥
করো কর্ম্ম সম্পাদন
হও সত্ত্বগুণী।
কর্ম্মযোগী হও পার্থ
অনলস কর্ম্মী ॥৫৭॥
না চিন্তিও যোগক্ষেম
হও আত্মবান্।
সুখ দুঃখে নাহি ভাবো
চিন্ত ভগবান্ ॥৫৮॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৪৬-৪৯)

অর্জ্জুনকে কহিলেন
কৃষ্ণ ভগবান।
যোগযুক্ত হইবেক
কর্ম্মের কারণ ॥৫৯॥

কর্ম্ম করো কর্ম্ম যোগী
ফল নাহি চাও।
প্রভুতে অর্পিয়া কর্ম্ম
প্রভু-গুণ গাও ॥৬০॥
ফলের আকাঙ্ক্ষা করে
সে জন কৃপণ।
আকাঙ্ক্ষাতে বাধা দেয়
প্রভুতে মিলন ॥৬১॥
কর্ম্মের কৌশল যোগ
অন্য সব বৃথা।
হার-জিতে সমভাব
যোগের বারতা ॥৬২॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৫০-৫১)

বুদ্ধিযোগে অবস্থিত
রহে যেই জন।
পাপপুণ্য সীমারেখা
করে অতিক্রম ॥৬৩॥
ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে
করে না কামনা।
জন্মের বন্ধনে মুক্ত
হয় সেই জনা ॥৬৪॥
পায় সে পরমপদ
প্রভুর কৃপায়।
লভিয়া প্রভুর কৃপা
ধন্য সে ধরায় ॥৬৫॥
রহি যুক্ত প্রভু সাথে
করো নিজ কর্ম্ম।
কর্ম্মের কৌশল যোগ
নাহি পন্থা অন্য ॥৬৬॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৫২-৫৩)

মোহ রহে যত কাল
জীবের অকাল।
মোহমুক্ত শিবযুক্ত
মুক্ত মোহজাল ॥৬৭॥
শুনিয়াছ যত ভুল
যে ভুল শুনিবে।
মোহমুক্ত হও যদি
ভুলে না ভুলিবে ॥৬৮॥
বলিওনা যাহা তাহা
গাহ জয়গান।
প্রসন্ন হইবে চিত্ত
বল কৃষ্ণনাম ॥৬৯॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৫৪-৫৬)

জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়
কেশব সকাশে।
কিবা লক্ষণ প্রজ্ঞার
কেমনে প্রকাশে ॥৭০॥
শুধাইলেন শ্রীকৃষ্ণ
বিবিধ লক্ষণ।
শুনিলেন ধনঞ্জয়
প্রজ্ঞা প্রকাশন ॥৭১॥
হরষিত যবে চিত্ত
শুনি হরিকথা।
দুঃখ সুখে সমতা
শত্রুতে সখ্যতা ॥৭২॥

শান্ত যথা ভয় রাগ
দানবীয় ভাব।
নাহি যথা ভব-ভয়
নাহি শোক তাপ ॥৭৩॥
কামনা বিরল চিত্ত
আত্মা আলোকিত।
স্থিতপ্রজ্ঞ বলি তাহে
জানিবে নিশ্চিত ॥৭৪॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৫৭-৫৮)

শুভবার্ত্তা শুনিয়াও
নহে হরষিত।
অশুভ শুনিয়া কিছু
নহেক ব্যথিত ॥৭৫॥
স্থিতপ্রজ্ঞ সেই ব্যক্তি
মমতা রহিত।
ইন্দ্রিয়াদি রাখে বশে
কচ্ছপ সদৃশ ॥৭৬॥
বাহিরের আক্রমণ
রোধিবার তরে।
কচ্ছপ আবৃত রাখে
নিজেকে সম্বরে ॥৭৭॥
প্রয়োজনে সম্বরিবে
কচ্ছপ সদৃশ।
ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথিনী
করিতে নির্বিষ ॥৭৮॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৫৯-৬১)

কেহ করে উপবাস
ইন্দ্রিয় দমনে।
লালসা রহিয়া যায়
মনের গোপনে ॥৭৯॥
বড়ই কঠিন কর্ম্ম
ইন্দ্রিয় দমন।
পরাজিত হয় রথী
মহারথী জন ॥৮০॥
সমর্পিলে মন প্রাণ
প্রভুর চরণে।
ইন্দ্রিয়াদি আসে বশে
কৃপা বরষণে ॥৮১॥
যেই জন রহে যুক্ত
সদা প্রভু সাথে।
স্থিতপ্রজ্ঞ অতি বিজ্ঞ
জানিবে তাঁহাকে ॥৮২॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৬২-৬৩)

করিলে বিষয়-চিন্তা
জন্মায় আসক্তি।
কামনা করিয়া যায়
বাধায় বিপত্তি ॥৮৩॥
কামনা পাইলে বাধা
ক্রোধ উপজয়।
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ
ক্রোধে কিনা হয় ॥৮৪॥
অবিবেকী হয় লোক
ক্রোধের কারণ।
স্মৃতির বিভ্রম ঘটে
বুদ্ধির নাশন ॥৮৫॥

বুদ্ধিনাশ হয় যবে
কিবা বাকী রয়।
বিষয়ের পরিণাম
বিষায়িত হয় ॥৮৬॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৬৪-৬৬)

চিত্ত যথা সংযত
রাগ দ্বেষ মুক্ত।
রহিলেও বিষয়েতে
নহে বিষযুক্ত ॥৮৭॥
প্রসন্ন রহিলে চিত্ত
না রহে মালিন্য।
বুদ্ধি হয় সুনির্ম্মল
চঞ্চলতা শূন্য ॥৮৮॥
যে চিত্ত নহেক যুক্ত
ঈশ্বর প্রীত্যর্থে।
কেমনে আসিবে জ্ঞান
অনিশ্বর চিত্তে ॥৮৯॥
আত্মজ্ঞান নাহি যেথা
তথা নাহি শান্তি।
অশান্তিতে নাহি সুখ
শুধু ভুল ভ্রান্তি ॥৯০॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৬৭-৬৯)

প্রবল হইলে বায়ু
সমুদ্রের মধ্যে।
তরীখানি যায় ডুবি
তুফানে সবেগে ॥৯১॥
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেহ
হইলে চালিত।
কুফল ফলিবে তাহে
জানিহ নিশ্চিত ॥৯২॥
যাহার ইন্দ্রিয়গণ
বাসনা বর্জ্জিত।
প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যক্তি
প্রজ্ঞাতেই স্থিত ॥৯১॥
সংযমী বলে যদি
কার্য্য সমুচিত।
সাধারণ অজ্ঞজনে
কহে বিপরীত ॥৯২॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৭০-৭২)

জলধারা প্রবেশিলে
সমুদ্র অগাধে।
আলোড়ন নাহি আনে
সমুদ্রের মাঝে ॥৯৩॥
তেমতি ইন্দ্রিয় যবে
আসে নিজ বসে।
নাহি হয় বিচলিত
অসৎ পরশে ॥৯৪॥
শান্তি লভে সেই চিত্ত
যেথা নাহি স্পৃহা।
মনে নাহি অহঙ্কার
মমতা ও মায়া ॥৯৫॥
ব্রহ্মে স্থিতি কৃষ্ণমতি
জনম সফল।
মরণে মিলিবে কৃষ্ণ
তিনিই সম্বল ॥৯৬॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল

উদ্ধারের পথ

ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের বৈশিষ্ট্য

আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি। মানুষ ছাড়াও এই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের অনন্ত কোটী জীব আছে। আমরা মানুষ হ'য়ে জন্মাবার পূর্ব্বেও লক্ষ লক্ষবার বিভিন্ন জীবরূপে এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি ও মৃত্যুবরণ করেছি। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে,—

"জলজা নব-লক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্র-সংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।"

জলজপ্রাণী অর্থাৎ মাছ, মকর প্রভৃতিরূপে নয় লক্ষবার, স্থাবর অর্থাৎ গাছপালা, পাহাড় প্রভৃতিরূপে কুড়ি লক্ষবার, কৃমি কীটরূপে একাদশ লক্ষবার, তির্য্যক্ পক্ষীরূপে দশ লক্ষবার এবং পশ্বাদিরূপে ত্রিশ লক্ষবার জন্মলাভ করার পর মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। এইভাবে প্রথমে জলজজীব হয়ে জন্মে ক্রমে ক্রমে স্থাবর, কীট, পক্ষী, পশু প্রভৃতি দেহ লাভ করে আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ শেষ হ'লে মানুষ-দেহ লাভ হয় বটে, কিন্তু একেবারেই তো সভ্য মানুষ হ'য়ে জন্ম হয় না। প্রথমতঃ আদিম মানুষ হয়ে জন্মে দেহান্তর গ্রহণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সভ্য মানুষদেহ লাভ হয়। আবার এই মানুষ রূপেও চারি লক্ষবার জন্ম হয়। এইভাবে জীবগণের লক্ষ লক্ষ জন্ম বিবর্ত্তনের ধারা সৃষ্টিকাল থেকে চলে আসছে।

এই মনুষ্য জন্ম ব্যতীত মনুষ্যেতর অন্যান্য আশীলক্ষ জন্মে আত্মোন্নতির জন্য আধ্যাত্মিক আলোচনা করার ও ভগবদ্ ভজনের সুযোগ থাকে না। কুকুর, গাধা, শূকর, শৃগাল প্রভৃতি ইতর প্রাণীকুল আহার করে, নিজেদের বাচ্ছাদের খাওয়ায়, নিদ্রা যায়, অন্য প্রাণীকে ভয় করে, ভয়ে ভীত হয়ে নিজেদের বাঁচার জন্য চেষ্টা করে, আবার মৈথুনাদি-কার্য্যে ব্যাপৃত থেকে থেকে সন্তানাদির জন্ম দেয়। মানুষও যদি ঐ সমস্ত পশুদের মত শুধু আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি-কার্য্য নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তা'হলে মানুষের সাথে পশুর তফাৎ কোথায়? তাই শাস্ত্র বলেছেন,—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

মানুষের আচরণ ও পশুর আচরণ কি সমান হ'তে পারে? মানুষ যে শ্রেষ্ঠ জীব তার কারণ অন্যান্য জীবের অপেক্ষা মানুষের বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যই হ'ল ধর্ম্ম। মানুষই ধর্ম্মপথে যেতে পারে, মানুষের মধ্যেই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে—মানুষের ন্যায় বিচার-বুদ্ধি পশ্বাদি ইতর প্রাণীর নেই। যে-মানুষ ধর্ম্ম মানে না, ধর্ম্মপথে চলে না—সে পশুর সমান।

ধর্ম্ম বলতে সর্ব্ব জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম বা প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবত-ধর্ম্মকেই উদ্দেশ করে। বর্ণ-ধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম, অন্ত্যজাদি-ধর্ম্ম, লৌকিক ভোগপর ধর্ম্ম, ত্যাগপর পারলৌকিক ধর্ম্ম, দেহ-মনের ধর্ম্ম প্রভৃতি তথাকথিত ধর্ম্মগুলি অনিত্য ও জড় হওয়ায় ঐগুলির স্মৃতি লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করে ভগবানের নিত্য সেবাধর্ম্ম গ্রহণই আমাদের শ্রেষ্ঠ কৃত্য। আত্মধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মই একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—সর্ব্বজীবের স্বরূপের ধর্ম্ম; বিভুচেতন বিষ্ণু বস্তু বা কৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধসূচক ধর্ম্ম। জীব মাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব। চেতনের ধর্ম্ম এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম কোন জড় সাম্প্রদায়িক বিভেদগত ধর্ম্ম ও তৎশাখা জাতীয় নহে—হিন্দু ধর্ম্মও নহে, অহিন্দু ধর্ম্মও নহে। এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তথাকথিত জাতি, শ্রেণী, সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত নহে,—এ'ধর্ম্ম সকল জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই আত্মধর্ম্মের মধ্যে পুণ্য কর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাঞ্ছা নাই; পরন্তু পরতত্ত্বের সুখ কামনা বা দাস্যই একমাত্র বৃত্তি। জীবের পরম ধর্ম্মের সংজ্ঞায় শাস্ত্র বলেছেন,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।" (ভাঃ ১।২।৬)

অর্থাৎ—"যাহা হ'তে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হ'য়ে আত্মা সুষ্ঠুরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।"

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

(ক্রমশঃ)

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৩শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ৫ মাধব, ৪৯৫ গৌরাব্দ | ১১শ সংখ্যা
২৯ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৮ ; ইং ১৪.১।১৯৮২

সানুবাদং

শ্রীশ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতুপাখ্যানে ষোড়শোঽধ্যায়ে]

মৃণালগৌরং সিতিবাসসং স্ফুরৎ, কিরীট-কেয়ূর-কটিত্র-কঙ্কণম্ ।
প্রসন্ন বক্ত্রারুণ-লোচনং বৃতং, দদর্শ সিদ্ধেশ্বর-মণ্ডলৈঃ প্রভুম্ ॥ ৩০ ॥

(মহারাজ চিত্রকেতু) মৃণাল গৌরকান্তি লীলাম্বর-পরিহিত সমুজ্জ্বল বিরাট্ কেয়ূর-কটীসূত্র ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারযুক্ত, প্রসন্ন-বদন, অরুণ-লোচন এবং সনৎকুমারাদি সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলে পরিবৃত প্রভু-সঙ্কর্ষণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩০ ॥

ততঃ সমাধায় মনো মনীষয়া, বভাষ এতৎ প্রতিলব্ধবাগসৌ ।
নিয়ম্য সর্ব্বেন্দ্রিয়-বাহ্যবর্ত্তনং, জগদ্গুরুং সাত্বত-শাস্ত্র-বিগ্রহম্ ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর বুদ্ধিদ্বারা মনকে বশীভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহের বাহ্যবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক বাক্‌শক্তি লাভ করিয়া রাজা চিত্রকেতু সাত্বত-শাস্ত্রোক্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ জগদ্‌গুরু ভগবান্ সঙ্কর্ষণের স্তব করিতে লাগিলেন,—॥ ৩৩ ॥

চিত্রকেতুরুবাচ—

অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ, সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা।
বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ ॥ ৩৪ ॥

চিত্রকেতু বলিলেন,—হে অজিত! আপনি অন্যকর্ত্তৃক অজিত হইলেও সমচিত্ত সাধুগণ কর্ত্তৃক জিত অর্থাৎ তাঁহারা আপনাকে তাঁহাদের নিজের অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন; তাহার কারণ এই যে, আপনি অতীব কারুণিক—নিষ্কাম-ভজনকারিগণকে আপনি আত্মদান করিয়া থাকেন, সেইজন্য আপনিও তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

ক্ষিত্যাদিভিরেষ-কিলাবৃতঃ-সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরণ্ডকোষঃ।
যত্র পততাণুকল্পঃ, সহাণ্ডকোটিকোটিভিস্তদনন্তঃ ॥ ৩৭ ॥

জগৎসৃষ্টির মূলীভূত কারণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশ দশ গুণ অধিক যে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এবং মহৎ ও অহঙ্কার, এই সপ্ত প্রকৃতি,—ইহা দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড আবৃত। এই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত আরও কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড যে আপনাতে পরমাণুর ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই আপনি 'অনন্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৩৭ ॥

কামধিয়স্ত্বয়ি রচিতা, ন পরম রোহন্তি যথা করম্ভবীজানি।
জ্ঞানাত্মন্যগুণময়ে, গুণগণতোঽস্য দ্বন্দ্বজালানি ॥ ৩৯ ॥

হে পরম! যাহারা রাজ্যলাভাদি কামনাবশেও জ্ঞানাত্মা নির্গুণ আপনার উপাসনা করে, ভর্জিত বীজ হইতে যেরূপ আর অঙ্কুর জন্মে না, সেইরূপ তাহাদেরও আর পুনরায় দেহোৎপত্তি হয় না; যেহেতু গুণসমূহ হইতেই জীবের সংসার এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব ঘটিয়া থাকে। আপনি নির্গুণ বলিয়া আপনার ভজনে উহা ঘটিতে পারে না, পরন্তু নির্গুণত্বই লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

জিতমজিত তদা ভবতা যদাহ ভাগবতং ধর্ম্মমনবদ্যম্।
নিষ্কিঞ্চনা যে মুনয় আত্মারামা যমুপাসতেঽপবর্গায় ॥ ৪০ ॥

হে অজিত! যখন আপনি স্ব-প্রাপ্তির উপায়ভূত অনবদ্য ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়াছেন, তখন আপনারই জয় হইয়াছে। সমদৃষ্টিসম্পন্ন আর্য্যশ্রেষ্ঠ নিষ্কিঞ্চন সনৎকুমারাদি আত্মারাম মুনিগণও অপবর্গ লাভের জন্য আপনার এই ভাগবত-ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিল-পাপক্ষয়ঃ।
যন্নাম-সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ ৪৪ ॥

হে ভগবন্! আপনার দর্শনে যে মানবগণের অখিল পাপ নাশ হয়, ইহা অসম্ভব নহে, যেহেতু আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশ অর্থাৎ অধার্ম্মিক চণ্ডাল পর্য্যন্তও সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৪ ॥

অথ ভগবন্ বয়মধুনা ত্বদবলোক-পরিমৃষ্টাশয়মলাঃ।
সুরঋষিণা যৎ কথিতং তাবকেন কথমন্যথা ভবতি ॥ ৪৫ ॥

অতএব, হে ভগবন্! আপনাকে অবলোকন করিয়াই এখন আমার অন্তঃকরণের পাপ ও তৎকার্য্যভূত রাগ-লোভাদি অপসারিত হইয়াছে; আপনার ভক্ত নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার কখনও অন্যথা হইতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার উপদেশেই আপনার দর্শন পাইলাম ॥ ৪৫ ॥

বিদিতমনন্ত সমস্তং তব জগদাত্মনো জনৈরিহাচরিতম্।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ ॥ ৪৬ ॥

হে অনন্তদেব! এই সংসারে জনগণ যাহা আচরণ করে, তাহার কোনটীই অন্তর্য্যামিরূপী আপনার অবিদিত নহে। যেমন সূর্য্যসমীপে খদ্যোতের প্রকাশনীয় বস্তু কিছুই নাই, তদ্রূপ পরমগুরু (সর্ব্ব-প্রকাশক) আপনার সমীপেও মাদৃশ জনগণের বিজ্ঞাপ্য কিছুই নাই,—আপনি সকলই জানেন ॥৪৬॥

যং বৈ শ্বসন্তমনু বিশ্বসৃজঃ শ্বসন্তি
যং চেকিতানমনু চিত্তয় উচ্চকন্তি।
ভূমণ্ডলং সরষপায়তি যস্য মূর্দ্ধ্নি
তস্মৈ নমো ভগবতেঽস্তু সহস্রমূর্দ্ধ্নে ॥ ৪৮ ॥

আপনি চেষ্টাযুক্ত হইলে পশ্চাৎ বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণ চেষ্টাযুক্ত হন; আপনি দর্শন করিলে পশ্চাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল কার্য্যকরী হয়; আপনার শিরোদেশে এই ভূমণ্ডল সর্ষপের ন্যায় বিরাজমান; হে সহস্রশীর্ষ ভগবন্! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥

ভাই সহজিয়া

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৩৫ পৃষ্ঠার পর)

ভাই সহজিয়া! তোমার কথায় আমি বুঝিয়াছি—অপরাধ-যুক্ত নাম ও শুদ্ধ নামে তোমার অভেদ জ্ঞান। আমি বুঝিয়াছি—**ভোগময় বিলাস-কাননই তোমার বিচারে বৃন্দাবন,** সংসারক্ষেত্র—তোমার শ্রীক্ষেত্র, শ্রীনবদ্বীপ ভূমি—অন্য কর্ম্ম ভূমির ন্যায় প্রাকৃত রসাভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ, তোমার **পূয়-শোণিতময় দেহখানাকে—অপ্রাকৃত বলিয়া তোমার বিশ্বাস,** কপটভাব প্রদর্শনে কৃত্রিম অচেতন হওয়াই তোমার অন্তর্দ্দশা, থিয়েটারে **বেশ্যার মুখে হরিনাম শুনিয়া তুমি সংসার পার হইবে,** পেশাদার নর্ত্তকী গায়ক রসগান করিয়া তোমাকে পারকীয় ভাব শিখাইয়া হরিনাম শুনাইবে, পেশাদার কথক পয়সা লইয়া তোমাকে ভাগবতের গল্প করিয়া তোমাকে বিষয় হইতে উদ্ধার করিবে, আচার্য্য বংশীয় ব্যবসায়ী গুরুর নিকট তুমি কতিপয় রজত ভেট দিলেই তোমার বৈষ্ণবতা সুসিদ্ধ হইয়া যাবতীয় দুঃসঙ্গকে হজম করিবার মন্ত্র পাইবে,—**তুমিও জল আচরণীয় হইবে—তোমার 'সকড়ি' স্পৃষ্ট হইবে,** তোমার পক্ষে তাহারা এবং তাহাদের পেটেলগণ ওকালতি করিয়া **প্রাকৃত সহজিয়াগিরিই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া গগনভেদী চিৎকার করিবে, সুর-মান-তাল-রাগ শিখিলেই অপরাধময় কীর্ত্তন তোমাকে হরিকীর্ত্তনীয়া করিবে,** থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় তোমার পোষক, মায়াবাদীগণ তোমার চাতুরী বুঝিতে অক্ষম, সুতরাং তুমি তোমার সাধুতার ছলে ব্যবসাটা বেশ চালাইতে পারিবে। এ সকল করিলে তো তোমার আসল পাওনা কমিয়া যাইবে, এ কথা বুঝিতেছ না কেন?

নাম, মন্ত্র, বিগ্রহ ও গ্রন্থ-ব্যবসায়ী সহজিয়াগণ দুঃসঙ্গ

(ভাই সহজিয়া!) দেখ, তোমার জন্য শ্রীজীব গোস্বামী ৯১ সংখ্যায় ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

"নামগ্রহণাদীন্যপি যদি কর্ম্মাদৌ তৎসাদৃশ্যাদ্যর্থং প্রযুজ্যন্তে
তদা তস্য (ধর্ম্মস্য) পরত্বং নাস্তি, তুচ্ছফলার্থং প্রযুক্তত্বেন তদপরাধাদিত্যর্থঃ।
তথৈব ক্ষয়িষ্ণুফলদাতৃত্বঞ্চ ভবতীতি ভাবঃ।"

হরিনাম-গায়ক-সজ্জায় **'নাম' বিক্রয়** করিয়া, মন্ত্রজীবী হইয়া **'মন্ত্র' বিক্রয়** করিয়া, দেবল হইয়া **'অর্চ্চন' বিক্রয়** করিয়া, (কৌপীন লইয়া স্বীয়

জিহ্বোপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তর্পণের তরে ভিক্ষা করিয়া), আচার্য্য পণ্ডিত গোস্বামী হইয়া '**শ্রীগ্রন্থ বিক্রয়**' করিয়া সেই সেই অর্থ দগ্ধোদরের সেবায়, কুটুম্ব ভরণের উদ্দেশ্যে, প্রতিষ্ঠা ও দলবৃদ্ধি-কামনায় নিযুক্ত করিলে কি উপকার হইবে? **শুদ্ধভক্তগণ ও সাধারণ লোকে সহজিয়াকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে ত্যাগ করিবে।**

সাউরীর সহজিয়ার অকালপক্কতা ও গুরুদ্রোহিতা

ভাই সহজিয়া! তুমি ইন্দ্রিয়-দমনে অপারক হইয়া সিদ্ধির ভাণে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-রহস্য ইন্দ্রিয়-পরায়ণ বিশৃঙ্খল লোক-সমাজে গান গাইয়া **সেবা-কল্পনা**'র নামে কবিতা লিখিয়া **কাঞ্চা-রসের** দোকান খুলিতেছ।—কেহ তোমাকে বাধা দিতে আসিলে, তোমার গুরু প্রাকৃত-সহজিয়া ছিলেন এবং সেই **চক্রবর্ত্তী-জীবি বৃন্দাবনস্থ সহজিয়া-গুরু** তোমাকে উহাই শিখাইয়াছেন, বল। তুমি ভক্তির অনধিকারী; সুতরাং ক্রম-পন্থা ছাড়িয়া উচ্ছৃঙ্খলতাই হরি-ভক্তির তাৎপর্য্য, অনধিকারীকে শিখাইতেছ।—ইহাতে কি ভাই! তোমার অপরাধ হইতেছে না।

'বিক্রীড়িতং' ও 'অনুগ্রহায়' শ্লোকের অছিলায় সহজিয়ার কুচেষ্টা

'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ' শ্লোক ও 'অনুগ্রহায় ভক্তানাং' শ্লোকের বিকৃতার্থই সহজিয়াকুলের মূলমন্ত্র বলিয়া তোমার শুদ্ধ-ভক্তি বিনাশ করাটা কি ভাই ভাল হইল? ভাগবতের শ্লোক-সাহায্যে বৈকুণ্ঠবস্তুকে মায়িক বস্তুমাত্র বলিয়া সাব্যস্ত করাটা কি ভাই তোমার সাধুর ধর্ম্ম প্রচার হইল? **ভাই সহজিয়া!** তোমার আমার মত কতশত হরি-বিমুখ বিষয়-লোলুপ রাবণ, অভিমন্যু প্রভৃতি 'ফস্কা-গেরো' (শূন্যগ্রন্থি) হরি পাইয়াও প্রাকৃত বুদ্ধিতে জড়দুঃখে কষ্ট পাইয়াছে। তবে কেন ভাই! দেখিয়া শুনিয়া অপ্রাকৃত বৈষ্ণব পরমহংস ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছ? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেছেন,—এক বৃদ্ধা অন্তিমকালে তাহার মুমূর্ষু পুত্রের মুখে ঘৃত ঢালিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন বাবা! বল হইতেছে? সকলেই বলে ঘি খাইলে বল হয়। প্রাকৃত সহজিয়াদিগের 'বিক্রিড়িতং' ও 'অনুগ্রহায়' শ্লোকের ব্যাখ্যাদ্বারা আত্মপ্রবঞ্চনাও এই বুড়ির ন্যায় বিচার।

অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য রাস-লীলাগানে অনর্থ বৃদ্ধি

ভাই সহজিয়া! তুমি বিচার দেখাও যে সাধনে অনর্থযুক্ত কামী, রাসলীলা গান করিলে তাহার অনর্থ ছাড়ে; যাহার অনর্থ নাই তাহার সম্বন্ধে রাসলীলা শ্রবণের আবশ্যকতা অপেক্ষা প্রাকৃতসহজিয়ার আবশ্যকতা বেশী। তোমার আরও যুক্তি এই যে,—অনর্থস্রোত কখনই রুদ্ধ হইবে না; সুতরাং অনর্থ থাকিতে থাকিতে রাসলীলা আরম্ভ করিয়া দেওয়াই উচিত ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। অনর্থের বোঝা ঘাড় হইতে নামাইবে না, তাহাকে বানর-শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে রাখিয়া কৃষ্ণেতর সেবা-বৃত্তিচরিতার্থ করিবে; তাহা হইলে আর অনর্থ তো কোনদিন তোমাকে ছাড়িবে না।

এঁচড়েপাকা সহজিয়ার অনর্থবৃদ্ধির কারণ

উহাকে গর্হণ করিতে করিতে ক্রমপন্থায় হরিসেবা প্রবৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই ক্ষান্তি আসিলে অনর্থ ছাড়িয়া যায়। তবে শ্রদ্ধা না হইতে হইতেই প্রথম মুখে সাধনকালে **এঁচড়ে পাকাইবার উদ্দেশ্য** প্রাকৃত রস হইতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে, রাসলীলা আরম্ভ করিয়া দিলে সাধুসঙ্গ হইবে না। সজ্জনকে অসাধুবুদ্ধি ও অনর্থময় সহজিয়াকে সাধু জ্ঞান হইবে। সুতরাং অসৎকে সাধু মনে করিয়া তাহার নিকট সাধুত্বের নামে অসাধুতা শিখিলে অপ্রাকৃত রাসলীলা ইন্দ্রিয়তর্পণে পরিণত হয়। ইন্দ্রিয়-পিপাসা বৃদ্ধি হইয়া অনর্থ বাড়ে। **আবার সাধন কালের অগ্রে রাসলীলা শ্রবণের ফলে অনর্থ নিবৃত্তি একথা কোন ভক্ত বা শাস্ত্র বলেন না।**

কৃষ্ণ-লীলা-স্ফূর্ত্তির ক্রম-বিচার

শ্রীনাম অপরাধ-মুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইলে অন্তঃকরণ প্রাকৃত বিষয় বা অনর্থ হইতে অবসর পায়, তখন কৃষ্ণরূপের স্ফূর্ত্তি হয়। **কৃষ্ণরূপ** স্ফূর্ত্তি হইলে কৃষ্ণগুণের উদয় হয়। **কৃষ্ণগুণের** স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকর-সেবায় উল্লাস হয় এবং তাহা হইতে **কৃষ্ণলীলায়** চিত্ত প্রবেশ করে।

রাসলীলায় অধিকারী ও অনধিকারী

ভাবুক ও রসিকগণকেই ভাগবতীয় রাসলীলা পাঠের অধিকারী বলা হইয়াছে, **প্রাকৃত সহজিয়াকে বা কামুককে রাসলীলা পড়িতে বলা হয় নাই। যাহারা অনর্থে মগ্ন, কামে ভ্রান্ত, তাহাদের জন্য**

ভাগবতের রস নহে। "যদি হরি-স্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলং," তাহা হইলে গীতগোবিন্দ পড়, নতুবা মায়ার স্মরণে ভোগময় ইন্দ্রিয়পর হইয়া জয়দেব বর্ণিত অপ্রাকৃত রস আস্বাদনে অসমর্থ হইলে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িবে।

আমি বলি—রাসলীলা আরম্ভ করার বদলে, অনর্থ থাকা কালে অপরাধ ছাড়িয়া শ্রীহরিনাম করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে রূপ, গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা স্ফূর্ত্তি হয় না। অনর্থকালে প্রথমেই রাসলীলা নহে।

শাস্ত্র প্রমাণ গোপন রাখিয়া সহজিয়াদের বৈষ্ণব সাজিবার অপচেষ্টা

ভাই সহজিয়া! তুমি মনে কর—তোমার মত প্রাকৃত সহজিয়াগণই বৈষ্ণব (এবং) সহজিয়াকে হরি-বিমুখ বলিলে শুদ্ধভক্তের অপরাধ হয়। "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' 'যস্যাত্ম বুদ্ধিঃ কুণপে', 'নৈষাং মমাহমিতিধীঃ স্ব-শৃগালভক্ষ্যে' প্রভৃতি শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা ভক্তগণ না করুন, তাহা হইলে তুমি লোক ঠকাইয়া ভক্তসাজে আদর পাইতে পার। তুমি বল—তুলসী পাতার ছোট বড় ভেদ নাই; শুদ্ধ-বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, ভক্তের প্রচ্ছন্ন শত্রু, ভক্ত নামের কলঙ্ক, মায়াবাদী, অভিনয়কারী কপট-বৈষ্ণব—সকলেই এক।

সহজিয়াগণ সমাজ চক্ষে ঘৃণিত, এমন কি, তাহাদের মুখ-দর্শনে পাপ

আমরা জানি, তোমার এরূপ শত্রুতা করিবার উদ্দেশে সহজিয়াদিগকে বৈষ্ণব মনে করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবকে লোক-চক্ষে ঘৃণিত করা তোমার উচিত নহে। তুমি সাধারণ জীবের চক্ষে প্রথমেই ধূলি দিতে পার, সত্য; কিন্তু ভগবানকে বা শুদ্ধ ভক্তকে কতক্ষণ ঠকাইবে? তোমার হৃদয়ের ভাব ও অসাধুবৃত্তি তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত নহে। সোজাসুজি প্রাকৃত সহজিয়া মত ছাড়িয়া দাও। ভগবানে বিশ্বাস কর। উচ্ছৃঙ্খল কপট প্রেমচেষ্টা দেখাইতে গিয়া শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পাঞ্চরাত্র-বিধি ছাড়িয়া দিলেই তোমার উৎপাতে ভক্তগণ তিষ্ঠিতে পারিবে না। **সহজিয়াগণ পাপ করায় তাহাদের মুখদর্শনে ধার্ম্মিক অভক্তগণেরও পাপ হয়, ভক্তগণের অপরাধ**

হয়। মরণান্তে সহজিয়ারা পাপের সমুচিত শাস্তি পায়। ইহলোকে সমাজে লোকে ঘৃণা করে। তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিলে তাহারা শুভাকাঙ্ক্ষীকে শত্রু-জ্ঞান করে। তাহাদের পুণ্যময় সংসারে কোন আস্থা নাই, বৈধ ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করাই তাহারা ভক্তি বলিয়া বুঝিয়াছে। **মূর্খতা বিশৃঙ্খলতাই অনুরাগের পথ সহজিয়াগণ মনে করেন।** ভক্তের শত্রু বলিয়া ভগবান্ সহজিয়ার প্রতি নারাজ।

ভাই সহজিয়া! তুমি মনে কর—বিষ্ণু-কলেবর, শ্রীনামকে, কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমূর্ত্তিকে প্রাকৃত মনে করিলেও কিছু কিছু সুফল হয়। (কিন্তু আমরা বলি—) মঙ্গল কিছুই লাভ হয় না—লাভের মধ্যে অপরাধমাত্র লাভ ঘটে। ভাই! বিপথগামী তোমার দলে লোক বাড়াইবার জন্য তুমি সহজিয়া মত কেন গ্রহণ করিলে? পাছে দলে লোক কমিয়া যায়, শুদ্ধভক্তির কথা না বুঝিয়া পাছে তোমাকে ছাড়িয়া দেয়, এই ভয়ে কি ভাই! কৃষ্ণের নিত্য সৌন্দর্য্য ও মধুরিমা ভুলিয়া সহজিয়া মতে প্রবেশ করিতে হয়? সহজিয়ারা ইন্দ্রিয়-তর্পণের মাশুল-স্বরূপ তোমাকে যে অবৈধ উৎকোচ দিয়াছে, তোমাকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তোমার ক্রম-পন্থায় কাঁটা দিয়াছে, তাহাতেই তুমি ধন্য হইয়াছ,—বৃষভানু-নন্দিনীর অমল-সেবা ছাড়িয়াছ; প্রাকৃত রসগানে মত্ত হইয়াছ, তাহাদের বাধ্য-বাধকতা তোমাতে এত বেশী কেন হইল?

সহজিয়ারা দেহারামী, দ্রবিণারামী, জনতারামী, লোভারামী, পাষণ্ডারামী। ভাই! বিপথগামী তোমাকে কেন সহজিয়ারা 'ভুল ভুলাইয়ার (তাহাদের) মধ্যে ঢুকাইল, গোলোক-ধাঁধার মধ্যে ফেলিল? তুমি কেন তোমার নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপকে প্রাকৃত-সহজিয়া বলিয়া সনাক্ত করিলে? শুদ্ধভক্তের বিরোধী কেন জানিলে? প্রাকৃত-সহজিয়ার সেবাফলে, ঐশ্বর্য্যে, লোকবলে, মোহিনী শক্তিতে কেন তুমি মূঢ় হইলে? প্রতিষ্ঠাশা আসিয়া কেন তোমার মাধবেন্দ্র পুরীর নির্ম্মল প্রেমে জঞ্জাল আনাইল? প্রাকৃত ভোগকে কেন তুমি অপ্রাকৃত বলিলে? স্বরূপ-দামোদরের প্রেমভক্তি ভুলিয়া তুমি কেন মায়াবাদকে প্রেম মনে করিলে? প্রতিষ্ঠাশার বশবর্ত্তী হইয়া কপটকে প্রেমিক বলিলে? তুমি কেন জড় ভূত-প্রেতবাদ লইয়া শ্রীরূপের উপদেশামৃতকে ছাড়িয়া দিলে? জড় জগতে প্রাকৃত-সহজিয়ার বল বেশী, বিশেষতঃ

কলিকালে হরিকথার ছলেও কলি অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করেন। তাই সহজিয়া! তোমাকে দূর হইতে দণ্ডবৎ। দয়া করিয়া তুমি যে বিষয় লোলুপ হইয়া নিত্যকালের জন্য শুদ্ধ ভক্তগণকে ছাড়িয়াছ, তাহা কৃষ্ণের অমায়ায় দয়ারই পরিচয়। একাদশের ভিক্ষুর গানের মধ্যে আমার মনে পড়ে এই শ্লোকটি আছে—

"নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ॥" (ভাঃ ১১।২৩।২৮)

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ সমাজ

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতি বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণই শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজভুক্ত ; অন্যে নহে

আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, এই সমাজের দ্বারা জন-সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন যে—"যে বা মানে, যে না মানে সব তাঁর দাস।" শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই স্বীকার করেন! জীব মাত্রেই কৃষ্ণদাস। তন্মধ্যে কতকগুলি লোক অপরাধ-পীড়িত হইয়া কৃষ্ণদাস্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা অবশ্য এই গৌরাঙ্গ সমাজকে উপেক্ষণ করিবেন। সমাজও সুতরাং তাঁহাদিগকে উপেক্ষা না করিয়া আর কি করিবেন? যে সকল লোক শ্রীগৌরাঙ্গকে মানেন, তাঁহারা সকলেই একমনে এই সমাজে যোগ দিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? গৌরাঙ্গ প্রভুতে বিশ্বাস করাও তিন প্রকার। কতকগুলি লোক তাঁহাকে **পরমেশ্বর** বলিয়া বিশ্বাস করেন। কতকগুলি লোক তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম ভক্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। কতকগুলি লোক তাঁহাকে **উত্তম লোকদিগের মধ্যে একজন** বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনপ্রকার লোকই গৌরাঙ্গের প্রতি আদর করেন, অতএব তাঁহারা সকলেই গৌরাঙ্গ সমাজভুক্ত হইতে পারেন।

গৌর-বিশ্বাসী তিন শ্রেণীকেই সমাজভুক্ত করা আবশ্যক

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়া ভজন করেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত। তাঁহারা গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ-গণভুক্ত। ইহাঁদের মধ্যেও প্রকার ভেদ আছে, কেহ না, কেহ কেহ গৌরাঙ্গ ঈশ্বর জানিয়াও তাঁহাকে ভজনের বিষয় বলিয়া মনে করেন না। তথাপি সকলেই তাঁহার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভক্তোত্তম বলিয়া জানেন, তাঁহারাও অন্য সম্প্রদায়ের উপাসক হইলেও গৌর-প্রেম-প্রচারে সময়ে সময়ে প্রবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। গৌরাঙ্গ-সমাজের উন্নতি-সাধনে তাঁহারা কখনই পরাঙ্মুখ হইতে পারিবেন না। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে সাধারণ ভক্ত ও স্বদেশীয় সমাজ-সংস্কারক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও এই সমাজের অঙ্গবিশেষ। এই শেষোক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে এই সমাজে না লইলে গৌরাঙ্গ-সমাজ জগতে কোন সামাজিক উপকার সাধনে ক্ষমবান হইতে পারিবেন না। গৌরাঙ্গ সমাজে তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অতএব ইহাই স্থির হইয়াছে যে, যে-সকল মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর্শ বলিয়া মানেন, সেই সকলকে লইয়া গৌরাঙ্গ-সমাজ গঠিত হইবে।

গৌরাঙ্গ-সমাজে আহূত সভ্য ও কাশীর প্রকাশানন্দের বিরাট সভা

এখন একটী কথা বিবেচনা করিতে হইবে। এ প্রকার গৌরাঙ্গ-সমাজ গৌরাঙ্গের অভিপ্রেত কি না? আমরা ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিতেছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট লীলায় সময়েই তিনি এরূপ সমাজের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। পাঠকবর্গ! আপনাদের কি মনে পড়ে যে, বারাণসী-ধামে শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশে একটী বিরাট সভা হইয়াছিল? যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সেই সভার সংঘটন করেন, তিনিও একজন পার্ষদ ভক্ত-বিশেষ। কাশীর সমস্ত শাঙ্কর সন্ন্যাসী ও পরমহংসদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি বিশেষ অনুনয়পূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুকে সকলের প্রতি কৃপা করিবার মানসে সেই সমাজটী স্বীকার করত নিজের কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। সেই ঐশ্বর্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া সন্ন্যাসীগণ নিজ নিজ আসন হইতে উঠিয়া আমাদের হৃদয়নাথকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন। সেই বিরাট সভায়

প্রভু শুদ্ধ স্বভক্তি প্রচার করিয়া সকলের পূজিত হন। সন্ন্যাসীগণ গলদশ্রু হইয়া প্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন। সেই সভায় সর্ব্বপ্রকার লোকের আগমন হইয়াছিল। পরমহংস সন্ন্যাসীগণ, কর্ম্মাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ-নিচয়, বহু বহু বিষয়ী লোক, সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণ এবং পরম শুদ্ধভক্ত সনাতন গোস্বামী, চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র ও পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া সকলেই সেই সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। যথা চরিতামৃতে :—

আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।
দেখিলেন,—বসিয়াছেন সন্ন্যাসীরগণে॥
বসিয়া করিলা প্রভু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহা তেজময় বপু কোটি সূর্য্যাভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥
প্রভুর মিষ্ট বাক্য শুনি সন্ন্যাসীরগণ।
চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন॥
যে কিছু কহিলে তুমি সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয়॥

ঠাকুরের গৌরাঙ্গ-সমাজ স্থাপন ও সমাজের প্রচার-সাফল্য

এই আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতেছি যে, প্রভুর ইচ্ছামতে সেই আদি গৌরাঙ্গ-সমাজ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রভবনে বসিয়াছিল। যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে বর্ত্তমান 'গৌরাঙ্গ সমাজে'ও সেইরূপ ফল হইবে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে মানেন, তাঁহারা তদীয় মাহাত্ম্য অনুশীলন করিতে করিতে অবিলম্বে বিশুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব হইবেন। আবার যাঁহারা একবারে গৌরাঙ্গ মানেন না, তাঁহারাও সভায় উপস্থিত হইলে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক মিষ্ট কথা শুনিতে শুনিতে নরম হইয়া পড়িবেন। শুদ্ধ তাহা নয়, বরং **কিছুদিনের মধ্যে অন্য সম্প্রদায় মল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ গৌর-ভক্ত হইবেন।** কবিরাজ গোস্বামী এ কথাটী পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, যথা,—

যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত॥

উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবমধ্যে উত্তম-বৈষ্ণব সামাজিক নহেন

শাস্ত্রমতে বৈষ্ণব তিন প্রকার অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের মধ্যে সর্ব্বোত্তম সামাজিক নন। তথাপি তিনি কৃপা করিয়া গৌরাঙ্গ-সমাজে থাকিলে সমাজের বড় হিত হয়। তাঁহার ভাব এই যে, তিনি সর্ব্বভূতে ভগবৎ সম্বন্ধ দেখিয়া আর আত্ম-পর ভেদ করেন না। সর্ব্বভূতকে ভগবত্তত্ত্বে অধিষ্ঠিত দেখিয়া আর শত্রু, মিত্র, বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব ভেদবিচার হইতে রহিত হন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব। পূর্ব্বোক্ত ভাবসকল তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে থাকিলেও তিনি ভক্ত-গোষ্ঠী"প্রিয় এবং ভক্তিপ্রচার-অনুরক্ত; যথা শ্রীসনাতন গোস্বামী-বাক্য,—

অবতার কার্য্য প্রভুর নাম-প্রচার।
সে নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বার॥
প্রত্যহ কর তিনলক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা-কথন॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
আচার, প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

মধ্যম-বৈষ্ণবের গৌরাঙ্গ-সমাজে কৃত্য

মধ্যম-বৈষ্ণবগণ উত্তম-বৈষ্ণবের অনুগত এবং কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবের উপকারক। সুতরাং উত্তম ভক্ত ও মধ্যম ভক্তগণ গৌরাঙ্গ-সমাজের ভজন-বিভাগের যোগ্য। ইহাঁরা কার্য্য-বিভাগে সময়ে সময়ে থাকিলেও কার্য্য-প্রিয় কনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের ন্যায় কার্য্যক্ষম হন না। তথাপি তাঁহারা কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবের সহায়রূপে সকল কার্য্যই করেন, ভজন-বিভাগের বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গ-সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রায় নির্জ্জন-ভজন ও ইষ্ট-গোষ্ঠীতে আনন্দ লাভ করেন।

ইষ্টগোষ্ঠী দুই প্রকার আচার ও প্রচার। আচার-পালনে তাঁহারা শ্রীভাগবতাদি-পাঠ ও শ্রবণ এবং হরিনাম কীর্ত্তনে রত। প্রচার-সময়ে ভগবত্তত্ত্ব, জীব ও রসতত্ত্ব ও নামমহিমা অধিকারী-ভেদে প্রদান করেন।

গৌরাঙ্গ সমাজের অন্য নাম ইষ্টগোষ্ঠী বা বৈষ্ণব-সমাজ

যেমত সাধারণ গৌরাঙ্গ-সমাজ বারাণসীতে প্রকট-লীলায় সংস্থাপিত, সেইরূপ ইষ্টগোষ্ঠী-পদ্ধতিও সেইকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণবগণও কোনপ্রকার ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। প্রভুর সময় ঐরূপ 'ইষ্টগোষ্ঠীকে'ও 'গৌরাঙ্গ সমাজ' বা 'বৈষ্ণব-সমাজ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রভু সিদ্ধ-বকুলে (পুরীধামে) সমস্ত পার্ষদবর্গকে লইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন এবং সেই সময় শ্রীরূপকে কহিলেন,—

প্রভু কহে,—কহ কেনে কি সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব-সমাজে॥

ইষ্টগোষ্ঠী শব্দের তাৎপর্য্য ও 'কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী'

শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ ব্যতীত ইষ্ট-গোষ্ঠী হয় না। 'ইষ্ট'-শব্দে 'অভিলষিত' বিষয়। 'গোষ্ঠী'-শব্দে 'সভা'। এই দুই শব্দ মিলিত হইয়া **শুদ্ধভক্তি-পরায়ণ সাধুদিগের সভাকে 'ইষ্টগোষ্ঠী' বলিয়া নামকরণ করা হয়।** শুদ্ধভক্ত জগতে বিরল। অতএব তাঁহাদের মিলন-রূপ ইষ্টগোষ্ঠীতে দুই চারিজন ব্যতীত এক স্থানে অধিক পাওয়া যায় না। **তিনজন বৈষ্ণবেও ইষ্টগোষ্ঠী হইতে পারে,** তাহাও চরিতামৃতে লিখিত আছে—

প্রভু আসি' প্রতি দিন মিলে দুই জনে।
ইষ্টগোষ্ঠী, কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে॥

দুইজনে মিলিত হইয়া যে গোষ্ঠী হয়, তাহাকে **'কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী'** বলে, যথা চরিতামৃতে—

দুই জন বসি' কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কৈল।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল॥

গৌরাঙ্গ-সমাজের সর্ব্বব্যাপকত্ব

তাৎপর্য্য এই যে, যে-স্থলে সর্ব্বপ্রকার লোকের সমাগম, সে-স্থলে গৌরাঙ্গের সামাজিক সভা হয়। যে-স্থলে কেবল ভক্তগণের সমাগম, সে-স্থলে 'বৈষ্ণব-সমাজ' বা বৈষ্ণবদিগের 'ইষ্টগোষ্ঠী'। যে-স্থলে দুই শুদ্ধভক্তের মিলন,

সে-স্থলে 'কৃষ্ণ-কথা-গোষ্ঠী।' যে-স্থলে এক শুদ্ধভক্তের অবস্থান, সে-স্থলে কেবল নামাদির 'নির্জ্জন-ভজন'। এই সমস্তই শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অন্তর্গত। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ বিশ্বব্যাপী জৈবধর্ম্মের ক্রিয়া-বিকাশ।

কলিকাতায় শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠা ও তাহার পরিচালকগণের প্রতি উপদেশ

এই গৌরাঙ্গ-সমাজ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণায় এই কলিকাতা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। এখন এই সমাজের সংরক্ষণ ও উন্নতি যাহাতে হয়, তাহা সকল সহৃদয় ব্যক্তির করা উচিত। **স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা হইতে বিশেষ সতর্ক না হইলে এই সমাজ স্থির থাকিবে না। এই বঙ্গভূমিতে যে-সকল বৃহদ্-ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, সে-সকলই অল্পদিনের মধ্যে উক্ত তিনটি দোষে দূষিত হইয়া নষ্ট হইয়া পড়ে।** এই সমাজের নেতা মহোদয়দিগকে আমরা করযোড়ে নিবেদন করি, যেন তাঁহারা আমাদের এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখেন। উক্ত তিনটী দোষ হইতে মুক্ত থাকিয়া সদ্ধর্ম্মের প্রাচীন বিধিগুলি পালন করিতে পারিলে এ সমাজের ততই উন্নতি সাধন হইবে। **একতাই সমাজের জীবন। নূতন মত বা মতভেদের দ্বারা একতা নষ্ট হইলে সমাজেরও জীবন নষ্ট হইবে।** আমরা গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন করিব, কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত ও অনুষ্ঠানের প্রতি কখনই অসূয়া বা বিদ্বেষ করিব না। পূজ্যপাদ হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

"শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থ এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ, নিত্য বস্তু, অখণ্ড, অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বসে সবার হৃদয়॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন, সকলে মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে॥
যে ঈশ্বর সে পুনঃ সবার ভার লয়।
হিংসা করিলেও সে তাঁহার হিংসা হয়॥
খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ-প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

বৈষ্ণব-সমাজের সভ্যগণের আচার নিরূপণ ও সভায় রসকীর্ত্তন ও রসব্যাখ্যা নিষিদ্ধ এবং ভাড়াটীয়া কীর্ত্তন শ্রবণ অপরাধ-জনক

শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সভ্য মহোদয়গণ এই ভাবে কার্য্য করিলে অবশ্যই সভার উন্নতি সাধন হইবে। (তাঁহাদের) কএকটী প্রাচীন বিধি পালন করা আবশ্যক। গৌরাঙ্গ সভার সাধারণ অধিবেশনে পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও নাম-সংকীর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু **রসকীর্ত্তন বা রস-ব্যাখ্যা করিতে গেলে অপরাধ হইবে।** রস ব্যাখ্যা বা রস-কীর্ত্তন কেবল ইষ্টগোষ্ঠীতে হইতে পারিবে। এ-বিষয়ের একটী বিধি হওয়া আবশ্যক। শ্রীমহাপ্রভুর চরিত্রে এই বিধিটি লক্ষিত হয়,—

দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস আস্বাদন॥

ইহার তাৎপর্য্য এই, সাধারণের সঙ্গে রসালাপে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়। ইষ্টগোষ্ঠীতে সেরূপ রসভঙ্গ হয় না। নাম-কীর্ত্তন-স্থলে কীর্ত্তনের মর্য্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক। তদ্বিষয়ে একটী কার্য্য নির্দ্ধারিত করা চাই। সভ্যগণ স্বয়ং কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তনের অধিক ফল হয়। **অর্থ দিয়া কীর্ত্তন-শ্রবণে কোন অংশে অপরাধ ও কোন অংশে নিষ্ফলতা উপস্থিত হয়।**

প্রচারকগণের প্রতি সতর্কবাণী

গৌরাঙ্গ-সভার প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। শ্রীমদ্-গৌরচন্দ্র কলি-জীবের প্রতি অপার কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক যে-সকল উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, গৌরাঙ্গ সভার প্রচারকেরা সেইসকল উপদেশ অনুসারে বক্তৃতা করিবেন ও অন্য জীবকে শিক্ষা দিবেন। **প্রচার কার্য্যটী 'ভজন-বিভাগের সভ্যগণের প্রতি ভারার্পণ করিলে ভাল হয়। কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই গৌর-শিক্ষা প্রচারক হইতে পারে না। অল্পবয়স্ক কৃতবিদ্য কতকগুলি মহাত্মা যদি ভজন-বিভাগের ইষ্টগোষ্ঠীতে বসিয়া সরলভাবে গৌরশিক্ষা আলোচনা করেন, তবে অতি শীঘ্রই প্রচারকের কার্য্যে পটু হইবেন।** (১) যাঁহাদের নাম নামীতে অভেদ জ্ঞান নাই এবং (২) সেই অভেদ তত্ত্বকে পরব্রহ্ম-তত্ত্ব

বলিয়া বিশ্বাস নাই, তাঁহারা গৌরাঙ্গ-সভার প্রচারক হইলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠে। এ-কথাটী বড়ই গুরুতর। (৩) **শুদ্ধভক্তি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিরপরাধে নাম-রস সেবন করেন, তাঁহারাই প্রচারকের যোগ্য।** (৪) প্রচারকদিগের নামাপরাধগুলি ভালরূপে জানা আবশ্যক। তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা উপযুক্ত নাম-প্রচারক হইবেন। (৫) নাম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

বঞ্চিতোঽস্মিবঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ ॥ ৪৬ ॥

বঞ্চিত হইনু আমি বঞ্চিত হইনু।
বিশ্ব গৌর-রসে মগ্ন, আমি না পাইনু ॥
আনন্দচিন্ময়রস অখণ্ড আকার।
অচিন্ত্যশক্তিতে রস হয় দ্বিপ্রকার ॥
গৌররস শ্যামরস এই দুই রস।
শ্যামরস সম্ভোগ সে কৃষ্ণে করে বশ ॥
গৌররস বিপ্রলম্ভ সাধু সমীচীন।
কৃষ্ণে শব করি নিত্য করয়ে অধীন ॥
প্রশান্ত গম্ভীর শ্যামরস সুমধুর।
গৌররস উন্মাদক বিরহ প্রচুর।

বৈচিত্র্যবিহীন সুনির্ম্মল শ্যামরস।
গৌররস প্রাবল্যেতে শ্যাম অন্তর্গত।
সাধুগুরু সম্মানিত শাস্ত্র সুসঙ্গত॥
কভু যদি বল করি উঠে শ্যামরস।
প্রেমের বৈচিত্র্যভাবে ঢাকে গৌররস॥
বিপ্রলম্ভরসে কৃষ্ণে লোভ ধক্‌ধকি।
গৌরাঙ্গ হইল স্বীয় শ্যামবর্ণ ঢাকি॥
শ্যামানন্দদায়ীর গৌররস সে নির্দ্দোষ।
বিচিত্র আনন্দে শ্যামরসে করে পোষ॥
অবিচিন্ত্য ভেদাভেদ দুই রসে হয়।
আস্বাদ্য-স্বাদকভেদে বিষয় আশ্রয়॥
"শ্যাম-অঙ্গ" শ্যামরসের কেবল বিষয়।
"গৌর-অঙ্গ" গৌররসের কেবল আশ্রয়॥
শ্যামরস-মধুপান শ্যাম নিত্য করে।
গৌরাঙ্গ সে গৌররসে নিতুই বিহরে॥
শ্যাম যদি গৌর-রসে বাঞ্ছা কভু করে।
গৌরাঙ্গীর ভাবকান্তি অঙ্গেতে আবরে॥
আশ্রয়-জাতীয় রস না পায় বিষয়।
আশ্রয়-জাতীয় ভাবকান্তি হৈলে হয়॥
গৌরাঙ্গাধিকৃত হৈয়া এই রস রহে।
অতএব সাধুজন গৌররস কহে॥
গৌরাঙ্গানুগত-জন গৌররস পায়।
হেন রস স্পর্শ মোরে না হইল হায়॥
যদি বল স্পর্শ নহে কি তার কারণ।
আমার দুর্ভাগ্য কহি শুন দিয়া মন॥
শ্রদ্ধাবান্ সাধু-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজয়।
অনর্থ নিবৃত্তি হৈয়া ভক্তি নিষ্ঠা হয়॥

রুচি ও আসক্তি—ক্রমে ভাব দশা পায়।
স্থায়িভাব প্রকাশিত হইবে তাহায়॥
বিভাবানুভাব আর সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
এ চারি মিলনে হয় রসের মাধুরী॥
অনর্থ নিবৃত্তি কিন্তু না হৈল আমার।
বঞ্চিত ইহাতে আমি, কি সংশয় আর॥
কর্ম্মজ্ঞান চেষ্টা মোর মিছা ভক্তি।
অনর্থ জন্মায় জড়ে আনিয়া আসক্তি॥
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা রসাভাস আর।
জন্মিয়া তাহাতে সব কৈল ছারখার॥
কর্ম্মী হৈয়া জড়রস ভোগে করি আশ।
ভাগ্যদোষে গলে পরি কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥
জ্ঞানী হইয়া নির্ব্বাণেরে রস কভু বলি।
জল ভ্রমে মরীচিকা পাছে পাছে বুলি॥
কভু আমি মিছাভক্তি করিয়া প্রকাশ।
রস বলি প্রচার করি সে রসাভাস॥
"ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ আর রসাভাস"।
এ-সব শুনিতে প্রভুর না হয় উল্লাস॥'
মহাজনবাণী ইহা বেদের সম্মত।
এই দুই দোষে আমি হইনু বঞ্চিত॥
যদ্যপি গৌরাঙ্গ নাহি লয় অপরাধে।
তথাপি এ দুই দোষে ভক্তিরস বাধে॥
হইনু হইনু আমি হইনু বঞ্চিত।
না পাইনু গৌর-রস পরশ কিঞ্চিৎ॥ ৪৬ ॥

— — —

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৪৭ পৃষ্ঠার পর)

পশুহত্যার আরও বিশেষ দোষ দেখা যায়—

যে হতাঃ পশবঃ লোকৈরিহ স্বার্থেষু কোবিদৈঃ।
তে পরত্র তু তান্ হন্যুস্তথা খড়্গেন শঙ্কর॥
আত্মপুত্রকলত্রাদি-সুসম্পত্তি-কুলেচ্ছয়া।
যো দুরাত্মা পশূন্ হন্যাৎ আত্মাদীন্ ঘাতয়েৎ স তু॥ (পাদ্ম ১০৫ অঃ)

অর্থাৎ, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি হইয়াও যাহারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাপূজায় যে-সকল পশুকে বধ করে, হে শঙ্কর! সেই সকল পশুগণও খড়্গদ্বারা সেইরূপ তাহাদিগকে বধ করে। যে দুরাত্মা নিজের আত্মার মঙ্গলেচ্ছায় অথবা স্ত্রী, পুত্র, উত্তম সম্পত্তি ও বংশবৃদ্ধি কামনা করিয়া পশুবধ করে, সে ঐ পাপাচরণ জন্য আত্মাদিকে নাশই করিয়া থাকে।

শাস্ত্রবিধির প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া বংশপরম্পরায় রজোগুণী শাক্তগণ ঐ পশুবধরূপ অকার্য্যটী করিয়া আসিতেছেন; তাহার ফলেই দুর্গোৎসব ও কালিকাপূজারত বহুরাজবংশ ও ভদ্রবংশ 'রাজ্যং দেহি', 'ধনং দেহি' ইত্যাকার পুনঃ পুনঃ বহু প্রার্থনা সত্ত্বেও দারিদ্র্যই লাভ করিয়াছেন এবং অনেকে নির্ব্বংশও হইয়াছেন। শাক্তগণ ইহার কারণরূপে কালপ্রভাবকে উদ্দেশ করেন এবং ঐ সকল পণ্ডিতাভিমানী শাক্তগণ তামস-রাজস পুরাণ-কথিত দুই-চারিটী প্রমাণ সংগ্রহপূর্ব্বক 'বৈধ হিংসায় দোষ নাই' বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই পদ্মপুরাণাদি সর্ব্বমান্য গ্রন্থে দেবীর স্বমুখ-নিঃসৃত বাক্যগুলিতেও তাঁহারা অনাস্থা প্রকাশ করিতে পারিবেন কি? আমরা বলি, তাঁহাদের ঐরূপ কার্য্যের অভ্যন্তরে জিহ্বার লোলুপতা ভিন্ন, প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহাই উক্ত পুরাণে দেবী পুনরায় জানাইয়া দিতেছেন। —

সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ বা পরলোকেচ্ছু কঃ পুমান্।
কদাচিৎ প্রাণিনো হত্যাং ন কুর্য্যাৎ তত্ত্ববিৎ সুধীঃ॥
মানবো যঃ পরত্রেহ তর্ত্তুমিচ্ছেৎ সদাশিব।
সর্ব্ববিষ্ণুময়ত্বেন ন কুর্য্যাৎ প্রাণিনাং বধম্॥

বধাদ্রক্ষতি যো মর্ত্ত্যো জীবান্ তত্ত্বজ্ঞধর্ম্মবিৎ ।
কিং পুণ্যং তস্য বক্ষ্যেঽহং ব্রহ্মাণ্ডং স তু রক্ষতি ॥
যো রক্ষেদ্ ঘাতনাৎ শম্ভো জীবমাত্রং দয়াপরঃ ।
কৃষ্ণপ্রিয়োত্তমো নিত্যং সর্ব্বরক্ষাং করোতি সঃ ॥
একস্মিন্ রক্ষিতে জীবে ত্রৈলোক্যং তেন রক্ষিতম্ ।
বধাৎ শঙ্কর বৈ যেন তস্মাদ্রক্ষেৎ ঘাতয়েৎ ॥ (পাদ্ম, উঃ ১০৫ অঃ)

অর্থাৎ—যথার্থ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি স্বর্গাদি সুখলাভেচ্ছায় কি সম্পদে, কি বিপদে কখনও প্রাণিবধ করিবে না। হে সদাশিব! যে মানব ইহকালে ও পরকালে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করে, সে সকল জগৎ বিষ্ণুময় জানিয়া কখনও কোন প্রাণীকে বধ করিবে না। তত্ত্বজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ যে ব্যক্তি জীবগণকে বধ হইতে রক্ষা করে, আমি তাহার পুণ্যের কথা আর কি বলিব; সে ব্যক্তি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই রক্ষা করিয়া থাকে। হে শম্ভো! যে মানব দয়াপরবশ হইয়া জীবমাত্রকেই রক্ষা করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়তম হইয়া থাকে এবং তিনি সর্ব্ব রক্ষাকারী হন। অধিক কি বলিব, যিনি একটি মাত্র জীবকে বধ হইতে রক্ষা করেন, হে শঙ্কর! তাঁহাকে ত্রিলোকের রক্ষাকারী বলিয়া জানিবেন। সুতরাং সকলেই জীবরক্ষা করিবে, কখনও বধ করিবে না।

প্রাচীনযুগেও বৈধ পশুবলি দোষাবহ

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে পূর্ব্বোল্লিখিত বেদ-পুরাণের বিধি-নিষেধ মহর্ষিদের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল হইলেও তাহা আজকাল খেয়ালে পরিণত হইয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ, সেই ঋষিবংশজাত ব্রাহ্মণগণ বৈদিক আচার পরিত্যাগ করিয়া বৈদেশিক চাল-চলন, শিক্ষা-দীক্ষা ও আহার-বিহারে রত হইয়াছেন। তাহার ফলে ব্রহ্মতেজ হারাইয়া বিষহীন ভুজঙ্গের ন্যায় জীবিত আছেন মাত্র—শাস্ত্রীয় কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। অত্রাবস্থায় তাহাদের উপদেশবাক্য কে শুনিবে? বিশেষতঃ তাহারা প্রায় সকলেই শাক্ত, মৎস্য-মাংসলোলুপ। কাহাকেও কোন উপদেশ দিতে গেলে নিজের প্রথমতঃ সে আচরণ থাকা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণের সেই সাত্ত্বিক আচরণ নাই বলিয়াই আজ কেহ তাহাদের কথায় কোনও কর্ণপাত করে না। কিন্তু পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে বেদ, পুরাণ বা ঋষির বাক্যে কেহ কোনপ্রকার সন্দিহান হইলে

যোগবলে ঋষিগণ তৎক্ষণাৎ তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করাইয়া বাক্যের সত্যতা প্রমাণ ও সন্দেহ দূর করাইতেন।

ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে 'শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হি' সংবাদে দেখা যায় শ্রীনারদের প্রিয় শিষ্য ধ্রুবের বংশজাত মহারাজ বর্হিষৎ বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদক করেন। এবং যজ্ঞীয় পূর্ব্বাগ্র কুশাস্তরণে ক্রমে ক্রমে ধরণীতল আচ্ছাদিত করিয়া 'প্রাচীনবর্হি' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ কৃপালু হইয়া রাজার ঐ কর্ম্মনিষ্ঠায় পরিণতি যোগবলে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করাইয়া কর্ম্মশ্রেয়োরূপ ভ্রম দূরক্রমে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন। যথা—

ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে।
সংজ্ঞপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ॥
এতে ত্বাং সম্প্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব।
সম্পরেতময়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ॥ (ভাঃ ৪।২৫।৭-৮)

হে প্রজাপালক রাজন্! তুমি নির্দ্দয় হইয়া যজ্ঞে সহস্র সহস্র পশুবধ করিয়াছ, সেই সকল জীবকে ঐ দেখ। তুমি ইহাদিকে বধজন্য যে পীড়া দিয়াছ; তাহা স্মরণপূর্ব্বক ইহারাও ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তোমার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি পরলোকে উপস্থিত হইলেই ইহারা লৌহযন্ত্রময় শৃঙ্গসমূহদ্বারা অবিলম্বে তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিবে।

আদি চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি চরক, তৎকৃত প্রধান গ্রন্থ চরক সংহিতার 'অতিসার'-চিকিসায় ঊনবিংশ অধ্যায়ে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়—পূর্ব্বকালে ঋষিদের যজ্ঞে পশুবধ করা হইত না। যথা—

"আদিকালে খলু যজ্ঞেষু পশবঃ সমালম্ভনীয়া বভূবুর্নালম্ভায় প্রক্রিয়ন্তে স্ম। ততো দক্ষযজ্ঞং প্রত্যবরকালং মনোঃ পুত্রাণাং মরিষ্যুভাগেক্ষ্বাকু-বিশাশ-যযাত্যাদীনাঞ্চ ক্রতুষু পশূনামেবাভ্যনুজ্ঞানাৎ পশবঃ প্রোক্ষণমেবাপুঃ" ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে যজ্ঞ-করণার্থ পশুদিগকে বলিযোগ্য করা হইত, কিন্তু বলি দেওয়া হইত না। দক্ষযজ্ঞেরও বহুকাল পরে মরিষ্যমান্ (মৃত্যুমুখী) নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, বিশাশ ও যযাতি প্রভৃতি মনুপুত্রদিগের যজ্ঞে পশুগণেরই অনুজ্ঞাক্রমে তাহাদিগকে মাত্র প্রোক্ষণ করা হইয়াছিল, হত্যা করা হয় নাই।

বিশেষতঃ সিদ্ধ মহর্ষিগণ কোন কোন যজ্ঞে পশুবধ করিয়া থাকিলেও যোগবলে তাঁহারা সেই পশুকে তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবিত ও নবযৌবন প্রদান

করিতেন। সুতরাং তাহা জীবহত্যার মধ্যে গণ্য নহে; পরন্তু সেই সেই পশু নব-যৌবন প্রাপ্ত হইয়া লাভবানই হইত। সুতরাং তাঁহাদের আদর্শ সাধারণের অনুকরণীয় নহে। "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।" অগ্নি শুদ্ধাশুদ্ধ সকল বস্তু ভক্ষণ (দগ্ধ) করিয়াও যেমন দোষী হন না, সেইরূপ মহাশক্তিসম্পন্ন মহর্ষিগণ কদাচিৎ অবৈধ কোন কার্য্য করিলেও, তাহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিত না। বর্ত্তমানযুগে তপস্যাদিহীন, নিঃশক্তিক ও গৃহধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যমাত্রেরই সাত্ত্বিক উপচারে পূজাকার্য্য সম্পন্ন করাই বিধেয়। সাত্ত্বিকভাবে পূজা ও সাত্ত্বিক আহারাদি দ্বারাই ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। প্রকৃত পূজাফল লাভের ইহাই একমাত্র উপায়স্বরূপে বেদপুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

যো মোহাদথবাঽজ্ঞানাৎ বলিমন্যং প্রযচ্ছতি।
বধ এষ ফলং তস্য নান্যৎ কিঞ্চিৎ ফলং লভেৎ॥ (যুক্তিকল্পতরু)

যদি কেহ অজ্ঞানতানিবন্ধন অথবা মোহবশতঃ অন্য বলি (নৈবেদ্যাদি ভিন্ন জীবহত্যারূপ বলি) প্রদান করে তবে ঐ জীববধ জনিত পাপরূপ ফলটীই তাহার লাভ হয়। সে ব্যক্তি অন্য কোনও পূজাফল প্রাপ্ত হয় না।

মহর্ষি মনুও নিজ সংহিতায় পশুবধ অবৈধ দেখাইতে গিয়া তৎসংশ্লিষ্ট সকলকেই ঘাতকতুল্য পাপী নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥ (মনু সং ৫ ৫১)

পশুহত্যার অনুমোদনকারী, মাংস কর্ত্তনকারী অর্থাৎ যিনি মাংসকে খণ্ড খণ্ড করেন, পশুহত্যাকারী, ক্রেতা, বিক্রেতা, পাচক, পরিবেশনকারী ও ভোক্তা ইহারা সকলেই ঘাতক বলিয়া কথিত হন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বেও দেখা যায়—

যো হি খাদতি মাংসানি প্রাণিনাং জীবিতৈষিণাম্।
হতানাং বা মৃতানাং বা যথা হন্তা তথৈব সঃ॥ (মহাঃ অনুঃ ১১৫।৩৯)

মৎস্য ও ছাগাদি পশু অন্য কর্ত্তৃক হতই হউক অথবা স্বয়ং মৃতই হউক, জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক হইয়া (অর্থাৎ প্রাণ-বাচাইবার জন্যও) যদি কেহ কোনও প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, সে হত্যাকারীর তুল্য পাপভাগী হয়। ঐ প্রসঙ্গে আরও উক্ত হইয়াছে যে এই বধ-সংশ্লিষ্ট সকলেই পাপভাগী হয়। যথা—

আহর্ত্তা চানুমন্তা চ বিশস্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপভোক্তা চ ঘাতকাঃ সর্ব্ব এব তে ॥

(মঃ অঃ ১১৫।৪৯)

যাহারা হত্যা করিবার জন্য পশু আহরণ করে, পশু বিনাশে অনুমতি দান করে, মাংস কর্ত্তন অর্থাৎ মাংসকে খণ্ড খণ্ড করে এবং ক্রয়-বিক্রয়-পাক ও ভোজন করে তাহারা সকলেই ঘাতকের সমান পাপভাগী হয়। কুলার্ণবের দ্বিতীয় উল্লাসে শিব বাক্য। যথা—

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদিতাষ্টৌ চ ঘাতকাঃ ॥
ধনেন চ ক্রেতা হন্তি খাদিতা চোপভোগতঃ।
ঘাতকো ঘাতবন্ধাভ্যামিতোষ ত্রিবিধোবধঃ ॥

অর্থাৎ পশুবধে অনুমতি দাতা, মাংস কর্ত্তনকারী, পশুহত্যাকারী, ক্রেতা, বিক্রেতা পাচক, পরিবেশক ও ভোজনকারী—এই আট জনই প্রাণিঘাতক। স্বহস্তে বন্ধন ও খড়্গাঘাত করার জন্য একমাত্র ঘাতকই যে বধকর্ত্তা তাহা নহে, ধনদ্বারা ক্রয়কারী ও জিহ্বার লালসাবশে ভজনকারী—এই তিনজনই সমান বধকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। যেহেতু এই বধ-কার্য্যটি উক্ত তিন প্রকারেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণবমত

গ্রন্থপাঠ ঃ—ভগবানের নাম শ্রবণাদি দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হয় ও আনুসঙ্গিকভাবে চতুর্ব্বর্গ প্রভৃতি অন্যান্য ফলও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। স্মার্ত্তগণ পুণ্যাদি সঞ্চয় ও চতুর্ব্বর্গ ফল কামনা করিয়া শ্রবণ, পঠনাদি করিয়া থাকেন। আর বৈষ্ণবগণ বাসুদেব-কথা-প্রসঙ্গকে জীবনের জীবাতু মনে করিয়া গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে উহা সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ, পঠনাদি করেন। যদি কেহ বলেন—

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥ (ভাঃ ১০।১।১৬)

[বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা অথবা শ্রীবিষ্ণুচরণোদক যেরূপ উর্দ্ধ, মধ্য এবং অধঃ লোকসমূহকে (ত্রিভুবনকে) পবিত্র করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভগবান্

বাসুদেবের চরিত্র-বিষয়ক প্রশ্ন বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা—এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই পবিত্র করেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।]

এখানে ত' স্মার্ত্তের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই? তদুত্তরে বলা যায় যে, বাসুদেবের কথা, প্রশ্ন সকলকেই অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজীবকে পবিত্র করিতে সমর্থ, কিন্তু শাস্ত্রাদিতে নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, ভগবানের কথা একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। অভক্ত ও স্মার্ত্তমুখে শ্রবণ করা উচিত নয়। কেন না, পদ্মপুরাণ বলেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

দুগ্ধ অতীব পবিত্র বস্তু হইলেও তাহা সর্পমুখদুষ্ট হইলে যেমন পানের অযোগ্য হয়, তদ্রূপ ভুবনমঙ্গলময়ী পতিতপাবনী প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী হরিকথাও অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হইলে তাহা শ্রবণের অযোগ্য হয়। অর্থাৎ যে তে প্রকারে হরিকথা শ্রুত বা কীর্ত্তিত হইলে তাহার গৌণফল পাপরাশি হয়ত ভগবদিচ্ছায় ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু উহা শ্রবণের মুখ্যফল—প্রেমভক্তি লাভ হয় না। তাহা কেবল অন্তর্দ্দর্শী পরম-ভাগবত বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে শ্রুত হইলেই লাভ হইয়া থাকে। এবং উহাতেই পাপবাসনা, পাপমূল চিরতরে সমূলে উৎপাটিত হইবে, তাহাতে আর কথা কি? এইজন্যই বৈষ্ণবগণ গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ এবং শ্রবণ করিয়া থাকেন। যথা—

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১)

স্মার্ত্তগণ অর্থাৎ স্মৃতির অনুগত কামকামী পঞ্চোপাসকগণ গীতা-ভাগবতাদি পাঠ করেন—কেবলমাত্র দৈহিক ও ঐহিক সুখলাভের নিমিত্ত এবং পুণ্য-সঞ্চয়ের নিমিত্ত; আর বৈষ্ণবগণ গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থ শ্রবণ-পঠন করিয়া থাকেন—কেবলমাত্র নিত্যমঙ্গল লাভের নিমিত্ত। যেখানে নিত্য মঙ্গলের কথা আছে সেখানে কামনার কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না। সেখানে কেবল নিত্য-সেবার কথা আছে এবং অধিকারী জনগণ শ্রীমতী বৃষভানু-রাজ-নন্দিনীর দাস্যে নিত্য গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রীতি-বিধান-কল্পে নিত্য প্রেমসেবায় মগ্ন থাকেন। এই জন্যই বৈষ্ণবগণের গ্রন্থপাঠের আবশ্যকতা স্মার্ত্তগণের গ্রন্থপাঠ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

তীর্থ দর্শন ও বন্দন ঃ—পুণ্যময় স্থানকে সচরাচর তীর্থ বলা হয়। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য মানবকুলকে সর্ব্বদাই কুটুম্ব-ভরণ, কৃষিকর্ম্ম, অগ্নি-ক্রিয়া (রন্ধনাদি ব্যাপার), আহার-সংস্থান প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হয়। এবম্প্রকারে ন্যায়-অন্যায়ভাবে কৃত কর্ম্মের দরুণ যে সকল পাপাদি সঞ্চিত হয়, তৎসমুদয় ক্ষালন করিবার নিমিত্ত আশ্রমী ও বর্ণী-নির্ব্বিশেষে স্মার্ত্তগণ তীর্থ-দর্শন ও বন্দনাদি করিয়া থাকেন। এবং বৈষ্ণবগণ ভগবদাবির্ভাবস্থলী, ভক্ত ও ভগবানের লীলা-নিকেতন-সমূহকে "তীর্থ" আখ্যা দিয়া থাকেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীপাদকে দর্শন করিয়া আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে :—

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫৩)

পাপমলিন-চিত্ত ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে তীর্থও অতীর্থে পরিণত হয়; কিন্তু তীর্থপদ ভগবান্ ও ভাগবতগণের সংস্পর্শে, পাপিগণ কর্ত্তৃক স্নান-মজ্জনাদি দ্বারা মলিনীকৃত তীর্থ পরমতীর্থে পরিণত হয়। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণভক্তি-লাভের আশায় সাধুসঙ্গে তীর্থ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ একাদশেন্দ্রিয়কে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে 'পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে'—বাক্য দ্বারা জানা যাইতেছে যে, শাস্ত্রাদিতে তীর্থ দর্শনের উপকারিতা ও মাহাত্ম্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

সন্ধ্যা-বন্দনাদি ঃ—সন্ধ্যা-বন্দনাদি মানবগণের নৈমিত্তিক সদাচার-রূপ কর্ম্মবিশেষ। সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিলে শুদ্ধিতা আসিতে পারে না। বিক্ষিপ্তচিত্ত সংযমিত হইয়া নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত কাম্যকর্ম্ম এবং পূজাদিতে নিবিষ্ট হওয়া যায় বলিয়া স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়ের মধ্যেই সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবার প্রথা রহিয়াছে। স্মার্ত্তগণ সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন পঞ্চোপাসনায় সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত; কিন্তু বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া প্রেমভক্তি-লাভের জন্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া থাকেন।

শ্রাদ্ধাদি স্বীকার ঃ—মৃত ব্যক্তিগণের আত্মার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃতকর্ম্মের নাম 'শ্রাদ্ধ'। মানবগণের মৃত আত্মার তৃপ্তিমানসে অর্থাৎ স্বর্গাপবর্গলাভের নিমিত্ত স্মার্ত্ত-স্মৃতিতে শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর বৈষ্ণবগণ মৃত পিতৃপুরুষগণের ভগবৎসেবা-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করাইবার নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। কারণ,—

বিষ্ণোর্নিবেদিতারেন ষষ্ঠব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৭)

বিষ্ণু অখণ্ড ও অনন্ত বস্তু; মহাপ্রসাদ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, ইহা খণ্ডিত বস্তু নহে। ইহা পিতৃ বা দেবতাগণে অর্পিত হইলে অনন্ত-ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহাদের ভগবৎ সেবাপ্রাপ্তির যোগ্যতা দান করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে স্মার্ত্তগণ আমিষাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইয়া থাকেন ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ভোজনের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৪)

শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে; বৈষ্ণব ব্যক্তি সেইদিন প্রথমতঃ শুদ্ধ ও শুচি হইয়া ভগবৎপূজা করত চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত নৈবেদ্যাদি ভগবানে অর্পণ করিবে। তদনন্তর সেই নিবেদিত নির্ম্মাল্যের কিয়দংশ দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। এরূপভাবে নিবেদিত হইলে মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিহেতু পিতৃপুরুষগণ অনন্তকালের জন্য পরিতৃপ্ত হইয়া, প্রপঞ্চ জয় করিতে সমর্থ হন এবং নিত্য-কালের জন্য ভগবৎসেবা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—"মহাপ্রসাদ সেবা করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়॥" বৈষ্ণব-গণ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবানের নৈবেদ্য অর্পণ করত তৎপরে বৈষ্ণবসেবা করিয়া পিতৃপুরুষগণকে অর্পণ করেন। তাঁহারা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের শ্রাদ্ধকে শুদ্ধশ্রাদ্ধ বলেন না। তাহাকে রাক্ষসশ্রাদ্ধ আখ্যা দিয়া থাকেন, যেহেতু—

যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্।
বেদবিদ্ভ্যোঽদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৭)

অতএব উপরিকথিত শাস্ত্রের বচনানুসারে—

স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্য সম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩)

অতএব কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত অবৈষ্ণবগণকে তাহাদের লোভনীয় অর্থাদি প্রাকৃত বস্তুদ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবগণকেই শ্রীহরির নৈবেদ্য প্রদান করিবে। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও তাঁহার নিজ আচরণ-দ্বারা সকলকে জানাইয়াছেন—বৈষ্ণবকেই প্রথম শ্রাদ্ধপাত্র দিতে হয়। ঠাকুর হরিদাসকে তিনি শ্রাদ্ধপাত্র

প্রথম অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাহা অঙ্গীকার করিতে অস্বীকার করিলে অদ্বৈত প্রভু বলিয়াছিলেন।—

তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২২০)

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবগণ উভয়ে শ্রাদ্ধাদি স্বীকার করিলেও, তাহাদের উক্ত ক্রিয়ার মধ্যে বিপুল পার্থক্য রহিয়াছে।

ব্রতানুষ্ঠান ঃ—একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, শিব-চতুর্দ্দশী, চাতুর্ম্মাস্যাদি-ব্রত উভয়ে স্বীকার করিলেও বৈষ্ণবগণ "মাধবী তিথি ভক্তিজননী" বলিয়া উহা পালন করিয়া থাকেন। এবং স্মার্ত্তগণ স্বর্গাপবর্গ কামনা, দেহরক্ষা, পুণ্যাদি সঞ্চয়ের নিমিত্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন। এবং উক্ত ব্রতধারণের তিথি-নির্ণয় সম্বন্ধে বিদ্ধা ও অবিদ্ধার বিচারেও প্রচুর পার্থক্য আছে।

সংস্কার গ্রহণ ঃ—সংস্কার ব্যতীত বৈদিক ক্রিয়াদিতে কাহারও অধিকার জন্মে না। দৈব, পৈত্র্য প্রভৃতি কর্ম্ম ও দেবদেবীর পূজার অধিকার লাভের জন্য সংস্কার গ্রহণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। জন্ম হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কার এবং তাপাদি পঞ্চসংস্কার ও কায়, মন, বাক্যকে সংযমিত করিয়া ডোর-কৌপীন, বহির্ব্বাস গ্রহণরূপ পঞ্চসংস্কার—এই দশবিধ সংস্কারাদি রহিয়াছে। স্মার্ত্তগণ দৈব, পৈত্র্যাদি কার্য্যের জন্য সংস্কারাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুসেবার অধিকার লাভের জন্য সংস্কার গ্রহণ করেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর বিধি অনুসারে সংস্কার লাভ না করিলে কেহ বৈষ্ণব হইতে পারে না। শূদ্র কখনও বৈষ্ণব নহে।

গোত্র স্বীকার ঃ—স্মার্ত্তগণ শৌক্র-পারম্পর্য্যে গোত্র স্বীকার করেন। বৈষ্ণবগণ আম্নায়ধারা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকে মূল-পুরুষ স্বীকার করেন এবং কৃষ্ণ হইতে শিষ্য-পারম্পর্য্যে অধস্তন নিজগুরু পর্য্যন্ত সকলকেই গুরু-পরম্পরারূপে গোত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আত্মজ শৌক্র-পুত্ররূপে কোন পুরুষ না থাকিলেও শাস্ত্রাদিতে তাঁহার প্রিয়ভক্তগণকেই পুত্র ও গোত্ররূপে স্বীকার করিতে দেখা যায়—

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

এইসকল আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ বহু সৌসাদৃশ্য থাকিলেও ব্যবহারগত বিপুল ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

———

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৪ পৃষ্ঠার পর)

ভাগবত-ধর্ম্ম বা অধোক্ষজ সেবা-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জগৎগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভাষায় বল্‌তে ইচ্ছা হয়,—"ধর্ম্মকে প্রধান দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। একপ্রকার ধর্ম্ম—মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম বা যা'কে বলা হয়, 'অনয়া মীয়তে ইতি মায়া' বা আধ্যক্ষিকতা; আর একপ্রকার ধর্ম্ম—আরাধনার ধর্ম্ম, 'অনয়া রাধিতঃ' বা অধোক্ষজ-সেবা-ধর্ম্ম। মেপে নেওয়ার ধর্ম্মদ্বারা কখনও ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ হবে না। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রতাদিও মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম বা অভক্তি। অন্যান্য সকল ধর্ম্মেই ভোগ ও ত্যাগের Philosophy, কিন্তু অধোক্ষজ সেবার Philosophy একমাত্র ভাগবতধর্ম্মে" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাস্ত্রে "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য—" শ্লোকে 'ধর্ম্ম' শব্দের একবচন পদ ব্যবহৃত হওয়ায় বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। ধর্ম্ম ভগবানেরই প্রণীত। শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।১৯ শ্লোকে) বর্ণিত আছে,—

"ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধ মুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো ন বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥"

অর্থাৎ—"সত্য ধর্ম্মটী সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত; ভৃগু প্রভৃতি সত্ত্বগুণ প্রধান ঋষিগণও ইহা নিশ্চিতরূপে জানেন না; দেবতাগণও জানেন না, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণ, কেহই জানেন না; বিদ্যাধর ও চারণ-দিগের কথা আর কি বল্‌ব?"

সুতরাং ভাগবতধর্ম্ম বা ভগবৎ-সেবাধর্ম্মই ভগবানের অনুমোদিত। আমরা মানুষ হ'য়েও ভগবৎ-সেবা ছেড়ে দিয়ে অসৎসঙ্গে মেতে থাক্‌লে বন্য-প্রাণীর মত মায়ার গোলাম হ'য়ে কষ্টই পেতে থাক্‌ব। বন্যপ্রাণী যা'দের animal বলা হয়, তারা খাওয়া, ঘুমানো, সুখে বাস করা—এ'সব নিয়েই বেঁচে থাকে। আমরা যদি ঐ বন্য-প্রাণীদের মত দেহের সুখ-সুবিধার জন্য animality নিয়েই ব্যস্ত থাকি, তা'হলে তো আমরা animal এর জীবন-ধারণের উপায় (process'ঃ) গ্রহণ ক'রে animal হয়ে যাবো। কিন্তু মানুষের বিচার-বুদ্ধি জ্ঞান আছে বলেই তো মানুষকে rational বলা হয়েছে।

অতএব শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণ ধর্ম্মপথ অনুসরণ করাই rationalityর সার্থকতা। বিষয় ভোগ ও থাকা-খাওয়া তো সব জন্মেই পাওয়া যাবে। কিন্তু পরমার্থের অনুসন্ধান কি মানুষ-জন্ম ছাড়া অন্য জন্মে সম্ভব হবে? মানুষের সুবিধাবাদ কখনও আত্মধর্ম্ম হ'তে পারে না। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের সুখে মত্ত থেকে পরমার্থ অনুশীলন ত্যাগ করা কি বুদ্ধিমানের পরিচয়? বহু ভাগ্য ফলে অনেক জন্ম ঘুরে ঘুরে আমরা এই মানুষ জন্ম পেয়েছি। এই দুর্লভ মানুষ জন্ম পেয়েও যদি এই জন্মের সার্থকতার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে বা আত্মার উন্নতির জন্য যত্ন না নিয়ে ইতর প্রাণীর ন্যায় জঘন্য কার্য্যে রত থাকি ও বিষয়াদির অনিত্য সুখভোগে মত্ত থাকি, তা'হলে তো আবার মনুষ্য জন্ম হারাতে হবে এবং পশু, পক্ষী, কৃমি-কীট প্রভৃতি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম দিতে হবে। এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েও পাপ বা অপরাধ ক্ষালন না হ'লে ইতর প্রাণীরূপে নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মালে শুদ্ধিতা লাভ করার আর সুযোগ মিলে না।

জীবাত্মা হতে দেহ ও মন পৃথক

জীবের এই চৌরাশী লক্ষ জন্ম-বিবর্ত্তনে নানা দেহ-প্রাপ্তিতে দেহের মধ্যস্থিত আত্মারই দেহ হ'তে দেহান্তরে গমন হয়। আত্মাই তো জীবের জীবন। জীবের দেহে আত্মা না থাকলে জীব কি বাঁচ্‌তে পারে? আত্মা দেহ ত্যাগ করলেই সেই জীবকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। স্ত্রী-পুরুষের যৌন-মিলনের ফলেই কি জীবন্ত শিশুর জন্ম হয়? কোন জীবাত্মা যতক্ষণ না পিতার দেহ থেকে মাতৃগর্ভে যাচ্ছে, ততক্ষণ শিশু জীবন্ত হ'য়ে জন্মাতে পারে না। জীবাত্মার কর্ম্মানুসারে দৈবের প্রেরণায় বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন প্রকারের জন্ম ও পোষণ হয়। কচ্ছপের সঙ্কল্প দ্বারা, পাখীর স্পর্শ দ্বারা মৎস্যের দর্শন মাধ্যমে, বৃক্ষাদির বৃষ্টির দ্বারা, মনুষ্যের ভোজনাদির দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান পোষণ হ'য়ে থাকে। জীবের দেহে যে আত্মার অস্তিত্ব আছে বলেই সমগ্র দেহ চেতনতা পায়, সেই আত্মা দেহের কোন্ স্থানে আছে? শাস্ত্র বলেছেন,—"হৃদি হ্যেষ আত্মেতি"—(ষট্‌প্রশ্নী শ্রুতি) অর্থাৎ জীবাত্মার অবস্থানের জায়গা অন্তঃকরণ। জীবের আত্মাই বস্তুতঃ দেহী জীব;—দেহ আত্মার স্থূল আবরণ এবং মন আত্মার সূক্ষ্ম আবরণ। জীবাত্মাই দেহ ও মনের মালিক (Proprietor)। আত্মার সঙ্গে দেহের স্বরূপতঃ কোনও সম্বন্ধ নেই। দেহ জড়বস্তু, কিন্তু আত্মা চেতনবস্তু। আত্মা

নিত্য, দেহ অনিত্য। আত্মার ষড়বিকার তথা জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ নেই; কিন্তু দেহের বিকার আছে। একটা শিশুর জন্ম হ'ল, তার মানে কি একটা জীবাত্মার জন্ম হ'ল? তা কখনই নয়। শিশু জন্মাল মানে কোন জীবাত্মা ঐ শিশুর দেহ ধারণ করে মর্ত্যে এল। তেমনি মৃত্যুও তাই; মৃত্যুর পরে স্থূল জড় দেহ, স্থূল ও সূক্ষ্ম ধারণা এবং এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জাগতিক বস্তুগুলি এখানে পড়ে থাকে, কিন্তু চেতন আত্মা দেহের সঙ্গে পড়ে থাকে না। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়াবিষ্ট মনও জড়ীয় চিন্তা ছাড়া প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বের অতীত অপ্রাকৃতের চিন্তা করতে পারে না। মন চেতনের আভাস মাত্র, কিন্তু আত্মার মত চেতন নয়। চেতন জীবাত্মা মায়া-বদ্ধ হওয়াতে আত্মার সূক্ষ্ম আবরণ রূপ চিদাভাস যন্ত্র মনের উৎপত্তি হয়েছে। মায়িক খণ্ডকালের অধীন কার্য্য করতে এবং জীবাত্মাকে মায়ার দাস্যে নিযুক্ত করতে মন সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। জীবাত্মা মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মনের সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক বিষয়-চিন্তা তথা নানাবিধ ভোগপর অসৎবস্তু কামনারূপ বৃত্তি রহিত হয় না। মন সম্বন্ধে জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"জীব অজ্ঞ। মনকে যদি অজ্ঞ বলা যায়, তা'হলে তা'তে অজ্ঞত্ব আরোপ করা যায় না। মনোধর্ম্মীগণ বলেন—মন মধ্যখানে আছে অচিদ্ গ্রহণের জন্য। সঙ্কল্প বিকল্পের দ্বারা অচিদ্ গ্রহণ সম্পাদিত হয়। মনকে আত্মার সহিত এক করা যায় না। মন সর্ব্বদা বহির্জগতে বিচরণশীল; মন চেতন ধর্ম্মের পরিচয়ে অবস্থিত। মন বহির্জগতের স্থূল বস্তু গ্রহণ করতে পারে, abstraction প্রভৃতি বিচার করতে পারে—নিত্যবস্তু ঈশ্বরের সংবাদ রাখতে পারে না। নিত্যত্বের সংবাদ রাখে না, জ্ঞানময় হ'তে পারে না। এই সব আত্মার ধর্ম্ম। যে স্থলে অধিষ্ঠান স্থায়ী নয়, সে স্থলে অভিনয়ের পোষাক পরে থাকা মাত্র বলতে হবে। লোকে যে ঘরে থাকে, সে ঘরটাকে লোক বলা যায় না। লোক চলে গেলে ঘরটা পড়ে থাকে।" এমতে জীবাত্মার থেকে দেহ ও মন পৃথক্।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

গীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬২ পৃষ্ঠার পর)

[তৃতীয়-অধ্যায়]

(শ্লোক সংখ্যা : ১-৩)

জ্ঞান তথা কর্ম্মযোগে
কোন্‌টি প্রধান।
কহ তুমি বিচারিয়া
কৃষ্ণ ভগবান্ ॥১॥

যদি বলো কর্ম্ম থেকে
শ্রেয় হয় জ্ঞান।
তবে কেন যুদ্ধকর্ম্মে
বাধিব পরাণ ॥২॥

অর্জ্জুনকে কহিলেন
কৃষ্ণ ভগবান্।
কোন্ মতে কোন্ যোগ
হয়েক প্রধান ॥৩॥

সাংখ্য মতে জ্ঞানযোগ
শ্রেষ্ঠ অনুমিত।
যোগীমতে কর্ম্মযোগ
অতীব বাঞ্ছিত ॥৪॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৪-৮)

করিলেই কর্ম্মত্যাগ
নাহি হয় মুক্ত।
কামনার পরশনে
হয় সব ব্যর্থ ॥৫॥

করি রুদ্ধ কর্ম্মেন্দ্রিয়
রাখয়ে বাসনা।
মূঢ়মতি নরাধম
জানিবে সে-জনা ॥৬॥

হইয়া বিবেকযুক্ত
না রাখি বাসনা।
করে কর্ম্ম সযতনে
সচেতন মনা ॥৭॥

কর্ম্ম চলে অনুক্ষণ
ত্রিগুণের ক্রিয়া।
ক্ষণকাল বন্ধ নহে
চলিছে নাচিয়া ॥৮॥

কর্ম্ম বন্ধ না রাখিয়া
রহিবে নিযুক্ত।
তাহে দেহ সুগঠিত
হয় উপযুক্ত ॥৯॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৯-১০)

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা
করিলেন যজ্ঞ।

জনমিল সেই হেতু
জগতে মানব ॥১০॥

সৃজিয়া মানব কুল
কহিলেন ব্রহ্মা।
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও এবে
লভিয়া করুণা ॥১১॥

দেবতা হইবে তুষ্ট
দিবে ভোগ্যবস্তু।
বাঁচিবে মানবকুল।
যজ্ঞচক্র হেতু ॥১২॥

যজ্ঞরূপী কর্ম্ম ছাড়া
সকলি বন্ধন।
আসক্তি বিহীন কর্ম্মে
বন্ধনে খণ্ডন ॥১৩॥

(শ্লোক সংখ্যা : ১১-১৩)

যজ্ঞচক্র সৃজিলেন
সৃষ্টির পালনে।
দেবগণে দেয় অন্ন
মানব সন্তানে ॥১৪॥

দেবদত্ত ভোগ্যবস্তু
দেবতার প্রাপ্য।
নাহি দেয় দেবতাকে
চোর সে অবশ্য ॥১৫॥

যজ্ঞ করি সম্পাদন
সাধু সন্তজন।
অবশিষ্ট যজ্ঞ অন্ন
করেন গ্রহণ ॥১৬॥

পবিত্র যজ্ঞের অন্ন
করিয়া গ্রহণ।
সর্ব্বপাপে হয় মুক্ত
সাধু সন্ত জন ॥১৭॥

অন্যথায় অন্ন হয়
অভক্ষ অশুচি।
পাপী করে সেই অন্নে
উদরের পূর্ত্তি ॥১৮॥

(শ্লোক সংখ্যা : ১৪-১৬)

যজ্ঞের উদ্ভব কর্ম্মে
যজ্ঞ সৃজে করি।
করিতে উপজে অন্ন
বাঁচে দেহধারী ॥১৯॥

কর্ম্মের উদ্ভব ব্রহ্মে
ব্রহ্ম অক্ষরেতে।
পরম ব্রহ্ম নিযুক্ত
মহান যজ্ঞেতে ॥২০॥

নাহি মানে যজ্ঞ চক্র
ঈশ্বরের দান।
বৃথাই জনম ধরে
হৃদয় পাষাণ ॥২১॥

সেইজন মানে শ্রেষ্ঠ
ইন্দ্রিয় আরাম।

উহাতেই দাসখৎ
করয়ে প্রদান ॥২২॥

(শ্লোক সংখ্যা : ১৭-২১)

আত্মাতে সন্তুষ্ট রহে
রহে যেইজন।
কোন্ কর্ম্ম করিবেক
কিবা প্রয়োজন ॥২৩॥
আসক্তি থাকিলে কর্ম্মে
বৃথা পণ্ডশ্রম।
না করিও সেই কর্ম্ম
অযথা বন্ধন ॥২৪॥
কর্ম্ম করো সম্পাদন
না রাখি আসক্তি।
তবেই মিলিবে মোক্ষ
পুণ্যধামে স্থিতি ॥২৫॥
জনকাদি কর্ম্মযোগী
মানব হিতায়।
করিতেন সর্ব্ব কর্ম্ম
সিদ্ধির আশায় ॥২৬॥
উত্তম জানিবে ইহা
শ্রেষ্ঠানুসরণ।
পণ্ডিতের দেখাদেখি
চলে অন্যজন ॥২৭॥

(শ্লোক সংখ্যা : ২২-২৪)

সর্ব্বগুণে গুণান্বিত
নাম ভগবান্।
সদাই করেন কর্ম্ম
পালিতে সন্তান ॥২৮॥
যদ্যপিও আপ্তকাম
কর্ম্ম বন্ধ নাই।
দৃষ্টান্ত স্থাপনে প্রভু
নিযুক্ত সদাই ॥২৯॥
রহিলে নিযুক্ত প্রভু
নিজ কার্য্যে রত।
অন্যজনে করিবেক
জানি সেইমত ॥৩০॥
প্রভু না করিলে কর্ম্ম
লোকে অকল্যাণ।
বাড়িবে বর্ণশঙ্কর
অযোগ্য সন্তান ॥৩১॥

(শ্লোক সংখ্যা : ২৫-২৬)

করে কর্ম্ম অজ্ঞ ব্যক্তি
হইয়া আসক্ত।
আসক্ত কহিলে তাহে
হয় দ্বিধাগ্রস্থ ॥৩২॥
বিচলিত না করিও
বৃথা অজ্ঞ জনে।
কি কহিতে কি কহিবে
যাহা আসে মনে ॥৩৩॥
জ্ঞানীজনে করে কর্ম্ম
দেখে জগজন।
লোকশিক্ষা হয় তাহে
জ্ঞান বিতরণ ॥৩৪॥

(শ্লোক সংখ্যা : ২৭-২৯)

চলে কর্ম্ম ধরণীতে
ত্রিগুণ প্রভাবে।
অহঙ্কারী কর্ত্তা সাজে
জ্ঞানের অভাবে ॥৩৫॥

বিমোহিত জীবগণ
প্রকৃতির চক্রে।
নিজেকেই কর্ত্তা ভাবে
ভ্রমের আবর্ত্তে ॥৩৬॥

মায়ার ভ্রমেতে যদি
কহয়ে কুকথা।
অযথা না শুনাইও
জ্ঞানের বারতা ॥৩৭॥

গুণ ও কর্ম্মের তত্ত্ব
হও অবগত।
কর কর্ম্ম বিধিমত
সুচারু সম্মত ॥৩৮॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৩০-৩২)

দোষ নাহি ধরে যেবা
ঈশ্বর বচনে।
মুক্তি লভে সেইজন
নিষ্কাম করমে ॥৩৯॥

দোষ ধরে ঈর্ষা করে
ঈশ্বরীয় বাণী।
ধিক্ সেই নরাধমে
সমাজের গ্লানি ॥৪০॥

ঈশ্বরের ভক্ত যেবা
তাঁহাতেই মন।
বন্ধনেতে হয় মুক্ত
সেজন সজ্জন ॥৪১॥

প্রভুর চরণে কর
আত্মসমর্পণ।
নিরাশী নির্ম্মম হও
কর যুদ্ধ পণ ॥৪২॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৩৩-৩৫)

যতদিন রহে জীব
রহে সংস্কার।
অদমিত না রহিয়া
করয়ে প্রসার ॥৪৩॥

প্রকৃতির অনুসারে
চলে সকলেই।
ছুটকারা নাহি পায়
কদাপি কেহই ॥৪৪॥

অনুকূলে অনুরাগ
প্রতিকূলে দ্বেষ।
দ্বেষ-রাগে বশীভূত
কর সবিশেষ ॥৪৫॥

যদিও বা অঙ্গহীন
স্বধর্ম্ম প্রধান।
পরধর্ম্ম ভয়াবহ
আনে অক্যাণ ॥৪৬॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৩৬-৩৭)

পাপকর্ম্ম করে লোক
করে অনিচ্ছায়।
কোন্ সে প্রবল শত্রু
কুকর্ম্ম করায় ॥৪৭॥

নাম বলিলেন কৃষ্ণ
নাম তাহাদের।
যাহারা করয়ে হানি
সর্ব্ব মানবের ॥৪৮॥

কাম ক্রোধ উভয়েই
নানা অভিলাষ।
বাধ্য করে অজ্ঞজীবে
কুপথে ঘুরায় ॥৪৯॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৩৮-৪১)

ধোঁয়াতে ঢাকিয়া রাখে
প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।
ধূলাতে ঢাকিয়া রাখে
কাঁচের চিক্কনী ॥৫০॥

সেইরূপে কামরিপু
রাখয়ে ঢাকিয়া।
মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি
মোহে আবরিয়া ॥৫১॥

দেহ মন ও বুদ্ধিকে
ভুলায় ভুলোকে।
কামনা জাগিয়া রহে
আশার আলোকে ॥৫২॥

যবে আসে নিজ বশে
অশান্ত ইন্দ্রিয়।
কামনা রহেনা মনে
হয়েক নিষ্ক্রিয় ॥৫৩॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৪২-৪৩)

মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি
দেহের উপর।
বিরাজিছে শুদ্ধ আত্মা
যেন দিবাকর ॥৫৪॥

জাগাও চেতন আত্মা
জাগাও তাহায়।
মলিনাত্মা অধোমুখে
যেন সে পালায় ॥৫৫॥

এইরূপে কর বধ
মহাশত্রু কাম।
দুর্ধর্ষ সে মহাশত্রু
অতি বলবান্ ॥৫৬॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউ দিল্লী।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)
ফোন ঃ ২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২৯শে পৌষ, ১৩৮৮ ; ইং ১৪।১।১৯৮২

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩ গোবিন্দ, ৪৯৫ গৌরাব্দ ; ২৮শে মাঘ, ১৩৮৮ সাল (ইং ১১।২।৮২) বৃহস্পতিবার উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ গোবিন্দ, ১লা ফাল্গুন (ইং ১৩।২।৮২) শনিবার পর্য্যন্ত **ত্রয়োদিবস-ব্যাপী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈষ্ণবকানুগতাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ ২৮শে মাঘ, বৃহস্পতিবার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি তদন্তর শ্রীগুরু-[illegible]মাসূচক বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজাপঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ [illegible] এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

২৯শে মাঘ, শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল গুরু-পাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

১লা ফাল্গুন, শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৩শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ৪ গোবিন্দ, ৪৯৫ গৌরাব্দ | ১২শ সংখ্যা
২৯ মাঘ, শুক্রবার, ১৩৮৮ ; ইং ১২।২।১৯৮২

সানুবাদং

(শ্রীকৃষ্ণ)-প্রণাম-প্রণয়াখ্য-স্তবঃ

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতঃ]

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

কন্দর্পকোটি-রম্যায় স্ফুরদিন্দীবর-ত্বিষে ।
জগন্মোহন-লীলায় নমো গোপেন্দ্র-সূনবে ॥ ১ ॥

যিনি কোটী কন্দর্পের ন্যায় রমণীয়, বিকসিত নীল-পদ্মের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি চমৎকার লীলাপ্রকাশে ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

কৃষ্ণলা-কৃতহারায় কৃষ্ণ-লাবণ্যশালিনে ।
কৃষ্ণা-কূল-করীন্দ্রায় কৃষ্ণায় করবৈ নমঃ ॥ ২ ॥

যিনি গুঞ্জাহার-ভূষণে ভূষিত, ইন্দ্রনীল-মণির ন্যায় যাঁহার লাবণ্য এবং যিনি কালিন্দী-কূলের করীন্দ্র-স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

সর্ব্বানন্দ-কদম্বায় কদম্ব-কুসুম-স্রজে ।
নমঃ প্রেমাবলম্বায় প্রলম্বারি-কনীয়সে ॥ ৩ ॥

যিনি অখিল আনন্দের কারণ-স্বরূপ, কদম্ব-কুসুম-মালায় যাঁহার বক্ষঃস্থল সুশোভিত, যিনি ভক্তগণের প্রেম দ্বারা বশীভূত হন, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

কুণ্ডল-স্ফুরদংশায় বংশায়ত্ত-মুখশ্রিয়ে ।
রাধা-মানস-হংসায় ব্রজোত্তংসায় তে নমঃ ॥ ৪ ॥

দোদুল্যমান কর্ণকুণ্ডল দ্বারা যাঁহার স্কন্ধদেশ সুশোভিত, বংশী বাদনহেতু ঈষৎ বক্রীকৃত মুখমণ্ডল দ্বারা যিনি সুশোভিত, যিনি শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ মানস-সরোবরের হংসস্বরূপ, ব্রজবাসিগণের শিরোভূষণ-স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

নমঃ শিখণ্ড চূড়ায় দণ্ড-মণ্ডিত-পাণয়ে ।
কুণ্ডলীকৃত-পুষ্পায় পুণ্ডরীকেক্ষণায় তে ॥ ৫ ॥

ময়ূর-পুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত, যিনি গো-রক্ষণের নিমিত্ত রত্ন-খচিত দণ্ড ধারণ করিতেছেন, পুষ্প-নির্ম্মিত কর্ণ-কুণ্ডলে যাঁহার কর্ণ-যুগল ভূষিত, সেই পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

রাধিকা-প্রেম-মাধ্বীক-মাধুরী-মুদিতান্তরম্ ।
কন্দর্পবৃন্দ-সৌন্দর্য্যং গোবিন্দমভিবাদয়ে ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধিকার প্রেমরূপ মধুর-রস-মাধুরী পান করিয়া যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত ও কন্দর্পকোটির ন্যায় যাঁহার সৌন্দর্য্য, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি অভিবাদন করি ॥ ৬ ॥

শৃঙ্গাররস-শৃঙ্গারং কর্ণিকারারাত্ত-কর্ণিকম্ ।
বন্দে শ্রিয়া নবাম্ভ্রাণাং বিভ্রাণং বিভ্রমং হরিম্ ॥ ৭ ॥

যিনি শৃঙ্গার-রসের ভূষণ-স্বরূপ, যিনি কর্ণিকার-কুসুমদ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন, যিনি শ্রীঅঙ্গ-কান্তিদ্বারা নবীন মেঘের ন্যায় ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছেন, সেই শ্রীহরিকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

সাধ্বীব্রত-মণিব্রাত-পশ্যতোহর-বেণবে ।
কহ্লারকৃত-চূড়ায় শঙ্খচূড়-ভিদে নমঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহার বংশী, সাধ্বী রমণীগণের ধর্ম্মনিষ্ঠা-রূপ রত্ননিচয়ের অপহারিকা পদ্মপুষ্পদ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত এবং যিনি শঙ্খচূড়-নামক কংস-ভৃত্যের নিহন্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

রাধিকাধর-বন্ধূক-মকরন্দ-মধুব্রতম্ ।
দৈত্য-সিন্ধুর-পারীন্দ্রং বন্দে গোপেন্দ্র-নন্দনম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধিকার অধররূপ বন্ধূক-পুষ্পের মকরন্দ-পানে যিনি ভ্রমর স্বরূপ এবং যিনি দানব-রূপ মাতঙ্গগণের সিংহস্বরূপ, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ৯ ॥

বর্হেন্দ্রায়ুধ-রম্যায় জগজ্জীবন-দায়িনে ।
রাধা-বিদ্যুদ্ব্যুতাঙ্গায় কৃষ্ণাম্ভোদায় তে নমঃ ॥ ১০ ॥

যিনি ময়ূরপুচ্ছরূপ, ইন্দ্রধনুদ্বারা কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের জীবনদাতা এবং শ্রীরাধিকারূপ বিদ্যুন্মালায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, সেই কৃষ্ণরূপ নবীন মেঘকে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥

প্রেমান্ধ-বল্লবীবৃন্দ-লোচনেন্দীবরেন্দবে ।
কাশ্মীর-তিলকাঢ্যায় নমঃ পীতাম্বরায় তে ॥ ১১ ॥

যিনি প্রেমান্ধ ব্রজ-বনিতাগণের নয়নরূপ ইন্দীবরের চন্দ্রস্বরূপ এবং যিনি কুঙ্কুম-রচিত তিলকে সুশোভিত, সেই পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

গীর্ব্বাণেশ-মদোদ্দাম-দাব-নির্ব্বাণ-নীরদম্ ।
কন্দুকীকৃত-শৈলেন্দ্রং বন্দে গোকুল-বান্ধবম্ ॥ ১২ ॥

যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রগাঢ় গর্ব্বরূপ দাবানল-নির্ব্বাণে নবীন মেঘ-স্বরূপ এবং যিনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় উত্তোলন করিয়াছিলেন, সেই গোকুল-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১২ ॥

দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽস্মি মস্তগ্রাবভরার্দ্দিতঃ ।
দুষ্টে কারুণ্য-পারীণ ময়ি কৃষ্ণ কৃপাং কুরু ॥ ১৩ ॥

হে কারুণ্যবারিধে! হে কৃষ্ণ! আমি অপরাধরূপ পাষাণ-ভারগ্রস্ত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি, অতএব অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই মন্দ ব্যক্তিকে উদ্ধার করুন ॥ ১৩ ॥

আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেক-হতোঽপ্যহম্।
ত্বৎকারুণ্য-প্রতীক্ষোঽস্মি-প্রসীদ ময়ি মাধব ॥ ১৪ ॥

হে মাধব! আমি শত শত অপরাধের আধার ও অজ্ঞান-প্রভাবে হতচিত্ত হইয়া এক্ষণে আপনার কারুণ্যের প্রতীক্ষা করিতেছি; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৪ ॥

বৈষ্ণব-মর্য্যাদা

পশু ও মানবের পার্থক্য

এই জগতের প্রাণিগণের মধ্যে মানবের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে। প্রাণিগণের মধ্যে অজড় চেতনভাব মানবেই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাৎকালিক প্রতীতিবশে পশুও চেতনবিশিষ্ট বলিয়া তাহার কার্য্যাবলীতে পরিচয় দেয়। ঐহিক ও ব্যবহার বিচার-বিষয়ে পশু ও মানবে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি ব্যাপারে মানবের সহিত পশুগণের সাদৃশ্য থাকিলেও মানব পশু হইতে অধিকতর বুদ্ধিমান্। সেই বুদ্ধিটী অন্য কিছুই নহে, কেবল ঐহিক জ্ঞানাতীত মানব পারলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-ভেদে ত্রিবিধ পারলৌকিক জ্ঞান

মানবের পারলৌকিক জ্ঞানে ত্রিবিধ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। দেহ ও মন সঙ্কলিত আত্মপরিচয়ে ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখ ও সুখভোগের যে বৃত্তিবশে মানব চালিত হন, ঐ গমনযোগ্য পথকে কর্ম্মপথ বলে। ইহারই নামান্তর প্রবৃত্তিমার্গ; দেহ ও মন-সম্বলিত আত্মপরিচয়ে যে-কালে মানব ঐহিক-পারত্রিক ভোগ হইতে বিরত হন, এবং দেহ ও মনের চেষ্টাসমূহ স্তব্ধ হয়, শান্তিই যখন আরাধ্য বস্তু হয়, সেইকালে অপ্রবৃত্ত দেহ ও মন জ্ঞানের উদ্দেশে অজ্ঞানপথে চলেন এবং তাদৃশ প্রবৃত্তিপথ পরিহার করিবার ইচ্ছা

করেন, উহাই জ্ঞানপথ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। এই দুইপ্রকার পথ ব্যতীত অবিমিশ্র আত্মা নিত্যবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত জগতে বৈকুণ্ঠনাথের যে অনুশীলন করেন, তাহাই অবিমিশ্র আত্মার নিত্য অয়নমার্গ বা ভক্তিপথ।

ভক্তির স্বভাব প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক

ভক্তিপথ কেবল নিবৃত্তি-মার্গ নহে, উহা ভোগপর প্রবৃত্তি-মার্গও নহে, কিন্তু কৃষ্ণ-ভোগপর প্রবৃত্তি-মার্গ এবং জড়-ত্যাগপর নিবৃত্তি-মার্গ। **আত্ম-ধর্ম্মে চেতনের স্বভাব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গাত্মক।** প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইতে চিদ্বৈচিত্র্য তাহা নিত্য এবং তদ্রূপ-বৈভব নামে পরিচিত। পরমাত্মার নিত্য প্রবৃত্তি হইতে তদ্রূপবৈভব এবং জীবাত্মার প্রবৃত্তি হইতে আশ্রয়ের নিত্য সেবন-চেষ্টা।

মানব ব্যতীত পশুর ভক্তিতে অধিকার নাই

তিনি সেবন চেষ্টায় উদাসীন হইলেই তাঁহার রস-বিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য শান্ত হইয়া পড়ে। তটস্থশক্তি বর্ণনে জীবের স্বরূপ শান্ত-ধর্ম্মময়। বৈকুণ্ঠে এবং তদুপরিভাগ গোলোকে শান্ত জীব নিত্য সেবোন্মুখ হইয়া চিদ্বৃত্তির পরিচয় দেন, এজন্যই ভক্তিযোগিগণ মানব-মাত্রেরই ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার আছে, বলেন। মানব ব্যতীত অন্য চেতনবিশিষ্ট প্রাণীরও কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে জন্ম-রাজ্যে বিচরণ করা সম্ভবপর। কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানাবরণ-মুক্ত হইবার সম্ভাবনা পশুতে নাই।

ভক্তসঙ্গে জ্ঞানীও ভক্ত হইতে পারেন

হরিবিমুখ জ্ঞানী জড়কে ভোগ করিতে অভিলাষী নহেন, নিত্য সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও সেবা করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও ন্যূনাধিক জড়ের অন্যতম বস্তু মনে করেন। এজন্য তাঁহার নিবৃত্তিমার্গে এত আদর। ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠ-বুদ্ধিবিশিষ্ট। তিনি কর্ম্মী ও জ্ঞানী মানবের ন্যায় মায়িক রাজ্যে বিচরণ করেন না; মায়াবাদ দ্বারা জীব ও জগতের বিচার করেন না বা ভোগ্য ও ভোক্তার বিচার করেন না। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অনুগ্রহে কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই ন্যূনাধিক ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্য্য দেখিবার অবকাশ পান এবং ভক্তি-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আকর্ষণ-কারী ও নিজেকে এবং তাঁহার মিত্রবর্গকে আকৃষ্ট তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। কর্ম্ম-জ্ঞানের আবরণ সে-কালে বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জানিবার বাধা দেয় না।

কর্ম্মী-জ্ঞানীর বিমুখতার কারণ—কৃষ্ণদাস্য-জ্ঞানের অভাব

যে-কালে আত্মাকে কৃষ্ণদাস জানিবার অন্তরায় উপস্থিত হয়, তৎকালেই হরিবিমুখ বদ্ধজীবও ভোগময় জড়জগৎ দৃশ্যরূপে উপলব্ধ হয়। সেইকালে জীব আপনাকে প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তুবিশেষ অভিমান করেন। এই নশ্বর অভিমানফলে জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানপথের পথিক হইয়া প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গকে আদর করিতে থাকেন।

মায়াবাদীর গুণবিচার অসম্পূর্ণ; বৈষ্ণব-মর্য্যাদা বিষ্ণু-মর্য্যাদার সমান ও অধিক

গুণজাত প্রাকৃত জগতে যে সত্ত্বগুণের অংশ আমরা দেখিতে পাই, তাহা মিশ্রধর্ম্ম-ক্রমে অপূর্ণ ও হেয়ত্বযুক্ত। প্রাকৃত জগতের সত্ত্বগুণ হেয় ও অপূর্ণ হইলেও চিদানন্দের সহিত সমভাব-বিশিষ্ট। চিদানন্দের সত্ত্বা আংশিকভাবে প্রপঞ্চে আছে বলিয়া পূর্ণ মাত্রায় পরম উপাদেয়রূপে নিত্য বৈকুণ্ঠে তাহার নিত্যপূর্ণ অজড় অবস্থান নাই—এরূপ মায়িক যুক্তিচাঞ্চল্য যাঁহারা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে মায়াবাদী বলে। তাঁহারা স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও বিমুখবৃত্তিবশে মায়াবাদী বা অবৈষ্ণব। এই মায়াবাদ বা অবৈষ্ণবতার হস্ত হইতে শুদ্ধজীবাত্মা কতটা মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া হরি-সেবাপর হন, ততটা পরিমাণে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারেন। **বৈষ্ণবের মর্য্যাদা ভগবন্মর্য্যাদা তুল্য বা অধিক জানিতে পারিলে জীবাত্মার নিত্য স্বরূপগত ধর্ম্ম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।**

প্রাকৃত উচ্চাবচ ও অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ উচ্চাবচ

প্রাকৃত জগতে উচ্চাবচ-বিচারে শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতার বিশেষত্ব আছে। প্রাকৃত জগতে ক্রমোন্নতি-ক্রমে যে পরমোৎকৃষ্ট আসন আমরা ধারণা করি, তাহাই বরণীয় ও মর্য্যাদাসম্পন্ন। হেয়, অনুপাদেয় অভাববিশিষ্ট অনুভব-সমূহ জীবের আনন্দে বাধা প্রদর্শন করে। আনন্দময় জীব চেতনবৃত্তি দ্বারা উপাদেয়, অনন্ত, পূর্ণ প্রভৃতি মর্য্যাদাসমূহ আবাহন করিয়া স্বীয় নিত্য স্বভাবের পরিচয় দেন। তৎসম্বন্ধীয় প্রাকৃত পরিচয়সমূহে উচ্চাবচ থাকিলেও প্রকৃতির অতীত রাজ্য—যাহাকে আত্মরাজ্য, বৈকুণ্ঠ, গোলোক বা পরব্যোম প্রভৃতি শব্দদ্বারা লক্ষ্য করা হয়,—সেই নিত্যধামে পরমোপাদেয়তার জন্য চিদ্বিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য নিত্যাবস্থিত। উহা যদি মায়িক রাজ্য হইত,

তাহা হইলে বদ্ধজীব মায়াবাদীর ন্যায় সেখানে যাইতে সমর্থ হইত। কিন্তু পরম নির্ম্মল শুদ্ধজীবাত্মা মায়াবাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করত তথায় গিয়া সেব্যতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ কৃষ্ণের সেবা করিতে নিত্যকাল যোগ্য।

মায়াবাদীর মর্য্যাদা অপেক্ষা বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে উন্নত

জড়জগতে মায়ান্তর্গত মায়াবাদী যতই কেন না উচ্চত্বের আদর করুন না, তাঁহার সর্ব্বোত্তম আদর্শ অপেক্ষা বিষ্ণুর নিত্যদাস বৈষ্ণবের মর্য্যাদা অভ্যুন্নত। জ্ঞানী যখন মায়িক কল্পনাবশে পারমহংস্য ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন মনে করেন, তখনও মায়িক বিচার-নিবন্ধন অসমর্থতা, অর্ব্বাচীনতা তাঁহার সঙ্গত্যাগ করে না। সুতরাং বৈষ্ণব-মর্য্যাদা সমল-জ্ঞানি-পরমহংসগণের মর্য্যাদা অপেক্ষা উন্নত সোপানে অবস্থিত। সমল-পরমহংসগণ বৈষ্ণবের পদবী সমন্বয় বিচারে বহুমানন করেন না বলিয়াই যে তাদৃশ মর্য্যাদা অনিত্য, এরূপ নহে। দেহ ও মন যখন আত্মার নিত্য সেবন-বৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখনই বদ্ধজগতে থাকিয়াও তাঁহার বৈষ্ণবাভিমান হয়। বৈষ্ণবাভিমানে কোন প্রাকৃত দম্ভ-অহঙ্কার নাই। তাহাতে দৈহিক ও মানসিক হিংসার বস্তু কিছুই নাই।

উত্তম-ভক্তের বৈষ্ণবাভিমান—চিদভিমান

তবে দৈহিক ও মানসিক হিংসার বস্তু থাকাকাল পর্য্যন্ত যে দৈহিক ও মানসিক বৈষ্ণবাভিমান, তাহা নরকের হেতু। বৈষ্ণবেরা সেজন্য উত্তমা-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াও আমাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র-ভক্ত বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক আদর্শ শুদ্ধভক্তি স্থাপন করেন—বাস্তবিক অবিমিশ্র শুদ্ধ জীবাত্মার কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র অভিমান আদৌ নাই। শুদ্ধ জীবাত্মার কেবলা ভক্তিই একমাত্র বৃত্তি; যেহেতু কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণ-ভজনই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন—এবিষয়ে বৈষ্ণব-পরমহংসের মতভেদ নাই।

বৈষ্ণব-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের ফল

কর্ম্মী ও জ্ঞানী যে-কালে কর্ম্মমিশ্র ভক্ত ও জ্ঞানমিশ্র ভক্ত হইবার সুযোগ পান, সেই সময়ই তিনি কেবলা ভক্তির স্বরূপ স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারেন।

আত্মবৃত্তি দ্বারা কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হইলে, জীব হরি-সেবার প্রতিকূল জড়ীয় বস্তুসমূহে ভোগ্যবুদ্ধি করেন না এবং যাঁহারা ভোগবুদ্ধি করেন, তাঁহাদিগের সহিত একমত হন না। এতাদৃশ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, তাহা কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী অনেক সময় বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—**"মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি সহিতে না পারোঁ।"** অর্থাৎ যদ্যপি কেহ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধযুক্ত হইয়া ভগবানের বিরাগভাজন হইবেন।

বৈষ্ণবকে উপদেশ দান—মর্য্যাদাহানি, যেহেতু তিনি সকলের গুরু

প্রাকৃত বিচারে মত্ত হইয়া বৈষ্ণবকে উপদেশ দিতে গেলেও মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়। বৈষ্ণবগণ সকলের গুরু, সুতরাং গুরুকে উপদেশ দিতে গেলে মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়। সেই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদানন্দকে শ্রীমদ্ সনাতন-বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীউপদেশামৃতে লিখিয়াছেন,—

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ ॥"

জাতি-গোস্বামিগণ বৈষ্ণব-মর্য্যাদা-দানে কুণ্ঠিত বলিয়া অপরাধী ও অবৈষ্ণব

আমরা শুনিতে পাই, অনেক আচার্য্য-সন্তান, নিত্যানন্দাদ্বৈত বংশ-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী সন্তানগণ শৌক্র-জড়দেহের প্রাকৃত-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, জড় সমাজের সামাজিকগণের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈষ্ণব-মর্য্যাদার লঙ্ঘন করিয়া বসেন। এই অপরাধে জড়ীয় শৌক্র-সম্বন্ধকে প্রবল করায় যোষিৎ-সঙ্গহেতু তাহারা বিশুদ্ধ অবৈষ্ণব ও জড়ীয় স্বার্থের ভারবাহী চতুষ্পদ না হইলেও দ্বিপদ সম্বন্ধ জ্ঞানহীন অবৈষ্ণব। এইসকল মূঢ় কপটাচারী ভাড়াটিয়া আচার্য্য-কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইলেও অপরাধবশতঃ নরক-পথের পথিক। তাহারা বৈষ্ণবদিগকে তাহাদের জড়চক্ষে জড়ের অন্যতম মনে করে। তাদৃশ মননই সেই নারকিগণকে স্বরূপ-পরিচয় বিস্মৃত করাইয়া বৈষ্ণবাপরাধে অপরাধী করাইয়াছে।

জাতি গোস্বামিগণ অপরাধী, সুতরাং গুরু হইবার যোগ্য নহে

এই অবৈষ্ণবগণের নিকট হইতে কেহ যেন পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ না করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত—"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" এই শাস্ত্রশাসনের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে আপনাদিগকে কেহই কখন নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা এই বৈষ্ণব-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী জড় শৌক্রাভিমানদৃপ্ত জনগণকে সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন জানিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ হইতে তাহাদিগকে অবর সপ্তলোকে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করি। তাহা হইলেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে হরিভক্তির নির্ব্বাধ প্রচার হইতে পারিবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮০ পৃষ্ঠার পর)

বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব লইয়া যে সমাজ গঠিত তাহাই প্রকৃত গৌরাঙ্গ-সমাজ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সর্ব্বপ্রকার বৈষ্ণব লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ গঠিত না হইলে এই সমাজ বহুদিন জীবিত থাকিবে না। সত্য বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ বৈষ্ণব লইয়া যে সমাজ গঠিত হইবে, সেই সমাজের নামই গৌরাঙ্গ-সমাজ। তন্মধ্যে যাঁহারা ভজন-সুখে মগ্ন, তাঁহারা সংসারের উন্নতি-সাধনে অনেকটা অকর্ম্মণ্য। যাঁহারা ভজনোন্মুখ, তাঁহারা ভজনসুখে বিশেষ নিমগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারের উন্নতি সাধন করিতে পারেন। তাঁহারাও ভজন-সুখময় বৈষ্ণবসঙ্গ না পাইলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই কেবল সংসারী হইয়া পড়েন। সুতরাং এ প্রণালী লোকদিগের পক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গ ছাড়িয়া গৌরাঙ্গ-সমাজ বলিয়া আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠা করা কেবল আত্মবঞ্চনা হয়।

উন্নতাধিকারী বৈষ্ণবগণের সঙ্গ ব্যতীত ভজনোন্নতি সম্ভব নয়

নিতান্ত সংসারীর সঙ্গে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম প্রচারে নিযুক্ত থাকুন, তথাপি ভজন-সুখ-মগ্ন বৈষ্ণবদিগের সঙ্গ ব্যতীত তাঁহাদের জীবন বৃথা হইবে এবং ক্রমে ক্রমে অধোগতি হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে য.হ.

লিখিয়াছি, তাহা দেখিয়াও গৌরাঙ্গ-সমাজ যখন ভজন-সুখমগ্ন পুরুষদিগের এই সমাজের সংযোগ লাভ করিবার যত্ন করিতেছেন না, তখন এই সমাজের চরমে কি হইবে, তাহা বলিতে পারা যায় না।

ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারকের শ্রীগৌরাঙ্গশিক্ষা-বিরোধী তোষণ-নীতি সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়

এখন দেখা যাইতেছে যে, গৌরাঙ্গ-সমাজের সভ্যগণ মহাপ্রভুর জন্মদিনের উৎসবের পর আর কোন বিশেষ কার্য্য করিতেছেন না; দুই-একটি সংসারী লোকের বাটীতে সভা করিয়া যে বিশেষ কার্য্য করিবেন, তাহা বোধ হয় না। কেবল সংসারী লোকদিগকে সন্তোষ করিতে গেলে ক্রমশঃ অনর্থ উদয় হইবে। তাহাদের মতে মত দিয়া নিরবচ্ছিন্ন মায়াবাদ ঢেউতে ভাসিতে থাকিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তি প্রচার করিবার জন্য সেইসকল সংসারী লোকদিগের নির্দ্দোষ সহায়তা গ্রহণ করা ভাল কিন্তু তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা অতীব অন্যায়। জগতে সকল জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করুন কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অনুসরণীয় চরিত্র ও মহা সারগর্ভ উপদেশ কখনই ভুলিবেন না। নগরে নগরে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা প্রচার করুন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা-টহল-প্রচারে শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের প্রতি

হে গৌরাঙ্গ-সমাজের-ভক্তগণ, আপনারা হস্তে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" লইয়া দ্বারে দ্বারে শ্রীমহাপ্রভুর নাম ও শিক্ষা প্রচার করুন। মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আজ্ঞা-টহল প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপনারাও সর্ব্বদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইয়া শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারে সৎপাত্র নিযুক্ত করুন। প্রচার-কার্য্য অসৎ পাত্রের দ্বারা হয় না। আমাদের বিবেচনায় আপনারা অবিলম্বে একটী বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠী করুন। কতকগুলি নিঃস্বার্থ সচ্চরিত্র লোককে সেই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত করিয়া নগরে নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারের ভার অর্পণ করুন। যাঁহারা এইরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন, তাঁহারাই ধন্য। এইরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন না করিলে শ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ চরিত্রের অনুকরণ (মাত্র) হইবে।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

কৈর্ব্বা সর্ব্বপুমর্থমৌলিরকৃতায়াসৈরিহাসাদিতো-
নাসীদ্গৌর পদারবিন্দরজসা স্পৃষ্টে মহীমণ্ডলে।
হা হা ধিগ্মমজীবনং ধিগপি মে বিদ্যা ধিগপ্যাশ্রমং
যদ্দৌর্ভাগ্যপরাবরৈর্মম চ তৎসম্বন্ধ গন্ধোঽপ্যভূৎ ॥ ৪৭ ॥

পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেমমহাধন।
চৈতন্য প্রকটে নাহি লভে কোন জন ॥
গৌরাঙ্গ-পদারবিন্দ-রজঃ-শুদ্ধ-ভক্তি।
পরশে জগদ্বাসী হেলে পাইল রতি ॥
হায় হায় ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
ভক্তি বিনা বৃথা প্রাণ করিয়ে ধারণ ॥
ধিক্ শাস্ত্রাদিক জ্ঞান বিদ্যা যে আমার।
গর্দ্দভের মত মাত্র বহি শুধু ভার ॥
ধিক্ ধিক্ ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাস-আশ্রম।
গৃহব্রত হৈয়া আমি করি বৃথা-শ্রম ॥
বিদ্যা-ধন-জন-রূপ-কুলাশ্রম বল।
আমার দুর্ভাগ্য মাত্র করয়ে প্রবল ॥
"মোরসম বিদ্যা কা'রও নাহিক ভুবনে।
রূপেতে কন্দর্পসম শ্রেষ্ঠ ধনে জনে ॥
মহান্ কুলেতে আমি হইনু প্রসূত।
সর্ব্বাশ্রমে সর্ব্বযজ্ঞে হইনু দীক্ষিত ॥"
এই মদে মত্ত আমি রহি রাত্রদিন।
মত্তের মঙ্গল কভু নহে সমীচীন ॥
ইহকাল পরকাল ভোগের সাধনে।
সর্ব্বদা প্রমত্ত নাহি পাইনু প্রেমধনে ॥

অহঙ্কার বর্দ্ধিত হৈয়া মোরে কৈল অন্ধ
তাই না পাইনু প্রেম সম্বন্ধের গন্ধ ॥
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ, রসাভাসের জননী।
কর্ম্ম জ্ঞান চেষ্টা মিছা ভক্তি রে'ত মানি ॥
জনম ঐশ্বর্য্য বিদ্যা আদি মদ হৈতে।
কর্ম্ম জ্ঞান চেষ্টা জন্মে বিপদ যাহাতে ॥
প্রাকৃত সম্পদ মোর হইল বিপদ।
দুর্ভাগ্যে বঞ্চিত আমি হৈনু গৌরপদ ॥ ৪৭ ॥

উৎসসর্পগজগদেব পুরয়ন্ গৌরচন্দ্রকরুণামহার্ণবঃ।
বিন্দুমাত্রমপি নাপতন্মহাদুর্ভগে ময়ি কিমেতদদ্ভুতম্ ॥ ৪৮ ॥

গৌরাঙ্গ-করুণা বিনা কেহ প্রেমধনে
কভু নাহি প্রাপ্ত হয় ভাগ্যহীনজনে ॥
তাহার দৃষ্টান্ত ভবে আমি ত উজ্জ্বল।
সর্ব্বদা প্রমত্ত জড় বিষয়ে কেবল ॥
গৌরচন্দ্র করুণার মহান্ অর্ণব।
প্রকটিল জলধর গৌরভক্ত সব ॥
শ্রীস্বরূপ দামোদর রায় রামানন্দ।
রূপ সনাতন আদি মুরারি মুকুন্দ ॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ বিদ্যুৎ ঝলকে
হেরিয়া পড়ুয়া পাপ-পাষণ্ড চমকে ॥
গৌরাঙ্গ-ইচ্ছায় মেঘ সর্ব্বত্র বর্ষিল।
জগত ব্যাপীয়া সর্ব্বস্থান উছলিল ॥
অদ্ভুত আমায় বিন্দু না হৈল পতন।
হায় হায় ধিক্ মোর দুর্ভাগ্য জীবন ॥
জগতের মধ্যে কিন্তু আমি একজনা।
তবে কেন না পাইনু করুণার কণা ?

তাহার দৃষ্টান্ত উচ্চ পর্ব্বত শিখরে।
বর্ষিলেও জলবিন্দু তাহে নাহি ধরে॥
সেইরূপ গর্ব্বেতে উন্নত মোর শির।
গৌরাঙ্গ-করুণা-ধারা তাহে নহে স্থির॥
অহঙ্কার-শূন্য যত অকিঞ্চন ভক্ত।
গৌরাঙ্গ-করুণা মাত্র লভিতে সমর্থ॥
হে গৌরাঙ্গ! গর্ব্ব নাশি' করহ করুণা।
জগতে আমার সম নাহি দীনজনা॥

———

উদ্ধারের পথ

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৪ পৃষ্ঠার পর)

জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি

জীবাত্মাই ভিন্ন ভিন্ন দেহ অবলম্বন করে জগতে আসা যাওয়া করে। জীবের এই জন্মান্তর বা দেহান্তর প্রাপ্তির কথা সর্ব্ববাদী সম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে ব্যক্ত হয়েছে,—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"

অর্থাৎ,—দেহধারী জীবের এই স্থূলদেহে যেরূপ কৌমার থেকে যৌবন, যৌবন থেকে জরা বা বার্দ্ধক্য অবস্থা লক্ষিত হয়, সেইরূপ ধীর ব্যক্তি দেহান্তর প্রাপ্তিতে তথা একদেহ ছেড়ে অন্য দেহের প্রাপ্তিতে মোহিত হন না। এস্থলে তাৎপর্য্য এই যে, একই দেহের কৌমারাদি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তির ন্যায় একই দেহীকে কর্ম্মফলানুসারে নানা দেহ ধারণ করতে হয়। এই জীবাত্মাই দেহ ও মন তথা স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় আবরণে আবৃত হ'য়ে পাপকর্ম্ম করে থাকলে নিকৃষ্টস্থানে ইতর প্রাণীরূপে দেহ ধারণ করে এবং পুণ্যকর্ম্ম করে থাকলে এই ভূলোকের উর্দ্ধলোকেও অন্য দেহ লাভ করে। আত্মার উর্দ্ধলোকে অন্য দেহ ধারণ সম্পর্কে শ্রুতিপ্রমাণ যথা,—

"অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রজাপত্যং বা ব্রহ্মং বা।" অর্থাৎ—"পিতৃলোকে, গন্ধর্ব্বলোকে, দেবলোকে, প্রজাপতিলোকে বা ব্রহ্মলোকে অন্য নবতর, কল্যাণতর কলেবর লাভ হয়।" আত্মার জীর্ণদেহ পরিবর্ত্তনকে বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তুলনা করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্বাসীকে লক্ষ্য করে অর্জ্জুনকে বলেছেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

অর্থাৎ—"মানুষ যে প্রকার জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে অপর নববস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ জীবাত্মা সেই জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করে অপর নূতন দেহ ধারণ করে।"

জীব এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে গমনকালে সেই দেহ সম্বন্ধীয় কর্ম্মবাসনা সঙ্গে নিয়ে যায়। জীব ভগবদ্ভজন করে মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত অর্থাৎ জীবের এই বদ্ধদশা থাকা পর্য্যন্ত মন ও তদনুগ ইন্দ্রিয়গণের সহিত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে আশ্রয় করে জন্ম গ্রহণ করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তাই আরও স্পষ্ট করে বল্লেন,—

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥"

অর্থাৎ—"দেহধারী জীব যখন কোন শরীর গ্রহণ করে এবং শরীর হ'তে নির্গত হয়, তখন বায়ু যেরূপ পুষ্পকোষ হ'তে গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক নিয়ে যায়, সেইপ্রকার জীবও এই সকল ইন্দ্রিয়কে সঙ্গে নিয়ে গমন করে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে এ সম্পর্কে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে বলেছেন,—

"মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে॥ (ভাঃ ১১।২২।৩৭)

অর্থাৎ—"কর্ম্মসংস্কারযুক্ত মনই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত এক দেহ হতে দেহান্তরে গমন করে। আত্মা ইহা হ'তে ভিন্ন হলেও অহঙ্কারের দ্বারা সেই মনের অনুগমন করে থাকে।"

আবার জীবের মৃত্যুকালে অন্তিম-স্মৃতি অনুসারে জন্মান্তর ঘটে। সারা জীবনের কর্ম্মের অভ্যাস অন্তিমস্মৃতিরূপে উদিত হয়। শ্রীল ভরত মহারাজ ভগবদ্ভজনে নিরত থেকেও অন্তিম সময়ে মৃগ-চিন্তা করায় মৃত্যুর পর মৃগ-

দেহ ধারণ করে জন্মেছিলেন ; তবে ভগবৎ কর্ত্তৃক তাঁর উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের জন্য প্রারব্ধরূপে মৃগদেহ প্রাপ্তি হ'লেও জাতিস্মরতা লাভ করে ঋষিদের আশ্রমে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। পুরঞ্জনের উপাখ্যানে দেখা যায় যে, পুরঞ্জন স্ত্রীচিন্তায় রত থেকে বাসনানুযায়ী স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ॥"

অর্থাৎ—"হে কৌন্তেয়! যিনি যে-যে বিষয়-চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে অন্তিম-কালে শরীর ত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবই প্রাপ্ত হন, কারণ সর্ব্বদা সেই ভাবনা দ্বারা তাঁহার চিত্ত তন্ময়ীভূত হয়েছে।' অতএব ভগবদিতর বিষয়ে অনাসক্ত থেকে অনুক্ষণ ভগবৎস্মৃতি প্রবলা রাখতে পার্‌লে অন্তকালে ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত্যুকালে গুণের বৃদ্ধি অনুসারে জন্মান্তর সম্পর্কে শাস্ত্র বিশদ্‌ভাবে জানিয়েছেন, যথা—

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥" (গীতা ১৪।১৪-১৫)

অর্থাৎ—"আর যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত-কালে দেহী-জীব দেহ-ত্যাগ করে, তখন হিরণ্যগর্ভাদি উপাসকদিগের সুখপ্রদ লোকসমূহ লাভ করে। রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্তকালে মৃত্যু হ'লে জীব কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য লোকমধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হ'লে পশ্বাদি যোনিতে গমন হয়।" কিন্তু গুণাতীত শুদ্ধভক্ত ভগবান্‌কে লাভ করেন,—যথা ভগবদ্‌বাণী—"যান্তি মামেব নির্গুণাঃ"—(ভাঃ ১১।২৫।২২)।

জীবাত্মা 'আমি কর্ত্তা,—আমি ভোক্তা', 'আমার বিষয়-সংসার' এইরূপ অহংতা ও মমতা-জনিত অসদ্ভাব-বশে প্রাক্তন কর্ম্মের সংস্কার অনুসারে দৈবের প্রেরণায় জড়দেহ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে লিখেছেন,—"জীব অণুচৈতন্য, জ্ঞান-গুণ-সম্পন্ন 'অহং' শব্দবাচ্য, ভোক্তা, মন্তা ও বোদ্ধা। জীবের একটি নিত্যস্বরূপ আছে ;—সেই স্বরূপটি সূক্ষ্ম। যেমন, এই স্থূল শরীরে হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গসকল সুন্দররূপে ন্যস্ত হ'য়ে

স্থূল স্বরূপকে প্রকাশ করেছে, সেইরূপ চিৎকণময় শরীরে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে একটী চিৎকণ-স্বরূপ প্রকাশ করেছে তাহাই জীবের নিত্যস্বরূপ। মায়াবদ্ধ হয়ে সেই শরীরের উপর আর দুইটি উপাধিক শরীর আচ্ছাদন করছে—একটির নাম লিঙ্গ-শরীর, আর একটির নাম স্থূল-শরীর। চিৎকণ-স্বরূপ শরীরের উপর লিঙ্গ-শরীর উপাধি হয়েছে; সেই লিঙ্গ-শরীর জীবের বদ্ধ হ'বার সময় হ'তে মুক্ত হ'বার কাল পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য। জন্মান্তর সময়ে স্থূল-দেহের পরিবর্ত্তন হয়, লিঙ্গদেহের পরিবর্ত্তন হয় না। লিঙ্গদেহ একটি স্থূল-শরীর পরিত্যাগের সময় সেই শরীর কৃত সমস্ত কর্ম্ম-বাসনা সঙ্গে লয়ে দেহান্তর লাভ করেন।"

প্রতিটি অণুচেতন জীবাত্মাই পৃথক্ পৃথক্ চিৎপরমাণু

আমরা জীবাত্মা হেতু আমাদের চেতনাশক্তি রয়েছে। চেতন বস্তু হ'তে যখন চেতন বস্তুর উদ্ভব সম্ভবপর হয়, তখন আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা বা নিয়ামক যে পূর্ণচেতন বস্তু ইহাতে সন্দেহ নেই। জীব সেই পূর্ণচেতনের অংশ বা অণু বলেই শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে,—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥" (গীতা ১৫।৭)

অর্থাৎ—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—আমারই অংশভূত বিভিন্নাংশ সনাতন জীব, এই জগতে প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে থাকে।"

জীবের অণুচৈতন্যত্বের প্রমাণ স্বরূপে শাস্ত্রবাক্য যথা,—

"বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"
(শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)

অর্থাৎ—"সেই জীবকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম জানতে হবে। সেই জীব আনন্ত্য লাভের যোগ্য। (আনন্ত্য-শব্দে বিভুত্ব বুঝতে হবে না। অন্ত—মৃত্যু; তদ্রাহিত্যই 'আনন্ত্য' অর্থাৎ মোক্ষ)।"

অতএব জীবাত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এই প্রত্যেকটি জীবাত্মাই পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র চিৎপরমাণু এবং ইহার সংখ্যাও অনন্ত। জড়বিজ্ঞানে যে জড়-পরমাণুর কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেই জড়পরমাণুগুলির সঙ্গেই চিৎপরমাণুগুলির তাত্ত্বিক

পার্থক্য সূচিত হয়। জড়বিজ্ঞানের যন্ত্রে যে জীবাণু দেখা যায় তাহা চিৎপরমাণুগুলির জড়দেহ ধারণ মাত্র,—তাহা চিৎপরমাণু নয়। জড় পরমাণুর সঙ্গে চিৎপরমাণুর সংযোগ-বিয়োগের ফলেই চিৎপরমাণুর জড়দেহ গঠিত হয়। বিভুচিৎবস্তুর অংশ জীবাত্মা অণুচিৎবস্তু হওয়ায় তাহা প্রকৃতির তত্ত্বের অতীত বস্তু এবং সেই চিদ্‌বস্তু আমাদের জড়ীয় চক্ষু এবং বাক্য-মনের গোচরীভূত নহে।

জীবের যে স্ত্রী-পুরুষ বা নপুংসক ভেদ দেখা যায়, তাহা দেহগত ভেদ মাত্র; জীবাত্মা পঞ্চভূতাত্মক ও ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত শরীর গ্রহণকালে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব বা নপুংসকত্ব স্বভাব পায়। বস্তুতঃ জীবের স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক দেহধারণ আত্মার পোষাক মাত্র। জীবের স্বরূপতঃ আত্মগত শুদ্ধ দেহ চিন্ময়,—তাহাতে স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদ নেই। যথা শাস্ত্র প্রমাণ,—

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং ন পুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে ॥"

(শ্বেতাশ্বতর ৫।১০ মন্ত্র)

অর্থাৎ—"জীবের স্থূল শরীরই স্ত্রী-পুরুষ ও নপুংসক লক্ষণে লক্ষিত হয়। কর্ম্ম-ফলে জীব যে-যে শরীর লাভ করেন, তাহাতেই তিনি থাকেন। বস্তুতঃ জীব আত্মগত বস্তু; বাহ্যদর্শনে স্ত্রী-পুরুষ হ'লেও জড়দেহের পরিচয় তাহার পক্ষে যথার্থ নয়।"

পরতত্ত্ব ভগবান্ পূর্ণ চেতন বস্তু

অণুচিদ্‌বস্তু জীবাত্মার যখন দেহ-দেহী ভেদ নেই, তখন পূর্ণ চিদ্‌বস্তুরও দেহ-দেহী ভেদ থাকা সম্ভব নয়। যে পূর্ণচিদ্‌বস্তু থেকে অণুচিদ্‌বস্তুগুলির উদ্ভব সেই পূর্ণবস্তুই পরতত্ত্ব ভগবান্। আমরা যে জগতে বাস করছি এই জগতে অণুচিদ্‌বস্তু জীব ছাড়া আরও কত জড়বস্তু দেখতে পাচ্ছি। ভূমি, জল অগ্নি, আকাশ, বায়ু—এই পঞ্চ মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পঞ্চ তন্মাত্র তত্ত্বের সমন্বয় স্বরূপ এই চরাচরাত্মক জগতের সৃষ্টি হয়েছে। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদি থেকে নদ-নদী প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্য আমাদের চোখের সামনে প্রতি নিয়ত ভাসছে; কীটাণু-কীট প্রাণী পর্য্যন্ত অনন্ত কোটী প্রাণী এই জগতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এত বিবিধ বৈচিত্র্য ও সৃষ্টির চালক কি কেহ নেই? স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রেরও নেপথ্যে যখন যন্ত্রবিদ্ বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্কের বুদ্ধি কাজ করছে, তখন এই বিরাট সৃষ্টির পিছনে নিশ্চয়ই কোন

শক্তিমানের কার্য্য আছে ও থাক্‌বেই। 'কুঠারে কাঠ কাটিল' বল্‌তে কুঠারকে কোন শক্তিমান্ পুরুষ চালনা করছে বুঝ্‌তে হবে, নইলে অচেতন জড়বস্তু কুঠার কি চালনাশক্তি পেতে পারে? কাজেই এই বিরাট সৃষ্টির স্রষ্টা, পরিচালক বা নিয়ামককে কেউ কি অস্বীকার কর্‌তে পারেন? এত সৃষ্টি যিনি করেছেন, যাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় ও ইচ্ছায় সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে;—তিনি নিশ্চয়ই চেতন বস্তু, আদৌ জড়বস্তু নহেন। আর তিনি পূর্ণচেতন বলেই তাঁর শক্তির অংশরূপে অণুচেতন জীব উদ্ভূত হয়েছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণচেতন বস্তুকেই আমরা ভগবান্ বলি।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা

সেই ভগবান্ হ'তেই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড, অনন্তকোটী জীব প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। ভগবান্ পুরুষতত্ত্ব,—তিনি স্ত্রী ন'ন,—ক্লীবও ন'ন; যথা—"তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়"—(ভাঃ ৩।৯।১৯)।

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৭ পৃষ্ঠার পর)

বৈধ বলি বেদবিহিত বলিয়া বেদজ্ঞ ঋষিগণ পূর্ব্বকাল হইতেই তাহা আচরণ করিয়া আসিতেছেন, এইরূপ বাক্য ও ক্রিয়ার সুযোগ লইয়া বৈধ বলি বা মাংস ভোজন দোষণীয় নহে বলিয়া অনেকে ধারণা করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টম ও নবম খণ্ডে বৈধ পশুবধেরও নিষেধমূলক কয়েকটী মন্ত্রই রহিয়াছে। নিম্নে ভাষ্যসহ তাহার দুই-একটী উদ্ধৃত হইল—

১। "সর্ব্বেষাং বা এষ পশূনাং মেধেন যজতে যঃ পুরোডাশেন যজতে" ইতি।

সায়ন-ভাষ্য :— পুরোডাশযাগ এব সর্ব্বপশুসম্বন্ধিযজ্ঞযোগ্যহবির্যাগঃ। সর্ব্বপশুসম্বন্ধশ্চ পুরুষং বৈ দেবা ইত্যাদিনা প্রপঞ্চিতঃ।

অর্থাৎ যিনি পুরোডাশ (যবাদিচূর্ণনির্ম্মিতপিষ্টক বিশেষ) দ্বারা যজ্ঞ করেন পশুশরীরস্থ যজ্ঞীয় ভাগসকলের মেধ্য (পবিত্র) অংশদ্বারা তাহার যজ্ঞ করা হয়।

২। "তস্মাদাহুঃ পুরোডাশসত্রং লোক্যমিতি" (৬।৯ পূর্ব্বাংশ)

সায়নভাষ্য—যস্মাৎ পুরোডাশযাগঃ সর্ব্বপশুসারভূতস্তস্মাৎ পুরোডাশানুষ্ঠানং লোক্যং প্রেক্ষণীয়মিতি যাজ্ঞিকা আহুঃ। অতএব প্রৈষমন্ত্রে পুরোডাশমলঙ্কুর্ব্বিত্যেবমায়াতম্।

অর্থাৎ—যেহেতু পুরোডাশ (পিষ্টক) যাগই সর্ব্বপশু যাগের তুল্য অতএব পুরোডাশদ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞই লোক্য (দর্শনীয় বা শাস্ত্রসম্মত) এবং সেইজন্য ঐ পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞই ইহলোক ও পরলোকের হিতকর বলিয়া ঋষিগণের অভিমত।

বেদের এইসব মন্ত্র হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, কোন সময়ে অজাদি পশুদ্বারা যজ্ঞবিধি প্রবর্ত্তিত থাকিলেও তন্নিমিত্ত দোষের সম্ভাবনা বশতঃ ঋষিগণ তাহার পরিবর্ত্তে ব্রীহ্যাদি (ধান্যাদি) দ্বারা যজ্ঞ করাই সমীচীন ও পরলোকের হিতকর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে একটী পুরাতন ইতিহাসও মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বর্ণিত রহিয়াছে।—

উপরিচর বসু ও বসুধারার ইতিহাস

দেবগুরু বৃহস্পতির প্রধান শিষ্য মহারাজ উপরিচর বসু সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করত ইন্দ্রের মত পৃথিবী পালন করিতেন। বৃহস্পতি প্রমুখ প্রধান প্রধান বহু ঋষিগণের পৌরোহিত্যে তিনি মহাসমারোহের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বসুরাজ অহিংসা পরায়ণ ছিলেন, সেইজন্য তিনি ঐ যজ্ঞে পশুহত্যা করেন নাই। অরণ্য সম্ভূত ব্রীহ্যাদি (ধান্যাদি) দ্বারাই সমুদয় যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার ঐরূপ যজ্ঞে ও ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া অন্যের অলক্ষ্যে মহারাজকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিষ্ণুভক্ত মহাত্মা বহুকাল স্বর্গে বাস করিয়া ব্রহ্মশাপ নিবন্ধন স্বর্গভ্রষ্ট ও ভূগর্ভে নিপতিত হইয়াছিলেন। (মহাঃ ভাঃ ৩৩৬ অঃ)

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজা উপরিচর বসু অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি কি নিমিত্ত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন? ভীষ্ম কহিলেন—ধর্ম্মরাজ! এক সময়ে দেবগণ ও ঋষিগণে বিবাদ উপস্থিত হয়। দেবগণ অজ (ছাগপশু) ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ঋষিগণকে বলেন। তদুত্তরে

ঋষিগণ বলেন, বেদে বীজের (ধান্যাদির) দ্বারাই যজ্ঞ করার বিধি রহিয়াছে। ঐ বীজের নামই অজ। অতএব ছাগপশু বধ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। পশুচ্ছেদন কখনও সাধুগণের ধর্ম্ম নহে। তাহাদের এইরূপ পরস্পর বাদানুবাদ সময়ে মহারাজ উপরিচর বসু তথায় উপস্থিত হন। তখন ঋষিগণ দেবগণকে বলিলেন,—বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ দান-যজ্ঞ-ব্রতাদিনিষ্ঠ ও সর্ব্বভূত-হিতপ্রিয় এই বসুরাজ নিশ্চয়ই সত্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাদের বিবাদের মীমাংসা করিবেন। ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক। এই বলিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ একত্রে উপবেশনপূর্ব্বক উপরিচর মহারাজকে সভাপতি করত উভয় পক্ষের মত জ্ঞাপন করেন। রাজা নিজে পশুদ্বারা কখনও যজ্ঞ করেন নাই। ছাগপশু বলিদান তাঁহার অভিপ্রেত নহে; তথাপি দেবগণের পশুবলির ইচ্ছা জানিয়া তাহাদের পক্ষ সমর্থন করত, তিনি 'ছাগপশু-দ্বারা যজ্ঞ করাই বিধেয়' এইরূপ নিজ অভিমত প্রকাশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ঋষিগণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে 'স্বর্গভ্রষ্ট হও' বলিয়া অভিসম্পাত করেন। ঋষিগণের শাপে বসুরাজ সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গচ্যুত হইয়া একেবারে ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন। রাজা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। দেবতাসকল দেখিলেন, তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াই রাজার এইরূপ অধোগতি সংঘটিত হইল। তখন দেবতাগণ সকলে মিলিত হইলেন এবং রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—মহারাজ! তপস্বী ঋষিগণের শাপ অব্যর্থ, তবে আপনি দুঃখিত হইবেন না। আমরা আপনাকে বরদান করিতেছি যে, অভিশাপ দোষে যতদিন ভূগর্ভে থাকিবেন ততদিন যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘৃত ভক্ষণে আপনার ক্ষুৎ-পিপাসা দূর হইবে। এবং এই ধারাকে লোকে 'বসুধারা' বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। আপনি হরিভক্ত, আমাদের বরে শ্রীহরি শীঘ্রই আপনাকে শাপমুক্ত করিবেন।

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৩৭ অঃ)

গৃহভিত্তিতে বসুধারা কিজন্য দেওয়া হয় অনেকেই তাহার কারণ অবগত নহেন। এই প্রবন্ধ পাঠে আশা করি বসুধারা দিবার সময়ে সকলেই স্মরণ করিবেন যে,—**দেবতোদ্দেশে যজ্ঞাদিতে পশুবধের কেবলমাত্র অনুমোদন করিয়াই রাজা উপরিচর বসু শাপগ্রস্ত ও ভূগর্ভে পতিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য বসুধারা** নামক এই ঘৃতধারা প্রদান করিতেছি।

দেশাচার ও কুলাচার-মত নিরসন

শাস্ত্রার্থে অনভিজ্ঞ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অনেকেই দেশাচার ও কুলাচারের অজুহাতে পশুবলিদানের পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু স্কন্দ পুরাণ তাহাদের সে ভ্রমটী বিদূরিত করিতেছেন। যথা—

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচার-কুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥

অর্থাৎ, যে-সমস্ত বিষয়ে বেদে বা স্মৃতিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও বিধি বা নিষেধ নাই, সেই সকল বিষয়েই দেশাচার বা কুলাচার অনুসারে ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান নিরূপিত হইয়া থাকে। প্রয়োগ-পারিজাত-ধৃত স্মৃতিতেও দেখা যায়— স্মৃতের্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিরোধে পরিত্যজেৎ॥

স্মৃতিবাক্য ও বেদবাক্যের বিরোধস্থলে যেমন স্মৃতি-বাক্য পরিত্যাগ করিয়া বেদবাক্যই গ্রাহ্য হয়, সেইরূপ লৌকিক-বাক্য বা আচার স্মৃতিবিরুদ্ধ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। আরও দেখা যায়—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥ (ব্যাসস্মৃতি ১।৪)

অর্থাৎ—শ্রুতি (বেদবাক্য), স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিবাক্যেরই তথায় প্রামাণ্য, এবং স্মৃতিবাক্য ও পুরাণের বিরোধ-স্থলে স্মৃতির বাক্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়।

অতএব, কালিকা, দেবী বা ভবিষ্যপুরাণাদি সাধারণ তামস-রাজস পুরাণে "অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেষাণাঞ্চ তথা বধাৎ"—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিদানের বিধি থাকিলেও বেদে ও স্মৃতিতে তৎপরিবর্ত্তে অনুকল্পরূপে পুরোডাশাদি গ্রহণের বিধান থাকায়, সামান্য পুরাণ-মত সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মন্ত্রদ্বারা বেদমতে অনুকল্প বিধান সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সর্ব্বস্মার্ত্তবরেণ্য মহর্ষি মনু নিঃসন্দিগ্ধ ভাষায় যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহাতেও দেখা যায়—যজ্ঞাদিতে দেবতোদ্দেশে পশুবধ করিয়া সেই মাংস ভোজনের বিধি থাকিলেও, তাহা মাংসভোজন প্রবৃত্তিশীল জনগণের যথেচ্ছা প্রবৃত্তি নিবারণের জন্য সামান্য অভ্যনুজ্ঞা (আদেশ) মাত্র; যথা— ন মাংস-ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ (মনু সং ৫।৫৬)

মাংস-ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনাদিতে মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি আপনা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব তাহাতে দোষের কারণ নাই। কিন্তু ঐ সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া মহাপুণ্যের কারণ। বস্তুতঃ এসকল বিষয় বর্জ্জন করাই সর্ব্বোত্তম জানিবে। যথা—

যো বন্ধন-বধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে॥
যদ্ধ্যায়তি যৎকুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যোহিনস্তি ন কিঞ্চন॥ (মনু সং ৫।৪৬-৪৭)

অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি প্রাণীদিগকে বধ-বন্ধনাদি-ক্লেশ দিতে ইচ্ছা না করেন, সকলের হিতাভিলাষী সেই মানব চিরকাল অনন্ত সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। যে-ব্যক্তি দংশ-মশকাদি যে-কোনও জীবকে বিনাশ না করেন তিনি যাহা ধ্যান করেন, যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং যে পরমার্থতত্ত্বের অনুসন্ধানে মন দেন, তাঁহার সে সমুদয়ই অনায়াসে লভ্য হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণ সাত্ত্বিক মহাপুরাণের অন্যতম গ্রন্থ বলিয়াই অভিহিত। তাহাতে দেখা যায়—

এবং নানাবিধং কর্ম্ম পশোরালম্ভনাদিকম্ ।
কামাশয়ঃ ফলাকাঙ্ক্ষী কৃত্বাজ্ঞানেন মানবঃ॥
পশ্চাজ্জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা ভ্রান্ত্যাশাং তামসীং সদা।
যমভীতিহরং ভক্ত্যা যদি গোবিন্দমাশ্রয়েৎ॥ (পঃ পুঃ উঃ ১০৫ অঃ)

অর্থাৎ, যজ্ঞে ও দেবতার্চ্চনে পশুবধাদি নানাবিধ অকার্য্য, কামনাশীল মানবগণ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া অজ্ঞানতা বশতঃ প্রথমে আচরণ করিয়া পরে যদি কোনও সৎসঙ্গে সৌভাগ্যোদয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া সেই জ্ঞানরূপ অসি-দ্বারা তামসী আশাকে ছেদনপূর্ব্বক সর্ব্বদা যমভয় নিবারক শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল ভক্তির সহিত আশ্রয় করে, তাহা হইলেই তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ দেবী, কালিকা ও ভবিষ্য পুরাণাদিতে মহিষ বলিদানের বিধি পরিদৃষ্ট হয়। তৎসম্বন্ধে তিথিতত্ত্বের টীকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কাশীরাম বাচস্পতিধৃত তিথিবিবেক নামক গ্রন্থের বচনে দেখা যায়,—

ন দদ্যাৎ মাহিষং মাংসং সরক্তং সাধকঃ ক্বচিৎ।
দদদিষ্টফলং তস্য রুষ্টা হন্তি চ কালিকা॥

সাধক কদাচ দেবীকে সরুধির **মহিষমাংস** বলিরূপে দিবে না। তাহা দিলে ভগবতী কালিকা কুপিতা হইয়া তাহার ইষ্টফল নষ্ট করেন অর্থাৎ সে পূজাফল প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ে মহিষ, শূকর, ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতি জন্তুর মাংস কলিকালে অভক্ষ্য বলিয়াই কথিত হইয়াছে। কলিকালে পরাশর-স্মৃতি শ্রেষ্ঠস্মৃতির অন্যতম। তাহাতেও দেখা যায়,—

গজগবয়তুরঙ্গানাং **মহিষোষ্ট্রনিপাতনে**।
শুধ্যতে সপ্তরাত্রেণ বিপ্রাণাং তর্পণেন চ ॥ (পরাশর সং ৬।১২)

হস্তী, গবয়, অশ্ব, **মহিষ**, উষ্ট্র বধ করিলে সপ্তরাত্রি উপবাসপূর্ব্বক বিপ্রকে দানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। এই সব বচন পর্য্যালোচনায় দেখা যায় অন্ততঃ ভদ্র-সমাজে **মহিষ** বলি অতীব বিগর্হিত কার্য্য। তাঁহারা ঐ মহিষ-মাংস ভোজন করেন না; বৃথা মোহবশে দেশাচার বা কুলাচার রক্ষার জন্য অর্থব্যয় ও বহু প্রচেষ্টা করিয়া বলিষ্ঠ কৃষিকার্য্যোপযোগী ও পরম উপকারী একটী জীবকে হত্যা করিয়া নিজেদের আসুরিক প্রবৃত্তিরই পরিচয় দেন মাত্র।

যোগসূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার ব্যাসদেবও দেবোদ্দেশে বলিদান কার্য্যটী মোহজনিত হিংসা (মোহেন ধর্ম্মো মে ভবিষ্যতীতি) বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ—পশুহিংসা (দেবতোদ্দেশে বলিদান) করিলে আমার পুণ্য হইবে—এরূপ ধারণা ঘোর তমোগুণের মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দেবতার্চ্চনে পশুবলিদান অপূর্ব্ব-বিধি নহে

মহর্ষি মনু নিজ সংহিতায় ব্রাহ্মণগণের ভক্ষ্যাভক্ষ্য সাধারণ বস্তুর নির্ণয় করিয়া মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া প্রথমেই বলিলেন,—

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া।
যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানামেব চাত্যয়ে ॥ (মনু সং ৫।২৭)

যাহারা নিতান্ত মাংসভোজনেচ্ছু তাহারা যজ্ঞের অঙ্গীভূত দেবতোদ্দেশে মন্ত্রদ্বারা সংস্কারপূর্ব্বক নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করিবে। ব্রাহ্মণের কামনায় একবার মাত্র মাংস ভক্ষণ করিবে। শ্রাদ্ধে ও মধুপর্কপানে নিযুক্ত হইলে মাংস ভক্ষণ করিবে এবং অন্য খাদ্যদ্রব্যের অভাবে জীবন সঙ্কট উপস্থিত হইলে মাংস ভক্ষণ করিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরু-চরণে প্রার্থনা

সংসার-কারাগারে বদ্ধ হয়ে ছিনু পড়ে
ভালমন্দ না ছিল বিচার।
তুমি তবে কৃপা করে উদ্ধার করিলে মোরে
দিয়া তব চরণের পার॥
দীনমণি-আভা পেয়ে উদিয়া গগন পরে
অন্ধতমঃ নাশে যথা ইন্দু।
মোর চিত্ত অন্ধকার অনায়াসে পরিষ্কার
কর, দিয়া চরণার বিন্দু॥
সূর্য্যসম দীপ্তিমান করিবারে জীবত্রাণ
আসিয়াছ জগৎমাঝারে।
আর্ত্ত, পীড়িত, অজ্ঞানে করি দিব্যচক্ষু দানে
ডুবালে ভক্তিরস পাথারে॥
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে মাতি নাহি জ্ঞান দিবারাতি
কৃষ্ণসেবা শিখাচ্ছ সবারে।
সেবা-সুখে যায় ভাসি তব কৃপা-কণারাশি
বর্ষে সেই ভাগ্যবান-পরে॥
থাকি তব পদতলে না শিখিনু অবহেলে
গুরুসেবা অমৃতের দ্বার।
সেবা-কাজে সুকৌশলে ফাঁকি দিতে থাকি ছলে
কেমনে হ'বে মোর উদ্ধার॥
দিবস-রজনী মোর শত অপরাধ ভোর
কৃপা দৃষ্টে করহ মার্জ্জন।
মোর সম ভবে আর পাতকী নাহিক ছার
আমি তব কৃপার ভাজন॥
অসৎ কথা চিন্তন বিষয়েতে ধায় মন
প্রভু! তুমি রক্ষহ এবারে।
শিরে রাখ শ্রীচরণ স্মরি যেন অনুক্ষণ
রাখ পদ হৃদয়-মাঝারে॥

—শ্রীসঙ্কর্ষণদাস ব্রহ্মচারী

———

জীবতত্ত্ব

জীব কাহাকে বলে বা জীব কি বস্তু ?

এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতম্।
এষ চেতনয়া যুক্ত জীব ইত্যভিধীয়তে ॥ (ভাঃ ৪।২৯।৭৪)

[পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়— এই ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গদেহে চেতনের সহিত যুক্ত হইলেই তাহাকে 'জীব' বলা যায়।]

মনুষ্য ও স্থাবর জঙ্গমাদির দেহে যতক্ষণ এই জীব থাকে, ততক্ষণই তাহারা জীবিত বলিয়া পরিচিত। ঐ মনুষ্য ও স্থাবর জঙ্গমাদির দেহ হইল এই জীবের আশ্রয় বা আধার। এইজন্য জীবকে দেহীও বলা হয়। দেহ কিন্তু জীব নয়; কারণ দেহের নিজস্ব চেতনা নাই, জীবের কিন্তু চেতনা আছে। তথাপিও সাধারণতঃ চেতনবিশিষ্ট দেহকেও জীব বলা হয়। মানুষ একটী জীব, সিংহ একটী জীব, বৃক্ষ একটি জীব—এইরূপই বলা হয়। পার্থক্য সূচনার জন্য প্রকৃত চেতনাময় জীবকে "জীবস্বরূপ" বা "জীবাত্মা" বলা হয়। জীবাত্মা হইল স্বরূপতই জীব; আর জীবাত্মাবিশিষ্ট মনুষ্যাদি দেহকে জীব বলা হয় কেবল উপচার বশতঃ মনুষ্য-পশুপক্ষী প্রভৃতি নাম বা রূপ জীবাত্মার নহে। জীবাত্মা যখন মনুষ্য দেহে থাকে, তখন দেহ-সম্বলিত অবস্থায় মানুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে; যখন পশুদেহে থাকে তখন পশু বলিয়া কথিত হয়। একই জীবাত্মা কর্ম্মফলবশতঃ কখনও মানুষ, কখনও পশু, কখনও তরু, লতা, গুল্ম ইত্যাদি।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি যত প্রকার প্রাণবিশিষ্ট বস্তু এই পরিদৃশ্যমান জগতে দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই দেহ আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে; জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই দেহ থাকে চেতন; মৃত্যুর পর সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ হইয়া যায় অচেতন। এককথায় চেতনতা ব্যতীত আর প্রায় সবকিছুই বর্ত্তমান থাকে। ইহাদ্বারা বুঝা যায় দেহের মধ্যে এমন একটি বস্তু ছিল, যে-বস্তুর শক্তিতে দেহটি চেতন এবং অনুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল; মৃত্যুর সময়ে সেই বস্তুটি দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাই তাহার দেহটি অচেতন এবং অনুভূতিবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণ স্বরূপে জানা যায়,—একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রদীপ প্রবেশ

করাইলে ঐ ঘরের অন্ধকার দূর হইয়া যায় এবং ঘরটি আলোকিত হইয়া পড়ে। ইহাতে বুঝা যায় প্রদীপটি আলোকময়, ইহা অপরকেও আলোকিত করিতে পারে। তদ্রূপ যে-বস্তুটি দেহে থাকিলে দেহটি চেতনাময় হয় এবং উহা দেহ হইতে চলিয়া গেলে দেহ অচেতন হইয়া পড়ে; তাহা নিজেও চেতন এবং নিজের সংস্পর্শে দেহকেও চেতনাময় করিয়া তোলে। এই চেতন বস্তুটিরই নাম জীব বা জীবাত্মা। ইহা অদৃশ্য, প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা তাহাকে দেখা যায় না, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, লতাদির দেহ সকলেই দেখে। এমনকি কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র জীব আছে তাহাদিগকে চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, যেমন রোগের বীজাণু প্রভৃতি। অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারা ঐগুলি দেখা গেলেও যন্ত্রাদির সাহায্যেই উহা চাক্ষুষ দর্শনের যোগ্য, কিন্তু জীবাত্মাকে চক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না—এমন কি যন্ত্রাদির সাহায্যেও জীবাত্মা অদৃশ্য। জীবাত্মার অস্তিত্ব বুঝা যায় কেবল তাঁহার চেতনাময় প্রভাবের দ্বারা। যে সমস্ত জীব কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদির সাহায্যেই দৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যেও জীবাত্মা আছে; তাহা বুঝা যায়, তাহাদের জন্ম মৃত্যুর দ্বারা জীব-দেহাদি ও জীবাত্মা একজাতীয় বস্তু নহে, অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা জগতের অন্যান্য বস্তু দেখা যায় বা দর্শনের যোগ্য হয়। কিন্তু জীবাত্মাকে দেখা সম্ভব হয় না। জীবাত্মা অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদির সাহায্যে কখনই দর্শনের যোগ্য নহে ইহাতে বুঝা যায়—জীবদেহাদি সে-জাতীয় বস্তু নহে। জীবাত্মা হইতেছে ভিন্ন জাতীয় বস্তু—জড়বিরোধী চিদ্‌বস্তু বা অপ্রাকৃত বস্তু।

জীবাত্মা অপ্রাকৃত, প্রাকৃত বস্তু হইতে বৈলক্ষণযুক্ত

মানুষের দেহ, পশু-দেহ বা বৃক্ষাদির দেহের বৈশিষ্ট্যাদি বা উপাদানাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু জীবাত্মার উপাদান বা বৈশিষ্ট্যাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। যাহাকে দেখা যায় না বা ধরা ছোঁয়া যায় না, তাহা কি কখনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইতে পারে? ইহার হেতু এই যে,—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দেহাদি দৃশ্যমান দর্শনযোগ্য বস্তুগুলি হইতেছে জড় বা প্রাকৃত। আর জীবাত্মা হইতেছে জড়াতীত—অপ্রাকৃত বা চিদ্‌রূপ। বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রাদি জড় ও প্রাকৃত, পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী বৈজ্ঞানিকগণের দর্শনাদিও প্রাকৃত। সুতরাং অপ্রাকৃত বস্তু কিভাবে প্রাকৃত বস্তুর গোচরীভূত হইতে পারে? প্রাকৃত

বস্তুই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হওয়া সম্ভব। কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হইতে পারে না।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২।৯।১৭৯ শ্লোকে) আমরা পাই—

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয় গোচর।

দেহাদি প্রাকৃত বস্তুর উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে, হ্রাস আছে, বৃদ্ধি আছে; কিন্তু জীবাত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই। প্রাকৃতবস্তু অনিত্য, কিন্তু জীবাত্মা নিত্য। নিত্য হইলেও ইহা ফলানুসারে স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্তদেহে বিচরণ করিয়া থাকে। প্রাকৃত বস্তু অগ্নিতে দগ্ধ হয়, জলে আর্দ্র হয়, শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন হয়, বায়ুদ্বারা শুষ্ক হয়; কিন্তু জীবাত্মা অগ্নি-জলাদির দ্বারা ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। অতএব প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্ম হইতে চিৎবস্তু জীবাত্মার ধর্ম্ম ভিন্ন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রিয়সখা অর্জ্জুনের মাধ্যমে জানিয়েছেন,—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তা শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুদ্ধস্ব ভারত ॥ (গীতা ২।১৮)

নিত্য জীবাত্মার জড়ীয় স্থূল বা লিঙ্গ শরীর অনিত্য, কিন্তু শরীরী জীবাত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয় (অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দুর্জ্ঞেয়)। অতএব (অর্জ্জুন) তুমি যুদ্ধ কর।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥
(গীতা ২।২০)

এই জীবাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; কখনও ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় বর্দ্ধিত হয়েন না। ইনি অজ (জন্ম রহিত), হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, ক্ষয়-বিহীন এবং পরিমাণ শূন্য, শরীর বিনষ্ট হইলেও শরীরি জীবাত্মা বিশিষ্ট হন না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥
(গীতা ২।২২)

জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যে-প্রকার নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ দেহী (জীবাত্মা) জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ পরিগ্রহ করেন।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ (গীতা ২।২৩)

শস্ত্রসমূহ ইহাকে (এই জীবাত্মাকে) ছেদন করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ (গীতা ২।২৪)

ইনি (জীবাত্মা) ছিন্ন হওয়ার যোগ্য নহেন, দগ্ধ হওয়ার যোগ্য নহেন, ক্লিন্ন (আর্দ্র) হওয়ারও যোগ্য নহেন এবং শুষ্ক হওয়ার যোগ্যও নহেন, ইনি নিত্য, সর্ব্বগত (কর্ম্মফল অনুসারে স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল দেহে গমন করেন) স্থিরস্বভাব সর্ব্বদা একরূপ এবং সনাতন।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ (গীতা ২।২৫)

ইনি (জীবাত্মা) অব্যক্ত (অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন), ইনি অচিন্ত্য (অর্থাৎ মনেরও অগোচর) এবং অবিকার্য্য (কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর, অথবা জন্মাদি ষড়-বিকার রহিত)। এ সমস্ত প্রমাণে জানা গেল জীবাত্মার ধর্ম্ম এবং প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্ম এক নহে; প্রাকৃত বস্তু জীবাত্মার উপর কখনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; জীবাত্মা কখনই প্রাকৃত বস্তু নহে—ইহা অপ্রাকৃত বস্তু।

—শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"
শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত গীতাভূষণ-ভাষ্য
ও
শ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত
বিদ্বদ্রঞ্জন-ভাষাভাষ্য সমন্বিত।
উত্তম বাঁধাই—২০'০০ টাকা

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ২১শে ফাল্গুন, ১৩৮৮ (ইং ৫।৩।৮২) শুক্রবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন (ইং ১০।৩।৮২) বুধবার পর্য্যন্ত ষষ্ঠদিবসব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—তাং ১৫।৮।১৩৮৮

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ— কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২১শে ফাল্গুন (ইং ৫।৩।৮২), শুক্রবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী ;** এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২২শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।৮২), শনিবার ;—(৩)—**শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; ও (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর ; এবং অপরাহ্নে সহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (পোড়া মায়া-স্থান)।

৩। ২৩শে ফাল্গুন (ইং ৭।৩।৮১), রবিবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২৪শে ফাল্গুন (ইং ৮।৩।৮২), সোমবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; এবং (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর অঙ্গন ও শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৫। ২৫শে ফাল্গুন (ইং ৯।৩।৮২), মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**

৬। ২৬শে ফাল্গুন (ইং ১০।৩।৮১), বুধবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)।**

জ্ঞাতব্য ঃ—অনিবার্য্য কারণবশতঃ শ্রীচৈতন্য পঞ্জিকায় প্রকাশিত "শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও জন্মোৎসবানুষ্ঠান" বর্ত্তমান নিমন্ত্রণ-সূচী অনুসারে ষষ্ঠ-দিবসেই শ্রীধাম-পরিক্রমা সমাপ্ত হইবে। অতএব পরিক্রমার যাত্রীগণ ২০শে ফাল্গুন (ইং ৪।৩।৮২), বৃহস্পতিবার শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বে কেহ আসিলে মঠে থাকার প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। যাত্রীগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং যাঁহারা মঠে রাত্রিবাসে ইচ্ছুক তাঁহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস, নবদ্বীপ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ১০'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫'২৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **"কার্য্যাধ্যক্ষ** অথবা **'প্রকাশক' শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী—

১। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্)—২০-০০, ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) বার্ষিক—ভিক্ষা—৬-০০, ৩। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ—৬ ০০, ৪। সাংখ্য-বাণী—০০-২৫, ৫। মায়াবাদের জীবনী—৫-০০, ৬। প্রেম-প্রদীপ—২-৫০, ৭। প্রবন্ধাবলী—২-৫০, ৮। শরণাগতি—০০-৭৫, ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—০০-৫০, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—১-০০, ১১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—২-৫০, ১২। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১-০০, ১৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—১-০০, ১৪। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—২-৫০, ১৫। জৈবধর্ম্ম (বাংলা)—১২-০০, ১৬। ঐ (হিন্দী)—১৫-০০, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী—১।২৫, ১৮। শ্রীগৌর-কথামালা—৪-৫০, ১৯। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—১-০০, ২০। অর্চ্চন-দীপিকা—১-৫০, ২১। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১-৫০, ২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮-০০, ২৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা—৭-০০, ২৪। শ্রীগৌরাঙ্গ—৩-০০ ২৫। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—৪-৫০, ২৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu—2 00.

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd. No. W. B/NDA-31

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ, পি।
৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম।
৬। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)।
৭। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৮। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়প্রচারকেন্দ্র, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
৯। শ্রীকেশবগোস্বামী গৌড়ীয়মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ. (দার্জ্জিলিং)।
১০। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম।
১১। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,—তুরা পোঃ, (গারো পাহাড়) মেঘালয়।
১২। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
১৩। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)।
১৪। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK-POST Sl. No.

To

From—

Shri Goudiya-Patrika Office
SHRI DEVANANDA GOUDIYA MATH
P.O. Nabadwip (Nadia), W. Bengal.
Pin-741302; Phone : NVD-247